বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৮ সংখ্যা-০৭ জুলাই - ২০২৫

Three days of continuous rain in Khulna disrupted public life and reduced job opportunities for daily wage workers. Many labourers arrive in the morning in search of work but are forced to return home empty-handed due to the rain. The photo was taken from Moylapota intersection in Khulna city yesterday.

PHOTO: HABIBUR RAHMAN

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-৮/এ/ক (পঞ্চম তলা) রাজ্জাক ভিলা, রোড-১৩(নতুন) 'ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
ই-মেইল: bils@citech.net, www.bilsbd.org

সূচী :	পৃষ্ঠা
শোভন কাজ	০৩ - ৪৯
শ্রম বাজার	৫০ - ৯৪
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	৯৫ - ১১২
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	১১৩ - ১২১
আন্দোলন ও ধর্মঘট	১২২ - ১৩১
সংবাদপত্রে বিল্স	১৩২ -১৩৩

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১ জুলাই ২০২৫,

৪০% কৃষক যথাযথ মজুরি পান না

বিবিএসের জরিপের তথ্য

ময়মনসিংহ বিভাগের কৃষকদের মজুরি পাওয়ার হার সবচেয়ে বেশি। আর মজুরিতে সবচেয়ে পিছিয়ে আছে সিলেট বিভাগ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের জাতীয় কৃষি মজুরির (দৈনিক ৬০০ টাকা) চেয়ে কম মজুরি পান প্রায় ৪০ শতাংশ কৃষক। আর বাকি ৬০ শতাংশ কৃষক জাতীয় কৃষি মজুরি হারের সমান বা এর চেয়ে বেশি মজুরি পান। দেশের বিভাগগুলোর মধ্যে মজুরির দিক থেকে সবচেয়ে পিছিয়ে আছেন সিলেট ও খুলনা বিভাগের কৃষকেরা। আর মজুরির দিক থেকে এগিয়ে আছেন ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামের কৃষকেরা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত সাম্প্রতিক এক জরিপে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিবিএস মিলনায়তনে গতকাল সোমবার বিকেলে কৃষি খাতের টেকসই উন্নয়ন পরিমাপে পরিচালিত 'উৎপাদনশীল ও টেকসই কৃষি জরিপ ২০২৫' শীর্ষক জরিপের চূড়ান্ত ফলাফল তুলে ধরা হয়। দেশে প্রথমবারের মতো এই জরিপ করা হয়েছে। ১১টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে দেশের কৃষি খাত কতটা টেকসই, সেটি বের করাই ছিল এ জরিপের অন্যতম উদ্দেশ্য। জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা হয়, দেশের কৃষিজমির ৫৭ শতাংশ এখনো টেকসই ব্যবস্থাপনার বাইরে রয়েছে।

জরিপের ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব আলেয়া আক্তার। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. মাহবুবুল হক পাটওয়ারী এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মাসুদ রানা চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন বিবিএসের মহাপরিচালক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান।

জরিপে দেখা যায়, শহরের তুলনায় গ্রামে কৃষকেরা কম মজুরি পান। শহরাঞ্চলে যেখানে ৭৬ শতাংশ কৃষক যথাযথ মজুরি পান, গ্রামে সেই হার ৫৯ শতাংশ। বিভাগের হিসাবে, সিলেটের ৬৩ শতাংশ কৃষক যথাযথ মজুরি পান না। খুলনায় এ হার প্রায় ৬০ শতাংশ। তবে ময়মনসিংহ বিভাগে মজুরি পাওয়ার হার সবচেয়ে বেশি। এ বিভাগে যথাযথ মজুরি পান ৭৫ শতাংশ কৃষক। আর চট্টগ্রামে এ হার ৭৩ শতাংশ। ঢাকার প্রায় ৬৭ শতাংশ কৃষক যথাযথ মজুরি পান।

কৃষি খাতে লাভের বিষয়ে জরিপের তথ্যে উঠে এসেছে, দেশের ৭৯ শতাংশ জমি গত তিন বছরের মধ্যে অন্তত এক বছর লাভজনকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে ২১ শতাংশ কৃষিজমি তিন বছরের কোনো বছরেই লাভের মুখ দেখেনি। শহরাঞ্চলে এ হার ২৫ শতাংশ।

জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলে জমির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বলা হয়, দেশের প্রায় ৩১ শতাংশ কৃষিজমি কৃষিঋণ, ইনস্যুরেন্স ও একাধিক ফসলের আওতায় নেই। ফলে যেকোনো দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে এসব কৃষিজমি। শহরাঞ্চলে এ ধরনের জমির পরিমাণ ৪৪ শতাংশ।

কৃষি চাষে সার ও কীটনাশক ব্যবহারে কৃষকদের অবস্থাও উঠে এসেছে জরিপে। বিবিএস বলছে, দেশের প্রায় ৪৩ শতাংশ জমিতে সার ব্যবহারের আটটি পদ্ধতির কোনোটিই অনুসরণ করা হয় না। আর দেশের ৪৯ শতাংশ কৃষিজমিতে স্বাস্থ্য ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে কীটনাশক ব্যবহার করা হয় না। এ ক্ষেত্রে ১১টি পদ্ধতির একটিও অনুসরণ করা হয় না, যা পরিবেশ ভারসাম্য ও কৃষকের স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

সেচ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলে বলা হয়, দেশের ১৮ শতাংশ জমিতে যথাযথ সেচের পানি পাওয়া যায় না। জরিপের তথ্যমতে, সার্বিকভাবে দেশের ৫৭ শতাংশ কৃষিজমিই টেকসই ব্যবস্থাপনার বাইরে রয়ে গেছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আলেয়া আক্তার বলেন, 'এত দিন আমরা সার-কীটনাশকের ব্যবহার বাড়িয়ে শুধু উৎপাদন বৃদ্ধির কথা ভাবতাম। তবে টেকসই দৃষ্টিতে শুধু উৎপাদন বাড়ালেই হবে না, পরিবেশের প্রতিও নজর দিতে হবে। নগদ লাভ দেখলেই হবে না, উৎপাদন উপকরণের পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ভবিষ্যতে জমির উর্বরতা যেন ঠিক থাকে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ।'

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মো. মাহবুবুল হক পাটওয়ারী বলেন, 'কৃষিতে এখন কোন দিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, তা এ জরিপের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে গেছে। সেভাবেই হয়তো আমরা ভবিষ্যৎ প্রকল্প পরিকল্পনা সাজাব। জরিপে উঠে আসা সার ব্যবহারের বিষয়টি উদ্বেগজনক। আমাদের ইউরিয়াসহ অন্য সারগুলো আমদানি করতে হয়। ৮০-৯০ টাকায় সার কিনে তা কৃষক পর্যায়ে ৩০-৪০ টাকায় বিক্রি করা হয়। সারের ব্যবহার কমছে না। মুন্সিগঞ্জে আলু চাষে অতিরিক্ত সার ব্যবহার করা হচ্ছে। আমরা সম্প্রতি একটি খামারি অ্যাপস চালু করেছি। যার মাধ্যমে কোন জমিতে কোন ফসল ভালো হবে এবং কেমন সার ব্যবহার করতে হবে সেটার তথ্য পাওয়া যায়। তবে এখনো এটা কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয় করা যায়নি। আমরা কৃষকের মধ্যে জৈব সার নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি।'

অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ মাসুদ রানা চৌধুরী বলেন, ভবিষ্যৎ কৃষি নীতি গ্রহণে এই জরিপের তথ্য সহায়ক হবে। এত দিন কৃষিকে সাদাচোখে দেখলেও এখন টেকসই দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বিবিএসের উপপরিচালক ও জরিপ প্রকল্প পরিচালক মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বলেন, কৃষিতে অনেক শ্রমিক আছেন, যাঁরা কোনো মজুরি পান না। অনেক ক্ষেত্রে দুজনের জায়গায় একজন কাজ করেন। তাই সার্বিক মজুরির হার কম।

> **এত দিন আমরা সার-কীটনাশকের ব্যবহার বাড়িয়ে শুধু উৎপাদন বৃদ্ধির কথা ভাবতাম। তবে টেকসই দৃষ্টিতে শুধু উৎপাদন বাড়ালেই হবে না, পরিবেশের প্রতিও নজর দিতে হবে।**
>
> **আলেয়া আক্তার**
> সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

> **কৃষিতে এখন কোন দিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, তা এ জরিপের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে গেছে। সেভাবেই হয়তো আমরা ভবিষ্যৎ প্রকল্প পরিকল্পনা সাজাব।**
>
> **মো. মাহবুবুল হক পাটওয়ারী**
> অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

- দেশের ২১ শতাংশ কৃষিজমি তিন বছরের কোনো বছরেই লাভের মুখ দেখেনি।
- দেশের প্রায় ৩১ শতাংশ কৃষিজমি কৃষিঋণ, ইনস্যুরেন্স ও একাধিক ফসলের আওতায় নেই।

বণিকবার্তা মঙ্গলবার, জুলাই ১, ২০২৫ ■ আষাঢ় ১৭, ১৪৩২

কাজে ফিরেছেন এনবিআর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) যৌক্তিক সংস্কার ও চেয়ারম্যানের অপসারণের দাবিতে কয়েক দিনের অচলাবস্থা শেষে কাজে ফিরেছেন সংস্থাটির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। রাজধানীর আগারগাঁওয়ের এনবিআর ভবনে গতকাল সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান। এর আগে গত রোববার রাতে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয় এনবিআর সংস্কার ঐক্য পরিষদ।

রাষ্ট্রীয় ও দেশের স্বার্থে সব ভুলে গিয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে এনবিআর চেয়ারম্যান কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, 'আশা করি আমাদের আর এ ধরনের সমস্যার মধ্যে যেতে হবে না। অতীতে রেভিনিউ অফিসাররা যেভাবে দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন, একইভাবে তারা কাজ করবেন।'

এনবিআরে কর্মচাঞ্চল্য শুরু হয়েছে জানিয়ে আবদুর রহমান খান বলেন, 'কাস্টম হাউজগুলো গতকাল (রোববার) বিকাল থেকেই কাজ শুরু করছে। তারা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করেছেন। ফলে সবার মাঝে বিশেষ করে ব্যবসায়ী ও নীতিনির্ধারকদের মধ্যে স্বস্তি বিরাজ করছে। সকাল থেকেই আমাদের সব দপ্তরে কাজ শুরু হয়েছে, সম্পূর্ণ উপস্থিতি আছে। সব কাস্টম হাউজ, আইসিডি, ভ্যাট ও কর অফিস সবাই কাজ করছে। যেহেতু (আজ) ৩০ জুন (অর্থবছরের শেষ দিন), আজকে আমাদের একটা বড় ড্রাইভ থাকে। রেভিনিউগুলো যেগুলো পাইপলাইনে রয়েছে, সেগুলো ট্রেজারিতে নিয়ে আসার একটা ক্রমাগত চেষ্টা থাকে, সেটাই চলছে।'

তিনি আরো বলেন, 'এবার গতবারের চেয়ে রাজস্ব আদায় বেশি হবে, এটা নিশ্চিত। কিন্তু যে রকম আশা করছিলাম...একটু তো হোঁচট খেয়েছি এই কয়দিনের কাজকর্মে। আজ যেটা ট্রেজারিতে জমা হবে সেটার রিপোর্ট আগামীকাল (আজ) পাব। এর বাইরে সরকারি প্রকল্পের কর বা মূসকের বিল থাকে; যেটা আদায় হয়, সেটা সমন্বয় করতে কিছুটা সময় লাগবে। নরমালি জুন ক্লোজিংয়ে একটু সময় লাগে। দুই থেকে তিন সপ্তাহ লেগে যাবে ফাইনাল ফিগার আসতে।'

আবদুর রহমান খান বলেন, 'বর্তমানে এনবিআরের রেভিনিউ রিপোর্টিং সিস্টেমেটিক। আমরা ম্যানুয়াল রিপোর্ট করি না, আইবাসে আদায়ের রিপোর্ট করি।'

গত কয়েকদিনের আন্দোলনে ব্যবসা-বাণিজ্য বিঘ্নিত হয়েছে উল্লেখ করে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, 'রাজস্ব আদায় হোঁচট খেয়েছে। আজও (সোমবার) সময় আছে, তারা (কর্মকর্তারা) চেষ্টা করছেন। ট্যাক্স অফিসারদের প্ল্যানের মধ্যে আছে কারা ট্যাক্স পেয়ার, কারা বছরের শেষে কর দেবে, এটা তারা জানেন।'

এনবিআর চেয়ারম্যান জানান, সোমবার (গতকাল) সকাল ১০টা পর্যন্ত রাজস্ব আদায় হয়েছে ৩ লাখ ৬০ হাজার ৯২২ কোটি টাকা। এর আগে গত বৃহস্পতিবার তিনি জানিয়েছিলেন, আগের দিন বুধবার পর্যন্ত ৩ লাখ ৫৩ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হয়েছিল। সে হিসাবে এনবিআরে কমপ্লিট শাটডাউন ও মার্চ টু এনবিআর আন্দোলনের মধ্যেও চার দিনে ৭ হাজার ৯২২ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হয়েছে।

এনবিআরের আওতাধীন সব কাস্টম হাউজ, বন্ড কমিশনারেট ও শুল্ক স্টেশনগুলোর চাকরিকে অত্যাবশ্যকীয় সেবা ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি

এদিকে এনবিআরের আওতাধীন সব কাস্টম হাউজ, বন্ড কমিশনারেট ও শুল্ক স্টেশনগুলোর চাকরিকে অত্যাবশ্যকীয় সেবা ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে গতকাল এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এতে বলা হয়েছে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন সব কাস্টম হাউজ, আইসিডি, বন্ড কমিশনারেট এবং শুল্ক স্টেশনগুলোর সব শ্রেণীর চাকরি সরকারের রাজস্ব আহরণ লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য এবং সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা গতিশীল রাখার জন্য অত্যাবশ্যক। সরকার কর্তৃক জনস্বার্থ রক্ষায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন সব কাস্টম হাউজ, আইসিডি, বন্ড কমিশনারেট এবং শুল্ক স্টেশনগুলোর সব শ্রেণীর চাকরিকে অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিস ঘোষণা করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে মন্ত্রণালয়ের সচিব এএইচএম সফিকুজ্জামান স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস) থেকে উপপরিচালক (উপসচিব) মোহাম্মদ আবু ইউসুফ প্রকাশ করেন।

তবে এনবিআর সূত্রে জানা গেছে, যদি আয়কর ও ভ্যাট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা রাষ্ট্র এবং রাজস্ববিরোধী কোনো পদক্ষেপ নিতে যায়, তাহলে তাদেরকেও অত্যাবশ্যকীয় সেবার আওতায় আনা হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এর প্রাথমিক অনুমোদন রয়েছে।

NEW AGE
TUESDAY, JULY 1, 2025,

422 workers killed in workplace accidents in 6 months: report

Staff Correspondent

AT LEAST 422 workers lost their lives in 373 workplace accidents in the country between January and June this year, according to a report revealed by the Safety and Rights Society on Monday.

Of the total fatalities, 267 were resulting from road crashes while the highest number, 207, of workers died from the transport sector, according to the report.

The report says that during the same period in 2024, 475 workers were killed in 420 workplace accidents, according to a press release issued by the organisation.

According to the organisation, it has considered from going to the workplace to coming home within the purview of workplace.

The organisation observes that serious disregard for labour laws and safety protocols significantly increases the risk of fatal incidents, stressing that ensuring safety at workplaces is a shared responsibility of the employers, the government and the workers themselves.

Safety and Rights Society, a non-governmental organisation working on improving workplace safety, health and labour rights, prepared the report based on reports published in 26 national and local newspapers.

According to the report, the causes of worker deaths during the six-month period were diverse, with the majority—267 fatalities—resulting from road accidents followed by 56 from lightning strikes, 40 from electrocution, 23 from falls from height, 12 due to fire or explosions, nine by falling heavy objects on the victims, eight by wall or earth collapse, five from drowning, and one each from toxic gas inhalation and other causes.

Sector-wise, the highest number, 207, of workers died from the transport sector, followed by 65 from the service sector, 59 each from the agriculture and the construction, and 32 from the manufacturing and industrial sectors.

The organisation highlighted multiple root causes behind these 'preventable' fatalities, including structural weaknesses, use of hazardous machinery, technical failures, unregulated transport systems, incompetent drivers, lack of risk awareness and safety training among workers, inadequate use of personal protective equipment, excessive workload, insufficient rest, natural disasters, anda lack of emergency and post-accident primary medical services.

The organisation's executive director Sekender Ali Mina said that workplace accidents continued and the death toll kept rising despite technological advancements and evolving industrial practices.

Sector-specific long-term planning for workplace standards and proper implementation are essential, he said.

'This calls for effective coordination between workers and employers and significant strengthening of the inspection system,' he stressed.

Without this tripartite cooperation, workplace accident prevention would not be possible, he added.

দৈনিক ইত্তেফাক
২ জুলাই ২০২৫

দেশের ৪০ শতাংশ কৃষক ন্যায্যমজুরি পান না

- সিলেট-খুলনায় সবচেয়ে পিছিয়ে, ময়মনসিংহ-চট্টগ্রামে কিছুটা এগিয়ে
- ন্যায্যমজুরির বাইরে চার জনের এক জন কৃষক
- টেকসই নয় দেশের অর্ধেকের বেশি কৃষিজমি
- পর্যাপ্ত সেচ নেই ১৮ শতাংশ জমিতে
- সার-কীটনাশকে নিয়ম না মানায় ঝুঁকিতে কৃষিজমি

ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশের খাদ্যনিরাপত্তা ও অর্থনীতির ভিত গড়ে তুলছে যে কৃষকসমাজ, তাদের এক বড় অংশই ন্যায্যমজুরি থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সাম্প্রতিক এক জরিপে উঠে এসেছে, জাতীয় কৃষিমজুরি হিসেবে নির্ধারিত দৈনিক ৬০০ টাকার তুলনায় প্রায় ৪০ শতাংশ কৃষক কম মজুরি পান। অর্থাৎ, চার জনের মধ্যে দুই জন কৃষকই এখনো প্রাপ্য আয় পাচ্ছেন না।

বিবিএস পরিচালিত 'উৎপাদনশীল ও টেকসই কৃষি জরিপ ২০২৫'-এর চূড়ান্ত ফলাফল সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পরিসংখ্যান ভবনের মিলনায়তনে প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব. আলেয়া আক্তার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. মাহবুবুল হক পাটওয়ারী এবং পরিসংখ্যান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মাসুদ রানা চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন বিবিএস মহাপরিচালক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান।

জরিপ অনুযায়ী, দেশের ৬০ শতাংশ কৃষক জাতীয় মজুরি বা তার বেশি আয় করলেও, অঞ্চলভেদে চিত্রটি একেবারেই ভিন্ন। সিলেট বিভাগে ৬৩ শতাংশ কৃষক এবং খুলনায় প্রায় ৬০ শতাংশ কৃষক ন্যায্যমজুরি থেকে বঞ্চিত। তুলনামূলকভাবে ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে পরিস্থিতি ভালো, এখানে যথাযথ মজুরি পান যথাক্রমে ৭৫ ও ৭৩ শতাংশ কৃষক। ঢাকায় এই হার ৬৭ শতাংশ। শহর ও গ্রামের মধ্যেও মজুরির ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। শহরে যেখানে ৭৬ শতাংশ কৃষক ন্যায্যমজুরি পান, গ্রামে এই হার মাত্র ৫৯ শতাংশ।

জরিপে উঠে এসেছে আরো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। দেশের মোট কৃষিজমির ৫৭ শতাংশ এখনো টেকসই ব্যবস্থাপনার আওতায় আসেনি। এই জমিগুলোর বড় অংশ কৃষিঋণ, ইনসিওরেন্স কিংবা একাধিক ফসল উৎপাদনসুবিধা থেকে বঞ্চিত। এতে দুর্যোগে ফসলহানির ঝুঁকি আরো বাড়ছে। শহরাঞ্চলে এমন ঝুঁকিতে থাকা জমির হার ৪৪ শতাংশ। গত তিন বছরে দেশের ৭৯ শতাংশ কৃষিজমি অন্তত এক বছর লাভজনকভাবে ব্যবহৃত হলেও, বাকি ২১ শতাংশ জমি কোনো সময়েই লাভের মুখ দেখেনি। শহরাঞ্চলে এই হার আরো বেশি, ২৫ শতাংশ।

সার ব্যবহারে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা না মানা এবং পরিবেশবান্ধব কীটনাশকের অভাবে কৃষি ও পরিবেশ দুটোই ক্ষতির মুখে পড়ছে। জরিপে দেখা গেছে, দেশের ৪৩ শতাংশ জমিতে সার প্রয়োগে কোনো নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। কীটনাশকের ক্ষেত্রেও ৪৯ শতাংশ জমিতে স্বাস্থ্য ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি উপেক্ষা করা হয়।

সঠিকভাবে সেচ না পাওয়ায় দেশের ১৮ শতাংশ জমি প্রত্যাশিত ফলন দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। অনুষ্ঠানে আলেয়া আক্তার বলেন, 'শুধু উৎপাদন বাড়ালে হবে না, পরিবেশও রক্ষা করতে হবে। উৎপাদনের উপকরণগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।'

মো. মাহবুবুল হক পাটওয়ারী বলেন, 'সার ব্যবহারে অপ্রয়োজনীয়তা উদ্বেগজনক। ইউরিয়াসহ বেশির ভাগ সার আমদানিনির্ভর। অথচ অনেক জায়গায় অতিরিক্ত ব্যবহার হচ্ছে। আমরা খামারি অ্যাপ চালু করেছি, তবে তা এখনো জনপ্রিয় হয়নি।' পরিসংখ্যান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মাসুদ রানা চৌধুরী বলেন, 'এই জরিপ ভবিষ্যৎ কৃষিনীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।' সভায় উন্মুক্ত আলোচনা পরিচালনা করেন যুগ্ম সচিব দীপংকর রায়।

Wednesday • July 2, 2025

thefinancialexpress.com.bd

Reforms, diversification could supercharge RMG exports

RMG EXPORT AMBITION

High-profile diagnostic report sets Bangladesh's export earnings potential at $94b by 2029

15% average annual growth driven by MMF adoption & non-traditional market expansion

HURDLES

- High duties on MMF
- Lack of green production standards
- Low tech investment

SUGGESTED REFORMS

- Labour law updates (for EU access)
- Water efficiency certification
- Level duty on solar tech
- End PET export incentives

> "The biggest issues in investment today are policy inconsistency, regulatory overreach, and systemic corruption
> — Syed Nasim Manzur, LFMEAB

FE REPORT

Bangladesh's readymade garment (RMG) sector could be on the cusp of a transformative leap, with the potential to earn up to US$94 billion in annual export earnings by 2029, if the country expands into non-traditional markets and embraces manmade fibre (MMF) production.

This ambitious amount is expected to be achieved at an average annual growth rate of 15 per cent, which would require coordinated reforms across trade, industry, and finance, according to a new diagnostic report jointly released by the World Bank, IFC, and MIGA.

Beyond export earnings, the report outlines how strategic reforms and sectoral investments could create over 664,000 new formal jobs in the domestic paint and textile dye industry, and formalise hundreds of thousands more through the digitalisation of financial services.

Additionally, unlocking housing sector potential could draw US$2.0 billion in private investment into construction and allied industries, providing another major boost to employment and economic resilience, according to findings presented at a high-profile event on Tuesday.

The adoption of reforms in digital financial services (DFS) could create up to 460,000 new jobs, including the formalisation of around 360,000 informal positions, the report said.

The analysis was shared at a dissemination event for the 'Country Private Sector Diagnostic (CPSD) for Bangladesh' report, jointly conducted by the World Bank, the International Finance Corporation (IFC), and the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).

The event was held at a hotel in Dhaka, with stakeholders from the government and private sector in attendance.

Suhail Kassim, Senior Operations Officer at the World Bank, delivered the sectoral insights virtually.

IFC Country Manager Martin Holtmann, World Bank's new Country Director for Bangladesh and Bhutan Jean Pesme, senior private sector specialist Hosna Ferdous Sumi, and IFC operations officer Miah Rahmat Ali and operations analyst Noor Ahmed Naveed, among others, spoke at the event.

The CPSD identified four key sectors with high growth potential where targeted private investment could stimulate significant economic development are greening the RMG sector, housing for middle-income groups, domestic production of paint and textile dyes, and expansion of digital financial services (DFS).

The report also included an overview of the country's business climate, foreign direct investment (FDI) trends, cross-cutting challenges, and institutional bottlenecks that continue to hinder private sector development.

Electricity shortages topped the list of business obstacles, followed by limited access to finance, corruption, informality, and high tax rates.

Syed Nasim Manzur, President of the Leathergoods and Footwear Manufacturers and Exporters Association of Bangladesh (LFMEAB), said the most pressing concerns for investors today are policy inconsistency, regulatory overreach, and systemic corruption.

Speaking on the challenges facing the RMG sector, Mr Kassim noted high import duties on non-cotton raw materials such as MMF, a lack of regulation on fabric waste and groundwater use, and low levels of investment in modern technologies. These, he said, are key constraints to achieving greener and more sustainable production.

He also stressed the need for labour law reforms to ensure continued access to the EU market following Bangladesh's graduation from Least Developed Country (LDC) status, in line with upcoming European green product standards such as the Ecodesign for Sustainable Products Regulation.

To remove market distortions, the report recommended ending the cash incentives for exports of PET (polyethylene terephthalate) bottles and flakes, aligning duties on solar

কালের কণ্ঠ বুধবার। ২ জুলাই ২০২৫

কুঁচে শিকারে চা শ্রমিকরা

কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি ▷

চা-বাগানের রোজগারে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ায় কমলগঞ্জের চা শ্রমিকরা এখন পেশা পরিবর্তনের দিকে ঝুঁকছেন। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগ এখন কুঁচে শিকার করছেন। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কুঁচে শিকার করে দিনে ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা রোজগার করেন। উপজেলার বিভিন্ন হাওর বা খাল-বিলে চা-বাগানের শ্রমিকদের ব্যাগ হাতে কুঁচে ধরার দৃশ্য এখন অহরহ দেখা যায়।

জানা গেছে, শমসেরনগর, মাধবপুর, আলীনগর, ভবলছড়াসহ বেশ কয়েকটি চা-বাগানের শ্রমিকরা পরিবারের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম উপায় কুঁচে মাছ শিকার। কুঁচে সহজে ধরা যায়। প্রতিদিন পাওয়াও যায়। বিক্রি হয় বেশি দামে। এ কারণে বেশির ভাগ চা-বাগানের ৫০ থেকে ৮০টি পরিবার কুঁচে মাছ বেচে সংসার চালান।

উপজেলার মিরতিংগা চা-বাগানের রাজন উড়াং জানান, তিনি প্রায় ১০ বছর ধরে হাওর, ডোবা, নদী, খাল-বিল, পুকুরসহ বিভিন্ন স্থানে কুঁচে ধরেন। তাঁর পরিবারে পাঁচ সদস্য আছেন। স্ত্রী বাগানে কাজ করেন। কিন্তু বাগানের টাকা দিয়ে তাঁদের সংসার চলে না। এ জন্য তিনি কুঁচে সংগ্রহ করে বিক্রি করেন।

পতনঊষারের কেওলার হাওরে কুঁচে ধরার সময় আলাপকালে দেওয়ারছড়া চা-বাগানের শ্রমিক শুভাশ উড়াং জানান, তাঁরা পাঁচ-ছয়জন মিলে প্রতিদিন কুঁচে শিকারে বের হন। পরিবারের

কমলগঞ্জ

একজন সদস্য ১৭০ টাকা মজুরিতে চা-বাগানে কাজ করেন। এই টাকা দিয়ে সংসার চলে না। তাই বিকল্প পেশা হিসেবে কুঁচে মাছ শিকার করা শুরু করেন কিশোর বয়স থেকে। প্রতিদিন সকালে কুঁচে শিকারের জন্য বাড়ি থেকে বের হন দল বেঁধে। সারা দিন খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, নদী-নালা চষে কুঁচে সংগ্রহ করেন। গড়ে প্রতিদিন ৩০ থেকে ৩৫ কিলোমিটার পথ তাঁদের হাঁটতে হয়। প্রতিদিন গড়ে দুই থেকে পাঁচ কেজি কুঁচে মাছ শিকার করতে পারেন। এই মাছ শ্রীমঙ্গল শহরে বিক্রি হয়। প্রতি কেজি কুঁচে ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা করে বিক্রি করেন। তা দিয়ে সংসারের খরচ জোগান। মিরতিংগা চা-বাগানের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নেতা জানান, সরকারিভাবে কুঁচে চাষের জন্য অনেক সময় ঋণ দেওয়া হয়েছে। তবে এই ঋণ কোনো সময় চা শ্রমিকরা পাননি, বরং যাঁরা কুঁচে চাষ করেননি তাঁদের দেওয়া হয়েছে।

কমলগঞ্জ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সহিদুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, কমলগঞ্জে কুঁচে চাষ হচ্ছে। অনেক চাষিকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। সরকারিভাবে কুঁচে চাষে একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে। সেটা বাস্তবায়ন হলে কমলগঞ্জ উপজেলাও যুক্ত হতে পারে।

DHAKA WEDNESDAY JULY 2, 2025
ASHAR 18, 1432 BS
The Daily Star

Three arrested over worker's murder in Konabari factory

OUR CORRESPONDENT, *Gazipur*

Three people have so far been arrested in connection with the murder of a garment factory worker in Konabari, Gazipur city.

The arrestees are Hasan Mahmud Mithun, 28; Shafiqul Islam, 30; and Belal Hossain, 43.

They are all staffers at Greenland Garments Ltd, the factory where Hridoy, 19, a mechanic, was beaten to death on Saturday, said police.

Of them, Belal was arrested yesterday, Shafiqul on Monday and Mithun on Sunday, said Md Salah Uddin, officer-in-charge of Konabari Police Station.

"Mithun is a security guard, and Shafiqul's name appeared on the duty roster at the time of the incident. We believe they may possess crucial information regarding the murder."

"Belal was seen tying the victim's hands in CCTV footage of the incident," said Helal Miah, a sub-inspector at Konabari Police Station and investigating officer of the case.

Of the trio, court sent Mithun and Shafiqul to jail, and Belal will be produced before a court today, said police.

Hridoy was tied up and beaten to death early Saturday inside the factory premises.

Three arrested over worker's

FROM PAGE 4

The incident came to light after a video of the torture went viral on social media.

Following the incident, hundreds of enraged workers staged protests, blocking a highway for several hours on Saturday.

The factory has since been shut down indefinitely.

The victim's elder brother, Md Liton Miah, 36, filed the murder case with Konabari Police Station on Saturday night, accusing several unidentified people.

According to the case statement, when Hridoy did not return home after work, his brother and mother went to the factory on Saturday afternoon.

There, they saw the workers protesting outside the factory and learned that Hridoy had been killed on suspicion of theft.

Yesterday afternoon, the Bangladesh Garments and Sweater Workers' Trade Union Centre formed a human chain in front of the Gazipur deputy commissioner's office at 1:00pm, demanding immediate trial and exemplary punishment for those involved in the killing.

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
১৯ আষাঢ় ১৪৩২, ৩ জুলাই ২০২৫

শ্রমিক হেল্পলাইন ১৬৩৫৭ নম্বরের আপগ্রেডেড ভার্শন উদ্বোধন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (ডাইফ) শ্রমবিষয়ক হেল্পলাইনের ১৬৩৫৭ নম্বরের আপগ্রেডেড ভার্শন উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল রাজধানীর শ্রম ভবনে সেবার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান। শ্রমসচিব বলেন, শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ ও অধিকার রক্ষায় এ আপগ্রেডেড হেল্পলাইন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এর আওতায় গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এই হেল্পলাইনের মাধ্যমে ৬ হাজার ১৯৬টি অভিযোগ প্রাপ্তির মধ্যে ৪ হাজার ৮৩৮টি সফলভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। শ্রমবিষয়ক হেল্পলাইন ১৬৩৫৭ নম্বরের আপগ্রেডেড ভার্শন চালুর মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে আরো অধিকসংখ্যক সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। শ্রমসচিব আরো বলেন, টোল-ফ্রি নম্বর ১৬৩৫৭ সার্বক্ষণিক বিনা মূল্যে সেবা প্রদান করে। এ সেবার মাধ্যমে শ্রমিকদের বেতন/মজুরিসংক্রান্ত, প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা, অন্যায়ভাবে বরখাস্ত, কর্মসংক্রান্তসুবিধা কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তাসংক্রান্ত, শ্রমিক-মালিক বিরোধ, কর্মঘণ্টা ও ছুটির বিষয়, শিশুশ্রম প্রতিরোধ, শ্রমসংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হয়।

ডাইফের মহাপরিদর্শক ওমর মো. ইমরুল মহসিনের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা, বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৩ জুলাই ২০২৫
১৯ আষাঢ় ১৪৩২

ফতুল্লায় আবির ফ্যাশন ▷

১১০ শ্রমিকের নামে মামলা, ১৩ চুক্তিতে সমাধান

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় রপ্তানিমুখি পোশাক কারখানা আবির ফ্যাশনে অসন্তোষের ঘটনায় ১১০ জন শ্রমিকের নাম উল্লেখ করে মামলা হয়েছে। এরপর ১৩ চুক্তিতে মালিক ও শ্রমিকদের সমস্যা সমাধান করেছে জেলা প্রশাসন। এতে বুধবার সকাল থেকে মালিকপক্ষ লে-অফ ঘোষণা প্রত্যাহার করে কারখানা খুলে দিয়েছে।

জানা যায়, ২০৫ জন শ্রমিক নিয়ে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল সেই শ্রমিকদের মধ্যে থেকে ২০ জনকে কর্ম থেকে বিরত রাখার বিষয়টি চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও কারখানায় কর্মচাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনতে ও শান্ত পরিবেশ বজায় রাখার বিষয়টিও চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে। এ ঘটনায় কারখানার এ্যাডমিন ম্যানেজার নাজমুল হাসান বাদী হয়ে ১১০ জনের নাম উল্লেখ করে আরও শতাধিক অজ্ঞাত আসামি করে ভাঙচুর ও চুরি অভিযোগ এনে মামলা করেছেন।

বৃহস্পতিবার, ৩ জুলাই ২০২৫, ১৯ আষাঢ় ১৪৩২ | দেশ রূপান্তর

গ্যাস সংযোগ পুনর্বিন্যাসে পোশাক খাতের ১০ প্রস্তাব

জ্বালানি উপদেষ্টাকে ৬ সংগঠনের চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল খাত শিল্প মালিকদের শীর্ষ ছয়টি সংগঠন কারখানা প্রাঙ্গণে গ্যাস সংযোগের পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে সরকারি বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি পেতে ১০টি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছে। এতে শিল্পে অধিক কর্মক্ষম এবং জ্বালানি-সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সম্ভব হবে বলে ব্যবসায়ীরা মনে করেন। এর ফলে জ্বালানি দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আহরণে বিশেষ ভূমিকা রাখেবে বলে তারা মনে করেন।

সম্প্রতি এ সংক্রান্ত একটি চিঠি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানের দপ্তরে দেওয়া হয়েছে। চিঠির একটি অনুলিপি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টাকেও পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খান; বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান; বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ) প্রেসিডেন্ট শওকত আজিজ রাসেল; বাংলাদেশ টেরি টাওয়েল অ্যান্ড লিনেন ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিটিটিএলএমইএ) চেয়ারম্যান হোসেন মাহমুদ; বাংলাদেশ চেম্বারের সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী (পারভেজ) এবং ঢাকা চেম্বার সভাপতি তাসকিন আহমেদ।

সংগঠনগুলো যেসব প্রস্তাব দিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে– আরএমএস রুমের মিটার এবং রেগুলেটর থেকে গ্রাহকের আঙিনায় অবস্থিত যাবতীয় স্থাপনার (অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন ইত্যাদিসহ) কোনো কিছুই তিতাসের আওতাধীন থাকবে না। অনুমোদিত লোড, বহির্গমন চাপ অপরিবর্তিত রেখে গ্রাহক তার মর্জিমতো, তিতাসের কোনোরূপ অনুমতি ছাড়া, এসব স্থাপনা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংকোচন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন, ব্র্যান্ড পরিবর্তন, ইত্যাদি করতে পারবে। এই সব কোনো ব্যাপারেই তিতাস কোনো কৈফিয়ত চাইতে পারবে না; ১০ মেগাওয়াট এবং এর অধিক ক্যাপটিভ রানে গ্যাস ব্যবহারের নতুন সংযোগ অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানির ছাড়পত্র নেওয়ার বিষয়ে আগের সরকারের (শেখ হাসিনা) এই সংক্রান্ত নির্দেশনাটি বাতিল করতে হবে; একই আঙিনায় অবস্থিত, একই মালিকানাধীন একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত, কিন্তু গ্রাহকের বিবেচনায় অব্যবহৃত লোড, আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে একই আঙিনায় অবস্থিত, একই মালিকানাধীন অন্য আরেকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করা যাবে এবং এ শিল্পপ্রতিষ্ঠান নতুন স্থাপনা হলেও এই কাজকে নতুন সংযোগ বলে কালক্ষেপণ করা যাবে না। এই অনুমোদন তিতাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক একক সিদ্ধান্তে অনুমোদন দেবেন এবং একই মালিকানাধীন একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের, গ্রাহকের বিবেচনায় অব্যবহৃত লোড, আংশিক বা, সম্পূর্ণভাবে, সম্পূর্ণ সাপেক্ষে, একই মালিকানাধীন কিন্তু অন্য জায়গায় অবস্থিত আরেকটি কারখানায় স্থানান্তর করা যাবে। এই অনুমোদন তিতাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের একক সিদ্ধান্তে হবে। অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া চালু করা যেতে পারে। এতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আপলোড করে স্বয়ংক্রিয় যাচাই সম্ভব।

অন্য প্রস্তাবগুলোর মধ্যে আছে– বর্তমানে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমতিতে লোড পুনর্বিন্যাস হয়। তবে ক্যাপটিভ ও শিল্প লোডের মধ্যকার পুনর্বিন্যাস বিদ্যমান আইনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা রয়েছে। এ অবস্থায় অভ্যন্তরীণ পুনর্বিন্যাসের জন্য পুনরায় ঊর্ধ্বতন অনুমতি বাদ দিয়ে আঞ্চলিক পর্যায়ে অর্থাৎ স্থানীয় গ্যাস অফিসের মাধ্যমে অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে; ইভিসি মিটার স্থাপন বা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অনলাইন ফর্ম এবং নির্দিষ্ট ডকুমেন্ট চেকলিস্ট থাকলে গ্রাহক সহজে আবেদন দাখিলের ব্যবস্থা করা; প্রি-অ্যাপ্রুভড মিটার লিস্ট, অনুমোদিত ব্র্যান্ড/মডেল লিস্ট থাকলে নতুন মিটার অনুমোদনে সময় কমে যাবে এবং যথেষ্ট পরিমাণ এবং বিভিন্ন মডেলের মিটার স্টকে রাখতে হবে; মিটার পরিবর্তনের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা যেমন ৩-৫ কার্যদিবসের মধ্যে ইনস্টলেশন সম্পন্ন এবং লো প্রেসার রেগুলেটরের অনুমোদন স্থানীয় অফিসের মাধ্যমে অটোমেটিক রেগুলেটর অনুমোদন নিতে হবে।

সার্বিকভাবে প্রস্তাবিত বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে সরাসরি এবং প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিবেচনায় উভয় রানের ঘণ্টা প্রতি লোড, মাসিক লোড ও চাপ অপরিবর্তিত থাকলে স্থাপনা পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে তিতাস কর্তৃক পুনরায় অনুমোদন হতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন তারা।

রবিবার ৬ জুলাই ২০২৫ | দৈনিক ইত্তেফাক

সৈয়দপুর রেলকারখানার শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের খাবারের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

মো. আমিরুজ্জামান, সৈয়দপুর (নীলফামারী) সংবাদদাতা

সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান না করে আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়কের বিরুদ্ধে। নিয়মানুযায়ী অংশগ্রহণের সম্মানি ভাতা দেওয়া হলেও নাশতা ও লাঞ্চ করানো হয়নি। এ বাবদ অর্থ বরাদ্দ থাকলেও তা শ্রমিকদের দেয়নি কারখানা কর্তৃপক্ষ। একারণে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

কারখানা সূত্রে জানা গেছে, প্রতি বছরই শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে 'ইন হাউজ ট্রেনিং' করানো হয়। এক দিনের এই ট্রেনিং সপ ভিত্তিক সুবিধামতো সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের সকাল ও বিকালের নাশতা এবং লাঞ্চ করানোসহ সম্মানি ভাতা দেওয়া হয়।

প্রতি বছরের মতো এবারও এই ট্রেনিং বাবদ ২০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এতে কারখানার দুটি সপের মোট ৬৫০ জন স্থায়ী শ্রমিক অংশ নেয়। তাদের প্রত্যেককে ভাতা বাবদ মাত্র ৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রশিক্ষণের দিনের খাবার বা এ বাবদ বরাদ্দ অর্থ দেওয়া হয়নি। এতে শ্রমিকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েক জন প্রশিক্ষণার্থী শ্রমিক বলেন, প্রতি বছরই প্রশিক্ষণ করলে ভাতা, নাশতা ও খাবার বাবদ ১ হাজার ৮০ টাকা জনপ্রতি বরাদ্দ থাকে। অথচ এবার শুধু ৫০০ টাকা সম্মানি ও ৮০ টাকার নাশতা দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে কয়েক দিন থেকে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। এরই মধ্যে শ্রমিকরা এক দিনের কর্মবিরতি পালনের সিদ্ধান্ত নেন। পরে অবস্থা বেগতিক দেখে ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের ডেকে ঐ ৩ লাখ ২৫ হাজার টাকা দিয়ে সবাইকে এক দিন ভূরিভোজের সিদ্ধান্ত নেন বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক শাহ সুফি নুর মোহাম্মদ।

এ প্রসঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের এক নেতার ভাষ্য, কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের টাকা এভাবে খরচ করার বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়কের এখতিয়ার নেই। খরচ করতে হলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি লাগবে। এছাড়া যারা প্রশিক্ষণ নিয়েছে, এই টাকা তো শুধু তাদের প্রাপ্য। তাদের না দিয়ে সবাইকে নিয়ে এমন আয়োজন যৌক্তিক মনে করেন না তিনি।

এ ব্যাপারে সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক (ডিএস) শাহ সুফি নুর মোহাম্মদ বলেন, '২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের জন্য প্রশিক্ষণ বাবদ ২০ লাখ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এর মধ্যে ১০ লাখ টাকা আমি আসার আগেই খরচ করা হয়েছে। বাকি ১০ লাখ টাকার মধ্যে সাড়ে ৬০০ শ্রমিককে ৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হয়েছে। আর খাবার বাবদ ৫৮০ টাকা করে আমাদের কাছে জমা আছে।

এই টাকা আমরা সবাই মিলে খাব, অর্থাৎ সব শ্রমিককে নিয়ে এক দিন বড় আয়োজন করে নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় করাসহ একসঙ্গে খাওয়া হবে। এটা কি প্রশিক্ষণের কার্যবিধির মধ্যে পড়ে?

NEW AGE

SUNDAY, JULY 6, 2025,

Weak law excution perpetuates child domestic worker abuse

4 killed in 6 months

Prattayee Chakma

THE abuse and harassment of child domestic workers prolong in the country in the absence of strict implementation of the existing legal framework for protecting children and domestic workers, observe rights activists and experts.

At least seven domestic workers, four among them girl children below 18 years of age, were killed in the first six months of the current year, according to monthly data published by women rights body Bangladesh Mahila Parishad.

A 13-year-old girl, working at a house in Dhanmondi in Dhaka city, died as she allegedly hanged herself from the ceiling at her employer's house in June.

Dhanmondi police officer-in-charge Kya Swee Nue told New Age that an unnatural death case was filed.

But victim's father Habib Mia said that he could not believe that his daughter committed suicide.

'I had talked to her four days before the owner of the house called me, saying that she was sick and asked me to urgently come to Dhaka,' he said.

Habib alleged that the employer did not give him enough details about her condition and informed him only after her death.

OC Kya Swee Nue said, 'Her autopsy has been done and legal action will be taken accordingly once we receive the report.'

The 'Domestic Workers Welfare Policy 2015' must see its implementation, stated Bangladesh Mahila Parishad president Fauzia Moslem as she talked to New Age, saying that child domestic workers were engaged in a highly vulnerable situation, often experiencing torture. Many girl workers are raped and even killed in the hands of their employers.

Seldom the victims and their families saw justice to be delivered to the crimes perpetrated against them, said Fauzia.

'The abuse against children, including child domestic workers, goes on because there is no proper planning to ensure rights, including health and education of all children,' she said.

Also the 2013 Children Act seriously lacks rigorous implementation, she states and says that this lacking encourages perpetrators to go on with their abuse of domestic workers and even more so, if they are children.

In October 2024, a 13-year-old domestic worker named Kalpana was severely tortured by her employers at a house in the capital's Bashundhara residential area.

The police raided the house and rescued Kalpana on October 19. She was admitted to hospital with four teeth pulled out and her whole body covered in burns and bruises.

Her employer named Dinat Jahan Ador, 21, was arrested on charges of torturing domestic worker.

Kalpana, fifth among five sisters and one brother, now goes to a school in Sujan village in Lakhai upazila of Habiganj.

'Thank god, I could go out of that hell,' she told New Age past week. Reluctant to recall her harrowing experience of torture, she said that just to think about those things brought her too much pain.

Last year, the death of 15-year-old Preeti Urang, a member of the Urang community, one of many communities working in the tea gardens in greater Sylhet, sparked widespread public outrage.

Coming to Dhaka city from Moulvibazar's Kamalganj upazila to work as a domestic worker, Preeti plunged to death after she reportedly fell from her employers' eighth floor flat on Shahjahan Road in Mohammadpur on February 6.

Preeti was engaged at the residence of Syed Ashfaqul Haque, then executive editor of The Daily Star, terminated after the incident, and it was revealed that shortly before her, another girl house help was seriously injured after falling from the same residence.

'The number of house helps was increasing each day,' Abul Hossain, Domestic Workers' Rights Network co-ordinator, told New Age.

'Female domestic workers account for approximately 95 per cent of those engaged in the job. Of them, 40 per cent workers are below 18,' he said.

There was no institutional framework at place to safeguard these children, he said, calling on the government to take special measures to protect child domestic workers as they were among those most vulnerable.

Mahila Parishad's yearly report for 2024 reveals that 14 domestic workers, including nine girls, were killed, while one reportedly committed suicide.

At least 25 domestic workers, including 18 aged below 18 years, were killed in 2023, while another four reportedly committed suicide.

Human rights activist Faruq Faisel stated that the protection of underage domestic workers must be given utmost importance.

'Their mental well-being is constantly at risk. They receive treatment far different than what is given to the children of the house. Working children are constantly weighed down by their discriminatory treatment,' he said.

Legal experts also observe that domestic workers are deprived of fair opportunities and facilities as the 2015 Domestic Workers Welfare Policy remains hardly implemented.

The policy, among its stipulations, entitles workers to 16 weeks of paid maternity leave and prohibits employers from punishing them either physically or mentally.

'The policy needs immediate implementation,' Faruq Faisel iterates.

'Many child workers face violence and some even got killed and they don't get justice. In some cases, perpetrators offer money to divert the incidents. Only a strict law can ensure justice for the victims,' he states.

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
২২ আষাঢ় ১৪৩২, ৬ জুলাই ২০২৫

আশুগঞ্জ সার কারখানা

৭৩ অস্থায়ী শ্রমিক বেতন পাচ্ছেন না চার মাস

■ সেলিম পারভেজ, আশুগঞ্জ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) সংবাদদাতা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ সার কারখানার ৭৩ জন অস্থায়ী শ্রমিক-কর্মচারী গত মার্চ মাস থেকে চার মাস যাবৎ বেতন পাচ্ছেন না। এতে অর্থকষ্টে পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন তারা। শ্রম আদালতে দায়ের করা মামলা তুলে নিতে এসব শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করার হুমকিসহ নানাভাবে হয়রানি করারও অভিযোগ রয়েছে। শুধু তাই নয়, শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে আদালতের নির্দেশনা উপেক্ষা, বিসিআইসি পরিচালনা পরিষদের কাছে তথ্য গোপন ও ঠিকাদারকে দেওয়া কার্যাদেশের একাধিক সংশোধনসহ নানা কৌশল করছেন কারখানা কর্তৃপক্ষ। কারখানায় কর্মরত ২৬৩ জন অস্থায়ী শ্রমিকের মাসিক হাজিরা দেওয়া নিয়েও রয়েছে নানা অনিয়ম।

তবে কারখানা কর্তৃপক্ষ বলছে, নিয়ম মোতাবেক এসব শ্রমিকের বেতন ঠিকাদারের মাধ্যমে পরিশোধের বিধান থাকলেও ৭৩ জন শ্রমিক কারখানা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বেতন-ভাতা দাবি করছেন এবং ঠিকাদারের কাছে থেকে তারা বেতন-ভাতা গ্রহণ করছেন না। যদিও চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত কারখানা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেই এসব শ্রমিকের বেতন-ভাতা পরিশোধ করা হতো।

সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, আশুগঞ্জ সার কারখানা প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন বিভাগে অস্থায়ী ভিত্তিতে ২৬৩ জন শ্রমিক-কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। এসব শ্রমিক-কর্মচারী পর্যায়ক্রমে কারখানা কর্তৃপক্ষের ফাইল 'নোট'-এর মাধ্যমে পরিচালনা পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়োগ দেওয়া হয়। এক জন শ্রমিকও ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। ফলে বিভিন্ন সময় অস্থায়ী শ্রমিক পরিচালনায় ঠিকাদার পরিবর্তন হলেও গত ১৫-২০ বছর যাবৎ স্ব স্ব পদে এই অস্থায়ী শ্রমিক কর্মচারীরাই বহাল রয়েছেন। এসব শ্রমিক-কর্মচারীর মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ কর্মরত ৭৩ জন তাদের চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে শ্রম আইন ২০০৬-এর আলোকে ২০২২ সালে শ্রম আদালত চট্টগ্রামে (যা পরে কুমিল্লায় স্থানান্তরিত) আশুগঞ্জ সার কারখানা কর্তৃপক্ষকে বিবাদী করে মামলা করেন। আদালত শুনানি শেষে অভিযোগ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ৭৩ জন শ্রমিক-কর্মচারীর চাকরির ওপর স্থিতাবস্থা জারি করে। পরে কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রম আদালতের রায় স্থগিত ও আউট সোর্সিং জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের অনুমতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দুটি রিট পিটিশন করে। যা উচ্চ আদালত উভয় পক্ষের শুনানি শেষে ৭৩ শ্রমিকের পক্ষে দেওয়া শ্রম আদালতের রায় বহাল ও মামলা নিষ্পত্তি না পর্যন্ত তাদের চাকরির যাবতীয় বিদ্যমান শর্তাবলি ও সুযোগ-সুবিধা বহাল রাখার নির্দেশ প্রদান করে। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ উচ্চ আদালতের এ নির্দেশনা বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এর সভায় গোপন করে আউট সোর্সিং জনবল নিয়োগে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। বিষয়টি বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এর নজরে এলে কারখানা কর্তৃপক্ষ বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ ৫০৫তম সভায় এ দুঃখ প্রকাশ করে। এই মামলার আগে অস্থায়ী শ্রমিকদের কারখানা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকে স্ব স্ব ব্যাংক হিসাব নম্বরে বেতন দেওয়া হতো। শ্রমিকদের দাবি কারখানা কর্তৃপক্ষ আদালতে এসব শ্রমিক ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োগ প্রমাণ করতেই নানা কৌশল অবলম্বন করছে।

কারখানার প্রশাসন বিভাগের প্রধান উপ-মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম ভুইয়া বলেন, এসব শ্রমিক আগেও ঠিকাদারের মাধ্যমে বেতন পেত। কেন উচ্চ আদালতের নির্দেশনা বোর্ড অব ডিরেক্টরস্‌কে অবহিত করা হয়নি—এমন প্রশ্নে তিনি আরো বলেন, বিষয়টি তৎকালীন কর্তৃপক্ষ জানেন। আর প্রিন্টিং ভুলের জন্য কার্যাদেশ পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

এ ব্যাপারে কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রদীপ কুমার নাথ বলেন, এসব শ্রমিকের বেতন-ভাতা ঠিকাদারের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। ঠিকাদারের কাছে তাদের বেতন-ভাতার চেক প্রদান করা হয়েছে। তারা ঠিকাদারদের কাছ থেকে বেতন নিচ্ছে না। সুতরাং বেতন পাচ্ছেন না কথাটি সঠিক নয়।

THE FINANCIAL EXPRESS Sunday • July 6, 2025

Large industries defy downturn with modest growth, RMG dips

JASIM UDDIN HAROON

Bangladesh's large industrial sector largely defied a downtrend elsewhere by posting an annualized 4.15-percent growth in April, although the largest-export-earning apparel industry was little downbeat, according to official statistics.

Latest Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) data showed the Quantum Index of Large-Scale Manufacturing (LSM) rose to 182.12 in April 2025, up from 174.87 in April 2024, giving economists to feel good about potential advances in economic performances.

The growth was broad-based, with 19 out of 23 major industrial sectors contributing positively. However, four key sectors -- readymade garments (RMG), food products, plastic and rubber goods, and chemicals -- registered a decline, partially weighing on the overall momentum in the economy.

The apparel sector, which holds the largest weight of 61 per cent in the index, contracted by 0.25 per cent during the month. Though the decline was less than 1.0 per cent, its sheer size makes it a pivotal driver of overall manufacturing performance.

"Any fluctuation in RMG significantly impacts the overall index," says Dr M. Masrur Reaz, Chairman and CEO of Policy Exchange Bangladesh. "That said, the positive performance of other sectors helped offset the RMG contraction in April."

Among the sectors that registered negative growth year on year, food products declined by 2.4 per cent, chemical products fell 1.59 per cent, plastic and rubber products dropped 0.65 per cent and machinery and equipment shrank nearly 9.0 per cent.

On the upside, textiles, which carry the second-highest weight in the index, expanded by 5.34 per cent. Other high-performing sectors included computer, electronic and optical products: up 5.68 per cent, paper and paper products: up 14 per cent, printing: up 12 per cent, pharmaceuticals: up 12 per cent, electrical equipment: up 16.46 per cent, basic metals: up 10.23 per cent, furniture: up 6.1 per cent, tobacco products: up 7.27 per cent.

Large-scale manufacturing contributes over 11 per cent to Bangladesh's gross domestic product (GDP) and is a key indicator of the country's

বুধবার
৯ জুলাই ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে ৩ কোটি ২৪ লাখ টাকার অনুদান

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে ৩ কোটি ২৪ লাখ ২৪ হাজার ৬৫২ টাকার অনুদানের চেক হস্তান্তর করেছে লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড ও জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেড। প্রতিষ্ঠান দুটি বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) অনুযায়ী তাদের বার্ষিক লভ্যাংশের ০.৫ শতাংশ হারে এই অর্থ প্রদান করে। তন্মধ্যে লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেডের ২ কোটি ২৪ লাখ ২৪ হাজার ৬৫২ টাকা এবং জিপিএস ইস্পাত লিমিটেডের ১ কোটি টাকা।

শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেনের কাছে লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড ও জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেডের প্রতিনিধিদল এ অনুদানের চেক হস্তান্তর করেন।

এ সময় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক উপস্থিত ছিলেন।

THE FINANCIAL EXPRESS Sunday • July 6, 2025

Textile mills push for withdrawal of AIT on cotton imports

FE REPORT

Leaders of the country's primary textile mills demanded immediate withdrawal of recently imposed 2.0 per cent advanced income tax (AIT) on cotton imports to avert factory closures.

They also urged the interim government to maintain the 15 per cent corporate tax until 2028 and exempt the specific tax of Tk 5 per kg at the production stage on cotton yarn, synthetic and other types of fibers.

Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) leaders placed the demands at an emergency press conference held at Gulshan Club in the city on Saturday.

BTMA President Showkat Aziz Russell, who has both textile and fabric mills, said the additional costs will force him to import yarn from India instead of sourcing from his own mill.

"Textile industry is at risk and no mills can survive under such a policy," he said, urging the government to immediately reconsider and reverse the tax and VAT decisions.

"If not, the consequences will be irreparable," he warned, posing question as to whether the government is taking such policy to protect the interest of neighbouring country.

The new tax, coupled with additional VAT burdens, wage hikes and reduced export incentives, comes at a time when mills are passing through a critical time amid a severe gas and electricity crisis, BTMA vice president Saleudh Zaman said.

"If the government does not reverse this decision by Monday (July 07), it will backfire and cotton would remain stuck at Chattogram port," he warned.

The tax, applicable on the import of raw materials such as cotton and man-made fibres, is technically adjustable, he said, adding that in reality, there is no incident of getting back the money once it enters the government's account.

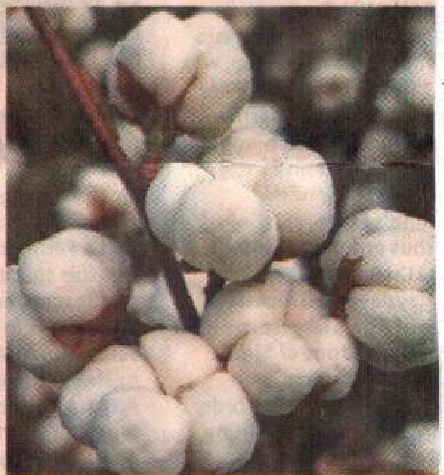

Factory will be closed down due to liquidity crisis, he said, alleging that such measures have taken to cripple the spinning mills.

Echoing the same concern, BTMA director Abdullah Al Mamun said, "Neighbouring countries are offering their industries incentives while Bangladesh is putting pressure on its industries."

He said about 90 per cent of mill owners are looking to sell their factories in the present scenario.

Hossain Mehmood, chairman of Bangladesh Terry Towel and Linen Manufacturers and Exporters Association (BTTLMEA), said 90 per cent of their members use local yarn and that the impacts of AIT and the rise in corporate tax would be severe.

He expressed doubts about whether cotton imports could be increased under the new US tariff regimes while the 2.0 percent AIT remains in place.

Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) vice president Amal Podder and Bangladesh Cotton Association adviser Mohammad Ayub also spoke.

munni_fe@yahoo.com

বণিক বার্তা বুধবার, জুলাই ৯, ২০২৫

পোশাক শিল্পের নিরাপত্তা নিয়ে সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিজিএমইএর বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

পোশাক কারখানার নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। সংগঠনের দপ্তরে গতকাল আয়োজিত সভায় সেনাবাহিনীর নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও সাভার এরিয়ার এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল মো. মঈন খান এবং বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খানের নেতৃত্বাধীন বোর্ড সদস্যরা অংশ নেন।

সভায় বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'সাম্প্রতিক সংকটকালে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে গঠিত যৌথবাহিনীর সময়োপযোগী সহায়তার কারণেই পোশাক শিল্প বড় ধরনের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েছে।' তিনি সেনাবাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতেও এ শিল্পের পাশে থাকার জন্য অনুরোধ জানান।

আলোচনায় উঠে আসে, পোশাক কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক ও আইন-বহির্ভূত দাবির কারণে হঠাৎ উৎপাদন বন্ধ, ভাঙচুর, রাস্তা অবরোধসহ আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী কর্মকাণ্ডের প্রবণতা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। এছাড়া 'ঝুট সন্ত্রাস' নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন উদ্যোক্তারা। অভিযোগ করা হয়, ঝুট খাতে আধিপত্য বিস্তারে কিশোর গ্যাং ব্যবহার করে সন্ত্রাসীরা শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতা তৈরি করছে।

সভায় মেজর জেনারেল মঈন খান বলেন, 'অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে গার্মেন্টস শিল্পের নিরাপত্তায় সেনাবাহিনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তবে অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো সমাধান না করলে বাহ্যিক নিরাপত্তা কার্যকর হবে না।' তিনি জানান, সেনাবাহিনী একটি 'সিকিউরিটি মাস্টারপ্ল্যান' তৈরি করছে এবং ঝুট সমস্যার টেকসই সমাধানে 'অকশন হাউজ' গড়ার ভাবনা রয়েছে।

তিনি বিজিএমইএর প্রতি অনুরোধ জানিয়ে বলেন, 'বেতন-ভাতা যথাসময়ে পরিশোধ নিশ্চিত করতে মালিকদের সচেতন হতে হবে। যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী শিল্পের পাশে থাকবে।'

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএর জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ইনামুল হক খান (বাবলু), সহসভাপতি মো. রেজোয়ান সেলিম, সহসভাপতি (অর্থ) মিজানুর রহমান, সহসভাপতি মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী। এছাড়া পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন শাহ রাঈদ চৌধুরী, ফয়সাল সামাদ, মো. হাসিব উদ্দিন, মোহাম্মদ আবদুস সালাম, নাফিস-উদ-দৌলা, সুমাইয়া ইসলাম, ফাহিমা আক্তার, মজুমদার আরিফুর রহমান, শেখ হোসেন মোহাম্মদ মোস্তাফিজ, আসেফ কামাল পাশা, ড. রশিদ আহমেদ হোসাইনী, রুমানা রশীদ, মোহাম্মদ সোহেল এবং সামিহা আজিমসহ বিভিন্ন পোশাক কারখানার চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকরা। অন্যদিকে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের কমান্ডার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধিরাও সভায় অংশ নেন।

সভায় একটি শ্রমিক কনফেডারেশন গঠনের সম্ভাবনাও আলোচনা হয়, যা ভবিষ্যতে শিল্পে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করেন অংশগ্রহণকারীরা।

THE BUSINESS STANDARD SUNDAY 06.07.2025

Labour unrests disrupt CEPZ operations as financial crisis hits factories

INDUSTRY – BANGLADESH

MIZANUR RAHMAN YOUSUF

Chattogram Export Processing Zone (CEPZ), one of the country's oldest and most stable industrial hubs, is facing escalating labour unrest as financial crises have gripped several factories, disrupting production and tarnishing the zone's reputation.

On 26 June, nearly 700 workers of Thianis Apparels Ltd staged a daylong protest, demanding their overdue wages for May 2025. The demonstration began with a sit-in inside the factory and later extended to blocking the main gate of the EPZ, halting vehicular movement – including trucks carrying export-import goods – until 8pm.

The blockade disrupted scheduled shipments to Inland Container Depots, putting timely exports at risk.

Just three days prior, on 23 June, around 1,700 workers of Modiste (CEPZ) Limited, a unit of JMS Group, continued a sit-in for the fourth straight day over similar wage issues. Initially confined within factory premises, the protest later intensified as workers attempted to block the CEPZ gate.

According to Industrial Police data, CEPZ has experienced at least 10 incidents of labour unrest in the past two months, with over 40 such incidents recorded in the last 11 months since August 2024. Once known for its labour compliance and stability, CEPZ is now witnessing unrest at an unprecedented level following the political shift triggered by last year's mass uprising.

Officials from the Bangladesh Export Processing Zones Authority (Bepza) and Industrial Police attribute the recurring unrest to severe financial, political, and leadership crises in at least five factories: MNC Apparels Limited, Modiste (CEPZ) Limited, JMS Garments Limited, Thianis Apparels Limited, and Bond Shoe (BD) Limited.

Political crisis grips MNC Apparels

MNC Apparels, a concern of NASA Group, is reportedly suffering from political fallout. Its owner, Nazrul Islam Mazumder – a key Awami League ally and former chairman of Exim Bank and Bangladesh Association of Banks – was arrested on 2 October 2024 in connection with the killing of a youth in Jatrabari during the uprising.

Following his arrest, the Bangladesh Financial Intelligence Unit froze all the bank accounts of Mazumder and his wife.

As a result, MNC Apparels has been unable to disburse export payments or import raw materials, leading to a severe cash crunch.

"They're trying to survive by taking subcontract orders, but delayed payments from those jobs are causing repeated wage delays," said CEPZ Executive Director Abdus Sobhan.

Kamal Hosen, managing director of MNC Apparels, said, since the arrest of the chairman, many factories were forced to shut down as export-import and financial transactions came to a halt due to account freeze.

"One factory in the CEPZ has been laid-off. We are trying to save the other one. But it may not be possible if the government does not cooperate", Kamal added.

Leadership vacuum in JMS Group

JMS Group, once a thriving industrial conglomerate led by its founder Mahmud Ali, now faces a leadership crisis. After Ali's death during the Covid-19 pandemic, his 26-year-old son Mostafa Mahmud assumed control of the company with limited experience.

The company, which operates JMS Garments and Modiste (CEPZ) Limited with over 3,000 workers combined, was further destabilised when Exim Bank failed to open letters of credit for four months. This led to the loss of key buyers and large orders, pushing the group into a financial spiral.

"Internal power struggles among factions in the management are worsening the situation," said Abdullah Al Mahmud, Superintendent of Chattogram Industrial Police. "The young managing director is unable to manage the company, resulting in frequent unrest, almost twice a month."

Mustafa Mahmud, the managing director of JMS Group, could not be contacted for a comment on this issue, as he did not answer phone calls from The Business Standard.

Thianis Apparels faces legal and financial troubles

Thianis Apparels, a medium-sized garment factory employing around 700 workers, has created its own financial woes. In 2017, the company challenged Bepza's utility and service charges through a High Court writ and stopped paying its dues. By June 2025, Thianis owed $2.6 million to Bepza and another $5 million to Customs.

In March, the court ordered the company to pay $55,000 monthly until the writ is resolved. "They failed to comply," said Abdus Sobhan. "We have since suspended their licenses and permits as there is no visible sign of recovery."

The factory has also struggled to secure steady work orders, resulting in recurring wage delays and worker unrest.

Anisur Rahman, managing director of the company could not be contacted for clarification as he did not answer phone calls from The Business Standard.

Impact on CEPZ's reputation

Bepza officials admit that these repeated incidents are disrupting the CEPZ's operations and damaging its long-standing reputation as a hub for compliant and stable industrial practices. "The unrest is not just hurting production but also creating dissatisfaction among foreign investors and local operators," said Sobhan.

As the labour unrest continues to escalate, stakeholders warn that urgent financial restructuring, leadership reform, and political resolution are needed to restore normalcy in CEPZ and protect its future as a major export hub.

Established in 1983, the 453-acre specialised export processing zone located in the South Halishahar area in Chattogram has 501 industrial plots where 165 local and foreign factories operate.

শোভন কাজ

প্রথম আলো • বুধবার, ৯ জুলাই ২০২৫

কৃষিতে সস্তায় নারীর শ্রম, সিদ্ধান্তেও নেই অধিকার

কৃষিতে নারী

সস্তা শ্রম আর অধিকার বঞ্চনার এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কৃষিতে নারীর উপস্থিতি বাড়ছে, বিপরীতে কমছে পুরুষের সংখ্যা।

নাজনীন আখতার, *জামালপুর থেকে ফিরে*

জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার চুকাইবাড়ী ইউনিয়নটি যমুনা নদীর তীরবর্তী। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও ভারী বর্ষণে তলিয়ে যায় এ ইউনিয়নের গ্রামগুলো। বালুগ্রাম দক্ষিণের মর্জিনা বেগম (৪৫) ডান হাতের চার আঙুল দেখিয়ে বললেন, জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত কমপক্ষে চারবার বন্যায় ডোবে তাঁদের গ্রাম। বন্যার হিসাব করেই ফসল ও সবজির আবাদ করা হয়। তবে এ বছর ঈদুল আজহার আগে চার-পাঁচ দিনের বন্যা সে হিসাবেও 'গন্ডগোল' বাধায়।

আকস্মিক সেই বন্যায় ফসল নষ্ট হয়। রোজগারহীন হয়ে পড়েন কৃষি শ্রমজীবী মর্জিনার মতো অন্য নারীরা। তাঁদের মধ্যে মোসাম্মৎ সীমা বেগমের মতো কেউ কেউ সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে চাষ করেছিলেন। কীভাবে ক্ষতি সামলাবেন, সেই দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ে তাঁদের কপালে।

কৃষিতে ছোট-বড় যেকোনো ক্ষতিরই ভাগ নিতে হয় মর্জিনা বেগম, সীমা বেগম, বিজলি আক্তারদের। তবে আয়ের ভাগ বা মজুরি তাঁরা পুরুষের সমান পান না।

১৭ ও ১৮ জুন চুকাইবাড়ীর বালুগ্রাম দক্ষিণ ও যমুনার চর এলাকায় গিয়ে কথা হয় অন্তত ১৫ জন কৃষিজীবী নারীর সঙ্গে। তাঁরা জানালেন, তাঁরা সবাই পুরুষের চেয়ে প্রায় অর্ধেক মজুরি পান। কেউ কেউ পারিবারিক জমিতে নিয়মিত খাটেন, অথচ লাভের অর্থ পান না। কারও কিছু জমির মালিকানা থাকলেও ফসল উৎপাদন, বিক্রি বা আয়ের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না। আবার জমির মালিকানা না থাকায় কৃষিঋণ ও বিনা মূল্যের কৃষি উপকরণও পান না তাঁরা।

দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আলমগীর আজাদ *প্রথম আলোকে* বলেন, জমির দলিল না থাকলে কৃষক হিসেবে ঋণ দেওয়া হয় না। জমির মালিকানা থাকার ভিত্তিতে ২০১৪ সালের হিসাব অনুসারে, দেওয়ানগঞ্জে ৫২ হাজার কৃষক পরিবারের বিনা মূল্যে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড রয়েছে। এর মধ্যে নারী ৬০০-৭০০-এর বেশি নয়।

কৃষিজীবী নারী বাড়ছে

সস্তা শ্রম আর অধিকার বঞ্চনার এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কৃষিতে নারীর উপস্থিতি বাড়ছে, বিপরীতে কমছে পুরুষের সংখ্যা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ (২০২২) অনুসারে, প্রধান অর্থনৈতিক খাত হিসেবে কৃষিতে সবচেয়ে বেশি ৪৫ শতাংশ জনবল (১৫ বছর বা তার বেশি বয়সীরা) নিয়োজিত। এর মধ্যে ২৬ শতাংশ নারী, ১৯ শতাংশ পুরুষ। নারী শ্রমশক্তির মধ্যে প্রায় ৭৫ শতাংশ এবং পুরুষদের মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশ কৃষিজ, বনজ ও মৎস্যকর্মী হিসেবে নিয়োজিত।

২০১৬-১৭ সালের শ্রমশক্তি জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী, সে সময় নারীদের ৬০ শতাংশ ও পুরুষদের ৩২ শতাংশ কৃষিতে যুক্ত ছিলেন।

> **“ দেশের কৃষির উন্নয়নে নদীভাঙন, খরা, জলাবদ্ধতা, চর, হাওর ও পাহাড় এলাকা বিবেচনায় নারীবান্ধব কৃষিব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। নারীর জন্য কৃষিঋণ সহজ করতে হবে।**
>
> **বনশ্রী মিত্র নিয়োগী**, পরিচালক (অধিকার ও সুশাসন কর্মসূচি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

কৃষিকাজ বলতে এখন বোঝানো হয় শস্য উৎপাদন, গবাদিপশু পালন, হাঁস-মুরগি পালন, মাছ চাষ ও বনায়ন বা বাড়ির আশপাশে গাছ লাগানো ইত্যাদি। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এবং জেন্ডার-বিশেষজ্ঞ ইসমত আরা বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, কৃষিকাজে মজুরি ও সামাজিক মর্যাদা কম—এমন মনোভাব থেকে বাড়ির পুরুষেরা শহরে পড়াশোনা ও চাকরির জন্য এবং বিদেশে শ্রমিক হিসেবে চলে যাচ্ছেন। ফলে গ্রামে কৃষির দেখভালের দায়িত্ব পড়ছে নারীর ওপর।

মজুরি কম, সিদ্ধান্তেও নেই

জামালপুর শহর থেকে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার দূরত্ব প্রায় ৫০ কিলোমিটার। উপজেলা শহর থেকে সরু পথ ধরে চুকাইবাড়ী ইউনিয়নে শস্যঘেরা চর এলাকা। সেখানে বর্গাচাষি শাহীন মিয়ার পাট চাষের জমিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন মাহমুদা বেগম, মোসাম্মৎ বিজলি আক্তারসহ কয়েকজন।

শাহীন মিয়া বললেন, তিনি গত এপ্রিলে ভুট্টা কাটার সময় দুজন পুরুষ ও তিনজন নারী শ্রমিক নিয়েছিলেন। পুরুষের দৈনিক মজুরি ছিল ৫০০ টাকা, নারীর মজুরি ৩০০ টাকা।

সুইডেনের অর্থসহায়তায় মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) কমিউনিটি বেজড রেজিলিয়েন্স, উইমেন্স এমপাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড অ্যাকশন বা সমাজভিত্তিক জলবায়ু সহনশীলতা ও নারীর ক্ষমতায়ন কর্মসূচি (ক্রিয়া) প্রকল্পে ১৩ হাজারের বেশি নারী নিয়ে কাজ করছে। এটি শুরু হয়েছে ২০২৩ সালের মার্চে, শেষ হবে আগামী বছরের জুনে। এ কর্মসূচিতে যুক্ত উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারী কৃষিতে যুক্ত। প্রকল্পটির মাধ্যমে এমজেএফের অংশীদারি সংগঠন হিসেবে ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় কৃষিজীবী ৮৪০ জন নারী ও ৪২০ জন পুরুষ সদস্য নিয়ে কাজ করছে।

সদস্যদের একজন লিপি আক্তারের (৩০) নিজের মালিকানায় কোনো জমি নেই। তবে স্বামীর ১৫ কাঠা জমি আছে। লিপি সেই জমিতে শ্রম দেন নিয়মিত। ফসলের আয় স্বামীর হাতে থাকে বলে জানালেন।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের পরিচালক (অধিকার ও সুশাসন কর্মসূচি) বনশ্রী মিত্র নিয়োগী *প্রথম আলোকে* বলেন, নারীর কৃষিভিত্তিক শ্রমের স্বীকৃতি নেই। কৃষিতে নারীর শ্রমের অপব্যবহার ও মজুরিবৈষম্য হচ্ছে। তিনি বলেন, দেশের কৃষির উন্নয়নে নদীভাঙন, খরা, জলাবদ্ধতা, চর, হাওর ও পাহাড় এলাকা বিবেচনায় নারীবান্ধব কৃষিব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। নারীর জন্য কৃষিঋণ সহজ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থায় নারী কৃষিজীবীর জন্য আলাদা বরাদ্দ রাখতে হবে।

NEW AGE

THURSDAY, JULY 10, 2025

250 RMG units LEED-certified now

Staff Correspondent

TWO new Bangladeshi readymade garment factory units have achieved United States Green Building Council's (USGBC) Leadership in Energy and Environmental Design (Leed) certificates, boasting a total of 250 Leed-certified factories in the country.

Of the 250 green factories, 105 are platinum-rated, 131 gold-rated, 10 silver-rated and four certified factories, according to the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association.

In July, Gazipur-based Evitex Apparels Limited obtained a gold certificate under LEED O+M: Existing Building v4.1 rating system with a score of 75.

Moreover, Aswad Composite Mills Ltd - Unit 2, a factory unit based in Ashulia of Dhaka, achieved also gold certificate with a score of 64 under LEED BD+C: New Construction v4 rating system.

So far, 68 of the world's top 100 LEED factories, including nine of the top 10 and 18 of the top 20, are in Bangladesh.

This success is expected to attract new investment and partnerships, reinforcing Bangladesh's position as a sustainable manufacturing hub.

According to industry insiders, a total of 550 factories of Bangladesh are awaiting the USGBC's LEED certification.

The factories of the country have been obtaining the LEED certificate since 2011.

The USGBC honours factories based on several criteria: transformation performance, energy, water and waste management. The best performers are rated platinum, followed by gold and silver.

According to industry insiders, these criteria help green factories significantly reduce operational costs over time, even though they may initially spend more to set up.

Mohiuddin Rubel, managing director of Bangladesh Apparel Exchange and former director of the BGMEA, said that as the world increasingly prioritised ESG performance and sustainability in supply chains, this milestone enhanced the country's global image.

According to apparel manufacturers, the move towards green factory buildings helped regain Bangladesh's image after the Rana Plaza tragedy, which claimed 1,134 lives and left more than 2,000 injured.ww

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
২৫ আষাঢ় ১৪৩২, ৯ জুলাই ২০২৫

চাকরি আছে বেতন নেই, মানবেতর জীবন কাটছে অনেক শিক্ষকের

বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের দাবিতে ৯ দিন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শিক্ষকরা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

কনসালটেশন কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের দাবিতে ৫ হাজারের বেশি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় দ্রুত জাতীয়করণের জন্য প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ চেয়েছেন শিক্ষকরা। বাংলাদেশ বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ব্যানারে রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে গতকাল মঙ্গলবার নবম দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষকরা। আন্দোলনকারীরা বলেন, 'চাকরি আছে, বেতন নেই' এমন বাস্তবতায় বছরের পর বছর মানবেতর জীবন কাটছে অনেক শিক্ষকের। জাতীয়করণ ছাড়া আমাদের মুক্তি নেই।

শিক্ষকদের দাবি; ২০১৩ সালে সরকার দেশের সব বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণা দিলেও রাজনৈতিক বিবেচনায় সে সময় অনেক বিদ্যালয় তালিকা থেকে বাদ পড়ে। এরপর নানা আন্দোলন, অনশন ও আশ্বাস সত্ত্বেও এসব বিদ্যালয়ের জাতীয়করণ আলোর মুখ দেখেনি। সমিতির সভাপতি মো. মামুনুর রশিদ খোকন বলেন, আমরা শুধু ন্যায্য অধিকার চাই। ২০১৩ সালে ঘোষণায় বাদ পড়া বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রায় ৫ হাজার প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের সব শর্ত পূরণ করেও বঞ্চিত। এসব বিদ্যালয়কে দ্রুত জাতীয়করণ করতে প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, ২০১৮ সালে তৎকালীন সচিব ও মহাপরিচালক আমাদের আন্দোলনে এসে দুই মাসের মধ্যে জাতীয়করণ করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। ২০১৯ সালে ৫৬ দিন অনশন কর্মসূচি পালন করি। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকেও প্রয়োজনীয় চিঠি ইস্যু হয়। কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয়নি।

সাধারণ সম্পাদক মো. ফিরোজ উদ্দিন বলেন, ২০২৫ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কনসালটেশন কমিটি অধ্যায় ৪ এর ৪ দশমিক ৩ এবং পৃষ্ঠা ৩৫ অনুযায়ী ৫ হাজার বিদ্যালয় দ্রুত জাতীয়করণের সুপারিশ করেছে। তার পরও কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাই আমরা বাধ্য হয়ে আবারও রাস্তায়। গতকাল প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান নেওয়া শিক্ষকদের হাতে দেখা গেছে বিভিন্ন ধরনের প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার, যেখানে লেখা 'এভাবে আর কত দিন?', 'জাতীয়করণই বাঁচার উপায়', 'শিক্ষা-শান্তি-প্রগতি চাই, অবিলম্বে জাতীয়করণ চাই'। বাংলাদেশ বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়, যতদিন না দাবি পূরণ হবে, ততদিন অবস্থান কর্মসূচি চলবে। প্রয়োজনে আন্দোলন আরো বিস্তৃত করা হবে। আন্দোলনকারীরা অবিলম্বে প্রধান উপদেষ্টা ও সরকারের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিষয়টি আমলে নিয়ে দ্রুত কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ৯ জুলাই ২০২৫

উত্তাল সাগর, কর্মহীন লাখো জেলে

মুস্তফা নঈম, চট্টগ্রাম ▷

চট্টগ্রাম

■ অলস সময় কাটাচ্ছেন সাড়ে ছয় লাখ মাঝিমাল্লা
■ ২৫ দিন কোনো জাহাজ মাছ ধরতে যেতে পারেনি

বৈরী ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে সাগর উত্তাল থাকায় মাছ শিকারে যেতে পারছেন না জেলেরা। সাগরে মাছ শিকারের নিষেধাজ্ঞা সময় গত ১১ জুন ৫৮ দিন শেষে মধ্যরাতেই যাত্রা শুরু করে মৎস্য যানগুলো। কিন্তু সাগরের আবহাওয়া খারাপ হয়ে ওঠার কারণে তিন দিনের মাথায় অনেকটা শূন্য হাতেই মৎস্য যানগুলোকে তীরে ফিরতে হয়েছে। কিছুদিন ধরে আবহাওয়া বিভাগ থেকে ৩ নম্বর সতর্কসংকেত জারি করে রাখা হয়েছে। গত ২৫ দিনে আর কোনো জাহাজ সাগরে মাছ ধরতে যেতে পারেনি। ইলিশের ভরা মৌসুমে মাছ শিকার করতে না পেরে বসে বসে পুঁজি ভেঙে খেতে হচ্ছে বলে হতাশায় দিন কাটাচ্ছেন কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ীরা।

আবহাওয়া বিভাগ থেকে ৩ নম্বর সতর্কসংকেত দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের সংকেতের মধ্যেও অন্যান্য বছর বড় বড় জাহাজ মাছ শিকার করে। কাঠের বডির ট্রলারগুলোও এমন সিগন্যালে সাগরে মাছ শিকার করে। তবে এবার পরিস্থিতি ভিন্ন বলে মন্তব্য করে একজন মাঝি বলেন, '১৪ জুন রাতে সাগরের ভয়াবহ অবস্থা দেখে ফিরে এসেছিলাম। একেকটি ঢেউ পাহাড়ের মতো। জাল ফেলে মাছ শিকার তো দূরের কথা, জীবন বাঁচাতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। আশা করেছিলাম, দু-এক দিনের মধ্যে সাগরের অবস্থা ভালো হবে। মাছ শিকার করতে যাব। কিন্তু গত ২৫ দিন ধরে অলস বসে আছি।'

আবহাওয়া পরিস্থিতি শান্ত হলে ফের সাগরে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকা কয়েকজন বোট মালিক ও মাঝির সঙ্গে কথা বললে তাঁরা জানান, ৫৮ দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষে ১১ জুন রাতে ২০ মাঝিমাল্লার খরচসহ মোট তিন লাখ টাকার মালপত্র নিয়ে ১০ দিনের জন্য সাগরে গিয়ে দুই দিনের মাথায় ফিরে আসতে হয়েছে। আজ ২৫ দিন হয় বসে বসে পুঁজি ভেঙে খেতে হচ্ছে।

তাঁদের মধ্যে ভোলার চরফ্যাশনের কালাম, নোয়াখালীর সুবর্ণচরের ফারুক, রামগতির ফরিদ ও কালাম বোটের মালিক ও মাঝি। তাঁরা কালের কণ্ঠের সঙ্গে আলাপকালে জানান, এক একটি বোটে ২০ থেকে ২৫ জন মাঝিমাল্লা থাকেন। তাঁদের খাবার, বোটের তেল-মবিল, মাছের বরফ এসব আনজাম দিতে তিন থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা ব্যয় করতে হয়। ১১ তারিখ সাগরে গিয়ে তিন দিন পর ফিরে আসতে হয়েছে 'সাগর উত্তাল' হওয়ার কারণে। এখন বসে আছেন প্রায় সাড়ে ছয় লাখ মৎস্য শ্রমিক।

তাঁরা আরো জানান, ছোটখাটো বোট তো দূরের কথা, গভীর সাগরে মাছ ধরার বড় জাহাজগুলোও সাগরে যেতে পারছে না। বোটগুলো কর্ণফুলী নদীর উজান ছাড়াও আনোয়ারা, বাঁশখালী, মহেশখালী ও সীতাকুণ্ড, সন্দ্বীপ উপকূলীয় এলাকায় নোঙর করে আছে।

বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ অ্যাসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের প্রায় ২০০ ফিশিং জাহাজ অলস বসে আছে। আবহাওয়া খারাপ, সাগর অশান্ত, জাহাজের মাস্টার, নাবিক ও জেলেদের বসিয়ে বসিয়ে বেতন-ভাতা দিতে হচ্ছে। জাহাজগুলোতে কয়েক কোটি টাকা ব্যাংকের ঋণ রয়েছে। মাছ আহরণে সাগরে যেতে না পারলে প্রায় প্রতিটি কম্পানি আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে।

সামুদ্রিক মাছের প্রজনন মৌসুমকে নিরাপদ করতে ২০১৫ সাল থেকে প্রতিবছর ২০ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিন মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা ছিল। তবে এই সময়ে প্রতিবেশী দেশ ভারতে নিষেধাজ্ঞা থাকত না। এ সময় ভারতীয় অনেক জেলের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জলসীমায় এসে মাছ ধরে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

চলতি বছর ভারতের সঙ্গে মিল রেখে ১৫ এপ্রিল থেকে ৫৮ দিন নিষেধাজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়। ১১ জুন মধ্যরাতে ৫৮ দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়। অনেক জেলে সাগরের পথে নৌযান ভাসান ১২ জুন সকালে। উৎসবমুখর পরিবেশে মাছ শিকারের জন্য সাগরমুখো যাত্রা করলেও মাঝপথ থেকেই শত শত নৌযান ফেরত আসতে বাধ্য হয়েছে।

সামুদ্রিক মৎস্য অধিদপ্তর চট্টগ্রামের পরিচালক আবদুস সাত্তার কালের কণ্ঠকে বলেন, সাগরে মৌসুমি নিম্নচাপ ও শক্তিশালী বায়ুচাপের কারণে সাগর উত্তাল রয়েছে। আবহাওয়া বিভাগের বরাত দিয়ে এই কর্মকর্তা জানান, দু-চার দিনের মধ্যে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। তিনি জানান, অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রেশন করা ৩০ হাজার যান্ত্রিক নৌযান এবং দুই শতাধিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল বোট সাগরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

বণিকবার্তা
বুধবার, জুলাই ৯, ২০২৫

তৈরি পোশাক খাতের জন্য কঠিন আঘাত হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫% পাল্টা শুল্ক

তিন মাসের স্থগিতাদেশের সময়সীমা শেষ হওয়ার পথে এবং এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন এপ্রিলে ঘোষিত প্রাথমিক কৌশলের ভিত্তিতে নতুন পাল্টা শুল্কহার ঘোষণা করা শুরু করেছে। এ পদক্ষেপ শুধু যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য অংশীদার দেশগুলোর জন্য নয়, বরং বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থার জন্যও এক অস্থির ও অনিশ্চিত পরিস্থিতির সূচনা করেছে। এমন এক সময়ে যখন বিশ্ব অর্থনীতি নানা চাপের মুখে, এ ধরনের একতরফা ও উচ্চমাত্রার শুল্ক আরোপ একটি বড় ধাক্কা হয়ে দেখা দিয়েছে।

বিশেষত বাংলাদেশের জন্য এ পরিস্থিতি গুরুতর। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশী রফতানি পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছে—যা একটি কঠিন ও তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক আঘাত, বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য, যা দেশের প্রধান রফতানি খাত। আগে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী পণ্যের গড় শুল্কহার ছিল প্রায় ১৫ শতাংশ, তা এখন দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে যাচ্ছে। এ আকস্মিক এবং ব্যাপক হারে শুল্ক বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের মূল প্রতিযোগিতামূলক সুবিধাগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে—বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে, যা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় একক রফতানি বাজার।

উল্লেখযোগ্য যে ২০২৪ সালেই বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৮ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রফতানি করেছে, যার অধিকাংশই তৈরি পোশাক। এ অতিরিক্ত শুল্কের বোঝা সরাসরি পোশাক উৎপাদনকারীদের ওপর পড়বে এবং তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে শিল্প খাতের সঙ্গে যুক্ত কোটি মানুষ, বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের ওপর, যারা এ খাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে উৎপাদন খরচ বাড়বে, অনেক কারখানা সংকোচন বা বন্ধ হওয়ার ঝুঁকিতে পড়বে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাবে। এতে প্রবৃদ্ধি হ্রাস, আয়-দারিদ্র্যের বিস্তার এবং সামাজিক অস্থিরতার মতো প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের এ পাল্টা শুল্ক আরোপের ন্যায্যতা নিয়েও যথেষ্ট প্রশ্ন উঠেছে। এখনো পরিষ্কার নয়, বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী দেশ—যেমন ভিয়েতনাম, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের—ওপর কী হারে শুল্ক আরোপ করা হচ্ছে। যদি দেখা যায় এ দেশগুলোর ওপর শুল্কহার অপেক্ষাকৃত কম, তবে বাংলাদেশ একটি গুরুতর প্রতিযোগিতামূলক অসুবিধার মুখোমুখি হবে। এর ফলে সরবরাহ চেইনভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ জটিল হয়ে পড়বে এবং বিদেশী ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা দুর্বল হবে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এ অনিশ্চয়তা যে দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের অবস্থানকে দুর্বল করে দিতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ প্রেক্ষাপটে বৃহত্তর প্রভাবের মাত্রাও উল্লেখযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকারকরা খরচ কমাতে এবং ঝুঁকি এড়াতে সহজেই বিকল্প সরবরাহকারীদের দিকে ঝুঁকতে পারেন।

যেহেতু বাংলাদেশের রফতানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি পোশাক শিল্পনির্ভর, তাই এই এককনির্ভরতা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

আরো উদ্বেগের বিষয় হলো, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি বলেই ধারণা করা হচ্ছে। একটি ভারসাম্যপূর্ণ চুক্তিতে পৌঁছতে না পারা শুধু একটি কূটনৈতিক ব্যর্থতা নয়, বরং তা বৈশ্বিক বাণিজ্য রাজনীতির পরিবর্তনশীল বাস্তবতায় বাংলাদেশের ঝুঁকিকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিচ্ছে। এমন এক সময়, যখন ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং বাণিজ্য প্রটেকশনিজম বাড়ছে, তখন বাংলাদেশ যদি সময়োপযোগী ও কৌশলগত কূটনীতিতে পিছিয়ে পড়ে, তাহলে এর দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক পরিণতি হতে পারে ভয়াবহ।

এ বাস্তবতায় বাংলাদেশের সামনে এখন কোনো বিকল্প নেই—প্রয়োজন একটি সুপরিকল্পিত, বহুমাত্রিক ও কৌশলভিত্তিক প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা।

পাল্টা শুল্কের পেছনের যুক্তি শক্তিশালী নয় এবং তাতে উদ্বেগ আরো বেড়েছে। এখনো স্পষ্ট নয় যে ভিয়েতনাম, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী দেশগুলোর ওপর কী হার প্রযোজ্য হবে। প্রথম ধাপে লক্ষ্য করা ১৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের ওপর আরোপিত ৩৫ শতাংশ শুল্কহার সর্বোচ্চগুলোর একটি। যদি দেখা যায়, প্রতিযোগী দেশগুলোর ওপর শুল্কহার বাংলাদেশের তুলনায় কম, তবে বাংলাদেশ একটি বড় প্রতিযোগিতামূলক অসুবিধার মুখোমুখি হবে, যা সরবরাহ চেইনভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন করে তুলবে এবং ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীদের আস্থাও দুর্বল করবে

প্রথমত, রফতানির পণ্য ও বাজারবৈচিত্র্য আনতে হবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে। তৈরি পোশাক খাতের এককনির্ভরতা অর্থনীতিকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। এর থেকে উত্তরণের জন্য দরকার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উচ্চমূল্য সংযোজনযুক্ত নতুন খাত—যেমন ওষুধ, হালকা প্রকৌশল, কৃষিভিত্তিক রফতানি এবং আইটি/বিপিও—উন্নয়নের প্রতি নজর দেয়া। একই সঙ্গে কেবল উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের বাজারের ওপর নির্ভর না করে মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকা অঞ্চলেও বাজার সম্প্রসারণ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, প্রধান বাণিজ্য অংশীদারদের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা জোরদার করতে হবে। দক্ষিণ-দক্ষিণ বাণিজ্য সহযোগিতা, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোটগুলোর সঙ্গে অংশগ্রহণ এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উদীয়মান অর্থনীতির সঙ্গে চুক্তি করা এখন অত্যন্ত জরুরি। এতে শুধু বাজার সম্প্রসারণই হবে না, বরং প্রতিযোগিতামূলক সুবিধাও বাড়বে। একই সঙ্গে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বাজার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে রফতানিকে টেকসই করা সম্ভব হবে।

তৃতীয়ত, দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিবেশে কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন। শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ, অশুল্ক বাধা কমানো, একক জানালা ব্যবস্থা (single window) কার্যকর করা, কাস্টমস ও রফতানি প্রক্রিয়া সহজীকরণসহ ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা এখন সময়ের দাবি। এসব সংস্কার বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আলোচনা শক্তিশালী করবে, উৎপাদন ব্যয় কমাবে এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে সহায়ক হবে।

সবশেষে, বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া হতে হবে সময়োপযোগী, তথ্যনির্ভর এবং প্রমাণভিত্তিক। কেবল তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিও অত্যন্ত জরুরি। একদিকে যেমন কূটনৈতিকভাবে সজাগ ও সক্রিয় থাকতে হবে, অন্যদিকে তেমনি দেশের অর্থনীতিকে বহুমাত্রিক, স্থিতিশীল ও টেকসই করে তুলতে হবে।

ড. সেলিম রায়হান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ও সানেমের নির্বাহী পরিচালক

বণিক বার্তা
বুধবার, জুলাই ৯, ২০২৫ ■ আষাঢ়

এলডিসি থেকে উত্তরণ এবং বাংলাদেশে দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপকের চাহিদা পূরণে করণীয়

বাংলাদেশ ২০২৬ সালের নভেম্বর থেকে স্বল্পোন্নত দেশ হতে বেরিয়ে আসবে। বাংলাদেশের জন্য স্বল্পোন্নত দেশ হতে বেরিয়ে আসা একদিকে যেমন গৌরবের, অন্যদিকে এর জন্য কতিপয় সুনির্দিষ্ট ও কঠিন চ্যালেঞ্জও মোকাবেলা করতে হবে। এ লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতের প্রস্তুতি এখনো সন্তোষজনক হয়নি। এ চ্যালেঞ্জগুলোর অন্যতম হলো অদক্ষ এবং স্বল্পদক্ষ কর্মীদের চাকরি হারানো। কারণ গ্র্যাজুয়েশনের পর আমাদের হাই ভ্যালু অ্যাডেড পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে। এর জন্য নতুন প্রযুক্তি ও নতুন দক্ষতা প্রয়োজন হবে। অধিকন্তু আমরা বর্তমান চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগ অতিক্রম করছি। যেখানে স্থানীয় ও বিশ্ব চাকরির বাজারের জন্য আমাদের নতুন প্রযুক্তি ও দক্ষতা অর্জনের আবশ্যকতা রয়েছে। দেশের বেসরকারি খাত ক্রমান্বয়ে বিকশিত হচ্ছে। কর্মসংস্থানের ৯০ শতাংশ হচ্ছে বেসরকারি খাত ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। দেশের নাগরিকরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। দেশের উন্নয়নে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে দেশে পাঠাচ্ছে। অন্যদিকে দেশের গার্মেন্টস, টেক্সটাইল, আইসিটি ও পোলট্রি খাতে অনেক বিদেশী নাগরিক কাজ করছেন, যাদের জন্য দেশ থেকে প্রতি বছর প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স যায়। আমাদের আশার জায়গা হচ্ছে, বাংলাদেশ একটি তারুণ্যনির্ভর দেশ, যার রয়েছে জনমিতিক লভ্যাংশ বা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড। দেশে বর্তমান ২৬ বছর গড় বয়সী মানুষের সংখ্যা ৮ কোটি। এলডিসি উত্তর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের সুনির্দিষ্ট খাতভিত্তিক দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরি করা আবশ্যক। আমাদের উৎপাদন ও সেবা খাতগুলোর বিভিন্ন উপখাতে এবং আমাদের কর্মীদের বৈদেশিক বাজারের চাহিদা বিবেচনায় দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরির বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ আবশ্যক।

দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপকের স্থানীয় ও বৈদেশিক কর্মবাজারে চাহিদা পর্যালোচনায় দেখা যায়, বর্তমানে দেশের উৎপাদন ও সেবা খাতে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ কর্মীর চাহিদা রয়েছে। উল্লেখ্য, দেশের অর্থনীতি যে দুটি ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স।

স্থানীয় ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপকের চাহিদার প্রধান খাতগুলো (উৎপাদন ও সেবা) :

কৃষি ও কৃষিজাত (কৃষি প্রক্রিয়া, মাংস ও প্রাণিসম্পদ); শিল্প (অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ); স্বাস্থ্য (নার্সিং, কেয়ারগিভার, ল্যাব টেকনিশিয়ান ও অন্যান্য সহায়ক সার্ভিস); আইসিটি (এআই, আউটসোর্সিং, বিগডাটা) ও অন্যান্য সহায়ক সেবা); ফ্যাসিলিটি ম্যানেজমেন্ট (মেইনটেন্যান্স); ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট; ডিজাইন ও মিডিয়া; বিশেষায়িত উৎপাদন ও সেবা খাত (মেগা এজেন্ট, পোর্ট); নির্মাণ শিল্প; বিদ্যুৎ ও জ্বালানিসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাত ও উপখাত এবং অগ্রাধিকার খাত (লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, অটোমোবাইল, ইলেকট্রনিকস ও প্লাস্টিক শিল্প)।

বাংলাদেশে গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল, টেলিকমিউনিকেশন, উচ্চ প্রযুক্তির উৎপাদন খাত, পোলট্রি রেয়ারিং এবং পোলট্রি ফিড ইত্যাদি খাতে প্রায় পাঁচ লাখ বিদেশী নাগরিক কর্মরত রয়েছেন। তাদের অধিকাংশ উচ্চ কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপক। তারা প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে নিয়ে যায়।

বাংলাদেশ প্রতি বছর মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্য দেশে গড়ে প্রায় পাঁচ লাখ জনশক্তি রফতানি করে। বিদেশে যাওয়া কর্মীদের মধ্যে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ও মালয়েশিয়া গমনকারীদের প্রায় অর্ধেক বিশেষ কোনো দক্ষতা ছাড়াই যান। অবশিষ্ট কর্মীরা স্বল্প দক্ষতা নিয়ে বিদেশে যান বা বিদেশে গিয়ে দক্ষতা অর্জন করেন। তবে তাদের দক্ষতার কোনো সনদ স্বীকৃতি নেই। মধ্যপ্রাচ্য ও মালয়েশিয়ার বাংলাদেশ হতে দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীদের গমনের সুযোগ ও চাহিদা রয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা ও আমেরিকায় উচ্চদক্ষ কর্মী (প্রফেশনাল) হিসেবে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে শ্রমবাজারের চাহিদাভিত্তিক ব্যবস্থাপক/প্রফেশনাল তৈরির কোনো ডাটাবেজ নেই। তবে গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তাদের প্রায় ৪০ শতাংশ কাজের সুযোগ পাচ্ছে না।

শিল্প খাতভিত্তিক প্রয়োজনীয় দক্ষকর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরির বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি তেমন নেই।

দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরির বর্তমান সুযোগগুলো : অকুপেশনভিত্তিক শর্ট কোর্স; ট্রেডভিত্তিক ভোকেশনাল শিক্ষা; ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা; বিএসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা; বিশেষায়িত শিক্ষা/প্রফেশনাল শিক্ষা; আইসিটি খাতের চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে আইসিটি-বিষয়ক বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ; নতুন প্রযুক্তি যেমন এআই-সংক্রান্ত কাজে দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণ; সারা দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সাধারণ ও প্রফেশনাল ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ;

দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা বা চ্যালেঞ্জগুলো : আমাদের উৎপাদন ও সেবা খাতের বিভিন্ন উপখাতগুলোয় কী ধরনের দক্ষতা প্রয়োজন এবং এ ধরনের দক্ষতা কারা প্রদান করতে পারে তার কোনো পাবলিক পরিচিতি নেই এবং সুনির্ধারিত তথ্যপ্রাপ্তিরও সুযোগ নেই। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সক্ষমতা ও মানসম্মত কারিগরি শিক্ষার সক্ষমতা ও মান এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের, বিশেষ করে যারা দেশের স্নাতক পর্যায়ে পড়া [illegible] পড়াশোনার সময় কর্মকালীন দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সীমিত। বর্তমান শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর চাহিদা অনুপাতে যুবকরা আইসিটি, ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড সফট স্কিলস ভালোভাবে অর্জন করতে পারছেন না। ফলে কোনো রকম দক্ষতা ছাড়াই বিপুলসংখ্যক লোক চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতায় নামছে। দেশে কারিগরি পেশাগুলোর সামাজিক স্বীকৃতি কম। সমাজ/পরিবার অন্যের কাছে গর্ব করে বলতে পারবে এমন পেশায় ছেলেমেয়েদের দেখতে চায়। আমাদের বেসরকারি খাতের আনুষ্ঠানিক খাতের কর্ম ও কর্মগুলোর প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পর্কে যুবকদের ধারণা কম, কারণ অধিকাংশ বেসরকারি আনুষ্ঠানিক চাকরির জন্য সচরাচর পাবলিক ডমেনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় না। যাদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেই কিন্তু দেশ/বিদেশে কাজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা অর্জন করেছেন তাদের দক্ষতা মূল্যায়নপূর্বক সনদ প্রদান (আরপিএল) কার্যক্রমের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং শিল্প-কারখানা ও সেবা খাতে কর্মরত কর্মীদের রি-স্কিলিং ও আপ-স্কিলিংয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সহযোগিতার অভাব রয়েছে। বিদেশগামী কর্মীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা চাহিদা নিরূপণ, চাহিদা অনুযায়ী তাদের দক্ষ করে তোলা, দক্ষতা মূল্যায়ন এবং দক্ষতা সনদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে অনেক ঘাটতি রয়েছে। দক্ষতা প্রশিক্ষণ, কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রমে গ্লোবাল পার্টনারশিপ অ্যান্ড বেঞ্চ মার্কিংয়ের অভাব রয়েছে। দক্ষ ব্যবস্থাপক/প্রফেশনাল তৈরির জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট এবং সরকারি ও বেসরকারি ইনস্টিটিউটগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও যোগাযোগের অভাব রয়েছে। এসব বিষয় উৎপাদন ও সেবা খাতের উদ্যোক্তারা ভালোভাবে জানেন না।

দেশের যেসব খাতে বিদেশী কর্মীরা কাজ করেন সেসব খাতের বিভিন্ন অকুপেশন/প্রফেশনে দেশীয় কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ ও ব্যবস্থা নেই। বিশেষ করে বেসরকারি খাত এসব বিষয়ে তথ্য আদান-প্রদানে সাবলীল নয়। লাইফলং লার্নিং ও কন্টিনিউয়াস এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিংয়ের (সিইটি) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও কারিগরি শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের দেশ-বিদেশে উপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত করার বিষয়ের (স্কিল মার্কেটিং) কোনো ব্যবস্থা নেই এবং বিদেশে নিয়োগকারী কর্তৃক গ্রহণযোগ্য সার্টিফিকেশনের ব্যবস্থা নেই। দেশের কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রায় সব সরকারি-বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক কারিকুলাম তৈরি, পরীক্ষা গ্রহণ ও সার্টিফিকেট দেয়। একক একটি সংস্থা হিসেবে এত ব্যাপক কাজের দায়িত্ব পালনের ফলে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মানের বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে কম গুরুত্ব পেয়ে আসছে।

বর্তমান শিক্ষা গ্রহণ শেষে কর্মে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে না অধিকাংশ যুবক। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন স্নাতক পর্যায়ে অধ্যয়নরত প্রায় ৪০ লাখ শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা অনিশ্চিত কর্ম-ভবিষ্যৎ নিয়ে শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কর্তৃক দাতাদের সহায়তায় গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পে লক্ষ্যস্থির ও সমন্বয়হীনতার অভাবে বাংলাদেশের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নে কার্যকর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়নি।

দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপকের চাহিদা পূরণে করণীয় : দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি গড় ২৬ বছর বয়সের প্রায় আট কোটি যুবশক্তিকে কার্যকর শ্রমশক্তিতে রূপান্তর করে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে নিচের পদক্ষেপগুলো নেয়া যেতে পারে।

স্বল্পমেয়াদি : যেসব প্রতিষ্ঠান দেশে সরকারি পর্যায়ে নিজেরা প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে এবং যেসব প্রতিষ্ঠান বেসরকারি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি ও সনদ দেয় (বিএমইটি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও এনএসডিএ) তাদের কার্যক্রম, সক্ষমতা এবং দক্ষতা উন্নয়নে প্রভাব কী ইত্যাদি জরুরি ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা দরকার। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অনুমতি নিয়ে স্থাপিত বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশিক্ষণের মান ও সক্ষমতা যাচাই করা আবশ্যক। সরকারি-বেসরকারি সব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অকুপেশন/ট্রেডভিত্তিক পরিচালিত প্রশিক্ষণ একই মানের ও মূল্যায়ন পদ্ধতিও অভিন্ন হওয়া দরকার। এ কাজের জন্য এনএসডিএ, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, বিএমইটি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যক্রম সমন্বয় করে সব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যাচাই করে সংস্কার/উন্নয়ন/প্রয়োজনে বন্ধ করে দেয়া একান্ত জরুরি। এজন্য এসব প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের নিয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। বাংলাদেশের অদক্ষ/অর্ধদক্ষ শ্রমিকের বড় কর্মের বাজার হলো বৈদেশিক (মধ্যপ্রাচ্য ও মালয়েশিয়া) কর্মসংস্থান। দেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পন্ন (কর্মী অনুযায়ী দেশ বাছাই, কর্মের জন্য উপযুক্ত সার্টিফিকেটসহ যোগ্যতা তৈরি, কর্মীকে দেশ ও পেশা নির্বাচনের সুযোগ দান, কর্মীর আর্থিক সহযোগিতা, বিদেশে কর্মপ্রাপ্তি তদারকি) ইত্যাদি কাজের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে। আমাদের কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাত, শিল্প খাত, স্বাস্থ্য খাত, শিক্ষা ও শিক্ষা সহায়ক খাত, হোটেল রেস্টুরেন্ট, ট্যুরিজম ও আইসিটি সহায়ক খাতের কর্ম ও কর্মপ্রাপ্তিতে যোগ্যতা অর্জনের জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে প্রতিটি খাতের জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করা দরকার।

মধ্যমেয়াদি : যেসব বিশেষায়িত খাতগুলোয় বিদেশী কর্মীরা কাজ করেন এ বিষয়গুলো চিহ্নিত করে বাংলাদেশী কর্মীদের কীভাবে রিপ্লেস করা যায় সে বিষয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা দরকার। সেবা খাতের বিশেষায়িত অকুপেশন/প্রফেশনগুলোর জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(বাকি অংশসহ পুরো নিবন্ধটি পড়ুন বণিক বার্তা অনলাইনে)

ড. মো. হেলাল উদ্দিন, এনডিসি : সেক্রেটারি জেনারেল, বিসিআই; সাবেক অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় ও সাবেক মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

বণিকবার্তা বুধবার, জুলাই ৯, ২০২৫

মার্কিন বাড়তি শুল্কে সবচেয়ে বড় ধাক্কা খাবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত ছবি: ফাইল/নিজস্ব আলোকচিত্রী

রফতানিতে দ্বিতীয় হলেও প্রবৃদ্ধিতে পিছিয়ে বাংলাদেশ

মার্কিন শুল্ক কমানো সম্ভব না হলে ভিয়েতনামের চেয়ে পিছিয়ে পড়ার শঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানিতে গত বছরে প্রবৃদ্ধি ছিল ১ শতাংশেরও কম, যেখানে নিকটতম প্রতিযোগী ভিয়েতনাম অর্জন করেছে ৯ শতাংশের বেশি। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্য রফতানিতে ভিয়েতনামের ওপর শুল্কহার নির্ধারণ করা হয়েছে ২০ শতাংশ, অথচ বাংলাদেশের জন্য এ হার ৩৫ শতাংশ। ফলে মার্কিন বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা বাংলাদেশের জন্য ক্রমেই চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে

বিশ্বে তৈরি পোশাক রফতানিতে চীনের পরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। যদিও গত বছর বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানিতে প্রবৃদ্ধি ছিল ১ শতাংশেরও কম। অন্যদিকে বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনামের প্রবৃদ্ধি ছিল ৯ শতাংশের বেশি। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দেশটির বাজারে ভিয়েতনামের পণ্য রফতানিতে ২০ শতাংশ শুল্কহার নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশের জন্য এ হার ৩৫ শতাংশ। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে শুল্কহারে ছাড় না পেলে তৈরি পোশাক রফতানিতে ভিয়েতনামের তুলনায় বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন খাতসংশ্লিষ্টরা।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) তথ্যানুসারে, ২০২৪ সালে ১৬৫ দশমিক ২৪ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রফতানির মাধ্যমে শীর্ষে রয়েছে চীন। দেশটির তৈরি পোশাক রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে দশমিক ৩০ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বাংলাদেশ এ সময়ে ৩৮ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রফতানি করেছে। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে তৈরি পোশাক রফতানিতে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র দশমিক ২১ শতাংশ। তৈরি পোশাকের বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিযোগী ভিয়েতনাম গত বছরে ৩৩ দশমিক ৯৪ ডলার রফতানি করেছে। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯ দশমিক ৩৪ শতাংশ।

তৈরি পোশাক রফতানিতে বাংলাদেশের অন্য প্রতিযোগীদের মধ্যে গত বছর শুধু তুরস্কের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪ দশমিক ৪২ শতাংশ। এ সময়ে ভারত, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হারে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এর মধ্যে ভারত ১৬ দশমিক ৩৬ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রফতানি করেছে। দেশটির রফতানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে সাড়ে ৬ শতাংশ। কম্বোডিয়া ২০২৪ সালে ৯ দশমিক ৮৯ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রফতানি করেছে। এক্ষেত্রে দেশটির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৪ দশমিক ১৯ শতাংশ। পাকিস্তান এ সময়ে তৈরি পোশাক রফতানিতে ২১ দশমিক ৪৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। দেশটির রফতানির পরিমাণ ছিল ৯ দশমিক ২৮ বিলিয়ন ডলার। ইন্দোনেশিয়া গত বছর ৮ দশমিক ৭৩ ডলারের তৈরি পোশাক রফতানি করেছে। এক্ষেত্রে দেশটির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪ দশমিক ৬৭ শতাংশ।

তৈরি পোশাকের বৈশ্বিক বাজারে চীনের হিস্যার পরিমাণ ২০২৪ সাল শেষে ২৯ দশমিক ৬৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এর আগের বছরে যা ছিল ৩১ দশমিক ৬৪ শতাংশ। ২০২৩ সালে তৈরি পোশাকের বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের ৭ দশমিক ৩৮ শতাংশ হিস্যা থাকলেও গত বছর এটি কমে ৬ দশমিক ৯০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে আগের বছরের তুলনায় ২০২৪ সালে ভিয়েতনামের বাজার হিস্যা কিছুটা বেড়ে ৬ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

জানতে চাইলে বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক ও ডেনিম এক্সপার্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মহিউদ্দিন রুবেল *বণিক বার্তাকে* বলেন, '১২৪ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও ভিয়েতনাম এরই মধ্যে ২০ শতাংশে শুল্ক হার নিশ্চিত করেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ মাত্র ৬ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য ঘাটতি নিয়ে ভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আমাদের প্রধান প্রতিযোগী দেশ চীন, ভারত ও পাকিস্তানের ক্ষেত্রে শুল্কের হার কেমন হয় সেটি দেখতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের শীর্ষ রফতানি গন্তব্য হওয়ায় এ শুল্কের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কেবল রফতানি আদেশ হ্রাসের ঝুঁকি নয়, এর প্রভাব কর্মসংস্থান হ্রাস ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। শুল্ক বৃদ্ধির ফলে কেবল বাণিজ্যেই নয়, বরং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ তৈরি হতে পারে।'

বাংলাদেশের রফতানিতে কম প্রবৃদ্ধির বিষয়ে তিনি বলেন, 'ডব্লিউটিওর সঙ্গে আমাদের তথ্যের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। আমাদের হিসাবে ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে রফতানিতে ৭ শতাংশের মতো প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তবে সার্বিকভাবে গত দুই-তিন বছর বৈশ্বিক ও দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গেছে। ফলে এ সময়ে কিছুটা প্রভাব তো পড়েছেই।'

সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত শুল্ক বৈশ্বিকভাবে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দরকষাকষি ও বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে শুল্ক ছাড় কিংবা কমিয়ে আনার চেষ্টা করছে দেশগুলো। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী দেশ চারটি। চীন, ভিয়েতনাম, ভারত ও পাকিস্তান। এরই মধ্যে ভিয়েতনাম যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে শুল্কহার ২০ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। ভারতের সঙ্গে আলোচনা চললেও এখনো পর্যন্ত কোনো চুক্তি হয়নি। চীনের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব এখন পর্যন্ত কঠোর অবস্থানে রয়েছে। ফলে দেশটি শুল্কের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে নেই। পাকিস্তানের ওপর শুল্কের হার বাংলাদেশের কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাংলাদেশসহ ১৪টি দেশের ওপর শুল্ক আরোপ করেছেন, যা আগামী ১ আগস্ট থেকে কার্যকর হবে। বাংলাদেশের জন্য এক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া কম্বোডিয়ার পণ্যের ওপর ৩৬ শতাংশ ও ইন্দোনেশিয়ার ওপর ৩২ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, মার্কিন শুল্কের কারণে ভিয়েতনাম বাংলাদেশের তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলে সেক্ষেত্রে দেশটি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ ক্রয়াদেশের ওপর প্রভাব ফেলতে পারবে। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তান বাংলাদেশের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলে তারা বাংলাদেশের বাকি ৮০ শতাংশ ক্রয়াদেশের ওপর প্রভাব ফেলার ক্ষেত্র তৈরি হবে। ভিয়েতনামের সঙ্গে বাংলাদেশের রফতানির ব্যবধান খুব বেশি না হওয়ায় দেশটি তৈরি পোশাক রফতানিতে বাংলাদেশকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দরকষাকষির মাধ্যমে শুল্কের পরিমাণ কমানো সম্ভব না হলে সেটি বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানির ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'বাংলাদেশের ওপর পাল্টা শুল্ক ১০০ শতাংশ আরোপ করা হলেও কিছু যায় আসবে না; যদি চীন, ভারত ও পাকিস্তানের ওপর আরোপ করা শুল্কহার বেশি বা কাছাকাছি থাকে।

শোভন কাজ

DHAKA THURSDAY JULY 10, 2025
ASHAR 26, 1432 BS
The Daily Star

Real wage growth remains negative for 41 months

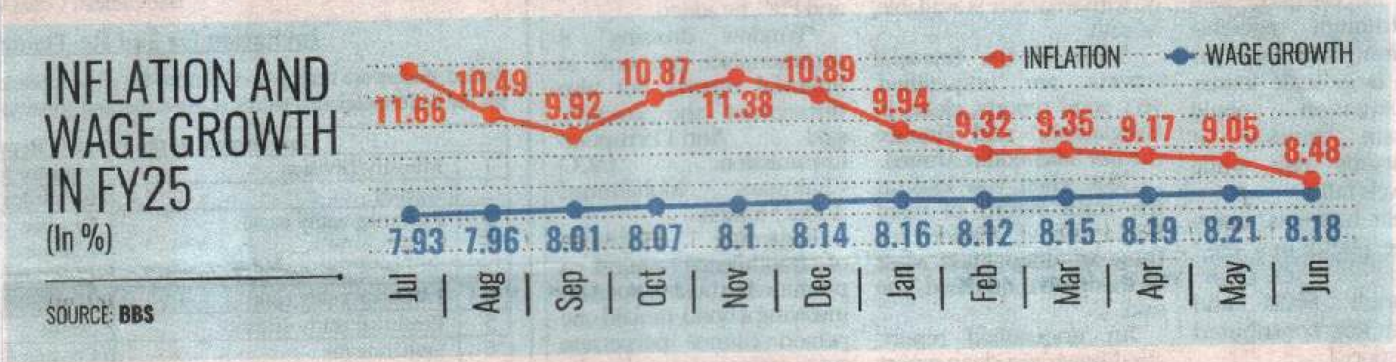

MD ASADUZ ZAMAN

Bangladesh's real wage growth remained negative for the 41st consecutive month in June, even as the inflation rate eased to its lowest level in nearly three years, according to the latest data from the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).

Year-on-year, wage growth stood at 8.18 percent in June—0.30 percentage points below the month's inflation rate of 8.48 percent, as per the recently released BBS Wage-Rate Index (WRI).

A similar trend was observed in May, when wages across 63 occupations in the agriculture, industry, and services sectors grew by 8.21 percent, 0.84 percentage points below inflation at the time.

Division-wise, wage growth rose only in Rangpur, while it declined in all other divisions.

The continued decline has forced many to cut back on consumption as their real incomes shrink, with economists warning that if nothing changes, millions might fall victim to malnutrition.

"The persisting outpacing gap has been pushing low- and limited-income groups to the brink for years," said Mohammad Lutfor Rahman, a professor in the Department of Economics at Jahangirnagar University.

A report released earlier this year by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) on Bangladesh supports the assertion.

The FAO said the number of people in Bangladesh facing high levels of acute food insecurity increased by 70 lakh to 2.36 crore in December last year, compared to 1.65 crore during the April-October period of 2024.

Prof Rahman attributes part of the stagnation in wage growth to Bangladesh Bank's contractionary monetary policy, which, while successful in controlling inflation, has increased borrowing costs, discouraging large investment.

"While inflation control is a positive outcome, without coordinated efforts to reduce interest rates and boost employment, the economic recovery remains uneven and exclusionary," noted the economist.

The central bank raised the policy rate to 10 percent in October 2024, the 11th hike since May 2022, in a bid to tame inflation by making borrowing more expensive.

"At current lending rates, very few entrepreneurs are willing to take the risk of borrowing to invest, especially in sectors that generate large-scale employment," Rahman said.

With no corresponding increase in labour demand, a growing surplus in the workforce is suppressing wage growth, even as inflation softens, he added.

"Concerns are growing that many lower- and middle-income households are unable to meet basic dietary needs, raising long-term health and productivity risks," the JU professor noted.

Echoing the same, Mustafa K Mujeri, executive director of the Institute for Inclusive Finance and Development (InM), said despite easing inflation, the continued decline in wage growth means workers are effectively earning less in real terms.

"Their purchasing power has eroded significantly, limiting their ability to afford basic necessities," he said, adding that this is raising serious concerns about malnutrition, particularly among women and children, whose dietary needs are often deprioritised during household budget cuts.

The price of staple foods like rice remains high despite a good harvest season, which is making things harder for low-wage earners. "For low-income families, who spend a large portion of their earnings on food, this is devastating."

According to Mujeri, the persistent gap in wage growth and product prices has now become a structural problem. "Without intervention, it threatens to widen income inequality and push more people into poverty."

The government must urgently focus on employment generation to absorb the growing labour surplus and lift wages to resolve the situation.

"If real incomes continue to fall and nutritional deficits widen, Bangladesh risks facing a generational health crisis, undermining long-term workforce productivity and economic resilience," he warned.

Meanwhile, Shaifuddin Khaled, a lecturer in the Department of Economics at Begum Rokeya University, Rangpur (BRUR), said the government should strengthen its support for workers by developing a comprehensive database to facilitate minimum wage enforcement and social protection.

"Despite nearly 85 percent of the labour force being engaged in the informal economy, the government still lacks a proper database to identify and support them, especially during periods of inflationary pressure," he pointed out.

"Without urgent protective measures, we risk pushing millions further into nutritional poverty. And this isn't just a public health issue, it's a matter of intergenerational equity," he said.

দৈনিক ইত্তেফাক | শুক্রবার ২৭ আষাঢ় ১৪৩২, ১১ জুলাই ২০২৫

আজ বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস

দেশে কর্মক্ষম মানুষ সাড়ে ১১ কোটি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সারা বিশ্বেই জন্মহার কমেছে, সেখানে বাংলাদেশে কর্মক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় সাড়ে ১১ কোটি। যা বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ। এই বিপুলসংখ্যক কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে কাজে লাগাতে পারলে তা জনশক্তিতে রূপান্তরিক হতে পারে। জনসংখ্যা বেশি হলে জনশক্তি বাড়ে। যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বড় সুযোগ হতে পারে। তবে এই বেশি জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে না পারলে তা বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৭ কোটি ৫৭ লাখ বলে অনুমান করা হয়। এর অর্ধেক নারী এবং দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১১ কোটি ৫০ লাখ কর্মক্ষম। যাদের বয়স ১৫ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল—ইউএনএফপিএ সম্প্রতি 'বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি-২০২৫'—শীর্ষক প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশ করেছে।

বিশ্ব জুড়ে জন্মহার কমে যাওয়ার প্রবণতা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল—ইউএনএফপিএ। সম্প্রতি সংস্থাটির প্রকাশিত বৈশ্বিক জরিপে দেখা গেছে—অর্থনৈতিক দুরবস্থা, স্বাস্থ্যসংক্রান্ত জটিলতা, উপযুক্ত সঙ্গীর অভাব এবং বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতার কারণে কোটি কোটি মানুষ তাদের প্রত্যাশিত সংখ্যক সন্তান নিতে পারছেন না। জন্মহার কমে যাওয়াকে এবারই প্রথমবার 'গুরুতর সংকট' হিসেবে চিহ্নিত করে এ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছে ইউএনএফপিএ।

এমন পরিস্থিতিতে আজ ১১ জুলাই শুক্রবার নানা আয়োজনে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হবে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-২০২৫। এ বছর দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে—'এমপাওয়ারিং ইয়াং পিপল টু ক্রিয়েট দ্য ফ্যামিলিজ দে ওয়ান্ট ইন আ ফেয়ার অ্যান্ড হোপফুল ওয়ার্ল্ড'। ১৯৯০ সালের ১১ জুলাই প্রথমবারের মতো ৯০টি দেশে পালিত হয় এই দিবসটি। এরই ধারাবাহিকতায় পরিবার পরিকল্পনা, লিঙ্গসমতা, দারিদ্র্য, মাতৃস্বাস্থ্য এবং মানবাধিকারের মতো জনসংখ্যাসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে জনগণের সচেতনতা বাড়াতে প্রতিবছর বাংলাদেশেও পালন করা হয় দিবসটি। দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস বাণী দিয়েছেন। প্রধান উপদেষ্টা তার বাণীতে বলেছেন—দক্ষ জনগোষ্ঠী দেশের সম্পদ। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ কিশোর-কিশোরী ও তরুণ।

এই বিপুল জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য, জীবনমান এবং ক্ষমতায়নের ওপর নির্ভর করে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন। একটি উন্নত ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে এই কর্মক্ষম তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ, সুশিক্ষিত ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হিসেবে গড়ে তোলা আবশ্যক। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে ছেলে-মেয়ের মাঝে কোনো বৈষম্য না করে সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। তিনি একটি সুস্থ-সবল জাতি গড়তে সরকারের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংগঠন, গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজকে আহ্বান জানিয়েছে।

ইউএনএফপিএ প্রতিনিধি ক্যাথেরিন ব্রিন কামকং বলেছেন, ২০২৫ সালের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে বর্তমানে জনসংখ্যা ৮২০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে অর্ধেক নারী। আর দুই-তৃতীয়াংশ (সাড়ে ১১ কোটি) কর্মক্ষম বয়সি। তিনি বলেন, একই সঙ্গে বাংলাদেশের এই জনসংখ্যার ৭ শতাংশ (১ কোটি ২০ লাখ) ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সি, যা জনসংখ্যার বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার শুরুর ইঙ্গিত দেয়। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ১৯ শতাংশ কিশোর-কিশোরী (প্রায় ৩ কোটি ৩০ লাখ)। যাদের বয়স ১০ থেকে ২৪ বছর। এই প্রতিবেদনটি জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) পরিচালিত একটি বৈশ্বিক জরিপের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটির সঙ্গে একাডেমিক গবেষণা ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্রতিবেদনটি প্রজনন ক্ষমতা ও প্রজনন অধিকার বিষয়ে একটি সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের মতো উচ্চ-আয়ের দেশগুলোতে নারীদের প্রজনন ক্ষমতা জনপ্রতি মাত্র ০ দশমিক ৮ সন্তানের মধ্যে নেমে এসেছে, যা বিশ্বব্যাপী সর্বনিম্ন। অন্যদিকে আফ্রিকার কিছু দেশে উচ্চ প্রজনন হার রয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী নাইজারে সর্বোচ্চ মোট প্রজনন হার (টিএফআর) (প্রতি নারীর ৫ দশমিক ৮ শিশু) রেকর্ড করেছে। বাংলাদেশও এর মধ্যে রয়েছে বলে প্রতিবেদনটিতে দেখানো হয়েছে। যেখানে মোট প্রজনন হার (টিএফআর) ২ দশমিক ১ শতাংশ।

দৈনিক ইত্তেফাক
১১ জুলাই ২০২৫

শিশুশ্রম বন্ধে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে যুক্ত করতে হবে

সেমিনারে বক্তারা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশে প্রায় ৩৫ লাখ শিশু শ্রমিক রয়েছে। যার মধ্যে ১০ লাখ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। নানা সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হলেও দিনদিন শিশুশ্রমে যুক্ত শিশুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সবার সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া শিশুশ্রম নিরসন সম্ভব নয়। তবে শিশুশ্রমে যুক্ত থাকা শিশুদের পরিবারকে শর্তযুক্ত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনতে পারলে শিশুশ্রমে যুক্ত থাকা শিশুরাও শিক্ষার আলো পেতে পারে। এই জন্য প্রয়োজন সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলোর এগিয়ে আসা।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত 'শিশুশ্রম মুক্ত বাংলাদেশ গঠনে পথচলা : সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ'—শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। চাইল্ড লেবার ইলিমিনেশন প্ল্যাটফরম (ক্লাপ) এই সেমিনারের আয়োজন করে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান বলেন, শ্রম আইন-২০০৬ আমরা সংশোধন করছি, আমরা শেষ মুহূর্তে আছি। আমরা শিগগিরই জাতির কাছে একটি শ্রম আইন উপহার দেব যেটা হবে আন্তর্জাতিক মানের।

অনুষ্ঠানে শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, আমরা মূল প্রস্তাবনা দিয়েছি, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে সার্বজনীন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. নাজমুজ্জামান ভূইয়া। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে এডুকো বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর আব্দুল হামিদ, ব্যাবস্থাপক আফজাল কবির খান, চাইল্ড লেভার মনিটরিং কাউন্সিলের কো-চেয়ার অ্যাডভোকেট সালমা আলী, এনসিসিডব্লিউইয়ের সদস্য নাইমুল আহসান জুয়েল, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, বাংলাদেশের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার সৈয়দা মুনিরা সুলতানা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

THE FINANCIAL EXPRESS Thursday • July 10, 2025

DIRE FALLOUT FROM US TARIFF TURMOIL

Myriad workers stare as RMG minors getting upset

MONIRA MUNNI

Umpteen workers stare at possible livelihood upset as Bangladesh's readymade-garment factories -- mostly small and midsize ones -- may take a stumbling blow from the highhanded latest US tariff regime.

Though big factories mostly manufacture garments for US buyers, industry-insiders say, SMEs that dependent on the US market would face a 'disaster' and those working for other traditional destinations, like EU, and non-traditional markets would indirectly be affected in the long run.

According to them, some 3,500 garment factories are in operation across the country -- majority being SMEs in size.

Garment factories having workers more than 1,000 are categorised as large and units with workers ranging from 300 to below 1,000 defined as medium and up to 300 as small ones.

According to Mapped in Bangladesh (MiB), some 1,734 factories export readymade garments to the United States and some 1,100 units that have workers below 1,000 are small and medium while the rest 634 have workers above 1,000 to 18,500.

Out of the 634 factories, 314 have workers up to 2,000 while the rest have workers ranging from 2,001 to 18,500, MiB data showed.

Talking to The Financial Express, Fazlul Hoque, former president of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said the impact would be "disastrous" for SMEs that solely depend on the US market.

"They can't switch over to other markets overnight while banks are unlikely to support them for three to four months," he said, on a note of concern that many of them might face closure.

An Ashulia-based factory owner says it largely manufacture apparel for its US buyers and recently there is a shortage of work orders as buyers have halted placing fresh orders as they can't negotiate price due to uncertainty over tariffs.

The factory talked to a number of big units that also work for US retailers, and according to the factory owners, big suppliers are also facing suspension of a certain volume of orders, resulting in a certain portion of production line lying idle.

"This would become usual for other small and medium units when markets go down. Big factories that do large volume would grab the larger share of work orders and SMEs, in the long run, would suffer," Md Shehab Udduza Chowdhury, says vice president of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

The SMEs have been facing a number of challenges, including high compliance requirements that need to maintain equal standards like the big ones, while they are deprived of getting necessary banking facilities with high bank interest rates, he mentions.

"They also face high charges compared to the large factories in time of opening letter of credits," he says, adding that SMEs who are mostly dependent on the US market might face closure as they would face break-neck competition both in and outside the country.

There would be tough competition in EU markets, too, as all might rush to the destination due to the high tariffs, price pressure and uncertainty, another exporter predicts.

Former president of BGMEA Rubana Huq fears the impact of the additive tariffs will be disastrous for Bangladesh.

One might assume that only 30 per cent of the total US exports will be affected, but in reality, it is the potential of export to the US, Bangladesh's fastest growing market that will be dampened.

She adds one ought to think about thousands of workers who will be affected for lack of employment as many factories will shut down.

"A careful analysis between the domestic and export scenario must be carefully weighed in before negotiating with the US," she told the FE, adding that there are barely any other products that can hit the export market overnight and there are barely any other markets that they can diversify into.

The efficiency level at this point is at an optimum and the industry can't turn to maximum automation because of its impact on employment and margins are at a bare minimum disallowing any substantial trimming of expenses.

The government needs to consider whether it is ready to sacrifice a growing market or carefully navigate through this phase, she said, adding: "We are risking massive unemployment and closure of businesses."

Fazlee Shamim Ehsan, executive president of BKMEA, however, opines that it is not wise to comment until the tariffs are fixed for China and India.

Vietnam might be the biggest beneficiary if tariff is considered, he says, adding that Bangladesh would be in an advantageous position due to its capacity, quality and price.

"But price pressure would be the challenge for Bangladesh as retail sales in US might decline due to high tariffs and buyers would put further pressure of price squeeze," he says, adding that all local exporters should have addressed the issue jointly by following a minimum price benchmark.

Kalpona Akhter, executive director at Bangladesh Centre for Workers Solidarity (BCWS), thinks the recent US tariff decision threatens to erode Bangladesh's competitiveness on the global apparel market, putting millions of workers, especially women, at risk of losing their livelihoods.

The US tariff decision may push some businesses to cut corners such as slashing wages, ignoring safety, or outsourcing to unregulated subcontractors, she fears, saying that "without urgent action, we risk a surge in unethical practices that will hurt workers most."

The government must urgently engage with the US administration and collaborate with industry stakeholders to protect jobs and ensure export sector remains resilient.

Munni_fe@yahoo.com

Final
new
being
sc

deal on
duties
sealed
on

NEW AGE FRIDAY, JULY 11, 2025,

CLIMATE ON CLOCK

Working women in city on brink

by Shajeda Akter Moni

ON SWELTERING streets of Dhaka, time does not tick. It melts. For the thousands of women who work in open market places, tin-roofed factories or city landfills, heat is not merely an inconvenience. It is a slow-burning threat that tightens its grip each summer. With soaring mercury and infrastructure that could not care less, Dhaka's working women race against a clock that does not measure hours, but survival.

Two-time mother Momena Begum, of a Karail slum, begins her day by fanning her ailing child before daylight. Her room, less than 100 square feet, is still hot from the previous evening. 'The roof burns us alive,' she says. She cannot sleep and cannot work effectively. Yet, she has to keep going. Her body is a war zone on which duty fights fatigue, hourly and daily.

In the last decade, the land surface temperature of Dhaka has increased by more than 6°C. Urban heat islands, a product of rampant development and lost green cover, turn some neighbourhoods into furnaces. Karail, Rayerbazar and Hazaribagh, home to a number of poor women who work there too, consistently record indoor temperatures in excess of 42°C. The poorest women of the city now endure heat warmer than most industrial ovens set on low.

Shanta, a street food seller at Rayerbazar, tends to a kerosene stove in a shack constructed from shattered wood and plastic sheets. 'I collapsed last year as I served tea,' she says. 'But if I don't work, my children go hungry.' No holiday pay, no sick leave and no break in the shade. For women like her, it is survival minute by minute and the climate clock could not care less.

Nearly 80 per cent of working women in Dhaka work informally, in the streets as vendors, in households as domestic workers, scavenging through garbage, and in apparel factories. These are tough jobs and ones that seldom provide respite from the elements. The heat they suffer is not a setting. It is a daily adversary that assaults their health, productivity and dignity. And, these women are not to be found in most climate action plans.

Heat stress is more than just an inconvenience. It leads to dizziness, vomiting, dehydration and even menstrual irregularity. More than 75 per cent of female apparel workers experience these symptoms during the height of summer. Less than a half of the factories have any ventilation. Paid sick leave for heat-related illness is all but non-existent. And if a woman faints at work, the remedy is not attention. It is replacement. Her absence spells hunger at home and discipline at work.

On Dhaka's black market, garbage pickers, mostly girls and women, trek as much as 15 kilometres a day under the scorching sun to pick up metal and plastic. Rubina, 28, recounts that her skin peels off weekly and her sandals melt onto the ground. 'I develop sores. But, if I don't work, my family starves.' She makes Tk 300–400 on a good day. But, she has never noticed a drinking water stall in her area.

These women have come up with their own tenuous survival strategies. Some wet their saris and dry them on doors. Some sleep on tar roads overnight because it is cooler than at home. Some carry water in plastic bags on their heads. These are no solutions. These are tenuous survival tactics in the absence of institutional support.

Less than 10 per cent of informally employed women can afford fans, shaded areas or shared cooling systems. 'Public shelters?' Rubina inquires. 'We've never heard of them.' The climate resilience discussion is full of talk about green roofs and cool pavement in upscale neighbourhoods. But, no trees are planted in the neighbourhoods most affected by heat because the people themselves are rendered invisible.

Dhaka's climate action plans and the National Adaptation Plan (2023–2050) mention urban heat. The plans, however, prioritise glass towers, not tin roofs. The funds for them flow towards smart buildings and technology-driven cooling rather than for impoverished human lives.

Heatwaves, however, continue to surge, converting kitchens into kilns and streets into crematoriums of the city's working poor.

Gender norms also increase the risks. Women who are poor are usually engaged in work that is confined indoors with no ventilation or outside in labour. They are responsible for cooking on fire, water fetching and waste disposal, activities done under conditions of suffocation. Moreover, cultural constraints restrict their entry into cooler outdoor spaces or access to instant medical attention. They bear a climate burden compounded by unpaid labour and restricted mobility.

What if they fall ill? Momena responds pragmatically: 'If I go to clinic, who will cook?' This is the vicious spiral of 'double exposure.' Women are subjected to greater environmental hazards with less ability to cope with them. Their misery is unspoken, uncounted and ongoing. It is not only economic exclusion. It is, rather, environmental exclusion.

It is the expert view that a gender-blind climate policy is a failed policy. Bangladesh cannot achieve heat resilience without accounting for the women holding its cities upright. Urban planning needs to incorporate mobile health clinics in slums, shaded market stalls, subsidised cooling equipment for caretakers and gender-sensitive heat warnings. Above all, it needs to incorporate the voices of the most vulnerable.

This is not charity. It is justice. The women who are keeping Dhaka running — cooking, selling, sorting and sweeping — need to be recognised, relieved, and granted their rights. Heat is not a temporary inconvenience. It is a public health crisis and a gendered one. The longer the government delays, the more women will silently die under its weight.

It is crucial to mention that these women do not inherently embody victimhood. Rather, they embody survival as necessity. Their resilience is to be admired. That resilience must not, however, be wrongly assumed to be boundless. The temperatures in Dhaka are increasing, bringing the city dangerously close to a point of uninhabitability. Time is of the essence as each hour that passes without action detracts from the possibility of their future.

As the city expands upward and outward, let us not overlook who is holding it up from underneath. Climate justice must begin with those most at risk, not end there. These women do not ask for luxury, but shade, water and dignity. That is not much. That is the least a just city can offer.

In this edge city, the moment to move from rhetoric to action has arrived. Climate resilience is meaningless if it does not shield those who can least afford to suffer more. Dhaka cannot be climate-smart if it leaves its women burning behind.

Shajeda Akter Moni, an army major, is deputy director at the Research Centre, Bangladesh University of Professionals.

DHAKA FRIDAY JULY 11, 2025
ASHAR 27, 1432 BS
The Daily Star

FOUNDER EDITOR: LATE S. M. ALI

We must protect our migrant workers

OKUP findings deserve critical scrutiny

The scale of the exploitation our migrant workers have faced over the years is truly shocking. A recent study by the Ovibashi Karmi Unnayan Program (OKUP), based on 114 case studies of workers who sought legal help between January 2023 and October 2024, sheds light on just how systemic and devastating this exploitation has been. While the sample size may be modest, the patterns it reveals are consistent with what has long been reported anecdotally and through media investigations, pointing to a deeply entrenched and institutional neglect of responsibility in protecting our migrant workers.

As per the OKUP study, 36 percent of workers were forced to return home within just three months of migrating, crushing their hopes of a better future and even leaving many in deeper debt. Such abrupt, premature returns are only one side of a much larger problem, however. It includes contract substitution, lack of work permits, extortionate migration costs, etc. For example, 75 percent of workers left Bangladesh without receiving any prior employment contract while, shockingly, not a single female migrant received one before departure. Even among the 25 percent who did receive contracts, most got them just hours before their flight. Upon arrival, 47 percent of all migrants were denied work permits, and among those who received permits, only 24 percent were actually given the jobs they had been promised.

These findings point to a systematic betrayal of workers at every stage of the migration process, both at home and abroad. One revelation that almost all can relate to is that every male worker surveyed was charged migration fees well beyond the legal limits—often double for those heading to Saudi Arabia and six times higher for Malaysia. This is significant because these two countries are key destinations for our workers. Malaysia, in particular, has been in the news of late for exploitation-related cases. For instance, in May, 33 Bangladeshi workers filed a case in a Malaysian court against a recruitment firm and several government officials for alleged fraud. They said they were victims of human trafficking and job scams. In the first four months of 2025, over 3,500 Bangladeshis were also reportedly denied entry and sent back from Kuala Lumpur, many victims of such job scams. Also in May, another company revoked work permits of Bangladeshi workers after they aired concerns about its poor working conditions.

The OKUP study also raises serious questions about the effectiveness of the arbitration system for affected workers. While questioning the role of the Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET) as being responsible for both issuing recruitment licences and settling disputes—an inherent conflict of interest—it reveals that there is currently no fair mechanism to ensure justice and no clearly defined standards for compensation or remedies. All these issues are interconnected and need to be resolved simultaneously to ensure the whole migration process is above board. OKUP's recommendations in this regard deserve serious consideration.

It is high time the interim government took comprehensive measures together with the authorities of destination countries to clean up this long-neglected process. Our migrant workers deserve dignity, protection, and justice. We must not let them be exploited any longer.

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২৮ আষাঢ় ১৪৩২
Dhaka : Saturday 12 July 2025

শিশুশ্রম বন্ধে ব্যবস্থা নিন

দেশে শিশুশ্রমের বিষয়টি নতুন নয়। কিন্তু সাম্প্রতিক তথ্যে উঠে আসা বাস্তবতা সত্যিই উদ্বেগজনক। সর্বশেষ পরিসংখ্যান বলছে, দেশে বর্তমানে ৩৫ লাখ কর্মজীবী শিশুর মধ্যে সাড়ে ১০ লাখের বেশি শিশু 'বিপজ্জনক' শ্রমে নিযুক্ত।

অবশ্য ভালো খবরও আছে–২০১৩ সালের তুলনায় বিপজ্জনক শিশুশ্রম কিছুটা কমেছে। কিন্তু সার্বিক শিশুশ্রমের হার উল্টো বেড়েছে। এতে ধারণা করা যায় যে, আমরা হয়তো কোথাও কোথাও কিছুটা ভালো করছি, কিন্তু মূল সমস্যার শেকড় অটুট রয়েছে।

আইন রয়েছে, নীতি রয়েছে, উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। তারপরও শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে ফিরিয়ে এনে শিক্ষার পরিবেশে ফেরানো যাচ্ছে না কেন সেটা একটা প্রশ্ন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিশুশ্রমের মূলে রয়েছে দারিদ্র্য, সামাজিক বৈষম্য, শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং দায়িত্বহীন নিয়োগদাতার মানসিকতা। জানা যাচ্ছে, কৃষি খাতে সবচেয়ে বেশি শিশু শ্রমিক নিয়োজিত। এরপর গৃহস্থালি এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। শিল্প ও পোশাক খাতেও রয়েছে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিশুশ্রমিক।

একটি জাতির উন্নয়ন শুধু অবকাঠামোগত মাপকাঠিতে নির্ধারণ করা চলে না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কতটা মানবিক ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন দেয়ার সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে সেটা অত্যন্ত জরুরি। শিশুশ্রম বন্ধ না হলে তা জাতীয় উন্নয়ন টেকসই হবে না। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বড় সংখ্যার মানুষ দারিদ্র্য ও অশিক্ষার চক্রে ঘুরপাক খাবে সেটা হতে দেয়া যায় না।

শিশুশ্রমের বেড়াজাল থেকে ভুক্তভোগীদের মুক্ত করতে না পারলে জাতি হিসেবে আমাদের অনেক অর্জনই অপূর্ণ থাকবে। আমরা চাই, দেশের প্রতিটি শিশু থাকুক নিরাপদ। তারা শিক্ষার অধিকার পাক।

সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিরা বলেছেন, শিশুশ্রম নিরসনে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধনের উদ্যোগ চলমান। এটি প্রশংসনীয়। তবে শুধু সংশোধনই যথেষ্ট নয়, আইন বাস্তবায়নও করতে হবে।

যুগান্তর
শুক্রবার ১১ জুলাই ২০২৫
২৭ আষাঢ় ১৪৩২

শিগগিরই শ্রমিকদের রেশনিংয়ের কাজ শুরু করবে বিজিএমইএ

যুগান্তর প্রতিবেদন

পোশাক শ্রমিকদের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে শিগগিরই রেশনিং ব্যবস্থা নিয়ে বিজিএমইএর নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দ কাজ শুরু করবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনটির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান। এ ব্যাপারে শ্রমিক ফেডারেশনগুলোর সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব চেয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএর কমপ্লেক্সে শ্রমিক ফেডারেশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় সভা হয়। সভায় বিজিএমইএ সভাপতি এ কথা জানান। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএর সহসভাপতি রেজোয়ান সেলিম, পরিচালক আসেফ কামাল পাশা এবং পরিচালক শেখ হোসেন মোহাম্মদ মোস্তাফিজ।

সভায় পোশাক শিল্পের সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষার্থে শ্রমিক ফেডারেশনগুলোর সহযোগিতা চান বিজিএমইএ সভাপতি। বিশেষত পোশাক কারখানায় যাতে করে আইন-বহির্ভূত দাবি ও তুচ্ছ ঘটনার জের ধরে শ্রমিকরা যেন রাস্তা অবরোধ না করে, আশপাশের কারখানা ভাঙচুর না করে। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের ফলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি হয়।

এর পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত শ্রমিক নেতারা বলেন, শিল্পে শ্রম অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি কারোরই কাম্য নয়। কারখানার সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে কারখানার অভ্যন্তরেই সমাধান করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তারা।

শ্রমিকদের আইনসংগত দাবিগুলো দ্রুততম সময়ের মধ্যে সমাধানের জন্য বিজিএমইএর বর্তমান বোর্ডের- গাজীপুর, আশুলিয়া, সাভার, মিরপুর ও নারায়ণগঞ্জে বিজিএমইএর আঞ্চলিক অভিযোগ নিষ্পত্তি সেল স্থাপনের উদ্যোগকেও স্বাগত জানান শ্রমিক নেতারা। বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান বলেন, গার্মেন্টস অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এ ব্যাপারে ইতোমধ্যেই জমি বরাদ্দ চেয়ে বিজিএমইএ থেকে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চিঠি দেওয়া হয়েছে। জমি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজিএমইএ হাসপাতাল নির্মাণের কাজ শুরু করবে।

সভায় অংশগ্রহণ করেন গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি মন্টু ঘোষ, গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আক্তার, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিটির সভাপতি ফরিদুল ইসলাম, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি মিজানুর রহমান অপু, বিপ্লবী গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের (বিজিএসএফ) কেন্দ্রীয় সভাপতি অরবিন্দু বেপারী বিন্দু, গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সভাপতি ডা. সামছুল আলম প্রমুখ।

যুগান্তর | শনিবার ১২ জুলাই ২০২৫
২৮ আষাঢ় ১৪৩২

ড. মোস্তফা কে মুজেরী

ভিয়েতনাম পারল, আমরা কেন পারলাম না

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের আমদানি পণ্যের ওপর বাড়তি শুল্কারোপ করেছে। এ ইস্যুটি নিয়ে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক আলোচনা চলছে। অনেকেই মনে করছেন, যুক্তরাষ্ট্র আমদানি সংকোচনের লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ নিয়েছে। আমদানি পণ্যের ওপর বাড়তি শুল্কারোপ করা হলে স্বাভাবিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি ব্যয় কমে যাবে। আজ থেকে তিন মাস আগে যুক্তরাষ্ট্র বর্ধিত শুল্কারোপ সংক্রান্ত খসড়া তালিকা ঘোষণা করেছিল। বিভিন্ন দেশের আপত্তির মুখে বর্ধিত শুল্কারোপের কার্যকারিতা তিন মাসের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছিল। এ তিন মাস সময়ের মধ্যে কোনো কোনো দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তাদের ওপর ধার্যকৃত শুল্কহার যৌক্তিকভাবে কমিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছে। এক্ষেত্রে ভিয়েতনামের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে ভিয়েতনাম থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর ৪৬ শতাংশ শুল্কারোপের কথা জানানো হয়েছিল। ভিয়েতনাম সরকার যুক্তরাষ্ট্রের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাচনার মাধ্যমে তাদের রপ্তানি পণ্যের ওপর আরোপিত বাড়তি শুল্কহার ৪৬ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ৩৭ শতাংশ বাড়তি শুল্ক আরোপ করেছিল। সেখান থেকে ২ শতাংশ শুল্ক কমিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে বাংলাদেশি রপ্তানি পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী ১ আগস্ট থেকে এ বর্ধিত শুল্কহার প্রযোজ্য হবে। বাংলাদেশ বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্য রপ্তানির জন্য গড়ে ১৫ শতাংশ হারে শুল্ক প্রদান করে থাকে। বর্ধিত নতুন শুল্ক হার বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর আরোপিত মোট শুল্কহার দাঁড়াবে ৫০ (৩৫+১৫=৫০) শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্যিক অংশীদার। বিশেষ একক দেশ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে বাংলাদেশি রপ্তানি পণ্যের সবচেয়ে বৃহৎ গন্তব্য। বিশেষ করে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকসামগ্রীর একটি বড় অংশ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ মোট ৪৮ দশমিক ৬৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করেছে। এর মধ্যে ১৭ দশমিক ৯৯ শতাংশ পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। যে সামান্য কয়টি উন্নত দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ভারসাম্য বাংলাদেশের অনুকূলে রয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের মধ্যে সবার শীর্ষে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ মোট ২৫০ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করে। একই সময়ে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি করে ৮৭৬ কোটি ডলারের পণ্য। ফলে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অনুকূলে উদ্বৃত্ত রয়েছে ৬২৬ কোটি ডলার। বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বর্তমানে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রতিবেদন মোতাবেক, ২০২৪ সালে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে চীন সবার শীর্ষে ছিল। দেশটি মোট ১৬৫ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে চীনের হিস্যা হচ্ছে ২৯ দশমিক ৬৪ শতাংশ। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা বাংলাদেশ মোট ৩৮ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। আন্তর্জাতিক তৈরি পোশাক সামগ্রীর বাজারে বাংলাদেশি তৈরি পোশাকের হিস্যা হচ্ছে ৬ দশমিক ৯০ শতাংশ। আর তৃতীয় স্থানে থাকা ভিয়েতনাম একই বছর মোট ৩৪ বিলিয়ন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। তাদের বাজার হিস্যা হচ্ছে ৬ দশমিক ০৯ শতাংশ। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ মোট ৮৬৯ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করে যুক্তরাষ্ট্রে। এর মধ্যে তৈরি পোশাক রপ্তানি করা হয় ৭৫৮ কোটি ৫০ লাখ ডলার মূল্যের।

যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উচ্চহারে বাড়তি শুল্কারোপের ফলে দেশটিতে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। এতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়তে পারে। আন্তর্জাতিক বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ও নিকটতম প্রতিযোগী হচ্ছে ভিয়েতনাম। তাদের ওপর প্রাথমিকভাবে ৪৬ শতাংশ বাড়তি শুল্কারোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। সে অবস্থা থাকলে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে ভালো অবস্থানে থাকতে পারত। কিন্তু ভিয়েতনাম যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে তাদের ওপর আরোপিত বর্ধিত শুল্কহার ২০ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। ফলে আগামীতে ভিয়েতনামকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ (২০+১৫=৩৫) শুল্ক পরিশোধ করতে হবে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ভিয়েতনাম তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি রপ্তানি পণ্যের মূল্য ভিয়েতনামের সমজাতীয় পণ্যের মূল্যের চেয়ে বেশি হবে। যুক্তরাষ্ট্রের ভোক্তারা স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশি পণ্যের পরিবর্তে ভিয়েতনামের পণ্য ক্রয়ে আগ্রহী হয়ে উঠবে। মার্কিন আমদানিকারকরা বাংলাদেশ থেকে বেশি শুল্ক দিয়ে পণ্য আমদানির পরিবর্তে ভিয়েতনাম থেকে তুলনামূলক কম মূল্যে পণ্য আমদানির চেষ্টা করবে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা কমে যাবে। সেই সুযোগে ভিয়েতনাম যুক্তরাষ্ট্রের বাজার দখলের চেষ্টা করবে। যুক্তরাষ্ট্রের ভোক্তাদের দৃষ্টি তখন ভিয়েতনাম বা অন্য দেশের প্রতি নিবদ্ধ হবে। মার্কিন ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের তুলনায় অন্তত ১৫ শতাংশ কম মূল্যে ভিয়েতনাম থেকে একই ধরনের পণ্য আমদানি করতে পারবে। ফলে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

আগামীতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশকে তৈরি পোশাকসামগ্রী নিয়ে সবচেয়ে প্রবল প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হবে ভিয়েতনামের সঙ্গে। প্রাথমিকভাবে যখন যুক্তরাষ্ট্র বর্ধিত শুল্কারোপের ঘোষণা দেয়, তখন ভিয়েতনামের পণ্যের ওপর ৪৬ শতাংশ হারে বর্ধিত শুল্কারোপের সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বর্ধিত শুল্কহার নির্ধারণ করা হয় ৩৭ শতাংশ। পরবর্তী সময়ে ভিয়েতনাম যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সফল আলোচনা মাধ্যমে তাদের ওপর আরোপিত বর্ধিত শুল্কহার ৪৬ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বর্ধিত শুল্কহার কমানো হয়েছে মাত্র ২ শতাংশ। আগে বর্ধিত শুল্কহার ছিল ৩৭ শতাংশ। এখন তা ৩৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভিয়েতনামের রপ্তানি পণ্য তুলনামূলকভাবে বেশি সুবিধা পাবে। অন্য দেশের ক্ষেত্রে বাড়তি শুল্ক কমানো হলেও তেমন কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু ভিয়েতনাম অনেক দিন ধরেই আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি তৈরি পোশাকশিল্পের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগী। তাই ভিয়েতনাম যদি কোনো ধরনের শুল্ক সুবিধা পায়, তা বাংলাদেশের রপ্তানির জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কোনো ধরনের আবেগ দিয়ে চলে না। ভোক্তারা যেখানে তুলনামূলক কম মূল্যে গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য পাবে, সেখান থেকেই পণ্য ক্রয় করবে। তাই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের হিস্যা কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে ভিয়েতনাম বাংলাদেশি তৈরি পোশাকসামগ্রীর যতটা ঘনিষ্ঠ প্রতিযোগী, ভারত ততটা নয়। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে মোট ৩৮ বিলিয়ন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। আন্তর্জাতিক তৈরি পোশাক বাজারে বাংলাদেশের হিস্যা হচ্ছে ৬ দশমিক ৯০ শতাংশ। আর ভারত একই বছর ১৬ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। ভারতের বাজার হিস্যা হচ্ছে ২ দশমিক ৯৪ শতাংশ। আন্তর্জাতিক তৈরি পোশাক রপ্তানি বাজারে ভিয়েতনাম বাংলাদেশের জন্য যতটা চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করতে পারবে, ভারত তা পারবে না। বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের সঙ্গে ভারতীয় রপ্তানি পণ্যের পার্থক্য এখানেই যে, আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য কার্যত তৈরি পোশাকনির্ভর। আর ভারত তাদের রপ্তানি পণ্য তালিকাকে বহুমুখীকরণ করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকসামগ্রী মোট পণ্য রপ্তানির ৮৪ শতাংশের মতো। আর এ শিল্প খাতটি আমদানিকৃত কাঁচামাল এবং ক্যাপিটাল মেশিনারিজনির্ভর বলে জাতীয় অর্থনীতিতে তৈরি পোশাকশিল্পের মূল্য সংযোজনের হার তুলনামূলকভাবে কম। ভারত এক্ষেত্রে বাংলাদেশের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। ভারতের রপ্তানি পণ্য তালিকার একটি বড় অংশজুড়ে আছে স্থানীয় কাঁচামাল ও ক্যাপিটাল মেশিনারিজনির্ভর পণ্য। ফলে তাদের জাতীয় অর্থনীতিতে রপ্তানি পণ্যের মূল্য সংযোজন তুলনামূলকভাবে বেশি।

ভিয়েতনামের মতো যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ধার্যকৃত বাড়তি শুল্ক আলোচনার মাধ্যমে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে, আগামীতে তারা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে। যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বাড়তি শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তিন মাস সময় দিয়েছিল সমঝোতার জন্য। ভিয়েতনাম এ সুবিধা পুরো মাত্রায় কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আমরা সেই আলোচনার সুযোগ কাজে লাগাতে পারিনি। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমরা দক্ষতার পরিচয় দিতে পারিনি। যুক্তরাষ্ট্র ৯ জুলাই পর্যন্ত আলোচনার সময় দিয়েছিল। আর বাংলাদেশ সত্যিকার আলোচনা শুরু করে ৯ জুলাই থেকে ১১ জুলাই পর্যন্ত। প্রশ্ন হলো, এই তিন মাস আমরা কী করেছি? ভিয়েতনাম তো অনেক আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে। তারা বিভিন্নভাবে লবিং করেছে। শেষ পর্যন্ত তারা প্রস্তাবিত বাড়তি শুল্কহার যৌক্তিকভাবে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আমরা সঠিক সময়ে সঠিক টিম দ্বারা নেগোসিয়েট করিনি। তাই আমরা সফলতা অর্জন করতে পারিনি। তবে এখনো সুযোগ রয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বাড়তি শুল্কহার কমানো যতটা সহজ ছিল, এখন হয়তো ততটা সহজ হবে না। তবে আলোচনার মাধ্যমে শুল্কহার একটা যৌক্তিক পর্যায়ে আনা সম্ভব হতে পারে। এ জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কৌশলে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনে লবিস্ট নিয়োগ করে শুল্কহার কমানোর সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। (অনুলিখন : এম এ খালেক)

ড. মোস্তফা কে মুজেরী : *অর্থনীতিবিদ; নির্বাহী পরিচালক, ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফিন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট*

DHAKA SATURDAY JULY 12, 2025
ASHAR 28, 1432 BS
The Daily Star

LIVES ON HOLD

Workers await reopening of closed jute mills

DIPANKAR ROY, *Khulna*

Working at jute mills was somewhat of a family tradition for Nasima Akter.

Her father, Abdul Mannan, migrated from Noakhali's Companiganj to Khulna in the pre-independence era and took a job at Crescent Jute Mills, one of the oldest in the region. Later, Nasima and her two brothers, Shahadat and Al Amin, would follow him into the same line of work, reporting to their factory gates for more than a decade.

The jobs brought security, dignity and stability for the family, till July 2020, when it all came crashing down.

That monsoon, the then Awami League-led government announced the sudden closure of 25 state-owned jute mills across the country, citing years of losses, excessive production costs, and inefficiencies that had made the operations unsustainable.

More than 50,000 workers were laid off, including Nasima and her brothers, in three categories -- permanent, temporary, and substitute workers in the jute mills.

At that time, the then government said closed factories would be modernised and reopened soon through various arrangements, including joint ventures, public-private partnerships or government-to-government partnerships.

Five years on, that revival remains partial and uneven.

THE SOUND OF SILENCE

Despite all the hurdles, the laid-off workers still hope for a return to their old days. For them, it was not just a job, but also social security and respect.

"When the mill was running, local shopkeepers gave us groceries on credit because they knew we would pay them back when we got our wages. Now they don't trust us anymore. They know we can't pay," said Nasima.

Her brothers, who also lost their mill jobs, survive by hawking goods on the streets of Khulna city.

Tajul Islam, a former worker of Platinum Jute Mills, now earns his bread by working as a helper on public transport.

"Back when the mill was open, we had three proper meals a day. I could afford to feed my three children."

"Back then, when the morning siren blew, we'd line up to enter the mill. Work gave us respect, routine, and joy. Thursdays were payday, our happiest day of the week," he recalled.

"Now, I work all day, and still, I can't afford the minimum expenses. I don't know when we'll see better days again," he added.

Md Khalilur Rahman, former Collective Bargaining Agent (CBA) leader of the closed Platinum Jute Mills, said that since mill closures in 2020, thousands of families have been pushed into extreme poverty.

"Children dropped out of school, medical care turned into a luxury, and despair became widespread. Hope alone cannot feed a family," said Rahman.

"The collapse of the jute industry has affected every layer of the city, from small vendors to transport workers to landlords," he said, "When the mills were running, life had sound and rhythm. Now, everything is quiet. Hundreds pull rickshaws to survive, and they are hoping that one day it will be open," he added.

BROKEN PROMISES

The government plan was to reopen the mills within three months. That didn't happen.

Later, in April 2021, the Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC), which manages all government-owned jute factories and industries in Bangladesh, called upon interested investors to submit expressions of interest for leasing out 17 of the mills for a period of five to 20 years.

As of now, only 13 have been handed over to the private operators under lease.

In the Khulna-Jashore region, once the beating heart of the country's jute industry, nine mills were shuttered. Four have resumed limited production under private management, collectively employing just over 3,100 workers, a fraction of the 34,000 who once relied on those jobs.

"After I lost the job, even landlords started to act reluctant to rent houses to us. They are afraid we won't be able to pay the rent on time," said 49-year-old Nasima, who now works as a seasonal labourer.

"You'll see hundreds of 'To-Let' signs all over Khalishpur, but they won't rent to jute mill workers like us."

She was forced to leave her rented home in Noyabati, Khalishpur, and move to the city's Bastuhara area with her children, Hasib and Rahima. Her dreams of educating her kids faded quickly.

Her son, Hasib, took a job at a private power plant. Her daughter, Rahima, was married off early -- a choice made in desperation. A year later, Rahima returned home with a child in her arms. Her husband had left.

"I worked at the mill for 16 years," Nasima said. "But I was never made permanent. When it closed, they gave me Tk 114,000 as part of the golden handshake. That money doesn't last long."

BEATING HEART NOW SKIPS A PULSE

Of the nine mills in the southwestern belt, three mills -- Daulatpur Jute Mills, Khalishpur Jute Mills and Crescent Jute Mills -- have been leased out. Meanwhile, two others, Platinum Jute Mills and Star Jute Mills, are in the leasing process.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

In the Khulna-Jashore region, Jessore Jute Industries (JJI), Carpeting Jute Mills and Eastern Jute Mills are currently in production.

Alim Jute Mills has remained closed due to legal disputes related to its lease.

Daulatpur Jute Mills was handed over to Fortune Group on September 4, 2023. On March 14, 2024, they launched a shoe manufacturing unit on a limited scale within the mill premises.

At its peak, the shoe factory had about 700 workers across two production units. The factory recently declared a lay off, leaving around 450 workers unemployed.

Masum Billah, legal adviser to Fortune Group, told The Daily Star that the factory used to export 100 percent of its shoes. "Due to trade complications with India, exports and new orders have come to a halt. This forced us to lay off the shoe factory," he said.

Currently, only 148 workers remain employed in the jute product section. But that unit, too, is under pressure due to the rising cost of raw jute and other operational challenges.

"We are producing just around one tonne of jute products daily. Over the last two years, our jute unit alone has suffered losses of nearly Tk 6 crore," Masum added.

However, Akij Group, which took over Jessore Jute Industries under lease in May 2023, has been producing jute goods. The monthly lease payment stands at Tk 15 lakh. Currently, around 2,000 workers are employed at the mill.

Abul Kalam, project head at the mill, said the group has installed new machinery, significantly increasing production.

The mill now produces between 65 and 70 tonnes of jute products daily, compared to a maximum of only 15 tonnes before its closure, he said.

Yet the number of jobs created is not enough to create opportunities for workers like Nasima.

WHAT IS THE GOVT DOING?

Md Abdur Rouf, secretary at the Ministry of Textiles and Jute, told The Daily Star that efforts were underway to transfer the mills to the private sector.

"Today, (July 8) we finalised terms with four more mills," he said. "Many have already been leased out. Several mills began operations after taking leases but later withdrew. They cannot sustain the costs."

When asked why they were struggling or whether they wanted to diversify beyond jute, he replied, "We allowed and continue to allow them to venture into textiles beyond jute. These mills are very large in scale. They could utilise other sections of the premises for different purposes. Yet some lessees still terminated their agreements."

He added, "The jute mills are valuable resources. They must be utilised. That is only logical. The BJMC owns mills and factories across 13,000 acres of land. These sites are strategically important. They are being used in some form, and this must continue. Letting them sit idle is not an option."

"The BJMC or the government will not invest directly or run businesses here. They are stepping back from that. But there is no reason to leave these resources unused. The jute mills are resources," he said.

In a visit to Daulatpur Jute Mills earlier this year, Textiles and Jute Adviser Sk Bashir Uddin said the conditions for leasing jute mills to the private sector would be relaxed, allowing for the establishment of other industries alongside jute-based industries.

He noted that the initiatives to reopen jute mills under government management have only led to the loss of thousands of crores of taka and produced nothing fruitful.

BJMC BLEEDING CONTINUES

The BJMC, which operated the mills until June 2020, incurred losses of Tk 775 crore in the fiscal year 2019-20, the highest on available records.

The corporation suffered Tk 400 crore plus in the subsequent year after shutting down the jute mills and laying off workers.

Its losses continued in the following years too, as delays in leasing out the closed mills to private players and integration of existing employees to other state agencies, and to protect its huge estate.

Since the closure of the mills, the BJMC's total losses crossed Tk 1,300 crore until FY25, according to the Bangladesh Economic Reviews of different years.

The government projects BJMC's loss at over Tk 210 crore for the current fiscal year.

The closure of the loss-making mills might have slowed the bleeding by BJMC, but it did not stop completely. To do so, either the leasing process will have to be expedited, or the government will view the actual costs of life and livelihood through a different lens.

Kudrat-E Khuda, president of Patkal Rokkay Sammilito Nagorik Porishad, wants the government to reopen the mills and give priority to the experienced workers.

"Workers have the right to live with dignity," said the civil society activist.

কালের কণ্ঠ সোমবার। ১৪ জুলাই ২০২৫।

মহাচ্যালেঞ্জে পোশাকশিল্প

মার্কিন শুল্কের খড়্গ

বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি খাত তৈরি পোশাক শিল্প এক নজিরবিহীন সংকটে পড়েছে। আগামী ১ আগস্ট থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। শুল্ক কমানোর ব্যাপারে দুই দেশের মধ্যকার বাণিজ্য আলোচনায়ও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির খবর পাওয়া যায়নি। কালের কণ্ঠে প্রকাশিত তিনটি প্রতিবেদনে তৈরি পোশাক শিল্পের এক নজিরবিহীন সংকটের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যা কেবল রপ্তানি নয়, দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক স্থিতিশীলতাকেও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার আশঙ্কা তৈরি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি প্রায় ৮.৫ বিলিয়ন ডলার, যা মোট রপ্তানির ১৮ শতাংশেরও বেশি। নতুন শুল্ক কার্যকর হলে মোট শুল্কের পরিমাণ প্রায় ৫১ শতাংশে দাঁড়াবে। এর ফলে গত বছরের চেয়ে বাংলাদেশকে অতিরিক্ত ২.৫৭ বিলিয়ন ডলার শুল্ক পরিশোধ করতে হবে। এই বোঝা এতটাই বেশি যে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খানের মতে, '৩৫ শতাংশ শুল্ক বহাল থাকলে সত্যি টিকে থাকা কঠিন হবে।'

এরই মধ্যে এই শুল্কের নেতিবাচক প্রভাব স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। বিশ্বখ্যাত ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ওয়ালমার্ট তাদের প্রায় ১০ লাখ পিস সাঁতারের প্যান্টের অর্ডার স্থগিত বা বিলম্বিত করেছে, যা অন্যান্য ক্রেতার মধ্যেও একই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা বাড়াতে পারে। পোশাক কারখানার মালিকরা জানাচ্ছেন, মার্কিন ক্রেতারা বাড়তি শুল্কের বোঝা বাংলাদেশি সরবরাহকারীদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন, যা লাভের মার্জিন কমিয়ে দিচ্ছে এবং অনেক প্রতিষ্ঠানকে লোকসানের মুখে ফেলছে। মার্কিন ব্র্যান্ডগুলো এরই মধ্যে জর্দান, মিসর, ইথিওপিয়া কিংবা কেনিয়ার মতো নতুন বাজারের দিকে ঝুঁকছে। একবার ব্র্যান্ড সরলে তা ফিরিয়ে আনা কঠিন। বিষয়টি শুধু অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্যও হুমকিস্বরূপ।

এমনিতেই সংকটে থাকা বস্ত্রশিল্পে সংকট আরো ঘনীভূত হচ্ছে। বস্ত্র খাতের সাড়ে পাঁচ শতাধিক কারখানা এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। করোনাভাইরাস-পরবর্তী পরিস্থিতি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, ডলার সংকট, ব্যাংকের উচ্চ সুদহার, রপ্তানি প্রণোদনা হ্রাস, শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি তুলা আমদানিতে ২ শতাংশ অগ্রিম আয়কর (এআইটি) আরোপের মতো আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত—সবকিছুই বস্ত্র খাতের ওপর অসহনীয় চাপ সৃষ্টি করেছে। সরকারের নীতিনির্ধারকরা আশাবাদী যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে একটি ইতিবাচক সমাধান আসবে। কিন্তু আলোচনার দৃশ্যমান অগ্রগতির অভাব এবং কঠিন শর্তগুলোর (যেমন—চীনা কাঁচামালের ওপর নির্ভরতা কমানো এবং মার্কিন পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা নিশ্চিত করা) কারণে অনিশ্চয়তা বাড়ছে।

এই মহাচ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের শক্তিশালী কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা এবং অভ্যন্তরীণ শিল্পকে বাঁচাতে অবিলম্বে এআইটি ও সুনির্দিষ্ট কর প্রত্যাহারের মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। অন্যথায় দেশের প্রধান রপ্তানি খাত মুখ থুবড়ে পড়বে, যার পরিণতিতে কর্মসংস্থান হ্রাস পাবে, অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল হবে এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সময়ের আলো শুক্রবার। ১১ জুলাই ২০২৫।

বিপজ্জনক শ্রমে ১০ লাখ শিশু

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ক্রেপের সেমিনারে গবেষণা

- বর্তমানে দেশে কর্মজীবী শিশুর সংখ্যা ৩৫ লাখ
- কৃষি খাতে সর্বোচ্চ ৬১ শতাংশ শিশুশ্রমিক নিযুক্ত

প্রতিরোধে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হলেও দেশে শিশুশ্রম বাড়ছে। বর্তমানে দেশের ৩৫ লাখ কর্মজীবী শিশুর মধ্যে ১০ লাখ ৬০ হাজার বিপজ্জনক শ্রমে নিয়োজিত। তবে বিপজ্জনক শ্রমে শিশুদের সংখ্যা কমলেও সার্বিক শিশুশ্রম বেড়েছে। শিশুশ্রম ২০১৩ সালের ৪ দশমিক ৩০ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২২ সালে ৪ দশমিক ৪০ শতাংশে পৌঁছেছে। বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে 'বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও নির্মূল : সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে উত্থাপিত প্রবন্ধে এ তথ্য তুলে ধরেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের শিক্ষক ও গবেষক ড. মোহাম্মদ নাজমুজ্জামান ভূঁইয়া।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের ২১টি উন্নয়ন সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত 'চাইল্ড লেবার ইলিমিনেশন প্ল্যাটফর্ম (ক্রেপ)' আয়োজিত সেমিনারে তিনি জানান, শ্রম আইনে বিপজ্জনক কর্মসংস্থানে শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ থাকলেও অসংখ্য শিশু আইনগত সীমার বাইরেও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছে। দেশে ২০১৩ সালে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের হার ছিল ৩ দশমিক ২ শতাংশ, যা ২০২২ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ২ দশমিক ৭ শতাংশে। তবে ২০১৩ সালের তুলনায় বাংলাদেশে ক্ষতিকর কাজে নিযুক্ত শিশুদের অনুপাত স্থিতিশীল থাকলেও শিশুশ্রম কমানো যায়নি। বর্তমানে কৃষি খাতে সর্বোচ্চ ৬১ শতাংশ শিশুশ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে। এরপর গৃহস্থালি কাজসহ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ২৭ শতাংশ এবং পোশাক, জাহাজ ভাঙাসহ শিল্প খাতে ১৩ শতাংশ শিশু কর্মরত রয়েছে।

এডুকো বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর আবদুল হামিদের সভাপতিত্বে সেমিনারে বক্তৃতা করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এএইচএম সফিকুজ্জামান, শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব সাইদুল ইসলাম, কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ড. বিশ্বজিৎ রায়, চাইল্ড লেবার মনিটারিং কাউন্সিলের কো-চেয়ার অ্যাডভোকেট সালমা আলী, আইএলওর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার সৈয়দা মুনিরা সুলতানা, ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ, অধ্যাপক এএইচএম বিশোয়ার হোসেন, শাপলা নীড়ের কান্ট্রি ডিরেক্টর তমকো উচিয়ামা, এডুকো বাংলাদেশের ম্যানেজার আফজাল কবির খান, এএসডির গুল-ই জান্নাত জেনি প্রমুখ।

সেমিনারে সচিব এএইচএম সফিকুজ্জামান বলেন, শিশুশ্রম নিয়ন্ত্রণে অন্তর্বর্তী সরকার আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে। আগামী দুই মাসের মধ্যে শ্রম আইন সংশোধন করা সম্ভব হবে বলে আশা করি। আইএলও কনভেনশনের ৮টি ধারায় স্বাক্ষর করেছে সরকার। বাকি দুটি ধারায়ও স্বাক্ষরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে শিশুশ্রম নিরসনে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলো কোন খাতে কত টাকা ব্যয় করছে তাও খতিয়ে দেখা হবে।

এ বিষয়ে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে।

সেমিনারে শিশুশ্রম প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে সুপারিশে বলা হয়, শ্রম আইন সংশোধন করে গৃহস্থালির কাজ অন্তর্ভুক্ত এবং কঠোর শাস্তির বিধান করতে হবে, যা শ্রম সংস্কার কমিশনও প্রস্তাব করেছে। বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে ন্যূনতম কাজের বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। অবিপজ্জনক কাজের সংজ্ঞা স্পষ্ট ও প্রসারিত করতে হবে। যুব কর্মসংস্থানের বিধান লঙ্ঘনকারী নিয়োগকর্তাদের বারবার অপরাধের জন্য জরিমানা ও ফৌজদারি দায়বদ্ধতার মুখোমুখি করতে হবে।

যুগান্তর সোমবার ১৪ জুলাই ২০২৫

জীবনযুদ্ধ

পথে পথে বঞ্চনার চিহ্ন

● তোজাম্মেল আযম

কৃষিনির্ভর মেহেরপুর—বাংলার এক সবুজ জেলা। যার প্রতি খণ্ড মাটিতে লেখা আছে সংগ্রামের এক নিঃশব্দ ইতিহাস। এখানে সূর্য ওঠে মাঠের ওপরে, আবার অস্তও যায় নারীদের নিঃশব্দ কষ্টের শোক নিয়ে। শহরের উজ্জ্বল আলো থেকে অনেক দূরে, গ্রামের নারী শ্রমিকরা আজও লড়ছেন জীবন যুদ্ধে। হাতে হাতুড়ি, মাথায় ঝুড়ি, পায়ে মাটি মেখে। পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে তারা এক একটি ঘর তো গড়ছেনই, গড়ে তুলছেন এ সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো। তবু বিনিময়ে পাচ্ছেন না ন্যায্য মর্যাদা, সমান অধিকার, কিংবা মানবিক সম্মান।

এক সময় ছিল, যখন মেহেরপুরে নারীরা ঘরের বাইরে পর্দা সরিয়ে এক পা রাখলেই সমাজ তাদের তিরস্কারের চোখে দেখত। তাদের জীবন চলত চুলার পাশে, পেছনের উঠোনে। সেই নারীরা আজ ছুটে চলেছেন ধানখেতে, ইটভাটায়, রাস্তা মেরামতের কাজে। তাদের গলা শুকিয়ে যায় রোদে, হাত রক্তাক্ত হয় কাস্তের আঘাতে, পিঠ বেঁকে যায় ঝুড়ির ভারে। তবু মুখে নেই কোনো অভিযোগ, শুধু এক অদম্য বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা।

ষোল টাকা ইউনিয়নের একটি রাস্তার পাশে দেখা মেলে কয়েকজন নারী শ্রমিকের। যাদের গায়ে মাটির ধুলো, মাথায় বাঁধা রঙিন পুরোনো কাপড়, আর চোখে ক্লান্তির ছায়া। তাদের মধ্যে একজন সেফালী খাতুন, বয়স প্রায় পঞ্চাশ। হাতে কোদাল চালাতে চালাতে হেসে বললেন, 'আমরা মাইয়া মানুষ বলেই কম দাম। একসঙ্গে কাজ করি, রোদ-বৃষ্টি নাই, কিন্তু অনেকেই বলে মেয়ে মানুষের কাজ আবার কী!'

তার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা তরুণী হাসিনা খাতুনের গলাতে অভিমানের সুর, 'জীবনের শুরু হইতেই শুধু দেনা শোধ করছি। বাপের ঘরে দারিদ্র্য, স্বামীর ঘরে খিস্তি। এখন এ খাটুনি, কিন্তু দাম? পুরুষ পায় ৭০০, আমরা পাইলাম ৪৫০। এইটাও কি বিচার!'

গাংনীর ষোলটাকা ইউনিয়নে গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়নে কর্মরত নারী শ্রমিক ছবি : লেখক

এসব নারীরা শুধু শ্রমিক নন—তারা সমাজের সবচেয়ে নিঃস্ব অথচ সবচেয়ে দরকারি স্তম্ভ। ইট ভাঙেন, রাস্তা বানান, জমিতে ধান রোপণ করেন, এমনকি চায়ের দোকানে পানি টানেন। তবু তাদের নাম নেই খবরে, মুখ নেই কোনো ব্যানারে। তারা কেবলই 'নারী শ্রমিক'।

পরিসংখ্যানে জানা যায়, মেহেরপুর জেলার ১৮টি ইউনিয়নে বর্তমানে দু'সহস্রাধিক নারী শ্রমিক যুক্ত আছেন কৃষি ও অবকাঠামো উন্নয়ন কাজে। অথচ যেখানে একজন পুরুষ শ্রমিক কৃষি কাজে পান ৬০০ টাকা, আর নারী পান মাত্র ৪০০ টাকা। নির্মাণ কাজে এ ব্যবধান আরও প্রকট। নারী পান ৪৫০ টাকা, পুরুষ ৭০০ টাকা। এমনকি কোথাও কোথাও মাত্র ৪০০ টাকা পারিশ্রমিকেও কাজ করেন তারা।

এই বৈষম্য শুধু আর্থিক নয়, সামাজিক ও মানসিকও। নারী শ্রমিকদের অনেকে শিকার হন শারীরিক নিপীড়ন, কাজের সময় হন উপহাসের পাত্র। তবু তারা মুখ বুজে সহ্য করেন। কারণ দরকারের চেয়ে বেশি কিছু চাওয়ার সাহস আজও সমাজ তাদের দেয়নি।

তবে আশার আলো কিছুটা দেখা যাচ্ছে। জেলা মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নাসিমা খাতুন জানান, 'বর্তমানে নারীরা বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, আয়বর্ধক কাজ শিখছেন। তারা চাইলে নিজেরাই উদ্যোক্তা হতে পারেন।'

স্থানীয় সমাজকর্মী মাহবুবুল হক মন্টু বলেন, 'আগের চেয়ে গ্রামীণ নারী শ্রমিকরা অনেক বেশি সচেতন হয়েছেন। এখন সময় এসেছে নারীকে তার ন্যায্য অধিকার দেওয়ার, শ্রমের সমান মূল্য দেওয়ার।'

এখন আর সময় নেই পেছনে ফিরে তাকানোর। এই নারীরা আর শুধুই 'সহযোগী' নয়, তারা সমাজের সমান অংশীদার। পুষ্টিতে, তুষ্টিতে, যুক্তিতে—তারা প্রাপ্য অধিকার দাবি করেন এবং তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্র ও সমাজের নৈতিক দায়িত্ব। এই গ্রামীণ নারী শ্রমিকদের ইতিহাস যেন এক অনন্ত রাতের উপাখ্যান, যার প্রতিটি পৃষ্ঠায় লেখা আছে অবহেলা, নিপীড়ন, কিন্তু সেইসঙ্গে সংগ্রাম, সাহস ও সম্ভাবনার নতুন সূর্য। ■

শোভন কাজ

কালের কণ্ঠ বুধবার। ১৬ জুলাই ২০২৫।

শুল্ক অনিশ্চয়তায় আতঙ্কে ১০ লাখ পোশাক শ্রমিক

এম সায়েম টিপু ▷

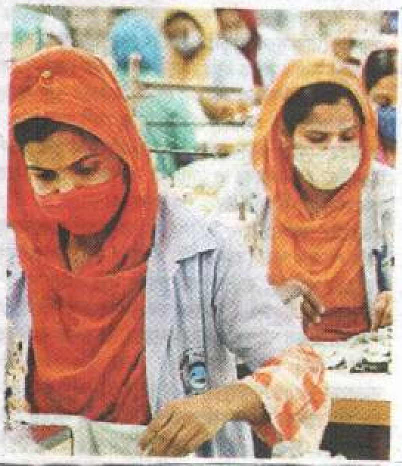

- ৫০ শতাংশের বেশি শুল্ক দিয়ে মার্কিন বাজারে পণ্য রপ্তানি করতে হবে
- শুল্ক নিশ্চয়তা না পেলে কার্যাদেশে অনিশ্চয়তা বাড়বে
- শুল্ক সুবিধা কমিয়ে আনতে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে
- সরকারের বিশ্বাস, আলোচনা দীর্ঘায়িত হলেও ফলপ্রসূ হবে
- আলোচনায় ব্যবসায়ীদের লবিস্ট নিয়োগের দাবি

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পাল্টা শুল্ক আরোপে (রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ) দেশের পোশাক খাতের ব্যবসায়ীরা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন। দেশটির সঙ্গে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে ইতিবাচক ফল না আসায় তাঁদের উদ্বেগ আরো বেড়েছে। তাঁরা মনে করছেন, সর্বশেষ ৩৫ শতাংশ মার্কিন শুল্ক কার্যকর হলে দেশের পোশাক খাত বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হারাবে। এ জন্য দেশের রপ্তানিকারকদের ৫০ শতাংশের বেশি শুল্ক দিয়ে মার্কিন বাজারে পণ্য রপ্তানি করতে হবে।

রপ্তানিকারক ও বিশ্লেষকরা বলছেন, এতে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি পোশাক কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এমন সহস্রাধিক কারখানার অন্তত ১০ লাখ শ্রমিক কর্মহীন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। গণমাধ্যমে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা এমন আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন।

এই শুল্ক অনিশ্চয়তায় কার্যাদেশ হারাবে উদ্যোক্তারা। একই সঙ্গে বড় প্রতিযোগী ভিয়েতনাম, ভারত, পাকিস্তানসহ অন্য দেশগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা হারাবে দেশ। এদিকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দেশটির সঙ্গে তৃতীয় দফায় বৈঠক করতে চায়। এ জন্য অংশীজনদের সঙ্গে বৈঠক করছে। সরকারের বিশ্বাস, আলোচনা দীর্ঘায়িত হলেও ফলপ্রসূ হবে।

এই প্রেক্ষাপটে ব্যবসায়ীদের আশা, সরকার দর-কষাকষির জন্য প্রয়োজনে লবিস্ট নিয়োগসহ অন্য দ্বিপক্ষীয় চুক্তি নিশ্চিত করুক। তবে তাঁরা এটাও মনে করেন, আলোচনার বিষয়গুলো বাণিজ্য ও শুল্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নন-ডিসক্লোজার চুক্তি দেশটির সঙ্গে শুল্ক সুবিধা কমিয়ে আনায় বড় বাধা। এ জন্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ওপর ৩৫ শতাংশ বাণিজ্য শুল্ক আরোপের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে, যা প্রাথমিকভাবে প্রস্তাবিত ৩৭ শতাংশ থেকে সামান্য হ্রাস। বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনাম ২০ শতাংশ শুল্কহার নিশ্চিত করেছে। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র বলছে, এটি ২৯ শতাংশ; কিন্তু পাকিস্তান আশা করছে, তারা এটি ১০ শতাংশে নিষ্পত্তি করতে পারবে। তাই প্রতিযোগিতায় টিকতে বাংলাদেশকে ১ আগস্টের সময়সীমার মধ্যে আরো অনুকূল দ্বিপক্ষীয় চুক্তি নিশ্চিত করতে হবে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানি ছিল ৮৪০ কোটি ডলারের, যার মধ্যে ৭৩৪ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানিও ছিল। একই বছর যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের আমদানি ছিল ২২০ কোটি ডলারের।

এ ব্যাপারে তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু কালের কণ্ঠকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পাল্টা শুল্কারোপের কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এ জন্য ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে দর-কষাকষির জন্য লবিস্ট নিয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা। তবে আলোচনার মাঝামাঝি পর্যায়ে এসে সরকারের লবিস্ট নিয়োগের বিষয়ে তেমন আগ্রহ নেই। অবশ্য দেশটির সঙ্গে আগামী সপ্তাহে তৃতীয় পর্যায়ের বৈঠক করার পরিকল্পনা রয়েছে বাণিজ্য উপদেষ্টার।

বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম কালের কণ্ঠকে বলেন, সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্ক নিয়ে যে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে, তা সঠিক পথে আছে বলে তিনি মনে করছেন। তিনি বলেন, প্রতিটি পয়েন্ট ধরে ধরে আলোচনা করেছেন তাঁরা। তবে আলোচনার বিষয়গুলো বাণিজ্য ও শুল্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দেশটির সঙ্গে শুল্ক সুবিধা কমিয়ে আনতে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

১ আগস্টের আগে আলোচনা ফলপ্রসূ না হলে ৭ আগস্টের পর রপ্তানি করা পণ্য নিয়ে শুল্ক গুনতে হবে উল্লেখ করে অনন্ত গার্মেন্টসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিজিএমইএর জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ইনামুল হক খান কালের কণ্ঠকে বলেন, ৩৫ শতাংশ শুল্ক যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের সক্ষমতা হারাবে। তিনি বলেন, এই মুহূর্তে ক্রেতারা পণ্য গ্রহণ নিয়ে কোনো নেতিবাচক বার্তা না দিলেও সরকারকে শক্তভাবে তা মোকাবেলা করতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। তাঁর আশঙ্কা, ৭ জুলাইয়ের পর যাঁরা পণ্য রপ্তানি করেছেন, সেসব প্রতিষ্ঠানের ক্রেতাদের বড় ধরনের ঝুঁকিতে পড়তে হবে।

বাজারটিতে রপ্তানির নতুন সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে উল্লেখ করে বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক ও ট্যাড গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশিকুর রহমান তুহিন কালের কণ্ঠকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দর-কষাকষি করে যদি বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশের তুলনায় এই বাড়তি শুল্কহার কমিয়ে আনা যায়, তাহলে উল্টো বাজারটিতে রপ্তানির নতুন সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। তবে প্রতিযোগী দেশের তুলনায় বাংলাদেশের শুল্কহার যদি বেশি হয়, তাহলে এই বাজার ধীরে ধীরে হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে, যা অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে।

তুহিন জানান, ৯ এপ্রিল থেকে মার্কিন প্রশাসনের অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের পর মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি ২২ শতাংশে ছাড়িয়ে যাওয়ার ফলে তীব্র ধাক্কা খেয়েছে, যা প্রথম প্রান্তিকে গড়ে ১৬ শতাংশ ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমিশনের সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, মে মাসে বাংলাদেশ থেকে ... কোটি ৩২ লাখ ডলারে নেমে এসেছে, যা এপ্রিলে ৭২ কোটি ৬৮ লাখ ডলার থেকে ২৮ শতাংশ কমেছে। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় ১ আগস্ট থেকে শুরু করে সমস্ত বাংলাদেশি রপ্তানিতে ৩৫ শতাংশ শুল্ক প্রয়োগ করা হলে আগামী মাসগুলোতে পরিস্থিতি কতটা খারাপ হতে পারে।

গত ২ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের ৬০টি দেশের ওপর বিভিন্ন হারে পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা করে; ৭ এপ্রিল তিন মাসের জন্য তা স্থগিতও করে, যার মেয়াদ ছিল ৯ জুলাই পর্যন্ত। গত ৮ জুলাই প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে পাঠানো এক চিঠিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অবশ্য জানিয়ে দিয়েছেন, বাংলাদেশের পণ্য আমদানিতে তাঁরা ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবেন, যা ১ আগস্ট থেকে কার্যকর হবে।

১০ লাখ শ্রমিক কর্মহীন হওয়ার শঙ্কা

সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার বিষয় হলো, এই বহুমুখী ধাক্কা শ্রমবাজারেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। নতুন চাকরির সুযোগ সৃষ্টি না হয়ে বরং কাজ হারানোর আশঙ্কা বাড়বে। এতে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব বাড়বে, পরিবারে আয় কমবে এবং সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা, হতাশা ও সামাজিক অস্থিরতা বাড়বে, যা দেশের অর্থনীতিতে বিদ্যমান চাপকে আরো জটিল করে তুলবে। বন্ধের ঝুঁকিতে থাকা এমন সহস্রাধিক কারখানার অন্তত ১০ লাখ শ্রমিক কর্মহীন হওয়ার আশঙ্কা করছেন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

পোশাক রপ্তানিকারকরা জানান, বছরে পাঁচ মিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করে এমন পোশাক কারখানার সংখ্যা ৪৫০। এগুলো ছোট কারখানা হিসেবে পরিচিত। এসব কারখানায় গড়ে ৭০০ জন শ্রমিক কাজ করেন। ফলে মোট শ্রমিকসংখ্যা দাঁড়ায় সোয়া তিন লাখের মতো। অন্যদিকে মাঝারি হিসেবে পরিচিত কারখানার সংখ্যা ৭০০। এগুলো বছরে পাঁচ থেকে ২০ মিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করে। এসব কারখানায় গড়ে সাত লাখ শ্রমিক কাজ করছেন, যার বড় একটি অংশ নারী। বিজিএমইএ সূত্র বলেছে, ছোট-মাঝারি মিলে এক হাজার ১০০টির বেশি ... বাড়তি শুল্ক কার্যকর হলে এসব কারখানা বড় ধরনের ঝুঁকির মুখে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

পোশাক রপ্তানিকারকরা বলেছেন, ছোট-মাঝারি কারখানাগুলোর সক্ষমতায় ঘাটতি আছে। বাড়তি শুল্কের চাপ এসব প্রতিষ্ঠান সামাল দিতে পারবে না। ফলে ক্রয়াদেশ বা অর্ডার পাবে না তারা। ক্রয়াদেশ না পেলে কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। চাকরি হারাবেন লাখ লাখ শ্রমিক।

কী করবে সরকার

সরকারের নীতিনির্ধারক সূত্রে জানা গেছে, সরকার এমন সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে কিছু কৌশল নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে 'জিটুজি' (সরকার থেকে সরকার) চুক্তির মাধ্যমে প্রায় তিন লাখ টন গম আমদানি করতে সম্মত হয়েছে বলে জানা গেছে। এর সম্ভাব্য মূল্য ভারত, রাশিয়া বা ইউক্রেন থেকে আমদানি করা গমের তুলনায় প্রতি টনে ২০-২৫ মার্কিন ডলার বেশি হতে পারে। একইভাবে বোয়িং বিমান কেনা এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা, গ্যাস টারবাইন, সেমিকন্ডাক্টর ও চিকিৎসা সরঞ্জামের আমদানিতে শুল্ক সমন্বয়ের বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় রয়েছে।

THE FINANCIAL EXPRESS Tuesday • July 15, 2025

Korean envoy for further aligning EPZ act with its labour law

BGMEA leader seeks more Korean investment in non-textile sector

FE REPORT

South Korean Ambassador Park Young-sik has called for further aligning Bangladesh's Export Processing Zones (EPZ) Act 2019 with its Labour Act 2006 to create more conducive environment for foreign investors.

Highlighting the importance of labour productivity, he also underscored the need for enhancing operational efficiency of the Chattogram port, terming it key to facilitating smoother trade operations.

The envoy made the remarks while making a courtesy call on Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) president Mahmud Hasan Khan at the latter's Uttara office in the city, said a statement.

The meeting focused on exploring avenues to strengthen bilateral trade and investment ties between Bangladesh and South Korea, it mentioned.

During the meeting, they discussed issues including the potential areas of collaboration, especially in the textile and garment sectors, it added.

During the meeting, BGMEA President Mr Khan highlighted Bangladesh's growing potential as a destination for South Korean exports of man-made fibers, textile machinery, chemical dyes, and other raw materials.

South Korea represents a promising market for Bangladeshi apparel exports, offering significant opportunities for mutually beneficial trade, he said, appreciating South Korea's historical support in the development of Bangladesh's garment industry -- particularly in the areas of technical assistance and workforce training during the industry's formative years.

He also sought the Ambassador's support in expanding Bangladesh's apparel exports to South Korea and attracting Korean investment in non-textile sectors in Bangladesh.

The BGMEA leader also laid emphasis on enhanced market-intelligence sharing and stronger business-to-business connectivity between Korean and Bangladeshi enterprises, aiming to deepen economic cooperation.

Both the parties expressed optimism that the signing of a Free Trade Agreement (FTA) or an Economic Partnership Agreement (EPA) between Bangladesh and South Korea would significantly benefit both the countries by fostering deeper economic integration.

BGMEA Vice President Md Shehab Udduza Chowdhury, its Director Faisal Samad, and Member Israfil Atique were present while the Ambassador was accompanied by Kim Jeong ki, Consul at the Korean Embassy in Dhaka, and Noh Chy Woo, Country Head, Spandex Performance Unit and Spandex Plant, Hyosung TNC Corporation (Bangladesh Liaison Office).

Munni_fe@yahoo.com

দৈনিক ইত্তেফাক
১৫ জুলাই ২০২৫

দাবি আদায়ে শ্রমিকদের রাস্তা অবরোধ না করার আহ্বান বিজিএমইএর

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

স্থিতিশীল শ্রম পরিস্থিতি বজায় রাখার লক্ষ্যে আইন-বহির্ভূত দাবি বা যে কোনো দাবি আদায়ের নামে কিংবা তুচ্ছ ঘটনার জেরে রাস্তা অবরোধ না করার জন্য পোশাক খাতের শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে দেশের তৈরি পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ। রাজধানীর উত্তরার বিজিএমইএ কার্যালয়ে আইবিসিভুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন প্রতিনিধিদের সঙ্গে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় এমন আহ্বান জানান সংগঠনের নেতারা। এ বিষয়ে আইবিসিভুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনগুলোর সহযোগিতাও চাওয়া হয় সভায়। সোমবার বিজিএমইএর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। পোশাক শিল্পের সার্বিক কার্যক্রম মসৃণভাবে পরিচালনার স্বার্থে সুষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীল শ্রম পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে এ খাতের সকল শ্রমিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে ধারাবাহিক মতবিনিময় করার উদ্যোগ নিয়েছে বিজিএমইএ। এরই অংশ হিসেবে আইবিসিভুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন প্রতিনিধিদের সঙ্গে রবিবার বৈঠক করা হয়।

সভায় বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জন্য সংগঠনের বর্তমান বোর্ড কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগগুলোর বিষয়ে শ্রমিক ফেডারেশনের নেতাদের অবহিত করেন। এসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে—গাজীপুর, আশুলিয়া ও সাভারে আঞ্চলিক অভিযোগ নিষ্পত্তি সেল স্থাপন, গার্মেন্টস অধ্যুষিত এলাকায় শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল নির্মাণ এবং তাদের জন্য ফুড রেশনিং ব্যবস্থা চালু ইত্যাদি।

এছাড়া কারখানার অভ্যন্তরে শ্রমিকদের ইস্যুগুলো তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিজিএমইএ মিড লেভেল ম্যানেজমেন্টকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে বলেও জানান তিনি। সভায় এসব উদ্যোগ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য আইবিসিভুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনগুলোর প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

DHAKA FRIDAY JULY 18, 2025
SRABAN 3, 1432 BS
The Daily Star

ELECTION OBSERVERS

Minimum age lowered to 21

EC cancels registrations of 96 observers, unveils new policy

AHMED DEEPTO

The Election Commission yesterday revoked the registrations of all 96 local organisations that monitored the 12th national election.

The EC introduced "Election Observation Policy 2025" replacing the 2023 guidelines under which the 96 observer organisations had been registered.

Under this new policy, the minimum age requirement for local election observers has been lowered to 21 from 25 years.

However, the required educational qualification has been raised from SSC (Secondary School Certificate) to HSC (Higher Secondary Certificate).

EC's Director (Public Relations) Shariful Alam confirmed the matter to The Daily Star yesterday.

Ahead of the 12th national election, the EC had registered these 96 local election observer organisations in two phases.

The registration of an observer organisation remains valid for five years from the date of issuance; the registrations of these 96 organisations were set to expire towards the end of 2028.

Section 4 (6) of the new policy on the registration of observer organisations states that "any group that previously submitted biased or agenda-driven reports will not be granted registration."

The EC will publish a notice in daily newspapers, giving observer organisations 15 days to apply for registration.

"A notice will be issued shortly to initiate the new registration process," said Shariful Alam.

Under the new policy, the commission has decided that "Observer ID" cards will be issued three days prior to the polling day.

A new provision has been added allowing the observers to remain in the field and monitor the election for up to three days.

Representatives of local observer organisations will be allowed to observe the elections on the day before the vote, on election day itself, and the day after the vote.

Meanwhile, the EC has also written to the European Union to send observers.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ১৬ জুলাই ২০২৫

- কাজ হারিয়েছেন ১৮ লাখ
- বিবিএসের সর্বশেষ জরিপে বেকার ৮ লাখ ৩০ হাজার
- প্রবাসে কমছে নারী শ্রমিক পোশাক খাতেও নেতিবাচক ধারা
- প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চপদ খাতভিত্তিক পেশা, গবেষক এবং সৃজনশীল কাজে উপস্থিতি হাতেগোনা

কমছে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা

জিন্নাতুন নুর

নারীর ক্ষমতায়নে কিছুদিন আগেও বাংলাদেশ ছিল বিশ্বে রোল মডেল। অথচ দেশে এখন আশঙ্কাজনকভাবে কমছে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা। শিল্প কারখানা কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক খাত, এমনকি প্রবাসেও কমছে কর্মজীবী নারীদের অংশগ্রহণ। প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তার অভাবে শুরুতেই ভেঙে যাচ্ছে অনেক নারী উদ্যোক্তার স্বপ্ন। বিশেষজ্ঞদের মত, এ অবস্থা চলতে থাকলে দেশে নারী ক্ষমতায়নের যে কৃতিত্ব ছিল তা অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, ২০২৩ সালে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা কমেছে। অন্যদিকে, বেড়ে গেছে শ্রমশক্তির বাইরে থাকা নারীর সংখ্যা। ২০২৩ সালে ২ কোটি ৪৫ লাখ ১০ হাজার নারী কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। ২০২৪ সালে তা কমে ২ কোটি ২৮ লাখ ৮০ হাজারে দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে শ্রমশক্তির বাইরে থাকা নারীর সংখ্যা ৩ কোটি ৫৬ লাখ ৪০ হাজার থেকে বেড়ে ৩ কোটি ৮০ লাখ ১০ হাজার হয়েছে। জরিপের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা কমেছে। আর শ্রমশক্তির বাইরে থাকা নারীর সংখ্যা বেড়েছে। বিবিএসের জরিপ বলছে, দেশে এখন ৮ লাখ ৩০ হাজার নারী বেকার।

চলতি বছরের মে মাসে ইউএন উইমেনের সহযোগিতায় প্রকাশিত 'জেন্ডারভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের (জুলাই-ডিসেম্বর) বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে প্রায় ২১ লাখ লোক কাজ হারিয়েছেন। এর মধ্যে প্রায় ১৮ লাখই নারী। এই বিপুলসংখ্যক নারীর চাকরি হারানোর ঘটনা মোট চাকরি হারানোর প্রায় ৮৫ শতাংশ। বর্তমানে মাত্র ১৯ শতাংশ নারী শ্রমের সঙ্গে যুক্ত। এর বাইরে ২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি বিশ্বব্যাপী ইউএসএআইডির সব প্রকল্পে ট্রাম্প প্রশাসনের জারি করা স্টপ-ওয়ার্ক-অর্ডারের ফলে বাংলাদেশে ইউএসএআইডির ৫৯টি প্রকল্পের মধ্যে ৫৫টি বন্ধ হয়ে যায়। এতে একদিকে যেমন বাংলাদেশ প্রায় সাড়ে ৮ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন সহায়তা হারিয়েছে, অন্যদিকে এসব প্রকল্পে কর্মরত

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] নারীরা চাকরি হারিয়েছেন।

বিবিএসের শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৩ অনুযায়ী, প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ পদ, বিভিন্ন খাতভিত্তিক পেশায় দক্ষ শ্রমিক, গবেষক এবং সৃজনশীল কাজে নারীর উপস্থিতি এখনো হাতে গোনা। এখনো কৃষিজ, বনজ ও মৎস্যকর্মী হিসেবে নারীরা সবচেয়ে বেশি কাজ করছেন। নারীরা নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ নিলেও বাস্তবে তা খুব বেশি কাজে লাগছে না। নারীদের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক ইঞ্জেনিয়ারিং প্রশিক্ষণ নিয়েছেন হাতে গোনা। একই অবস্থা ড্রাইভিং ও মোটর মেকানিক সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও। স্বাস্থ্য ও প্যারামেডিকেল সেবায় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ৬ দশমিক ৯ শতাংশ নারী। এ ছাড়াও ক্রাফটিং, পাইপ ফিটিং, ওয়েল্ডিং, বিউটিফিকেশন, ক্যাটারিং ও হোটেল রেস্টুরেন্ট, নির্মাণ অবকাঠামোর কাজ, ফার্নিচার নির্মাণের কাজের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন দেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলের নারীরা। কিন্তু এর মধ্যে কম্পিউটার সংক্রান্ত কাজ, স্বাস্থ্যসেবা, বিউটিফিকেশনের কাজ ছাড়া অন্য কাজে নারীদের অংশগ্রহণের হার খুবই নগণ্য। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কেবল শিক্ষিকা, নার্স ও অফিসে অভ্যর্থনা কর্মী হিসেবে কাজ করেন।

প্রবাসে কমছে নারী শ্রমিক : বাংলাদেশ থেকে বিদেশে কাজ করতে যাওয়া নারী শ্রমিকদের সংখ্যা ক্রমে কমছে। কভিড সংক্রমণের পর থেকে বাংলাদেশের নারীদের বিদেশ যাত্রার হার গত তিন বছরে ধারাবাহিকভাবে কমেছে। জনশক্তি রপ্তানি ব্যুরোর তথ্যে, ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালের প্রথম পাঁচ মাসে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, লেবানন ও জর্ডানে কোথাও অর্ধেকের কম আবার কোথাও চার ভাগের এক ভাগও নারী শ্রমিক কাজ করতে যায়নি। রিক্রুটিং এজেন্সির দায়িত্বপ্রাপ্তরা বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেছেন, বাংলাদেশের নারী শ্রমিকদের সবচেয়ে বড় বাজার সৌদি আরব এখন দক্ষিণ আফ্রিকার দেশগুলো থেকে নারী শ্রমিক নিচ্ছে। আবার নারী শ্রমিকদের ওপর হওয়া শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের কারণেও নারী শ্রমিকরা এখন সৌদি আরবে যাওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছেন।

আগ্রহ কমেছে তৈরি পোশাক খাতে : বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতেও নারী শ্রমিকের সংখ্যা দিনদিন কমে যাচ্ছে। এক সময়ে পোশাক খাতে মোট শ্রমিকের ৮০ শতাংশের বেশি ছিলেন নারী। গ্রাম থেকে আসা কিশোরী ও তরুণীদের উল্লেখযোগ্যসংখ্যকই ঢাকায় এসে পোশাক কারখানায় কম মজুরিতে কাজ করতেন। কিন্তু দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও জীবন চালাতে হিমশিম খাওয়ায় পোশাক কারখানার চাকরিতে আগ্রহ হারাচ্ছেন নারীরা।

ইউএসএআইডির উইমেন থ্রাইভ ইন বাংলাদেশ প্রকল্প আয়োজিত 'তৈরি পোশাক খাতে নারীদের টেকসই ভবিষ্যৎ' শীর্ষক আলোচনা সভায় জানানো হয়, তৈরি পোশাক খাতে নারী শ্রমিকের হার ৫৫ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। মূলত কম মজুরি, দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের চাপ, রাজনৈতিক অস্থিরতা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি চালানোয় দক্ষতার অভাব, কর্মক্ষেত্রে হয়রানি ও নিপীড়ন, সন্তান লালন-পালন, গৃহস্থালি কাজের চাপ সামলাতে গিয়ে এ খাতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা দিনদিন কমছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. অতনু রব্বানী বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, একসময় পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর তুলনায় শ্রমশক্তিতে বাংলাদেশের নারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলক বেশি হলেও এখন বিষয়টি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং। শিল্পখাতের পাওয়া তথ্যে, পোশাক উৎপাদন খাতে নারীদের অংশগ্রহণ আগের চেয়ে কমেছে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্যারিফ ইস্যুটিও নতুন করে আশঙ্কার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারীদের কাজের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে আসলে শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সার্বিকভাবে দেশে নারীর ক্ষমতায়নের যে কৃতিত্ব ছিল তা কিছুটা হলেও অনিশ্চয়তায় পড়বে।

NEW AGE
JULY 16, 2025.

Last respects paid to labour leader Lutfar Rahman

Staff Correspondent

THE leaders of different political parties and labour organisations on Tuesday paid last respect to labour leader Lutfar Rahman in front of the central office of the Communist Party of Bangladesh on Comrade Moni Singh Sarak in Dhaka.

The body of Lutfar Rahman, a veteran freedom fighter and a vice president of the Bangladesh Trade Union Centre, was kept on a temporary stage in front of the CPB office for an hour from 10:00am.

Central leaders of CPB, Socialist Party of Bangladesh, Workers Party of Bangladesh, Bangladesh Jasod and labour organisations including Sramik Karmachari Oikya Parishad and Trade Union Centre paid last tribute to him there.

NEW AGE WEDNESDAY, JULY 16, 2025,

US TARIFF CHALLENGES

RMG makers focus on nontraditional markets

Saddam Hossain

THE countrys apparel manufacturers are planning to utilise the full potential of non-traditional markets amid a 35 per cent tariff recently imposed by the United States.

Working on the market over the past few decades, manufacturers have said that nontraditional destinations also face multifaceted challenges, including tariffs.

However, the recently announced US tariff triggered them to rethink the new markets, they added.

Speaking to New Age, Mahmud Hasan Khan Babu, president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, stated that they have been working to increase their exports for over 10 years.

'However, as single market, each destination is comparatively small and there are also tariff-related and other challenges in those markets,' he added.

Regarding apparel exports, countries such as the US, Canada, the UK, and the EU are considered traditional markets, while other countries are deemed non-traditional.

Japan, Australia, Russia, India, China, South Korea, the UAE, Malaysia, Brazil and Mexico are major non-traditional export destinations.

In the financial year 2024-25, export earnings from the non-traditional markets also experienced positive growth, with an overall rise of 5.61 per cent to $6.44 billion, up from $6.09 billion in FY24.

The non-traditional market represented 16.36 per cent of Bangladesh's total RMG exports.

In FY25, Bangladeshi RMG manufacturers earned $7.54 billion from the US, the single largest destination of the country's exporters. The earnings from the North American country accounted for 19.18 per cent of the total revenue.

Many insiders said that if exporters could export RMG items worth $10 billion to the nontraditional markets in the coming years, it could alleviate their overreliance on the US market, which has already become saturated and may be severely impacted by the tariff slump.

Inamul Haq Khan, senior vice-president of the

RMG makers focus

Continued from B1

BGMEA, told New Age Bangladesh was doing well at most of the nontraditional market destinations.

'However, we cannot lose the US market. We have to focus on the nontraditional markets by keeping our position in the US,' he added.

He also stated that markets such as Japan, South Korea, Australia, the Middle East, and Latin America could be the game-changers in Bangladesh's exports.

However, despite having significant growth potential and maintaining positive growth, the new markets faced challenges, including tariffs.

'Although we import cotton from Brazil with zero duty, our RMG products face 30 per cent-35 per cent tariff in the Brazilian market,' said Mahmud Hasan Khan Babu.

He also stated that if they urged a duty waiver, Brazil would seek to export meat to Bangladesh, which is almost impossible given the current agricultural situation.

'Japan is a big market but they primarily focus on near sourcing, meaning import from Vietnam and China,' he added.

He also mentioned that there are some design and branding-related issues associated with exporting to the Middle East.

'But Australia and South Korea are potential markets, though Latin America's potential is very high. After resolving the US tariff issue, we would work on those of the Latin America,' he added.

Meanwhile, according to World Trade Organisation data for 2024, Japan was the 3rd largest consumer of apparel items, while South Korea was fifth.

In FY25, Japan imported RMG items worth $1.18 billion from Bangladesh, followed by Australia $813.62 million and India $644.24 million. Moreover, RMG exports to Turkey and South Korea also witnessed significant earnings, amounting to $449.9 million and $411.46 million, respectively.

Some businesses are urged to adapt to the trends of the nontraditional markets to capture those.

Mohiuddin Rubel, former BGMEA director and managing director of the Bangladesh Apparel Exchange, told New Age that Japan could be a potential market for Bangladesh.

'In this regard, we should capture their fashion trends and to adapt with it. They primarily focus on fast fashion, high value and high quality and for these, we have to conduct proper research on them,' he added.

He also said that the pricing capacity of Japan, Australia and Korea is high.

Talking to New Age, Pro-

কালের কণ্ঠ

বৃহস্পতিবার। ১৭ জুলাই ২০২৫।

পোশাকশিল্প রক্ষা করতে হবে

১০ লাখ শ্রমিকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প (আরএমজি) দীর্ঘদিন ধরেই দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। এই খাত শুধু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মূল উৎস নয়, প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক, যাঁদের বড় অংশ নারী, এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। এমন বাস্তবতায় যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা গোটা অর্থনীতিকেই গভীর অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে।

কালের কণ্ঠে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপের ঘোষণা কার্যকর হলে প্রায় ১০ লাখ পোশাক শ্রমিকের কর্মহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, যা দেশের কর্মসংস্থান ও সামাজিক স্থিতিশীলতার ওপরও সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

বর্তমানে মার্কিন বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে প্রায় ১৬ শতাংশ শুল্ক দিতে হয়। নতুন ৩৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হলে তা বেড়ে প্রায় ৫১ শতাংশে দাঁড়াবে। এই বর্ধিত শুল্কের বোঝা বহন করা ছোট ও মাঝারি পোশাক কারখানাগুলোর জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। বন্ধ হয়ে যেতে পারে সহস্রাধিক কারখানা। এরই মধ্যে ওয়ালমার্টের মতো বৃহৎ ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো অর্ডার স্থগিত বা বিলম্বিত করছে এবং বাড়তি শুল্কের খরচ বাংলাদেশি সরবরাহকারীদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে, যা লাভের অংশ কমিয়ে দিচ্ছে এবং অনেক প্রতিষ্ঠানকে লোকসানের মুখে ফেলছে। এমনকি মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি প্রায় ২৮ শতাংশ কমে গেছে, যা আসন্ন সংকটের পূর্বলক্ষণ।

এই শুল্কচাপ এমন এক সময়ে এসেছে, যখন দেশের বস্ত্র খাতও অভ্যন্তরীণভাবে গভীর সংকটে ভুগছে। করোনাভাইরাস-পরবর্তী বৈশ্বিক মন্দা, গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, ডলার সংকট, ব্যাংকের উচ্চ সুদহার, রপ্তানি প্রণোদনা হ্রাস, শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি এবং তুলা আমদানিতে ২ শতাংশ অগ্রিম আয়কর (এআইটি) আরোপের মতো আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত—সবকিছুই এই শিল্পের ওপর অসহনীয় চাপ সৃষ্টি করেছে। এরই মধ্যে সাড়ে পাঁচ শতাধিক টেক্সটাইল কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এবং আরো বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই সম্মিলিত চাপ দেশের বৃহত্তম রপ্তানি খাতকে পঙ্গু করে দিতে পারে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী যথার্থই বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি বৃহৎ ও সম্ভাবনাময় রপ্তানি বাজার বাংলাদেশ হারাতে পারে না।' তিনি শুল্কসংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে সরকারকে জোরালো আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর নেতারাও সরকারের কাছে লবিইস্ট নিয়োগসহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানাচ্ছেন। প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনাম ২০ শতাংশ এবং পাকিস্তান ১০ শতাংশ শুল্কহারের জন্য আলোচনা করছে, সেখানে বাংলাদেশের জন্য ৫১ শতাংশ শুল্কহার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা অসম্ভব করে তুলবে।

এই মহাচ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের শক্তিশালী কূটনৈতিক পদক্ষেপ অপরিহার্য। শুধু বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নয়, সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পর্যায় থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কার্যকর আলোচনা প্রয়োজন। সরকার এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে 'জিটুজি' ভিত্তিতে গম আমদানিসহ বিভিন্ন পণ্যে বাণিজ্য সমন্বয়ের চেষ্টা করছে, যা একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। তবে তা যথেষ্ট নয়। ১ আগস্টের আগেই আলোচনায় স্পষ্ট অগ্রগতি ও সমঝোতা হওয়া প্রয়োজন।

অভ্যন্তরীণ শিল্প বাঁচাতে এআইটি ও সুনির্দিষ্ট কর প্রত্যাহারের মতো নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পোশাক ও বস্ত্র খাতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বাড়ানো জরুরি। অন্যথায় লাখ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হুমকির মুখে পড়বে এবং দেশের অর্থনীতি এক দীর্ঘস্থায়ী সংকটের সম্মুখীন হবে।

DHAKA FRIDAY JULY 18, 2025
SRABAN 3, 1432 BS
The Daily Star

We must empower domestic workers

Recognise them under labour law, ensure their rights

We cannot stress enough the importance of improving the condition of domestic workers. Despite being indispensable to the functioning of countless households, these workers, mostly female or child, still remain outside the legal framework and vulnerable to exploitation. Currently, 47 sectors are covered under the Bangladesh Minimum Wages Board, and a review by the Labour Reform Commission shows that 22 of them pay workers below the poverty line. Domestic workers are in a worse position, however, as they are not even recognised officially, making them the most vulnerable of all workers. This exclusion was the central focus of a recent roundtable meeting where experts highlighted the need to address their plight.

It should be noted that both the Labour Reform Commission and the Women's Affairs Reform Commission have recommended the inclusion of domestic workers under labour law. While the Domestic Workers Protection and Welfare Policy 2015 does deal with domestic workers, it has yet to be made legally binding. Without legal protections, any claim to rights outlined in the policy is unenforceable. Speakers at the roundtable, therefore, repeated the call for their inclusion under labour law with clear provisions for fair wages, benefits, and so on. They also stressed that verbal agreements with workers—currently the norm—must be replaced by written contracts that outline their duties, working hours, leave, etc. Moreover, experts called for a formal complaint redress system, run through ward committees or apartment societies, to address issues like abuse, non-payment, or overwork.

A lot of the problems facing domestic workers can be addressed simply by formalising this sector, which we hope will be done sooner rather than later. But to ensure that any rights granted under law are properly enforced, it is important that they are registered. Through this mechanism, the relationship between employers and workers can be formalised, ensuring accountability and the protection of the rights of both parties. An inclusive database should also help with unionisation, which is also essential for addressing grievances. Since about 80 percent of permanent domestic workers are reportedly underage girls, as per a March 2024 report by the Bangladeshi Ovibashi Mohila Sramik Association, it is crucial that this issue is comprehensively addressed under any law. We must eliminate child labour in domestic work, and ensure that any employment is done in line with legal age and other requirements.

The Labour Reform Commission has already echoed many of these demands, recommending legal recognition, a national minimum wage coverage for all workers, etc. Given how vulnerable domestic workers are, these proposals and recommendations deserve to be considered with the highest importance.

THE FINANCIAL EXPRESS Wednesday • July 16, 2025

Reducing the costs of just transition for Bangladesh's RMG workers

Climate change is no longer only an environmental phenomenon. It is now the greatest justice challenge of our time. Its worst impacts are suffered by those least responsible, especially low-paid workers in the Global South. In Bangladesh, the ready-made garment (RMG) sector is home to over 4 million workers, of whom over half are female. These workers find themselves caught between the double forces of climate change and economic transformation, with rising health risks and job insecurity in the face of a global shift towards a low-carbon economy.

In countries like Bangladesh, where the majority of RMG employees work in informal or semi-formal environments, they are especially vulnerable due to the absence of safety nets like healthcare or unemployment insurance.

Decarbonisation is necessary to prevent a global disaster. But if it is not planned fairly, it may have negative economic effects. As a recent study by the Ethical Trading Initiative (ETI) showed migration, mental health crises, and child labour have all grown as a result of poorly managed transitions in various contexts. As a high energy consumer, the RMG sector must be part of the solution. However, despite allocating Tk 43,000 crores for environment and climate programs in FY 2025-26, most funds go to infrastructure and adaptation, not worker resilience or green industrial transformation.

A just transition is not only an economic plan, but also a moral requirement. According to the ILO's Just Transition guidelines, if early and inclusive investments are made, the green transition could provide over 24 million jobs worldwide by 2030. Inaction might have disastrous consequences for the county's RMG sector such as lost money, decreased productivity, and a growing gender poverty gap. The RMG industry is making encouraging strides, as seen by the 229 factories that have obtained worldwide green building certifications. However, social fairness and environmental benefits must coexist. For a just transition Bangladesh needs to implement policies that safeguard workers' rights, earnings, and well-being while guaranteeing a sustainable economic future in order to fulfill its climate obligations.

Against this backdrop, to ensure a worker-friendly and inclusive transition, Bangladesh must take four feasible actions.

1. Enhance climate literacy and workers' rights: Government departments, trade unions, and NGOs must collaborate on factory-focused campaign programmes to create advocacy for climate hazards. Information about heat stress, occupational illness, and their rights under the law must be available to workers in understandable language. The programmes must be integrated with the National Adaptation Plan of Bangladesh (NAP, 2023-2050), which already focuses on community-based resilience. As the RMG sector transforms to green production, employees ought to be provided with new skills. Public-private initiatives, such as the Skills for Employment Investment Programme (SEIP), need to be expanded to fields of energy efficiency, circular production, sustainable materials, and waste reduction.

Bangladesh needs to implement policies that safeguard workers' rights, earnings, and well-being while guaranteeing a sustainable economic future in order to fulfill its climate obligations

write

Nayma Akther Jahan and Haseeb Md. Irfanullah

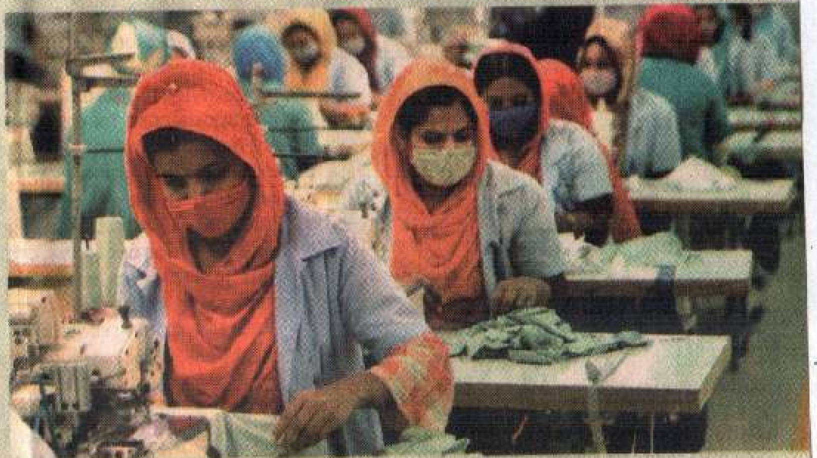

2. Improve workplace health and safety standards: Extreme heat must be officially classified as an occupational hazard in the labour regulations. Regulation reform must impose a minimum set of protections-ventilation equipment, shaded rest areas, emergency medical care, and cooling shelters. The department of inspection of factories and establishments(DIFE) needs a bigger workforce and more robust digital monitoring equipment, and local clinics must be equipped to treat illnesses and injuries related to climate as also recognised in the ILO Guidelines .

3. Mobilise climate finance for factories: Small and medium-sized enterprises in the RMG sector, all of which operate in an informal structure, have limited resources to invest in green technology. A Green Transition Fund under the Bangladesh Climate Change Trust Fund (BCCTF) must be established that provides soft loans, tax benefits, and technical support. As envisaged in Bangladesh NAP, partnership with the

thefinancialexpress.com.bd
Thursday • July 17, 2025
ভোরের কাগজ

Share of non-RMG export earnings virtually unchanged in a decade

MONIRA MUNNI

Contribution of non-RMG sectors to the country's overall export earnings remained almost static during last one decade, indicating insufficient efforts toward diversification of the products-basket and largely reliant on textile and garments.

Non-RMG (readymade garment) items like leather and leather goods, footwear, jute goods, agricultural products, frozen and live fish, engineering products together contributed about 15.91 per cent of the total export receipts in the last fiscal year.

On the other hand, the share of RMG (knit and woven) and textile, including that of hometex and specialised textile, in the export earnings was 84.08 per cent.

The country fetched US$48.28 billion from merchandise exports in the just concluded 2024-25 fiscal, out of which $40.60 billion came from textile and RMG and the remaining $7.68 billion from non-RMG products, according to Export Promotion Bureau (EPB) data.

Textile, home textile and specialised textile items fetched $1.25 billion while the RMG sector alone earned $38.23 billion in the last fiscal.

In fiscal 2016-17, textile and apparel sector contributed 83.40 per cent or $29.05 billion to the country's total merchandise shipments worth of US$34.83 billion while non-RMG products fetched $5.77 billion or 16.59 per cent, the official data revealed.

Exports of textile and RMG items increased by over $10 billion during the last decade while that of non-RMG exports including frozen fish, leather and leather goods and jute goods saw a down ward.

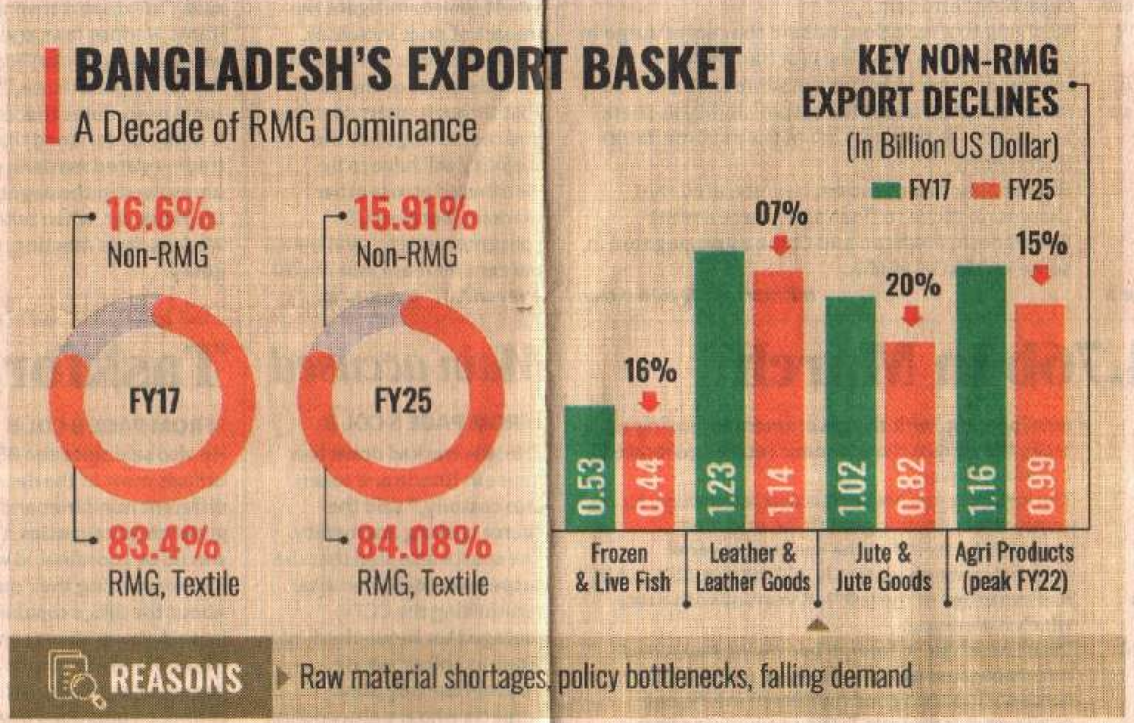

Talking to the FE, Tariqul Islam Zaheer, Managing Director of Achia Sea Foods Ltd, said export earnings from his sector has been on the declining trend for more than a decade.

He attributed such downtrend to some factors like scarcity of raw materials, decline in the production, losing competitiveness in the global market, absence of required infrastructure and banking facilities and risk-management coverage, lack of incentive at cultivation level and fall in the global demand for expensive local varieties of shrimps.

Bangladesh follows the traditional way of farming and gets only 350-500 kg of shrimp per hectare, which is the lowest output in the world, he said, adding that the competitor countries including India, Indonesia and Vietnam grow around 10,000 to 12,000 kg of vennami, a high-yielding and low-rated species, per hectare.

As a result, a good number of shrimp processing plants in the country had to face closure during the last five to seven years while most of the operational processing facilities were running much below their capacities, according to the sector insiders.

Mr Zaheer, also a Senior Vice President of Bangladesh Frozen Foods Exporters Association (BFFEA), said a total of 112 fish processing plants were operating across the country just five years back and the number now stands at only 20 to 25.

Another exporter said despite making several attempts over the years, they could not introduce low-cost variety of shrimps like vannamei commercially due to some complexities.

According to EPB data, Bangladesh fetched $526.45 million from exports of frozen and live fish in 2016-17 while the amount came down to $441.58 million in the 2024-25 fiscal.

Export earnings from jute and jute goods also declined to $820.16 million in fiscal 2024-24 compared to that of $1.02 billion in fiscal 2017-18.

Exports of leather and leather goods fetched $1.14 billion in the last fiscal while the amount was $1.23 billion in fiscal 2016-17, according to official data.

When asked, Md Abul Hossain, Chairman of Bangladesh Jute Mills Association (BJMA), attributed such decline in the exports to fall in the country's jute production due to low price of the fibre at the growers' levels and emergence of plastic products as alternative to it.

Besides, the rate of cash incentives on export of different jute goods was slashed down, which also created a negative impact on the sector's performance, he said.

Moreover, the anti-dumping duty imposed by India on Bangladeshi jute goods has also caused a setback, he noted.

On the other hand, export earnings from agricultural products crossed one-billion dollars to reach $ 1.16 billion in fiscal 2021-22, which latter fell down and could not reach the billion dollar marks again, they added.

However, export earnings from farm products stood at $988.62 million in last fiscal compared to that of $553.17 million in the 2016-17 fiscal, according to official data.

Exporters, however identified a number of factors including cut in the export incentive by the government, higher import cost of agri-inputs and other ingredients, paucity of required air spaces for shipment coupled with higher freight charges for the declining trend in the sector's performance.

Md Monirul Islam, DGM of Alin Foods Export Ltd, recently said some factors, including reduction of cash incentive by the government, have affected the sector's overall exports.

"For the last one year, the rate of cash incentive for the sector has been reduced to 10 per cent from the previous rate of 20 per cent," he said.

The higher rate of cash incentive helped the exporters, especially the small ones, remain competitive in the global markets previously, he added.

munni_fe@yahoo.com

শোভন কাজ

DHAKA THURSDAY JULY 17, 2025
SRABAN 2, 1432 BS
The Daily Star

Speakers at a roundtable, titled "Transforming Policy into Law: Dialogue on Domestic Workers' Rights and Barriers to Implementation", held at The Daily Star Centre in the capital yesterday.

PHOTO: STAR

Domestic workers deserve dignity, legal protection

Speakers tell roundtable

STAFF CORRESPONDENT

Fisheries and Livestock Adviser Farida Akhter yesterday called for a respectful definition of "domestic worker" based on workers' preferences and urged their inclusion under labour laws.

She stressed the need for legal protection, health security, safe working environments, proper training, fair wages, and labour-saving technologies to ease domestic workers' burdens.

She made the remarks while speaking as chief guest at a roundtable titled "Transforming Policy into Law: Dialogue on Domestic Workers' Rights and Barriers to Implementation", jointly organised by The Daily Star, ECHO, Shobujer Ovijan Foundation, and Oxfam at The Daily Star Centre in the capital.

Addressing the use of commonly used terms for househelps, the adviser said words like "bua" and "chhuta bua" should be avoided. The term "bandha bua" for full-time help, which implies servitude, must also be discarded.

"Many domestic workers feel uncomfortable being called 'domestic workers'," she said. "It's important to consult them and choose a respectful title they can proudly identify with."

She said the domestic workers' movement is part of the broader women's movement and that mutual respect between employers and workers -- often both women -- is essential.

She also advocated for the use of technology, such as ready-to-cook food and labour-saving tools, to reduce the burden of domestic work.

Highlighting health concerns, Farida said domestic workers are citizens with the right to health protection. Many consume "jorda/gul" to suppress hunger due to a lack of timely meals, which causes serious health risks.

Providing nutritious food and proper rest is crucial, she added, stressing the need to design homes with rest facilities for domestic workers.

Abul Hossain, acting coordinator of the Domestic Workers' Rights Network, said although the Domestic Workers Protection and Welfare Policy, which aims to safeguard their rights and well-being based on ILO Convention 189, was approved in 2015, it has yet to become law a decade later.

He expressed hope that the current interim government, free from political influence, would finalise the legal inclusion of domestic workers under labour law before the next elections.

Razequzzaman Ratan, member of Labour Reform Commission, said recognition, registration, and fair remuneration are key to valuing domestic workers' labour. He urged the immediate inclusion of domestic workers under labour law, as proposed in the commission's recommendations.

Until a law is passed, Ratan said the 2015 policy must be fully implemented. This includes replacing verbal agreements with written contracts and resolving complaints through apartment management or ward committees.

Many domestic workers feel uncomfortable being called 'domestic workers'. It's important to consult them and choose a respectful title they can proudly identify with.

FARIDA AKHTER
Fisheries and Livestock Adviser

Protecting rights of domestic workers is everyone's responsibility, not just the state. Let's start with our own homes -- issue appointment letters. Let's motivate our buildings and neighbourhoods.

AHM SHAFIQUZZAMAN
Secretary at Ministry of Labour and Employment

৩৪ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Domestic workers deserve dignity

FROM PAGE 3

He also stressed the need for skill training, employment opportunities at home and abroad, an end to hiring children under 14, and the right to unionise for domestic workers. Ensuring their health, education, nutrition, and rest is essential for family safety and the well-being of future generations.

Rowshan Ara Baby, member of Naripokkho, said, "ILO Convention 189 and CEDAW both mandate protection for domestic workers. But guidelines on leave, maternity benefits, healthcare, and workplace safety are not being enforced. Without legal inclusion, these protections are difficult to implement."

She highlighted the need for written contracts detailing working hours, leave, healthcare, and other benefits. Domestic workers are often abused, she added, stressing the need for a monitoring system and complaint mechanism.

Sumaiya Islam, member of the Women's Affairs Reform Commission and executive director of Bangladesh Nari Sramik Kendra, said all stakeholders -- workers, organisations, and commissions -- are united in demanding legal inclusion.

She said both the Labour and Women's Affairs Reform Commissions have recommended including domestic workers under labour law, which is essential for the state, society, welfare, and the economy.

Highlighting the contribution of domestic workers abroad, whose remittances help boost the national economy, she said, "The time to act is now."

Tapon Kumar Das, deputy director of CAMPE, recommended creating a database of domestic workers, with data collected at police stations or ward levels, to ensure their safety and identification.

He also called for hostels and daycare centres in high-rise residential areas, noting that many domestic workers lose their jobs due to a lack of childcare, leaving them vulnerable to homelessness and crime.

He further urged targeted research on the occupational health risks of domestic workers and the need for fair wages, bonuses, maternity leave, and other benefits.

Maheen Sultan, another member of Women's Affairs Reform Commission, said the commission has long stressed the importance of valuing all forms of women's work, whether paid or unpaid, inside or outside the home.

"Domestic work is often trivialised as women's work, leading to its devaluation. Legal recognition is essential, but it must also be reflected in our social norms. We can't just wait for a law -- we must start the change from our positions," she said.

AHM Shafiquzzaman, secretary at the Ministry of Labour and Employment, said, "Protecting the rights of domestic workers is everyone's responsibility, not just the state. Let's start with our own homes -- issue appointment letters. Let's motivate our buildings and neighbourhoods. Gradually, the safety measures discussed in 2015 will begin to spread."

Khadeja Akter Antora, programme officer at Oxfam's Gender Justice and Social Inclusion programme, said domestic workers' rights are tied to the safety of employers' families and the national economy.

She called for their inclusion under labour law, proper policy implementation, and ratification of ILO Convention 189.

Mahmuda Begum, founder and executive director of Shobujer Ovijan Foundation; Roksana Sultana, executive director of Breaking the Silence; Murshida Akter, general secretary of Domestic Workers' Rights Network; and Parveen, a domestic worker from Mirpur, also spoke at the event.

The roundtable was moderated by Tanjim Ferdous, in-charge of NGOs and Foreign Missions at The Daily Star.

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
২০ জুলাই ২০২৫

শ্রমিককে কালো তালিকাভুক্ত করা যাবে না

সাভারে 'জুলাই পুনর্জাগরণ' শ্রমিক সমাবেশে শ্রম উপদেষ্টা

ইত্তেফাক রিপোর্ট

শ্রম ও কর্মসংস্থানবিষয়ক উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, কোনো শ্রমিককে কারখানা মালিক কালো তালিকাভুক্ত করতে পারবে না। গতকাল শনিবার বিকালে সাভারের গেন্ডা বালু মাঠে শহিদের স্মরণে আয়োজিত 'জুলাই পুনর্জাগরণ-২০২৫' উপলক্ষ্যে শ্রমিক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, 'প্রতিটি কারখানায় শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক কারখানায় অন্তত পাঁচটি ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম চালানো যাবে। এরপর সিবিএ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন, যারা সরকারের সঙ্গে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আলোচনা করবেন। আমরা একটি ন্যায্য, নিরাপদ ও শ্রমিকবান্ধব শিল্প খাত গড়তে চাই। শ্রমিকের প্রতি অবিচার বা হয়রানি বরদাস্ত করা হবে না।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শ্রম উপদেষ্টা

বণিক বার্তা রোববার, জুলাই ২০, ২০২৫

সাভারে শ্রম উপদেষ্টা

শ্রমিকদের সব যৌক্তিক দাবি মেনে নেয়া হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

অন্তর্বর্তী সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং নৌ-পরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, 'শ্রমিকরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। তাদের সব যৌক্তিক দাবি ও চাহিদাসমূহ পূরণের জন্য সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে। শ্রমিকদের সকল যৌক্তিক দাবি মেনে নেয়া হবে।' 'জুলাই পুনর্জাগরণ অনুষ্ঠানমালা-২০২৫' উদযাপন উপলক্ষে ঢাকার সাভারে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে আয়োজিত এক শ্রমিক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় উপদেষ্টা এ কথা বলেন।

শ্রম উপদেষ্টা বলেন, 'শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী শ্রমিকদের অসন্তোষ দূর করতে আমরা কাজ করছি। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করছে। অনেক মালিক ভালো কাজ করলেও কিছু অসাধু মালিক নতুন সমস্যা সৃষ্টি করছে, যা সমাধানে আমরা সচেষ্ট। অন্তর্বর্তী সরকার শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার, নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শ্রম আইন সংশোধন, ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করা হচ্ছে। জেনেভায় আইএলও সম্মেলনে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য বাংলাদেশের পক্ষে জোরালো আবেদন করা হয়েছে।'

শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব এএইচএম সফিকুজ্জামানের সভাপতিত্বে সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার, সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) আব্দুল হাফিজ, ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে ১৭ জন শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়া জুলাই ছাত্র-জনতা আন্দোলনে নিহত ও আহত শ্রমিকদের পরিবারকে সহায়তা দেয়া হয়েছে।

সমকাল শনিবার। ১৯ জুলাই ২০২৫

শুল্কের দরকষাকষিতে যুক্ত হয়েছে শ্রমিক অধিকার

■ কূটনৈতিক প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্র প্রায় দুই দশক ধরে বাংলাদেশের শ্রম খাতের কার্যকর সংস্কারের তাগিদ দিয়ে আসছে। পোশাক তৈরির প্রতিষ্ঠান তাজরীন ফ্যাশন্সে অগ্নিকাণ্ড ও রানাপ্লাজা ধসের পর বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা বাতিল করে দেশটি। এই সুবিধা ফিরে পাওয়ার জন্য নানা চেষ্টাও করেছে বাংলাদেশ। এবার শুল্কহার নির্ধারণ নিয়ে চলমান আলোচনায় শ্রম খাতকেও যুক্ত করেছে ওয়াশিংটন। দরকষাকষিতে শ্রমিকের স্বার্থ সুরক্ষা জোর দিয়ে মালিকপক্ষের জরিমানার পরিমাণ বাড়ানোর শর্ত জুড়ে দিয়েছে তারা।

আলোচনায় অংশ নেওয়া ঢাকা ও ওয়াশিংটন সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

সম্প্রতি তিন দিনব্যাপী বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র শুল্ক আলোচনা ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে দুই দেশের মধ্যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি কেমন হবে, সেসব বিষয়ে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা হয়। বেশ কিছু বিষয়ে দুই দেশ মোটামুটিভাবে একমত হয়েছে। শুল্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ন্যায্যতা প্রত্যাশা করে। কিছু বিষয় অমীমাংসিত রয়ে গেছে। ফলে আবারও দুই দেশ আলোচনায় বসবে।

সূত্র জানায়, যুক্তরাষ্ট্র চাইছে বাংলাদেশে এমন কোনো আইন থাকুক, যাতে করে কোনো দেশে জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রমের মাধ্যমে তৈরি করা পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করা যায়। একে যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৩০ সালের শুল্ক আইনে সংশ্লিষ্ট ধারার আদলে কার্যকর করার শর্ত দিয়েছে তারা। বাংলাদেশের শ্রম আইনে দরকষাকষি ও সমাবেশ করার স্বাধীনতাকে সুরক্ষা দিতে শ্রম আইন সংশোধন করতে বলেছে দেশটি। এ জন্য শ্রম ইউনিয়ন নিবন্ধনে ২০ শতাংশ শ্রমিকের অংশগ্রহণের যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তা কমাতে বলেছে তারা। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সুপারিশ রয়েছে ১৫ শতাংশ। সে সঙ্গে ইউনিয়ন নিবন্ধনে শ্রমিকদের কারখানা ও জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মসনদ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা শিথিল করার শর্ত দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

পাশাপাশি শ্রমিক ইউনিয়নবিরোধী কাজ ও অন্যায্য শ্রমচর্চা রোধে জরিমানার পরিমাণ এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে; যাতে মালিকপক্ষ এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকে। শ্রমিকদের কালো তালিকাভুক্ত করা থেকে বিরত থাকতে হবে। সেই সঙ্গে শ্রমিক এবং ইউনিয়নকে অন্যায্য শ্রমচর্চার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করার সুযোগ দিতে হবে। শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার দিতে হবে। শ্রমিকরা অবৈধ ধর্মঘট করলেও তাদের জেল-জরিমানা করা যাবে না।

সরকারের উচ্চপর্যায়ের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে সমকালকে বলেন, বাইডেন প্রশাসনের অগ্রাধিকার ছিল শ্রম অধিকার, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র। ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচিত হলে এ বিষয়গুলোতে যুক্তরাষ্ট্র আগের মতো কঠোর থাকবে না বলে ধারণা করা হয়েছিল। ট্রাম্প প্রশাসন শুল্ক আলোচনায় সম্ভাব্য সব হাতিয়ারই ব্যবহার করছে। শ্রম অধিকারও এ থেকে বাদ যায়নি।

ওই কর্মকর্তা বলেন, শ্রম অধিকার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশকে আরও অনেক কাজ করতে হবে– এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। এ জন্য বাংলাদেশ আইএলওর পথনকশা অনুসরণ করছে। যুক্তরাষ্ট্র আগে আইএলওর পথনকশা অনুসরণের কথা বললেও এখন আর তা বলছে না।

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র আলোচনা

- শ্রমিক ইউনিয়নবিরোধী কাজ ও অন্যায্য শ্রমচর্চা রোধে জরিমানা বাড়াতে হবে
- ইপিজেডে শ্রমিক ইউনিয়ন করতে দিতে হবে
- প্রতি তিন বছর পর মজুরি পর্যালোচনা করতে হবে

শুল্কের দরকষাকষিতে যুক্ত

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

নিজেরাই শর্ত জুড়ে দিচ্ছে।

সূত্র জানায়, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) যাতে শ্রমিকরা ইউনিয়ন করার সুযোগ পায়, সে জন্য সেখানে শ্রম আইন কার্যকর করার কথা বলা হচ্ছে। এটি করা না গেলে ইপিজেডের জন্য এমন আইন করতে হবে, যাতে শ্রমিকরা সেখানে ইউনিয়ন করতে পারে। শ্রমিকদের ইপিজেডে ধর্মঘট করার অধিকারও দিতে হবে। ইপিজেডে শ্রমিকরা অবৈধভাবে ধর্মঘট করলেও তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না।

২০২৩ সালের ন্যূনতম মজুরি আন্দোলনসহ বৈধ শ্রম ইউনিয়ন ও আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে শ্রমিক নেতা ও তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের বিরুদ্ধে থাকা ফৌজদারি মামলাগুলো হয় সমাধান করতে হবে, না হয় বাতিল করতে হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশকে একটি স্বচ্ছ ও নিয়মিত মজুরি পর্যালোচনা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যাতে প্রতি তিন বছর পরপর শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ করতে পারে।

শ্রমিকদের কার্যকরভাবে সমাবেশ ও সংগঠন করার অধিকার নিশ্চিত করতে ৫৫ দিনের মধ্যে আবেদনকৃত শ্রম ইউনিয়নের নিবন্ধন প্রক্রিয়া নিষ্পত্তি করতে হবে। সেই সঙ্গে আবেদনগুলো কোন পর্যায়ে রয়েছে, তা অনলাইনে প্রকাশ করতে হবে। নিবন্ধনের প্রক্রিয়া সংশোধিত শ্রম আইনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে হবে।

শ্রম আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে শ্রম পরিদর্শক বাড়ানো, এ খাতে অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো এবং পরিদর্শকদের সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে। সেই সঙ্গে জোরপূর্বক এবং শিশুশ্রমসহ শ্রম আইন লঙ্ঘনের কারণে ঘোষণা ছাড়াই ইপিজেডসহ বাংলাদেশের যে কোনো কারখানা পরিদর্শন এবং প্রয়োজনে আইনি নিষেধাজ্ঞার ক্ষমতা পরিদর্শকদের দিতে হবে। ভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ব্যর্থতার কারণে জরিমানাসহ অন্যান্য শাস্তির পরিমাণ বাড়ানোর মতো শর্ত শুল্ক নিয়ে দরকষাকষিতে বাংলাদেশকে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে সরকারের আরেকজন কর্মকর্তা বলেন, শ্রমসংক্রান্ত শর্তেও যুক্তরাষ্ট্রে লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে চীন আছে। জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রমের বিষয়ে চীনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ পুরোনো। এখন যুক্তরাষ্ট্রের এই শর্ত মেনে নিলে চীনের নিষেধাজ্ঞায় থাকা প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য আমদানি করতে পারবে না বাংলাদেশ।

NEW AGE
FRIDAY, JULY 18, 2025

International labour standards at tanneries stressed

Bangladesh Sangbad Sangstha - Savar

LABOUR and employment secretary AHM Shafiquzzaman on Thursday laid emphasize on harnessing the immense potential of Bangladesh's tannery sector to significantly contribute to the national economy.

He made this remark as the chief guest at a workshop titled 'Shaping the Future of Tanneries in Bangladesh' at Hemayetpur tannery industrial area here, according to a press release.

The secretary also stressed the need to ensure decent working conditions in the tannery industry in accordance with international labour standards in order to achieve a leading position in the global market.

He added that operations must be conducted following the standards set by the International Labour Organization (ILO) and the European Union (EU), ensuring fair wages, health protection, and workplace safety for all workers.

The event was organized under the 'Good Working Conditions in Tanneries (GOTAN)' project by the Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE).

The Secretary also noted that one of the main strengths of Bangladesh's tannery and leather goods sector is the domestic availability of raw materials. 'By adding value to the hundreds of thousands of hides produced annually through modern technology and efficient management, the sector can become a major export-oriented industry—similar to the ready-made garments sector,' he added.

Speaking as a special guest, DIFE inspector general Omar Md Imrul Mohsin said that sustainable development in the tannery industry requires the collective efforts of owners, workers, and all relevant stakeholders.

He reiterated the government's commitment to fulfilling its legal responsibilities to ensure effective management and a just work environment in the sector.

Ulrich Kleppmann, head of development cooperation at the German Embassy, highlighted Germany's continued support for Bangladesh's development over the past five decades. He reaffirmed that this cooperation will persist in the future, noting that Bangladesh possesses valuable resources and great potential, which, if properly utilized, could lead to greater economic prosperity.

The welcome address was delivered by Md Matiur Rahman, deputy inspector general of DIFE and Director of the GOTAN project.

প্রথম আলো • রোববার, ২০ জুলাই ২০২৫,

সবচেয়ে বেশি মৃত্যু শ্রমজীবীদের

অনুসন্ধান ৫

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান

সরকারি গেজেটে এখন পর্যন্ত শহীদ >> ৮৪৪ জন

(প্রথম আলো ৮১০ জনের মৃত্যুর তথ্য পর্যালোচনা করেছে)

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ১ বছর

গুলির মুখে বুক পেতে দিয়েছিলেন শিক্ষার্থী, শ্রমজীবীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। অগ্রভাগে ছিলেন তরুণেরা।

আহমদুল হাসান, *ঢাকা*

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে যাঁরা জীবন দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শীর্ষে রয়েছেন শ্রমজীবী মানুষেরা। কমপক্ষে ২৮৪ জন শ্রমজীবী মানুষ গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ হয়েছেন।

দিনমজুর, রিকশাচালক, ভ্যানচালক, সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক, ট্রাকের চালক-সহকারী, দোকানের কর্মী, রেস্তোরাঁর কর্মচারী ও পোশাক কারখানার কর্মীদের মতো আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকেরা গণ-অভ্যুত্থানে জীবন দিয়েছেন। সরকারি গেজেটে শহীদদের তালিকায় যে ৮৪৪ জনের নাম এসেছে, তাঁদের মধ্যে ৮১০ জনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করেছে *প্রথম আলো*। তাঁদের প্রত্যেকের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছে *প্রথম আলো*।

শহীদ পরিবারের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পেশা ও বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, শ্রমজীবীদের পরে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে শিক্ষার্থীদের—২৬৯ জন। আবার শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের উল্লেখযোগ্য অংশের বয়স ১৮ বছরের নিচে। স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ১৮ বছরের কম বয়সী শিক্ষার্থীরা আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিল। *প্রথম আলোর* অনুসন্ধানে দেখা গেছে, গণ-অভ্যুত্থানে কমপক্ষে ১৩৩টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

শ্রমজীবী ও শিক্ষার্থীদের পর বেশি মৃত্যু হয়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের। অন্তত ১২০ জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে গণ-অভ্যুত্থানে। এরপর রয়েছেন বেসরকারি চাকরিজীবীরা—সংখ্যাটি ১০৮।

গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে ছিলেন শিক্ষার্থীরা। বৈষম্য দূর করার জন্য শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে পরে সারা দেশের প্রায় সব শ্রেণি-পেশার মানুষ যুক্ত হন। শহীদদের সরকারি তালিকায়ও বিষয়টি স্পষ্ট।

প্রথম আলোর বিশ্লেষণে দেখা যায়, যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের ৩৫ শতাংশ শ্রমজীবী, ৩৩ শতাংশ শিক্ষার্থী, ১৫ শতাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী এবং ১৩ শতাংশ বেসরকারি চাকরিজীবী।

৩৫ বছরের কম বয়সীদের মৃত্যু বেশি

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় যাঁদের হত্যা করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৭৯ শতাংশের বয়স ৩৫ বছরের কম। সংখ্যার হিসাবে যা ৬৩৮। আবার নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু প্রায় ১৭ শতাংশ। অন্যদিকে বেশির ভাগ মানুষের মৃত্যু হয়েছে প্রাণঘাতী গুলিতে। এ ছাড়া কুপিয়ে, পিটিয়ে ও আগুনে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনাও ঘটেছে।

মৃত্যুর তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, ৪ বছর বয়সী শিশু থেকে শুরু করে ৭০ বছর বয়সী ব্যক্তিও রয়েছেন। জনসংখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সাধারণত ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সীদের কর্মক্ষম হিসেবে ধরা হয়।

৮৪৪ জন শহীদের মধ্যে যে ৮১০ জনের তথ্য সংগ্রহ করেছে *প্রথম আলো*, তাতে দেখা গেছে ৭৬৭ জনের বয়স ১৫ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের ৯৫ শতাংশই তখন কর্মক্ষম ছিলেন।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শুরুটা যে আন্দোলনের মাধ্যমে হয়েছিল, তার পেছনে কর্মসংস্থান একটি বড় ইস্যু ছিল। বেকারত্ব, বৈষম্য ও অসমতার বিষয়গুলোও ছিল। কাজেই কর্মক্ষম মানুষেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। মৃত্যুর তথ্য বিশ্লেষণেও এটি দেখা যাচ্ছে। কর্মক্ষম এত মানুষের মৃত্যু যেকোনো দেশের জন্যই বিরাট ক্ষতি।

শ্রমজীবী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল

গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ হওয়া শ্রমজীবীদের অনেকেই ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাঁদের মৃত্যুতে পরিবারগুলো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

প্রথম আলোর বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গণ-অভ্যুত্থানের সময় রাজধানী ঢাকার যাত্রাবাড়ী, উত্তরা, মিরপুর, মোহাম্মদপুর ও রামপুরা—এই পাঁচ এলাকায় সবচেয়ে বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। এই পাঁচ এলাকায় কমপক্ষে ৩২৪ জনের মৃত্যু হয়। আবার এসব এলাকায় শ্রমজীবী মানুষের বসবাস বেশি। বিশেষ করে যাত্রাবাড়ী, মোহাম্মদপুর ও মিরপুরের যেসব স্থান গণ-অভ্যুত্থানের সময় ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছিল, ওই এলাকাগুলোয় শ্রমজীবী মানুষের বড় ভূমিকা ছিল।

যাত্রাবাড়ীতে গত বছরের ১৯ জুলাই গুলিতে নিহত হন সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক রাজীব হোসেন। তাঁর বাবা তোফাজ্জল হোসেন গত বুধবার *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁর ছেলে যাত্রাবাড়ীতে একটি ভাড়া বাসায় স্ত্রী ও দুই শিশুসন্তান নিয়ে থাকতেন। ছেলের মৃত্যুর পর পরিবারে বিপর্যয় নেমে এসেছে। যাত্রাবাড়ীর ভাড়া বাসা ছেড়ে ছেলের পরিবার এখন শরীয়তপুরের ডামুড্যায় চলে এসেছে। সেখানে ছেলের স্ত্রীর বাবার বাড়িতে থাকছেন তাঁর নাতিরা।

গণ-অভ্যুত্থানের সময় সাভার, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে বহু মানুষ হতাহত হয়েছেন। এসব এলাকায় পোশাককর্মীসহ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খাতের অনেক শ্রমিক বাস করেন। *প্রথম আলোর* অনুসন্ধানে দেখা গেছে, গণ-অভ্যুত্থানের সময় সাভারে ৬৫ জন, গাজীপুরে ৩৬ জন ও নারায়ণগঞ্জে ৩৪ জন নিহত হন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই শ্রমজীবী মানুষ।

গণ-অভ্যুত্থানে শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা সম্পর্কে শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ *প্রথম আলোকে* বলেন, অনেক শ্রমিক কাজের সন্ধানে বাসা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। শ্রমজীবী মানুষের মৃত্যু হলে পরিবার পথে বসে যায়।

শ্রমিকেরা দীর্ঘদিন ধরে বৈষম্যের শিকার উল্লেখ করে সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ বলেন, তাই তাঁরা বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তখন রাস্তায় নেমেছিলেন। শিক্ষার্থীদের এভাবে গুলি করে হত্যা করার বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি শ্রমজীবী মানুষ। তাই তাঁরা আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। যেসব শ্রমজীবী মানুষ শহীদ হয়েছেন, তাঁদের পরিবারের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে শ্রম সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। শ্রমিকদের বঞ্চনা ও বৈষম্য দূর করতে সুপারিশ করা হয়েছে। শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে এসব সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারকে এখন কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

নিহতদের ৩৩ শতাংশ শিক্ষার্থী

আবু সাঈদ, মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধসহ ২৬৯ জন শিক্ষার্থী জীবন দিয়েছেন গণ-অভ্যুত্থানে। শহীদদের তালিকা বিশ্লেষণে দেখা গেছে, মোট মৃত্যুর ৩৩ শতাংশই শিক্ষার্থী। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা রয়েছেন শহীদদের তালিকায়। এ তালিকায় নাম আছে শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ আল মাহিনের (১৬)।

৪ আগস্ট রাজধানীর উত্তরার আজমপুরে রাজউক কমার্শিয়াল কমপ্লেক্সের সামনে গুলিতে নিহত হয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ আল মাহিন (১৬)। তার মা সামিরা জাহান গত বুধবার (১৬ জুলাই) *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বৈষম্যের কারণে চাকরি যদি না পাই, তাহলে লেখাপড়া করে লাভ নেই, এমন কথা বলে আন্দোলনে গিয়েছিল মাহিন। সে বলেছিল, মারা গেলেও বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবে। আমার ছেলেটা সত্যি সত্যিই মারা গেল।'

উত্তরা এলাকায় আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী শেখ শিহাবুদ্দিন। তাঁর সঙ্গেও গত বুধবার কথা হয়। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, মূলত দুটি কারণে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। প্রথম কারণটি হচ্ছে, দেশে চাকরিসহ সব ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার দাবির সঙ্গে তিনি একমত ছিলেন। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও গুলির ঘটনায় তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। তাই প্রতিবাদ করার সিদ্ধান্ত নেন।

শেখ শিহাবুদ্দিন বলেন, উত্তরা এলাকায় নির্বিচার গুলি চলেছিল। বহু শিক্ষার্থীকে হতাহত হতে দেখেছেন। গুলিবিদ্ধ অনেক শিক্ষার্থীকে তখন তিনি হাসপাতালে নিয়ে গেছেন।

গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছিলেন তরুণেরা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে তরুণেরাই ছিলেন অগ্রভাগে। পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলির মুখেও তাঁরা রাস্তা ছেড়ে যাননি।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশ করা জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তরের তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, শেখ হাসিনার সরকার ক্রমাগত নৃশংস পদক্ষেপ নিয়ে পদ্ধতিগতভাবে বিক্ষোভ দমনের চেষ্টা করেছিল। ওই সময়ে (১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্টের মধ্যে) ১ হাজার ৪০০ জনের বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে। ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বিক্ষোভ চলাকালে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ৬৬ শতাংশ রাইফেলের গুলিতে, ১২ শতাংশ শটগানের গুলিতে এবং ২ শতাংশ পিস্তলের গুলিতে প্রাণ হারান।

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ২১ জুলাই ২০২৫,

এখনো অগ্নিঝুঁকিতে পোশাকপল্লী

রাজু আহমেদ, কেরানীগঞ্জ

কেরানীগঞ্জ

- সচেতন হচ্ছেন না ব্যবসায়ীরা
- নেই পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা

দেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার কেরানীগঞ্জ পোশাকপল্লী। বুড়িগঙ্গার কোল ঘেঁষে কেরানীগঞ্জের আগানগর ও শুভাড্যা ইউনিয়নের কিছু অংশ নিয়ে গড়ে ওঠা এই পোশাকপল্লী দেশের তৈরি পোশাকের শতকরা ৭০ ভাগ চাহিদা মেটায়। দেশের সর্ববৃহৎ পাইকারি এই পোশাকপল্লীতে কাজ করেন প্রায় পাঁচ লাখের বেশি মানুষ। তবে এতসংখ্যক মানুষের নিরাপত্তার জন্য নেই পর্যাপ্ত কোনো অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা। কিছুদিন পরপর এখানে অগ্নিকাণ্ড হলেও এখন পর্যন্ত নেওয়া হয়নি যথাযথ ব্যবস্থা। এতে করে ভয়ংকর অগ্নিঝুঁকিতে রয়েছেন পোশাকপল্লীর মালিক, শ্রমিক এবং স্থানীয় বাসিন্দারা।

জানা যায়, এক দশকে কোনো ধরনের সঠিক পরিকল্পনা ছাড়া পোশাকপল্লীতে গড়ে উঠেছে অনেক বহুতল ভবন। ভবন মালিকরা বাড়তি লাভের আশায় যে যেভাবে পেরেছেন, পর্যাপ্ত রাস্তার জায়গা না ছেড়েই গড়ে তুলেছে ভবন। প্রত্যেকটি ভবনে বৈদ্যুতিক সংযোগ নিতেও চোখে পড়েছে তাদের খামখেয়ালিপনা। ভবনের বিভিন্ন তলায় যে যেভাবে পেরেছেন নিয়মনীতি ছাড়াই বৈদ্যুতিক সংযোগ দিয়েছেন। ভবনের সিঁড়িগুলোও যথেষ্ট সংকীর্ণ। এতে করে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি বেড়েছে বহুগুণ। এ ছাড়া বেশিরভাগ ভবনেই নেই পানি রাখার রিজার্ভ ট্যাংকার। বারবার অগ্নিকাণ্ড হলেও এখনো সচেতন হননি এ এলাকার ব্যবসায়ী, ভবন মালিক, মালিক সমিতি, এমনকি প্রশাসনও।

সরেজমিনে কেরানীগঞ্জ পোশাকপল্লীতে গিয়ে দেখা যায়, যে যেভাবে পেরেছেন নিয়মনীতি না মেনেই একের পর এক ভবন তুলেছেন। এসব ভবনে নেই বের হওয়ার জরুরি নির্গমন পথ। প্রতিটি ভবনে ওঠানামা করার জন্য একটি সিঁড়ি থাকলেও তা বেশ সংকীর্ণ। ভবনগুলো ঘুরে বেশিরভাগ ভবনেই রিজার্ভ পানির ট্যাংকি দেখা গেল না। যে কটি ভবনে রিজার্ভ ট্যাংকি আছে, সেগুলা হয়তো খালি, নয়তো মাল রাখার গোডাউন হিসেবে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। সবগুলো ভবনেই বৈদ্যুতিক তারের যা-তা অবস্থা। কোনো নিয়মশৃঙ্খলা ছাড়াই মার্কেটে পাখির বাসার মতো তারগুলো টানা হয়েছে। বেশিরভাগ মার্কেটে নেই ফায়ার এক্সটিংগুইশার। যে কটি মার্কেটে দেখা গেছে, তাও মেয়াদোত্তীর্ণ। এখানকার ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও স্থানীয়রা অকপটে স্বীকার করলেন তাদের অগ্নিঝুঁকি এবং পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থাপনা না থাকার বিষয়টি।

স্টার কালেকশন গার্মেন্টসের মালিক মো. শাহীন বলেন, 'পোশাকপল্লীর হাজারে দু-একটা দোকানে ফায়ার এক্সটিংগুইশার আছে বলে মনে হয় না। বারবার আগুন লাগার পরও আমরা সচেতন হইনি। আগুন সম্পর্কে ব্যবসায়ীরা যেন সচেতন হন এজন্য গার্মেন্টস মালিক সমিতির ক্যাম্পেইন করা উচিত, তাহলে হয়তো ব্যবসায়ীরা সচেতন হবেন এবং অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করবেন। সেই সঙ্গে পোশাকপল্লীতে একটি ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে মোবাইল টিম স্থায়ীভাবে রাখা যায় কি না, এ ব্যাপারে ভেবে দেখা উচিত।'

স্থানীয় বাসিন্দা মো. সারোয়ার বলেন, 'পোশাকপল্লীর ভবনগুলোয় একতলা-দোতলা শোরুম, তার ওপরে প্রত্যেকটি ফ্লোরে কারখানা। এ কারখানায় শ্রমিকরা দিনে কাজ করেন এবং রাতে ঘুমান। আল্লাহ না করুক, রাতের বেলায় বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটলে প্রত্যেকটি কারখানার শ্রমিক পুড়ে ছাই হয়ে যাবেন। শ্রমিকদের বিড়ি-সিগারেট থেকেও আগুন লাগতে পারে। তা ছাড়া কারখানা মালিক বা ভবন মালিকরাও এই শ্রমিকদের নিরাপত্তার কথা ভাবেন না। বেশিরভাগ মার্কেটে ও কারখানায় নেই অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা। গার্মেন্টস সমিতিকে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।'

টোকিও টাওয়ারে নিজাম গার্মেন্টসের এক কর্মচারী বলেন, 'কয়েক মাস আগেই আমাদের মার্কেটে আগুন লেগেছে। আগুনের কারণে আমাদের দোকানসহ পাশের তিন দোকানের সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকেই আগুনটা লাগে। কিছুদিন পরপরই এ এলাকায় আগুন লাগে। আমরা জানি না আগুন লাগলে কী করতে হয়। আমার মতে, যেহেতু এটি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা, লোকজন বেশি, এ এলাকার শ্রমিকদের নিয়মিত একটা ট্রেনিং করানো উচিত।'

সায়েম নামে স্থানীয় এক যুবক বলেন, 'এ এলাকায় যতবার আগুন লেগেছে, সবগুলোর কারণ বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট। এটি পল্লী বিদ্যুৎ ও ভবন মালিকদের খামখেয়ালির কারণে হচ্ছে। সমিতি থেকে যদি চাপ দিয়ে এই জিনিসগুলো ঠিক করা যায়, তাহলে আগুন লাগার সম্ভাবনা কমে যাবে। তা ছাড়া প্রশাসন থেকেও চাপ দেওয়া উচিত।'

কেরানীগঞ্জ গার্মেন্টস ব্যবসায়ী ও দোকান মালিক সমিতির সভাপতি হাজি আনোয়ার হোসেন বলেন, 'আগুন লাগার অন্যতম কারণ বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট। ভবন মালিক ও পল্লী বিদ্যুতের অবহেলার কারণে এখানে তারগুলো ছড়ানো-ছিটানো। এগুলো ঠিক করা দরকার। তা ছাড়া এটি ঝুঁকিপূর্ণ এরিয়া। এ এলাকার জন্য সরকারের কাছে আলাদা একটা ফায়ার সার্ভিস টিমের ব্যবস্থার দাবি জানছি।'

কেরানীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার কাজল মিয়া বলেন, 'ঝুঁকিপূর্ণ বৈদ্যুতিক সংযোগ, ব্যবসায়ীদের অসচেতনতা, ভবন মালিকদের অব্যবস্থাপনা কেরানীগঞ্জ পোশাকপল্লীতে অগ্নিকাণ্ডের মূল কারণ। আমাদের পক্ষ থেকে বারবার তাদের সচেতন করা হয়। কিন্তু তারা তেমন সচেতন হচ্ছে না। যে ভবনগুলোয় পানির হাউজ নেই, ফায়ার এক্সটিংগুইশার নেই, তাদের এগুলোর ব্যবস্থা করার জন্য বাধ্য করতে হবে এবং ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ী সমিতির সচেতন হতে হবে। তাহলেই অগ্নিদুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব।'

NEW AGE
SUNDAY, JULY 20, 2025,

Three more RMG factory units get LEED certificate

Staff Correspondent

THE number of United States Green Building Council (USGBC) Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) certified factories reached 253, as three new factory units recently achieved the certification.

Of the 253 green factories, 105 are platinum-rated, 132 are gold-rated, 12 are silver-rated, and four are certified factories, according to the Bangladesh Apparel Exchange.

In July, Tangail-based Comfit Rainbow Dyeing and Finishing Ltd. obtained a gold certificate under the LEED O+M: Existing Building v4.1 rating system, achieving a score of 75.

Moreover, the Habiganj-based two factory units, Saiham Cotton Mills Limited Units 1 and 2, also achieved a silver certificate under the LEED BD+C: New Construction v4 rating system. Both factory units obtained a score of 58.

So far, 68 of the world's top 100 LEED factories, including nine of the top 10 and 18 of the top 20, are in Bangladesh.

This success is expected to attract new investment and partnerships, reinforcing Bangladesh's position as a sustainable manufacturing hub.

According to industry insiders, a total of 550 factories were awaiting the USGBC's LEED certification.

The factories of Bangladesh have been obtaining the LEED certificate since 2011.

The USGBC honours factories based on several criteria: transformation performance, energy, water and waste management. The best performers are rated platinum, followed by gold and silver.

According to industry insiders, these criteria enable green factories to significantly reduce operational costs over time, even though they may initially incur higher setup costs.

Mohiuddin Rubel, managing director of Bangladesh Apparel Exchange and former director of the BGMEA, said that as the world increasingly prioritised ESG performance and sustainability in supply chains, this milestone enhanced the country's global image.

According to apparel manufacturers, the move towards green factory buildings helped regain Bangladesh›s image after the Rana Plaza tragedy, which claimed 1,134 lives and left more than 2,000 injured.

NEW AGE SUNDAY, JULY 20, 2025,

Bangladesh's apparel exports to the EU rise in January-May

Moinul Haque with **Saddam Hossain**

THE export of readymade garments from Bangladesh to the European Union experienced robust growth of 17.8 per cent to $8.97 billion in the first five months of this year, according to Eurostat, the statistical office of the EU.

The earnings from the EU, the largest export destination of Bangladeshi exporters, were $7.61 billion in the January-May period of 2024.

Knitwear remained the country's leading product category, increasing 20.2 per cent to $5.18 billion, while woven exports grew by 14.9 per cent to $3.79 billion.

During this five-month stretch, Bangladesh also outperformed China in knitwear shipments to the EU.

However, the RMG export witnessed a sharp decline of 10.5 per cent to $1.43 billion in a single month of May of this year, which was $1.59 billion in the same month of 2024.

According to the Eurostat data, the region imported RMG items worth $36.82 billion in January-May of 2025, which was 12.3 per cent higher than $32.79 billion in the same period of 2024.

During the period, knitwear imports increased by 14.7 per cent to $18.44 billion, while woven apparel grew by 10 per cent to $18.38 billion from the region.

The single-month drop of Bangladesh in May 2025 contrasted with the robust growth seen earlier in the year, including a remarkable 60.8 per cent surge in January.

Industry insiders said that the decline might be due to inventory adjustments or a softening in demand for Bangladeshi garments across EU markets.

Among the other notable players, China, the EU's largest apparel supplier, continued its recovery, with total exports rising 17.1 per cent year-on-year to $9.04 billion in the January–May period.

Knitwear exports led the growth, increasing by 24.3 per cent to $4.67 billion, while woven exports rose by 10.4 per cent to $4.37 billion.

India, meanwhile, posted the highest growth among top suppliers, witnessed a 19.1 per cent year-on-year growth to $2.38 billion in the first five months of 2025.

This consistent monthly performance underscores India's growing appeal as a diversified sourcing destination for EU buyers.

Vietnam's apparel exports to the EU increased 15.7 per cent to $1.69 billion during the January–May period.

Pakistan posted a 20 per cent rise in exports, reaching $1.63 billion, with knitwear and woven apparel growing by 20.5 per cent and 19.6 per cent respectively.

Cambodia saw the fastest growth, with exports soaring 30.3 per cent to $1.77 billion.

In contrast, Turkey was the only major supplier to register a decline in the first five months of the year.

Its apparel exports to the EU fell by 5.8 per cent to $3.59 billion, reflecting possible supply-side constraints or weakening demand for Turkish garments in the European market.

Speaking to New Age, Inamul Haq Khan, senior vice-president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, said that the scenario of exports and orders are normal.

'Most probably, the holidays of Eid-ul-Fitr affected the export of May. We are in good position at EU and hopefully, we could sustain it,' he added.

He also stated that the factories are receiving sufficient purchase orders, which suggests promising potential for the coming years.

'Even we are optimistic about US market despite tariff slam,' he added, saying that the buyers have trust on Bangladesh's efficiency, capacity, and ethical manufacturing.

In 2024, Bangladesh exported RMG items worth $19.77 billion, up from $18.85 billion in 2023, according to Eurostat data.

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১২ শ্রাবণ ১৪৩২
Dhaka : Sunday 27 July 2025

দাদনের ফাঁদে আটকে পড়া জেলে সমাজ

পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার নদীকেন্দ্রিক জীবন ও জীবিকা নির্ভরশীল জেলে পরিবারগুলো দীর্ঘদিন ধরে এক অমানবিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আবর্তে আটকে আছে–যা 'দাদন' নামে পরিচিত। এ ব্যবস্থায় তারা চড়া সুদে অর্থ ধার নিয়ে মাছ ধরতে নদীতে যান। তবে তাদের কঠিন পরিশ্রমের ফল অনেক সময় তাদের হাতে পৌছায় না। দাদনের টাকা শোধ হতে না হতেই আবার ঋণ করতে বাধ্য হন। ফলে দারিদ্রে?্যর চক্র থেকে মুক্তি পাওয়ার আর কোনো পথ খোলা থাকে না।

মাছ ধরার পর আড়তদারদের গদিতে মাছ জমা দিতে হয়, যেখানে মৌখিক নিলামে মাছ বিক্রি হয়। জেলেদের অভিযোগ অনুযায়ী, নিলামের আগেই মাছের একটি অংশ সরিয়ে ফেলা হয় এবং পরে তা আবার নিলামে তোলা হয়। আয় হিসাব করার আগেই ঋণ কেটে নেয়া হয়। আর যা অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে সংসার চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ নিয়ে সংবাদ-এ বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

দাদন ব্যবসায়ীরা' এ অবস্থাকে 'চাহিদা অনুযায়ী অর্থ সহায়তা' হিসেবে ব্যাখ্যা করলেও বাস্তবে এটি জেলেদের ওপর একটি অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। তারা দাদনের প্রয়োজনের কথা স্বীকার করলেও সুদহার ও বিক্রয় প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ নেই। ফলে এ ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ জেলেদের হাতে নেই বললেই চলে।

এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ জরুরি। জেলেদের জন্য সরকারিভাবে সুদবিহীন ঋণ চালু করা গেলে তারা দাদনের বিকল্প পেতে পারে। একই সঙ্গে মাছ বিক্রির ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নিলাম ব্যবস্থার প্রবর্তন দরকার, যাতে আড়তদারদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ভেঙে জেলেরা ন্যায্য মূল্য পায়। স্থানীয় প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তরের সক্রিয় নজরদারি ছাড়া এ অবস্থা পাল্টানো কঠিন।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ২৫ জুলাই ২০২৫,

মূল্যস্ফীতির চাপ ঠেকাতে নতুন বেতন কমিশন

উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক

সরকারি কর্মচারীদের জন্য গঠিত বেতন কমিশনের প্রধান সাবেক অর্থসচিব জাকির আহমেদ খান। ৬ মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে হবে।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

এক দশক পর সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নতুন বেতনকাঠামো নির্ধারণ করতে বেতন কমিশন গঠন করা হয়েছে। এ কমিশনের প্রধান করা হয়েছে সাবেক অর্থসচিব ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খানকে। কমিশনকে ছয় মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সভায় এ কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। বর্তমানে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ।

উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের পর বিকেলে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, ১০ বছর পর বেতন কমিশন হলো। গত সরকারের সময়ে মূল্যস্ফীতি দুই অঙ্ক ছাড়িয়ে গিয়েছিল। যদিও এটিকে গত মাসে ৮ শতাংশে নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু মূল্যস্ফীতির সঙ্গে বেতনের সমন্বয় এখনো ঠিকমতো হয়নি। সে জন্যই সরকার মনে করছে, একটি বেতন স্কেল হওয়া উচিত।

বেতন কমিশন গঠন করায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বাংলাদেশ সচিবালয় কর্মকর্তা-কর্মচারী সংযুক্ত পরিষদের সভাপতি মো. বাদিউল কবীর ও মহাসচিব নিজাম উদ্দিন আহমেদ।

তবে রাজস্ব আদায়ে নিম্নগতি, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান কম, পাল্টা শুল্কের কারণে রপ্তানি-বাণিজ্যে ঝুঁকি, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দুরবস্থা—অর্থনীতিতে এত সমস্যা থাকার পরও নতুন বেতন কমিশন গঠন অগ্রাধিকারে রাখা কতটা যৌক্তিক, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অর্থনীতিবিদদের কেউ কেউ। তাঁদের মতে, এর ফলে বাজেটে পরিচালন খরচ বাড়ানোর ক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে, যা বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে।

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্বে আসার পর থেকে সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা নিয়ে আলোচনা শুরু হয় ২০২৪ সালের নভেম্বরে। চলতি ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার জন্য একটি কমিটি কাজ শুরু করে। এ নিয়ে বিরূপ সমালোচনা শুরু হলে সরকার পিছিয়ে যায়। পরে চলতি অর্থবছরের বাজেটে সরকারি কর্মচারীদের বিশেষ সুবিধা চালু হয়। এতে বেতন আগের চেয়ে কিছুটা বেড়েছে।

সর্বশেষ বেতন কমিশনে যা ছিল

২০১৩ সালে সর্বশেষ বেতন কমিশন গঠন করা হয়েছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন এ কমিশনের প্রধান ছিলেন। ওই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ২০১৫ সাল থেকে নতুন বেতনকাঠামো কার্যকর হয়। তখন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়। ওই কমিশন প্রতিবছর দুইভাবে বেতন-ভাতা বৃদ্ধির সুপারিশ করেছিল। এক. মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সমন্বয় করে বেতন-ভাতা বৃদ্ধি। দুই. প্রতিবছর ৫ শতাংশ হারে বেতন-ভাতা বাড়ানো। নতুন করে আর বেতন কমিশন গঠনের প্রয়োজন হবে না বলে তখন বলা হয়েছিল।

> **“রাজস্ব আদায় বাড়াতে না পারলে নতুন বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা কঠিন হবে।**
>
> **মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন**, সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা তখন দেখিয়েছিলাম, এই বেতন স্কেল বাস্তবায়ন করা হলে কোনো বাজেটঘাটতি হবে না। তবে আগের সরকার প্রতিবছর বেতন-ভাতা বৃদ্ধির দুটি পন্থার কোনোটিই পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে পারেনি। বর্তমানে দেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজমান আছে। এতে খরচ অনেক বেড়ে গেছে। তাই প্রয়োজনীয় খরচ মেটাতে পারছেন না অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী। এসব বিবেচনায় এখন একটি বেতন কমিশন গঠনের যৌক্তিকতা আছে।'

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন আরও বলেন, তবে এ মুহূর্তে অর্থনীতির ক্ষেত্রে সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার হওয়া উচিত রাজস্ব আদায় বাড়ানো। যাদের রাজস্ব দেওয়ার কথা, তাদের কাছ থেকে কোনো সরকারই রাজস্ব আদায় করতে পারেনি। রাজস্ব আদায় বাড়াতে না পারলে নতুন বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা কঠিন হবে। অন্যদিকে ৬৮ শতাংশ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নও কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

আর্থিক সংগতি কতটা

নতুন বেতন কমিশন আগামী ছয় মাসের মধ্যে বেতন-ভাতা বাড়ানোসহ বিভিন্ন বিষয়ে সুপারিশ করবে। সুপারিশ অনুসারে বেতন-ভাতা বাড়ানো হলে সরকারের নতুন করে কয়েক হাজার কোটি টাকা বাড়তি দরকার হতে পারে। এটি সরকারের পরিচালন খরচের বরাদ্দ থেকে দিতে হবে।

তবে সরকারের রাজস্ব আদায়ের চিত্র ভালো নয়। বিদায়ী অর্থবছরে (২০২৪-২৫) রাজস্ব আদায়ে প্রায় ৯৩ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি ছিল জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর)। যা এযাবৎকালের রেকর্ড ঘাটতি। বিদায়ী অর্থবছরে সব মিলিয়ে এনবিআরের শুল্ক, ভ্যাট ও কর বিভাগ আদায় করেছে ৩ লাখ ৭০ হাজার ৮৭৪ কোটি টাকা। এনবিআরের সংশোধিত লক্ষ্য ছিল ৪ লাখ ৬৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। এনবিআর বাজেটের স্থানীয় উৎসের অর্থের ৮০ শতাংশের বেশি জোগান দেয়। কিন্তু রাজস্ব খাতে সংস্কার না হওয়ায় অভ্যন্তরীণ খাত থেকে কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব আদায় করা যাচ্ছে না। এর মধ্যে নতুন বেতন কমিশনের মাধ্যমে খরচ আরও বাড়বে।

এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, অর্থনীতিতে বিনিয়োগ স্থবিরতা, কর্মসংস্থানে ভাটা, রাজস্ব আদায় শ্লথগতি, এডিপির দুরবস্থা—এত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি কি অগ্রাধিকার হতে পারে? ২০১৫ সালে বাস্তবায়ন করা বেতন স্কেল অনুসারে তাঁরা বেশ আকর্ষণীয় বেতন-ভাতা পান, যা বেসরকারি খাতের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক।

জাহিদ হোসেন বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে বেতন কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি না। এখন বাজেটে প্রয়োজনীয় খরচ মেটাতে পারছে না। অথচ নতুন করে খরচের ক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে।'

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
২৬ জুলাই ২০২৫

হাতিয়ায় সাগরে ভাসমান ট্রলার থেকে ১৪ জেলে উদ্ধার

■ হাতিয়া (নোয়াখালী) সংবাদদাতা

নোয়াখালীর হাতিয়ার গাঙ্গুরীয়া সমুদ্র এলাকা থেকে ১৪ জন জেলেসহ একটি মাছ ধরার ট্রলার উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। ট্রলারের ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়ায় পাঁচ দিন ধরে গভীর সমুদ্রে ভাসছিলেন এই ১৪ জন জেলে। শুক্রবার ভোরে তাদের নিরাপদে হাতিয়া উপজেলার সূর্যমুখী মাছঘাটে পৌঁছে দিয়েছেন কোস্ট গার্ডের সদস্যরা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লে. কমান্ডার সিয়াম-উল-হক। তিনি বলেন, গত ১৯ জুলাই 'এফবি জামিলা' নামের একটি ফিশিং-ট্রলার ইলিশ মাছ ধরার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামের ফিশারিজ ঘাট থেকে ১৪ জন জেলেসহ সমুদ্রে গেলে একদিন পর যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়ে। এতে করে পাঁচ দিন যাবৎ ঐ ট্রলারের জেলেরা গভীর সমুদ্রে ভাসতে থাকেন। এসময় ভাসমান ট্রলারটি মোবাইল নেটওয়ার্কের বাইরে থাকায় জেলেরা কোথাও যোগাযোগ করতে পারেননি। পরে নেটওয়ার্কের আওতায় এলেই বৃহস্পতিবার রাত ১টার সময় ট্রলারের জেলেরা জরুরিসেবা নম্বর ৯৯৯-এ কল করে সহায়তা চাইলে কোস্ট গার্ড অবগত হয়। প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ কোস্ট গার্ড স্টেশন হাতিয়া উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে হাতিয়া উপজেলার গাঙ্গুরীয়া নামক সমুদ্র এলাকা হতে ১৪ জন জেলেসহ ট্রলারটি উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত জেলেসহ মাছের ট্রলারটি হাতিয়ার বুড়ির চর ইউনিয়নের সূর্যমুখী মাছঘাটে পৌঁছে দেওয়া হয়।

THE FINANCIAL EXPRESS July 23, 2025

Ship-breaking industry slows as regulatory hurdles mount

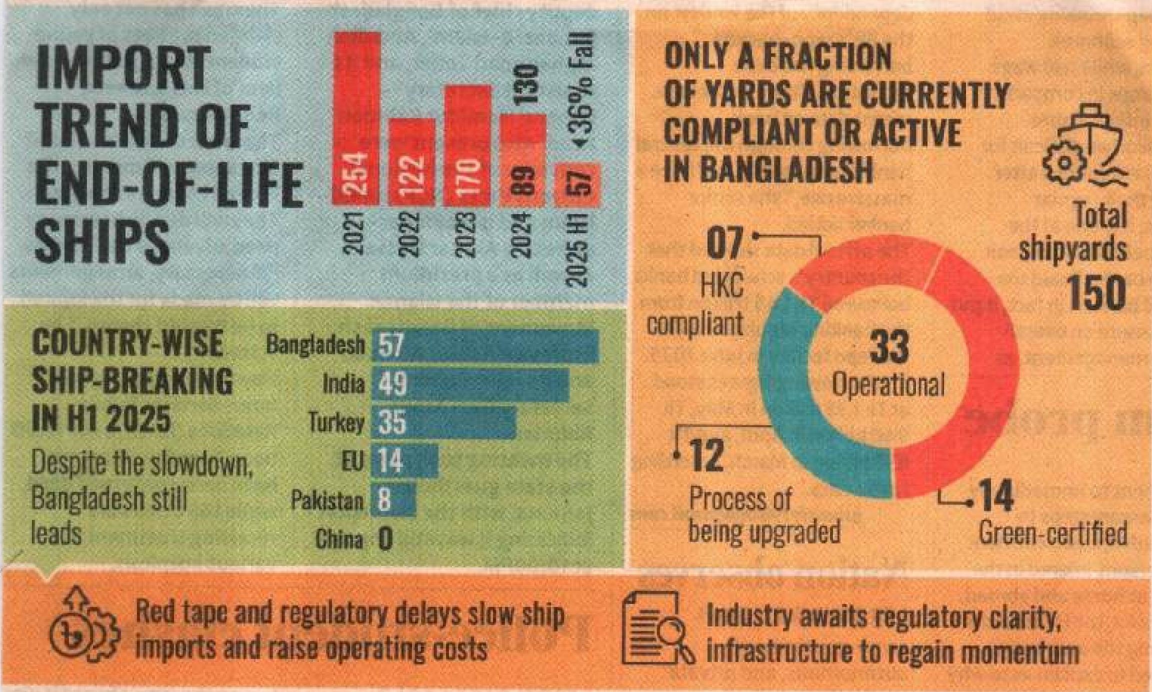

MONIRA MUNNI

Bangladesh's ship-breaking industry is facing significant headwinds, with imports of scrapped vessels plunging by 36 per cent in the first half of 2025.

The setback is largely due to new regulatory requirements, delayed clearances, and procedural complications under a stricter global compliance framework.

The country imported a total of 57 end-of-life ships during the January-June period this year, down from 89 ships in the same period of 2024, according to data released Monday by the NGO Shipbreaking Platform (NSP), a global coalition advocating for safer and greener dismantling practices

It noted that the downturn comes as Bangladesh transitions into compliance with the Hong Kong Convention (HKC), which officially took effect on June 26, 2025.

Annual data also reflects a broader slowdown. Bangladesh dismantled 130 vessels in 2024, compared to 170 in 2023, 122 in 2022, and 254 in 2021. The number stood at 144 in 2020, 236 in 2019, and 185 in 2018.

Globally, India brought in 49 scrapped ships in the first half of 2025, Turkey 35, the European Union 14, and Pakistan eight. China, which had been a major ship-recycling destination, dismantled none during this period.

Industry insiders blame the sharp drop on the absence of DASR (Document of Authorization to Conduct Ship Recycling), which is now mandatory under the HKC regime.

The government has yet to finalise the necessary criteria for issuing DASR, making it impossible for local yards to import vessels legally.

"We're unable to bring in ships because no yard has been issued the required DASR yet," said Kamal Uddin Ahmed, adviser to the Bangladesh Ship Breakers and Recyclers Association (BSBRA).

"Without it, no import is permitted under the Hong Kong Convention that Bangladesh has ratified."

Ahmed added that ship-breakers are now facing multiple bureaucratic hurdles, including prolonged delays in obtaining environmental clearance and other approvals.

"No Objection Certificates (NoC) have not been issued since March. The industry's reclassification from 'orange' to 'red' has only increased paperwork and waiting times."

He claimed that it now takes an additional one and a half to two months to get the necessary permissions to dismantle a ship after it's beached. "These complications are financially hurting yard owners and discouraging new investment in the sector," he said.

Despite the current slump, Ahmed noted progress in environmental compliance, stating that 14 ship-breaking yards have achieved "green yard" status, and about a dozen more are in the process of upgrading.

"Safety and compliance have significantly improved over the years," he asserted.

Responding to the situation, ASM Shafiul Alam, director general of the Ship Recycling Board under the Ministry of Industries, said that the board recently received final approval from the ministry and expects to complete regulatory groundwork "within a week."

Sources confirmed that the Ship Recycling Board, formed under the Ship Recycling Act 2018, had remained largely non-functional due to bureaucratic delays.

It is now becoming operational with the mandate to provide one-stop services for over two dozen permits and licences, including import clearance and ship-cutting permission.

According to NSP, seven Bangladeshi yards have so far obtained Statements of Compliance (SoC) with the Hong Kong Convention.

However, the establishment of a TSDF (Treatment, Storage and Disposal Facility)-a key environmental safeguard-is still pending. The absence of such a facility, the platform warns, continues to contribute to pollution in coastal areas.

The NGO urged the Ship Recycling Board not to focus solely on easing business processes but also to prioritise environmental and worker safety, given the industry's long history of environmental harm and human rights concerns.

Ship-breaking remains a vital component of Bangladesh's economy, supplying raw materials to the country's steel and light-engineering sectors.

Although there are about 150 shipyards in the country, only 25 to 30 are currently operational, according to industry insiders.

Munni_fe@yahoo.com

বণিক বার্তা
শুক্রবার, জুলাই ২৫, ২০২৫ ■ শ্রাবণ ১০, ১৪৩২

সরাসরি দেড় লাখ ও পরোক্ষভাবে মোট পাঁচ লাখ শ্রমিক চা খাতে কর্মরত — ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

অর্থ সংকটে চা শিল্প

৩১ বাগানে শ্রমিক অসন্তোষ, নড়বড়ে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা

সুজিত সাহা ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

বাংলাদেশের চা খাত এখন বহুমুখী সংকটে। নগদ অর্থ সংকটে ৩১টি চা বাগানে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও সুবিধা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। যার ফলে দেখা দিয়েছে শ্রমিক অসন্তোষ। একই সঙ্গে গোটা চা উৎপাদন ব্যবস্থাপনাই নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। এছাড়া অর্থনৈতিক দৈন্যদশা ও প্রশাসনিক জটিলতায় এরই মধ্যে পাঁচটি বাগান তাদের কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে। আর যেসব বাগান এখনো চালু, সেগুলো দেনায় ডুবে আছে, চলছে স্বল্প উৎপাদনক্ষমতা নিয়ে।

কৃষি ও শিল্প উভয় মাধ্যমে চা উৎপাদন হলেও দেশের চা বাগানগুলো রয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে। শ্রমঘন খাতটির উদ্যোক্তারা শিল্পের মতো ঋণ সুবিধা পেলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোয় উৎপাদন খরচের সঙ্গে বিক্রয় মূল্যের বড় পার্থক্যে লোকসানে রয়েছে অধিকাংশ বাগান। পাঁচটি বাগান উৎপাদন বন্ধের পাশাপাশি ৩১টি বাগান শ্রমিকদের মজুরিসহ বিভিন্ন সুবিধা দিতে পারছে না। চা খাতের উৎপাদন পদ্ধতির একটি অংশ কৃষি ধাঁচের হওয়ায় শিল্প প্রকৃতির ঋণ পদ্ধতির কারণে তীব্র তারল্য সংকটে রয়েছেন বাগান মালিকরা। আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে প্রায় শতভাগ দেশীয় চাহিদা মেটানো চা খাতের এ সংকট নিরসনে ঋণ পদ্ধতি সহজীকরণ ছাড়াও কৃষি ঋণ সুবিধার দাবি তুলেছেন বাগান মালিকরা।

দেশে প্রতি বছর বিক্রি হওয়া (শুল্ক-কর ব্যতীত) চায়ের মূল্য ২ হাজার কোটি টাকারও বেশি। সরাসরি দেড় লাখ ও পরোক্ষভাবে মোট পাঁচ লাখ শ্রমিক চা খাতে কর্মরত। দেশের ১৭০টি চা বাগান ও ক্ষুদ্র আকারের উদ্যোক্তারা বছরে ১০ কোটি কেজির বেশি চা উৎপাদন করেন। কিন্তু ২০১৮ সালের পর থেকে টানা উৎপাদন খরচের চেয়ে কম দামে নিলামে চা বিক্রি করতে হচ্ছে বাগানগুলোকে। এমন পরিস্থিতিতে ঋণ প্রাপ্তিতে

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

বাংলাদেশের চা খাতের তথ্য

মোট বাগান	১৭০টি
চা চাষের ভূমি	২,৯৪,১৪২ একর
উৎপাদন (কেজি)*	৯,৩০,৪২,০০০
একরপ্রতি উৎপাদন	৬২৯ কেজি
বাগানের স্থায়ী শ্রমিক	৯৭ হাজার
অস্থায়ী শ্রমিক	৪০-৫০ হাজার
রফতানি (কেজি)*	সাড়ে ২৪ লাখ

*২০২৪ সূত্র: বাংলাদেশ চা বোর্ড

অর্থনৈতিক দৈন্যদশা ও প্রশাসনিক জটিলতায় এরই মধ্যে পাঁচটি বাগান তাদের কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে। আর যেসব বাগান এখনো চালু, সেগুলো দেনায় ডুবে আছে, চলছে স্বল্প উৎপাদনক্ষমতা নিয়ে। আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে প্রায় শতভাগ দেশীয় চাহিদা মেটানো চা খাতের সংকট নিরসনে ঋণ পদ্ধতি সহজীকরণ ছাড়াও কৃষি ঋণ সুবিধার দাবি তুলেছেন বাগান মালিকরা

৩১ বাগানে শ্রমিক অসন্তোষ

১ম পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন না পাওয়া, তারল্য সংকটে শ্রমিকদের মজুরি, পিএফ, রেশন বকেয়া রাখতে বাধ্য হচ্ছে বাগানগুলো। ৮০টি বাগান আর্থিক সংকটে শ্রমিকদের ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা নিয়মিত পরিশোধ করতে পারছে না।

চা সংসদের সদস্যরা জানিয়েছেন, চা খাতে কৃষি ব্যাংকই ৬৫-৭০ শতাংশ ঋণ দেয়। বিপুল বিনিয়োগের খাতটিতে ঋণ প্রদান নিরাপদ হলেও বর্তমানে মোট ঋণের পরিমাণ ১ হাজার ১০০ কোটি টাকার মতো। অন্য খাতে বিপুল খেলাপি ঋণের কথা জানা গেলেও দেশের চা খাতের উদ্যোক্তাদের খেলাপি ঋণ মাত্র ১০ কোটি টাকার মতো। কিন্তু অপরাপর শিল্প ও উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানে কড়াকড়ি আরোপের নিয়মটি চায়ের মতো নিরাপদ খাতেও আরোপ হওয়ায় সংকটে পড়েছে বাগানগুলো। সাম্প্রতিক সময়ে চা খাতের এসব সংকট নিরসনে নিয়ম শিথিল করার পাশাপাশি আলাদা নীতিমালা প্রণয়ন, সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকার ফান্ড প্রদানেরও প্রস্তাব দিয়েছেন চা বাগান মালিকরা।

বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাংলাদেশ চা সংসদের তথ্যমতে, দেশের চা উৎপাদন-পরবর্তী বিপণন নিলামনির্ভর। ফলে পণ্যের দাম নির্ধারণে উৎপাদকের কোনো হাত নেই। বিশেষায়িত খাতটির উৎপাদন প্রকৃতির ওপর শতভাগ নির্ভরশীল। বিশেষ করে অনুকূল আবহাওয়া, পরিমিত বৃষ্টিপাত চা চাষের জন্য খুবই জরুরি। এ কারণে ঋণ প্রাপ্তিসহ বিভিন্ন ব্যাংকিং লেনদেনে বাংলাদেশ ব্যাংকের জারি করা ইন্টারনাল ক্রেডিট রিস্ক রেটিং (আইসিআরআর) চা খাতে আরোপ করায় উদ্যোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বলে জানিয়েছেন। চা শিল্পের জন্য শস্য বন্ধকি ঋণ, প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ, অন্যান্য ঋণ এবং ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ ও পুনর্গঠনের ওপর থেকে আইসিআরআর উঠিয়ে দিতে বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন দপ্তরে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়েছে।

এ-সংক্রান্ত নথিপত্রে দেখা গেছে, চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন চা বাগানের শস্য ঋণ প্রস্তাবগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদন করেনি। জানা গেছে, মূলত আইসিআরআর অনাপত্তির জন্য ডিউন্ডি, মিরতিংগা, লালচান্দ, সিরাজনগর চা বাগান, রেহানা, মাজান ও আছিয়া চা বাগানের ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন পায়নি। এমনকি ন্যাশনাল টি কোম্পানির ১২টি বাগানের সিঙ্গেল বরোয়ার এক্সপোজার লিমিট বৃদ্ধি/শিথিলকরণের জন্য প্রস্তাব দেয়া হলে সেটিও অনুমোদন হয়নি। এসব কারণে অনেক বাগান তীব্র অর্থ সংকটে রয়েছে। শ্রমিকদের বিভিন্ন পাওনা পরিশোধ করতে পারছে না। এতে বাগানগুলোর উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, অনেক শস্য উৎপাদনে ব্যাংক থেকে ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদে ঋণ পাওয়া যায়। ভর্তুকি মূল্যে সার, কীটনাশক ও বিদ্যুৎ পায় কৃষিপণ্য। কৃষি খাতের উন্নয়ন ও গবেষণা খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুবিধাও রয়েছে। দেশের চা খাতের উৎপাদনের একটি অংশ কৃষিসদৃশ হলেও তারা শুধু ভর্তুকি মূল্যে সার পায়। বর্তমানে বাগানগুলো সর্বোচ্চ ১৩ দশমিক ৭৫ শতাংশ সুদে ঋণ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছে। আবার টানা কয়েক বছর ধরে বেশির ভাগ বাগান উৎপাদন খরচের চেয়ে কম দামে চা বিক্রি করায় তাদের পরিচালনা বন্ধের উপক্রম হয়েছে। বিশেষ করে, যেসব উদ্যোক্তা শুধু চা বাগানের ওপর নির্ভরশীল তারা বিকল্প বিনিয়োগ ও তারল্যের অভাবে শ্রমিক মজুরিসহ শ্রমিক-সংশ্লিষ্ট পাওনা পরিশোধ করতে পারছেন না। এসব কারণে দীর্ঘদিন পর ২০২৪ সালে দেশের বাগানগুলো লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম চা উৎপাদন করেছে।

সংশ্লিষ্টদের দাবি, ২০২২ সালের ভরা মৌসুমে (বর্ষা মৌসুম) শ্রমিক ধর্মঘটে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা ক্ষতি হয় বাগানগুলোর। ওই সময়ে শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ১২০ থেকে বাড়িয়ে ১৭০ টাকা নির্ধারণ করা হলে এ খাতে প্রায় ১৭০ কোটি টাকা নতুন খরচ যোগ হয়। তাছাড়া গত বছরের ১১ আগস্ট থেকে পরবর্তী পাঁচ বছর ৫ শতাংশ হারে মজুরি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। কিন্তু ক্রমাগত চায়ের দরপতনের ফলে বাড়তি অর্থ জোগান দিতে পারছেন না মালিকরা। আবার ঋণপ্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা, আগের ঋণ পরিশোধে জটিলতা, লোকসানের কারণে নগদ অর্থপ্রবাহের ঘাটতি চা বাগানগুলোকে বড় সংকটে ফেলেছে।

বাংলাদেশ চা বোর্ডের সদস্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) ড. পীযূষ দত্ত বণিক বার্তাকে বলেন, 'বাংলাদেশের চা বাগানগুলোর ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংকট রয়েছে। কৃষিজ উৎপাদনের পাশাপাশি চা পাতা চয়নের পর চা উৎপাদন শিল্পের কারণে এ জটিলতা তৈরি হয়েছে। যে কারণে সাম্প্রতিক সময়ে উৎপাদন খরচের সঙ্গে বিক্রয় মূল্যের অসংগতিতে অনেক বাগান সংকটে রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সব পক্ষই অবগত। এ সংকট নিরসনে সব পক্ষকে নিয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকও হয়েছে। আশা করছি উৎপাদনমুখী খাতটির তারল্য সরবরাহ বাড়ানোসহ স্বল্প সুদে ঋণপ্রাপ্তির বিষয়ে সবাই ঐকমত্যে পৌঁছবে। আশা করি, সংকটে থাকা বাগানগুলোর পাশাপাশি পুরো চা ইন্ডাস্ট্রির এ সংকট অচিরেই কেটে যাবে।'

জানা গেছে, দেশে এক দশক ধরে ক্রমাগত চায়ের উৎপাদন খরচ বাড়লেও নিলামে বিক্রয় মূল্য আশানুরূপ বাড়ছে না। ২০২৪ সালে চায়ের বাজার স্থিতিশীল রাখতে প্রথমবারের মতো ন্যূনতম মূল্যস্তর বসানো হয়। এতেও চায়ের উৎপাদন খরচ উঠে না আসায় চলতি বছরের ১৪ মে সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের চায়ের ন্যূনতম মূল্য কেজিপ্রতি ২৪৫ এবং উত্তরাঞ্চলের বটলিফ চায়ের মূল্য বাড়িয়ে ন্যূনতম ১৭০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। কেজিপ্রতি সর্বনিম্ন ১০ থেকে সর্বোচ্চ ৮৫ টাকা পর্যন্ত ন্যূনতম মূল্য বাড়ানো হলেও উৎপাদন খরচ তুলতে পারছে না অনেক বাগান।

জানতে চাইলে বাংলাদেশী চা সংসদের সভাপতি কামরান তানভিরুর ইসলাম বণিক বার্তাকে বলেন, 'সম্পূর্ণ প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল কৃষি উৎপাদনে ১৪-১৫ শতাংশ সুদে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করা যায় না। সম্পূর্ণ সামাজিক উদ্যোগের চা খাতে শ্রমিকের সব চাহিদা পূরণ করা হলেও শুধু উৎপাদন খরচের সঙ্গে লাভ যুক্ত করে পণ্য বিক্রির সুযোগ নেই বাগান মালিকদের। নিলামের ওপর নির্ভরশীল থাকায় লোকসানে ৩১টি বাগান চরম সংকটে রয়েছে। দ্রুত এ সংকট নিরসন করা না গেলে ক্রমান্বয়ে দেশের আরো অনেক বাগান বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট সব সংস্থাকে জানিয়েছি। বৃহস্পতিবার (গতকাল) সবগুলো স্টেকহোল্ডারকে নিয়ে আয়োজিত বৈঠকে আমরা চা সেক্টরের সংকটগুলো বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে বুঝিয়েছি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ব্যাংকের আইসিআরআরজনিত কারণে ঋণপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকতা নিরসনের নিশ্চয়তা দিয়েছে।'

চা সংসদের একজন সদস্য নাম প্রকাশ না করে বণিক বার্তাকে বলেন, দেশে তিনটি আন্তর্জাতিক নিলামে অন্তত আড়াই হাজার কোটি টাকার চা বিপণন হয়। শুল্কসহ ব্র্যান্ডিং, সহযোগী পণ্য চিনি-গুঁড়োদুধ ও কনডেন্সড মিল্কের বাজারসহ খাতটির মোট টার্নওভার ১০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। দেশীয় চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিশ্ববাজারেও দেশের চা রফতানি হয়। কিন্তু চায়ের মতো কৃষিনির্ভর খাতে নেয়া ঋণে মাত্রাতিরিক্ত সুদ, ঋণ পেতে নানা বিড়ম্বনায় এ খাতের উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ বন্ধ করে দিচ্ছেন। সংকট নিরসনে সরকার উদ্যোগী না হলে লাখ লাখ চা শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়বেন।

আর চা উৎপাদন কমলে কর্মসংস্থান হ্রাসের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে চা আমদানি করতে হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

বণিক বার্তা শুক্রবার, জুলাই ২৫, ২০২৫

বিএলএফের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্প উপদেষ্টা

চামড়া শিল্পের উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি খাতের সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

পরিবেশবান্ধব ট্যানারি ব্যবস্থা, আধুনিক মেশিনারিজ ও প্রযুক্তির ব্যবহার, দক্ষ মানবসম্পদ এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় চামড়া শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান।

রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় গতকাল 'নবম বাংলাদেশ লেদার অ্যান্ড ফুটওয়্যার এক্সপো (বিএলএফ) ২০২৫'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

আদিলুর রহমান খান বলেন, 'চামড়া শিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রফতানিমুখী খাত। এ শিল্প জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি লাখো মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে।'

তিনি বলেন, 'চামড়া, ফুটওয়্যার ও চামড়াজাত পণ্যে মূল্য সংযোজনের সুযোগ বেশি। এ খাতে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ও ফরওয়ার্ড লিংকেজের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। চামড়া শিল্পে ২০৩০ সাল নাগাদ ৩৫-৪০ লাখ জনবলের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া ১২ দশমিক ৫০ বিলিয়ন ডলার মূল্যমানের লেদার, লেদারগুডস এবং ফুটওয়্যার উৎপাদন ও রফতানির সম্ভাবনা রয়েছে।'

> চামড়া, ফুটওয়্যার ও চামড়াজাত পণ্যে মূল্য সংযোজনের সুযোগ বেশি। এ খাতে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ও ফরওয়ার্ড লিংকেজের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে

শিল্প উপদেষ্টা আরো বলেন, 'এ মেলা উদ্যোক্তা, রফতানিকারক ও বিদেশী ক্রেতাদের মধ্যে একটি শক্তিশালী সেতুবন্ধ তৈরি করবে, যা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও রফতানি আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।'

বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএ) চেয়ারম্যান শাহিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) চেয়ারম্যান মো. সাইফুল ইসলাম চামড়া শিল্পের উন্নয়নে বিসিকের কার্যক্রম তুলে ধরেন। এ সময় আরো বক্তব্য দেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব বেবী রানী কর্মকার এবং বিটিএর সেক্রেটারি জেনারেল মো. মিজানুর রহমান ও মোহাম্মদ আলী বাপ্পী।

তিন দিনব্যাপী এ মেলায় ১৪টি দেশের বিভিন্ন কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানের ১৪৮টি স্টল অংশ নিয়েছে। আধুনিক ট্যানিং ও ফিনিশিং মেশিনারিজ, চামড়া, চামড়াজাত পণ্যসামগ্রী ও যন্ত্রাংশ এবং ট্যানারির প্রযুক্তি প্রদর্শিত হচ্ছে এ মেলায়।

বিটিএর সঙ্গে এবারের মেলার যৌথ আয়োজক হিসেবে রয়েছে লেদার ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড টেকনোলজিস্টস সোসাইটি, লিমরা ট্রেড ফেয়ার অ্যান্ড এক্সিবিশনস।

THE FINANCIAL EXPRESS
Saturday • July 26, 2025

Protecting the shipbreaking industry

There is no denying that Bangladesh's shipbreaking sector is now past its prime as it struggles on multiple fronts to keep itself sustainable. The headwinds it is facing have to do with regulatory and compliance issues as well as a slump in ship recycling business globally. Given the sector's notoriety as an environment polluter, a source of substances harmful to human health as well as ecology and its disregard for workers' safety, it is hardly surprising that the sector has long been in the crosshairs of the local and international rights groups and environmental lobbies. Classified Red by the Department of Environment (DoE) in 2007 and then reclassified back to Orange B in 2021, the sector needs to fast-track its efforts to meet the conditions of regulatory authorities concerned.

So, to remain in business, the ship recycling yards in Bangladesh have to go green as required by the Hong Kong Convention (HKC), which the country ratified in June 2023 and it (ratification) came into force on Jene 26, 2025 so that safe and environmentally sound ship recycling practices could be ensured. But due to procedural delays in getting the necessary clearances at home, thanks to the tardy bureaucracy, the country runs the risk of losing its competitive edge in the international shipbreaking market. Though the country's ship-breaking yards began their green transitioning since 2017 when one of the ship recycling yards got the required international certification, yet the process has remained rather slow, according to the Bangladesh Ship Breakers and Recyclers Association (BSBRA). That is why, so far only seven ship recycling yards could obtain Statement of Compliance (SoC) from HKC, says the NGO Shipbreaking Platform (NSP), an international body for greener and safer ship dismantling practices.

The faster the country's shipbreaking yards turn green, the better will be their prospect of growth and, again, become a thriving industry as before

But unless, the shipbreaking yards get the necessary compliance certification from HKC, the local companies will not be able to import the scrap ships for recycling. Reports have it that local shipbreakers bought only 57 scrap ships between January and June of this year which is 36 per cent less than the number of end-of-life ships imported during the same period last year (2024) at 89. Such downturn is bad news not only for the local shipbreaking industry which once led the world with the highest number of scrap ship dismantled in 2021 at 254, it also means loss of livelihoods of those employed in this sector which according to an estimate numbered 40,000 workers and families dependent on them. The shipbreaking industry's decline is not a matter of highs and lows that happens in every type of business. On the contrary, it is a structural one, think some experts. Multiple global factors are also to blame for this including the Russia-Ukraine war that began in 2022 followed by the Red Sea crisis (starting in 2024) disrupting global shipping routes and supply chains.

All this has led to an emergency with the demand for additional shipping capacity. As a result, globally, the shipbreaking sector has fewer old ships earmarked for demolition. As expected, the global decline in the shipbreaking industry has threatened the viability of the domestic ship recycling sector, too. Some yards have reportedly shut down their operations. Under the prevailing circumstances, the government should expedite its work of issuing DASR (Document of Authorization to Conduct Ship Recycling (DASR), which is mandatory under HKC, to which Bangladesh is a party. Local industry insiders view the lack of DASR a barrier to their importing scrap hips for demolition. So, the faster the country's shipbreaking yards turn green, the better will be their prospect of growth and, again, become a thriving industry as before.

শোভন কাজ

কালের কণ্ঠ ঢাকা। রবিবার। ২৭ জুলাই ২০২৫

ভ্রমণ ভিসার আড়ালে মানবপাচার

মালয়েশিয়া

তৌফিক হাসান ▷

কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার বমুবিল ছড়ি ইউনিয়নের বাসিন্দা মোজাফফর আহমদ। কর্মী ভিসায় মালয়েশিয়ায় যেতে না পারলেও ভ্রমণ ভিসায় গিয়ে তিনি কর্মী হওয়ার সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন। তাই দালালের কথায় চার লাখ ৮০ হাজার টাকা দিয়ে চলতি বছরের ২৪ জানুয়ারি মালয়েশিয়ার উদ্দেশে রওনা হন। কিন্তু কাজ না পেয়ে উল্টো নির্যাতনের শিকার হয়ে আরো এক লাখ ২০ হাজার টাকা খরচ করে ১০ মে দেশে ফিরে আসেন তিনি।

কালের কণ্ঠকে মোজাফফর আহমদ বলেন, 'আমার এলাকা থেকে আগে এক লোক মালয়েশিয়া গিয়েছিল। সে আমাকে নানা ধরনের প্রলোভন দেখায়। তার প্রলোভনে পড়ে রাজি হয়ে যাই। সে আমাকে জানায়, ভ্রমণ ভিসায় যাওয়ার পর কর্মী ভিসা করে দেবে। এরপর সে আমার সঙ্গে চার লাখ ৮০ হাজার টাকায় চুক্তি করে। কথা ছিল, অর্ধেক টাকা প্রথমে দেব, বাকি অর্ধেক দেব কাজ শেষ হওয়ার পর। কিন্তু বিমানবন্দরে যেতেই আমার কাছ থেকে পুরো টাকা নিয়ে নেওয়া হয়।'

মোজাফফর কাঁদতে কাঁদতে আরো বলেন, 'মালয়েশিয়ায় নিয়ে কাজ তো দেয়ইনি, উল্টো নির্যাতন শুরু করে। নির্যাতন করে আর বলে বাসা থেকে টাকা নিয়ে আসতে। এভাবে আরো এক লাখ ২০ হাজার টাকা নেয়। পরে আমাকে পুলিশে দেয়। প্রায় তিন মাস জেল খাটার পর আমাকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়। আমি পুরো নিঃস্ব হয়ে গেছি। এখন কোনোমতে সংসার চালাচ্ছি আর দেনা শোধ করছি।'

শুধু মোজাফফর আহমদই নন, মালয়েশিয়ায় চাকরি দেওয়ার প্রলোভনে ভ্রমণ ভিসা দিয়ে দেশটিতে রীতিমতো মানবপাচার শুরু করেছে একটি চক্র। আর এতে নিঃস্ব হচ্ছে সাধারণ মানুষ। এ রকম মানবপাচারের শিকার হয়েছেন কয়েক হাজার বাংলাদেশি কর্মী। লাখ লাখ টাকা খরচ করে গিয়ে কাজ পাচ্ছেন না তাঁরা। উল্টো নির্যাতনের শিকার হয়ে সব হারিয়ে দেশে ফেরত আসতে হচ্ছে তাঁদের।

জানা যায়, দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে গত বছরের ৩১ মে বন্ধ হয়ে যায় মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার। এক বছরের বেশি সময় পার হলেও বাজারটি পুনরায় চালু করতে পারেনি বাংলাদেশ সরকার। এর ফলে অবৈধভাবেই দেশটিতে একটি চক্রের মাধ্যমে বহু কর্মীকে প্রবেশ করানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

তবে কতসংখ্যক কর্মী এখন পর্যন্ত এই মানবপাচারের শিকার হয়েছেন, তার সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও দেশটিতে বিভিন্ন সময়ে অভিযান পরিচালনা এবং বিমানবন্দর থেকে পাঠানোর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়,

অভিমত

মালয়েশিয়া গমন গন্তব্য নাকি গ্লানি?

আল আমিন নয়ন

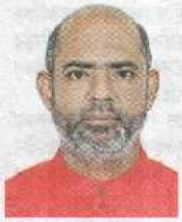

আল আমিন নয়ন

শ্রমবাজার বন্ধ, তবু বাড়ছে যাত্রা, প্রতিদিন ফেরত আসছেন শত শত প্রবাসপ্রত্যাশী; প্রশ্ন উঠছে রাষ্ট্রের প্রস্তুতি ও দায়িত্ব নিয়ে। মালয়েশিয়া সরকার যখন থেকেই শ্রমবাজার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন থেকেই বাংলাদেশি নাগরিকদের 'ভিজিট ভিসা'র মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় যাত্রার হার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। এসব যাত্রার বেশির ভাগই 'চাকরির সন্ধানে' হলেও বাস্তবতা হয়ে দাঁড়ায় হতাশা আর ফেরত আসার বেদনায়। প্রায় প্রতিদিনই মালয়েশিয়ার বিমানবন্দর থেকে বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা এখন এক নিয়মিত চিত্র।

P T O

ভ্রমণ ভিসার আড়ালে মানবপাচার

মাধ্যমে কর্মী পাঠানো। আরেকটি পথ হচ্ছে, মালয়েশিয়া সরকারকে বলে দেওয়া যে আমরা কোনো কর্মী পাঠাব না।'

বৈধভাবে শ্রমবাজার চালু না হলে এই ঘটনাগুলো চলমান থাকবে বলে জানান অভিবাসন বিশেষজ্ঞ ও রামরুর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপারসন ড. তাসনিম সিদ্দিকী। কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এ ঘটনাগুলো আমাদের বাজার বন্ধ থাকার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যদি বৈধভাবে শ্রমবাজার চালু না হয় তাহলে অবৈধভাবে এই ঘটনাগুলো চলতে থাকবে। আমাদের সরকার কিন্তু সর্বতোভাবে চেষ্টা করছে বাজারটা খুলতে। কিন্তু মালয়েশিয়া বাজার দুজন ব্যক্তি আর্টিফিশিয়ালি বন্ধ করে রেখেছেন। এই পরিস্থিতিতে আমাদের উচিত সব রাজনৈতিক দলের ভেতর একটি ঐকমত্য আনার চেষ্টা করা যে এই বাজার আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সবাই মিলে একত্রে চেষ্টা করি বাজারটি খোলার। এ রকম একটি জায়গায় যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই।'

৭ মাসে চার শতাধিক বাংলাদেশি ফেরত

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধ হওয়ার পর ভ্রমণ ভিসার আড়ালে অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে কর্মীরা যাচ্ছেন। এর ফলে বিভিন্ন সময় কর্মীরা গ্রেপ্তার হচ্ছেন এবং দেশে ফেরত আসতে বাধ্য হচ্ছেন। গ্রেপ্তার হওয়া ও ফেরত আসা কর্মীদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত সাত মাসে ৪২৬ জন বাংলাদেশি কর্মী ফেরত এসেছেন।

এই ৪২৬ জন বাংলাদেশি কর্মীর তথ্য যাচাই করে দেখা যায়, তাঁদের মধ্যে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরের বিমানবন্দর থেকেই ফেরত এসেছেন ৩৫৬ জন। আর এই সাত মাসের বিভিন্ন সময়ে গ্রেপ্তার হয়ে সাজা ভোগ করে ফেরত এসেছেন ৭০ জন বাংলাদেশি। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, এই ৭০ জনের কেউ কেউ জানুয়ারির আগেই মালয়েশিয়ায় প্রবেশ করেছেন। বাজার বন্ধ থাকলেও রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো কর্মীদের ভ্রমণ ভিসার নাম করে মালয়েশিয়া পাঠানোর চেষ্টা করছে।

বিমানবন্দর থেকেই ৩৫৬ বাংলাদেশি ফেরত

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধ হওয়ার পর ভ্রমণ ভিসার আড়ালে যাতে কেউ অবৈধভাবে মালয়েশিয়ায় প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন পুলিশ সতর্ক অবস্থান তৈরি করে। তাদের এই সতর্ক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের বিমানবন্দর পার করতে পারলেও বেশির ভাগ কর্মীকে মালয়েশিয়ার বিমানবন্দর পার করতে পারেনি। এর ফলে সাত মাসে অবৈধভাবে মালয়েশিয়া যাওয়া ৩৫৬ বাংলাদেশি বিমানবন্দর থেকেই ফেরত এসেছেন।

এই ৩৫৬ জন বাংলাদেশির মধ্যে গত ২৬ জানুয়ারি ছদ্মবেশে মালয়েশিয়ায় প্রবেশকালে কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আটক হন ১২ জন। এ সময় দেশটির ইমিগ্রেশন পুলিশ জানায়, আটক ১২ বাংলাদেশি মালয়েশিয়ান ফিশারিজ একাডেমির প্রশিক্ষণার্থী সেজে দেশটিতে প্রবেশের চেষ্টা করেন। তাঁরা একটি আমন্ত্রণপত্র প্রদর্শন করেন। যাচাই করে দেখা যায় আমন্ত্রণপত্রটি ভুয়া। এরপর তাঁদের আটক করে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

২৬ জানুয়ারির পর ২১ ফেব্রুয়ারি কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করায় ৬৮ জন বিদেশি নাগরিককে আটক করে মালয়েশিয়ার সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষা সংস্থা (একেপিএস)। তাদের মধ্যে ৪৫ জনই ছিলেন বাংলাদেশি। সে সময় একেপিএসের পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানানো হয়, আটক ব্যক্তিরা পর্যটক হিসেবে প্রবেশের দাবি করলেও তাঁরা ইমিগ্রেশন কাউন্টারের দিকে এগোননি। বরং বিমানবন্দরের খাবারের দোকান ও অন্যান্য জায়গায় ঘোরাফেরা করছিলেন এবং বিশেষ কারো জন্য অপেক্ষা করছিলেন বলে সন্দেহ করা হয়। পরে তাঁদের কেএলআইএ ইমিগ্রেশন অপারেশন অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। কাগজপত্র যাচাই-বাছাই শেষে তাঁদের আনুষ্ঠানিকভাবে মালয়েশিয়ায় প্রবেশের অনুমতি না দিয়ে নোটিশ টু লিভ (এনটিএল) দিয়ে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

২১ ফেব্রুয়ারির পর একই ঘটনা ঘটে গত ১৪ জুলাই। ওই দিন ৯৬ বাংলাদেশিকে কুয়ালালামপুর বিমানবন্দর থেকেই ফেরত পাঠায় মালয়েশিয়া ইমিগ্রেশন পুলিশ। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রয়োজনীয় শর্তাবলি পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় বিমানবন্দরের টার্মিনাল ১-এ মালয়েশিয়ান বর্ডার কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রটেকশন এজেন্সি তাঁদের দেশটিতে প্রবেশ করতে দেয়নি।

এ বিষয়ে বর্ডার কন্ট্রোল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সন্দেহজনক আবাসনের বুকিং, ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করতে ব্যর্থ হওয়া এবং মালয়েশিয়ায় থাকার জন্য পর্যাপ্ত তহবিল না থাকাসহ বিভিন্ন কারণে তাঁদের প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়েছে।

সর্বশেষ গত ২৫ জুলাই মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকেই ২০৩ জন বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠিয়েছে দেশটির ইমিগ্রেশন পুলিশ। অভিবাসন শর্ত পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁদের মালয়েশিয়ায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এ ছাড়া পর্যাপ্ত তহবিল না থাকা, আবাসনের বুকিং না থাকা এবং ভ্রমণের উদ্দেশ্য অস্পষ্ট থাকাকে এর প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাজা ভোগ করে ফেরত এসেছেন ৭০ জন বাংলাদেশি

ভ্রমণ ভিসায় অবৈধভাবে গিয়ে মালয়েশিয়ার বিমানবন্দর পার হলেও দেশটির ইমিগ্রেশন পুলিশের অভিযানে তিন শতাধিক বাংলাদেশি গ্রেপ্তার হয়েছেন। এর মধ্যে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ভোগ করে ৭০ জন বাংলাদেশি দেশে ফিরেছেন। এই ৭০ জনকে সাজা শেষেই মালয়েশিয়া সরকার দেশে পাঠিয়ে দেয়।

এই ৭০ জন বাংলাদেশির মধ্যে ২৩ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন মেয়াদের সাজা শেষে ২৮ জনকে দেশে ফেরত পাঠায় মালয়েশিয়া। দেশটির জোহর রাজ্যের অভিবাসন বিভাগ এক বিবৃতিতে বলে, মালয়েশিয়ার অভিবাসন আইন এবং অভিবাসন প্রবিধান ১৯৬৩-এর পাশাপাশি অন্যান্য এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি আইনের অধীনে বিভিন্ন অপরাধে সাজা পান এসব প্রবাসী। সাজা শেষে তাঁদের নিজ নিজ দেশের দূতাবাস থেকে নাগরিকত্ব যাচাই সম্পন্ন হওয়ার পর আকাশপথে নিজ খরচে দেশে ফেরত পাঠানো হয়। একই সঙ্গে তাঁরা যেন ফের মালয়েশিয়ায় প্রবেশ করতে না পারেন সে জন্য কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

২৩ ফেব্রুয়ারির পর ৬ মার্চ ১১ জন, ১২ মার্চ ৯ জন ও ২১ এপ্রিল ২২ জন বাংলাদেশি বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ভোগ করে দেশে ফেরত আসেন। তাঁদেরও কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

মালয়েশিয়া গমন

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

২০২৩ সালে মালয়েশিয়ার একটি গবেষণায় উল্লেখ করা হয়, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী দেশের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ। এই তথ্য শুধুই সংখ্যার খেলা নয়, বরং এটি আমাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদার প্রতিচ্ছবি। প্রশ্ন হলো, এটি কি আমাদের জন্য গর্বের বিষয়, নাকি গভীর লজ্জা ও ব্যর্থতার প্রতীক?

ঢাকা বিমানবন্দরেই প্রতিনিয়ত দেখা যায়, শত শত মানুষ মালয়েশিয়া গমনের অপেক্ষায়। তাঁরা বেশির ভাগই ভিজিট ভিসার মাধ্যমে পাড়ি জমানোর চেষ্টা করছেন, যাঁদের মধ্যে অনেকে প্রতারণার শিকার হন অথবা অন্ধ আশার পেছনে ছুটে পড়েন। অথচ এই পরিস্থিতি দীর্ঘদিন ধরেই চলমান। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, রাষ্ট্র এখনো কারণ বিশ্লেষণ করেছে কি? কার্যকর কোনো কৌশল গ্রহণ করেছে কি?

বিমানবন্দরে স্থাপিত প্রবাসী লাউঞ্জ কিংবা ওয়ানস্টপ ডেস্ক প্রবাসীদের স্বাগত জানাতে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন অবৈধ বিদেশ গমন রোধে সুনির্দিষ্ট ও কৌশলী পদক্ষেপ গ্রহণ। শুধু ফিরিয়ে দেওয়ার পরিসংখ্যান বাড়িয়ে নয়, বরং সোর্স লেভেলে প্রতারণা, দালালচক্র এবং ভিসা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত চক্রকে আইনের আওতায় এনে এই পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে হবে।

আমরা যদি সত্যিই প্রবাসীদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হই, তাহলে এখনই যে কাজগুলো করা প্রয়োজন, তা হলো : রুট পর্যায়ে সরকারি কাজের বিশ্লেষণ ও উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত, বিমানবন্দর ইমিগ্রেশন স্ক্রিনিংয়ে বিশেষায়িত টাস্কফোর্স গঠন, দালালচক্রের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি, সচেতনতামূলক প্রচারণা ও প্রবাসপ্রত্যাশীদের তথ্যভিত্তিক পরামর্শ প্রদান।

আজকের বৈশ্বিক বিশ্বে যখন অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব, তখন আমাদের গাফিলতির কারণে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হওয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

অতএব, আবারও বলতে হয়, যদি এখনই কঠোর না হই, তবে অচিরেই এই অপমানজনক চিত্র আরো গভীর সংকটে রূপ নেবে। এখন সময় দায়িত্বশীলতা দেখানোর, শুধু বিমানবন্দরে চোখ রাখলেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

লেখক : অভিবাসীকর্মী

MONDAY, JULY 28, 2025, SHRABAN 13, 1432

NEW AGE

An illogical govt move for pay increase in public sector

THE interim government's instituting a national pay commission to decide on an increase in the salary of public servants in six months has come as a surprise to economists, especially amidst a chronic revenue shortfall, growing government borrowing and increased inflation. The pay commission has come in less than a month after the interim government introduced a special financial incentive for employees and pensioners in the public sector on July 1. Employees from Grade 1 to 9 have been given a salary increase by 10 per cent and from Grade 10 to 20 by 15 per cent of the basic salary maturing every July 1. The government earlier in 2015 increased the salary of public servants by almost 100 per cent, which the White Paper on the State of the Bangladesh Economy, submitted to the government in December 2024, criticised, noting that it could be an attempt at appeasing the bureaucracy after the controversial holding of the 2014 national elections. The white paper also says that the salary increase, coupled with low revenue generation, has contributed to a growing public debt and rising interest payment on the loans.

Keeping to the practice of salary increase every 10 years, the interim government has instituted the pay commission for an increase in the salary of 1.8 million public servants, but the government does not seem to be lifting a finger for more than 8.5 million people employed in formal and informal sub-sectors in the private sector who have faced serious financial woes for more than three years because of the persistent high inflation. Whilst a former Bangladesh Bank governor says that a successful implementation of the pay commission recommendations would depend on a higher revenue mobilisation, the revenue board chair has said that they collected Tk 3681.77 billion in revenue in the 2025 financial year against the revised target of Tk 4635 billion. The former central bank governor, who was chair of the 2015 pay commission, says that the government borrowing has already become a headache, especially in maintaining fiscal spaces. Besides, about Tk 1,220 billion has been set aside for interest payment in the 2026 budget which will account for at least 15.44 per cent of the Tk 7,900 billion budget outlay, up from 14 per cent in the preceding budget. A growing public borrowing from the banking system has also crowded out the private sector, the prime source for job creation. The increased money supply would also have an inflationary pressure and the practice of increase in goods prices and house rent premised on the increase in public-sector pay would put people in the private sector in distress.

Whilst the government has many other chores to do to improve pay in the private sector, it appears that it needs to tread a tightrope in moving forward with the pay increase in the public sector.

DHAKA TUESDAY JULY 29, 2025
SRABAN 14, 1432 BS
The Daily Star

Domestic workers still 'invisible' in labour laws

Speakers tell conference; call for legal recognition, protections

STAFF CORRESPONDENT

While domestic workers support the country's economy and social structure, those who perform the duties remain excluded from formal labour protections and social entitlements, said speakers at a conference yesterday.

They called for legal recognition, social protection, and systemic reforms to ensure the rights and dignity of domestic workers.

The remarks came at "The Domestic Workers' Conference 2025", held at Parjatan Bhaban in the capital.

The event was organised by six organisations -- Bangladesh Nari Sramik Kendra (BNSK), AVAS, Shobujer Ovijan Foundation, SOHAY, Ashar Alo Society, and Oxfam -- in collaboration with Campaign for Popular Education (CAMPE).

Rasheda K Chowdhury, executive director of CAMPE, said domestic workers remain invisible in legal and policy frameworks.

RECOMMENDATIONS

- Recognise domestic workers under Labour Act
- Set up complaint desks at labour offices
- Ensure pensions, maternity benefits, welfare support
- Translate labour laws into accessible language
- Conduct survey to create domestic workers' database

"We must develop provisions for out-of court settlements under Section 124 of the Labour Law and set up complaint desks within labour departments. Their protection, dignity, and access to justice are not optional," she said.

CAMPE Deputy Director Tapon Kumar Dash, who moderated the opening session, said the movement for domestic workers' recognition has been ongoing for decades. "These demands are not new. What is new is our resolve to ensure that they are no longer ignored," he added.

Khadija Akter Antora, programme officer at Oxfam in Bangladesh, shared insights from the "Empowering Women through Civil Society Actors in Bangladesh (EWCSA)" project, which has supported over 45,000 informal workers, including 13,000 domestic workers.

She said the project aims to build leadership among informal workers and ensure their voices are heard in policy discussions

Domestic workers still 'invisible'

FROM PAGE 3

both nationally and globally.

She said advocacy efforts had led the Labour Reform Commission to include domestic workers in its draft recommendations.

They also called for a joint survey by the Bureau of Statistics and the Ministry of Labour to create a national database of domestic workers.

AHM Shafiquzzaman, secretary of the Ministry of Labour and Employment, said the draft law on domestic workers has been revised to remove exclusionary language.

He said the government would soon ratify ILO Conventions 155, 187, and 190, which focus on occupational safety and protection from gender-based violence.

Shireen Pervin Huq, founder of Naripokkho and head of Women's Affairs Reform Commission, shared a set of 433 policy proposals addressing women's labour rights.

These include full legal coverage for domestic and sex workers, increased access to daycare, and paid parental leave.

"This is a historic opportunity," she said. "Even during an interim government, reforms can proceed through a presidential ordinance."

At the conference, domestic worker leaders Feroza Begum and Ruma Akhter presented a joint declaration with several demands.

The demands included -- inclusion under the Labour Act with repeal of Section 49; ADR provisions under Section 124 and complaint desks at labour institutions; amendment of Section 332 to prevent abuse of women domestic workers; application of labour law in accessible language; national pensions, maternity benefits, and welfare coverage; education for children of domestic workers, including stipends and higher education access; low-cost housing and daycare services for working mothers; and legal recognition as employed women, with clear definitions of employers and contracts.

সমকাল
২৮ জুলাই ২০২৫ । ১৩ শ্রাবণ ১৪৩

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য নীতিমালা প্রত্যাখ্যান

■ সমকাল প্রতিবেদক

নির্বাচন কমিশনের জারি করা সাংবাদিক/গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য নীতিমালা, ২০২৫ প্রত্যাখ্যান করেছে রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি (আরএফইডি)। এটি সংশোধনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের অংশগ্রহণে যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত আলোচনার আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি। গতকাল রোববার এক বিবৃতিতে আরএফইডির সভাপতি কাজী জেবেল ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানী এ আহ্বান জানান।

তারা বলেন, এই নীতিমালা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও নাগরিকের নির্বাচনী তথ্য জানার অধিকারকে সংকুচিত করবে। নির্বাচনকেন্দ্রিক সংবাদ সংগ্রহে গণমাধ্যমকর্মীদের অবাধ চলাচল, পর্যবেক্ষণ ও তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এটি অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে। বিবৃতিতে বলা হয়, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা প্রণয়নে গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করাটা নির্বাচন কমিশনের গণতান্ত্রিক চর্চার পরিপন্থি। নীতিমালাতে সাংবাদিকদের নিরাপদ, স্বাধীন ও বাধাহীন কাজের পরিবেশ নিশ্চিতের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রেও অপ্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ আরোপ, সংবাদ সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটাবে।

নীতিমালায় বিগত নির্বাচন কমিশনগুলোর মতোই প্রিসাইডিং কর্মকর্তাকে অবহিত করে ছবি তোলা ও তথ্য সংগ্রহের শর্ত রাখা হয়েছে। বাস্তবতার নিরিখে এটি সাংবাদিকতার স্বাধীনতা ও গতি– উভয়ের সঙ্গেই

আরএফইডির বিবৃতি

সাংঘর্ষিক। যেমন, ভোট কারচুপির মতো গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎক্ষণিক বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অনুমতি সাপেক্ষে কী নিরপেক্ষ তথ্য সংগ্রহ আদৌ সম্ভব? এ ছাড়া একই ভোটকক্ষে একাধিক সাংবাদিকের প্রবেশ ও অনধিক ১০ মিনিট অবস্থানের ওপর নিষেধাজ্ঞা সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে এক অযৌক্তিক সীমাবদ্ধতা। এতে গণমাধ্যমকর্মীদের কার্যপরিধি সংকুচিত হবে এবং নির্বাচনী অনিয়মের স্বতঃস্ফূর্ত ও নির্ভরযোগ্য পর্যবেক্ষণ বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

নেতারা বলেন, নীতিমালায় সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হলেও, তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে বাধাদানকারী কোনো নির্বাচন কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য বা অন্য কারও বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে– সে বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই। এটি ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি। নীতিমালায় বলা হয়েছে, সাংবাদিকরা ভোটকক্ষে কোনো নির্বাচনী কর্মকর্তা, এজেন্ট বা ভোটারের সাক্ষাৎকার নিতে পারবেন না এবং ভোটকক্ষ থেকে সরাসরি সম্প্রচারও করা যাবে না। এটিও অবাধ তথ্যপ্রবাহ, জবাবদিহি ও নির্বাচনী অনিয়মের তাৎক্ষণিক চিত্র উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বড় বাধা। এ ধরনের বিধিনিষেধ সাংবাদিকতার মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থি। সাংবাদিকদের মোটরসাইকেল ব্যবহারের অনুমতি নীতিমালার একটি ইতিবাচক দিক হলেও আরএফইডির মতে, সামগ্রিক কাঠামোগত সীমাবদ্ধতাগুলোর তুলনায় এটি অপ্রতুল।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ৩১ জুলাই ২০২৫

মেঘনা থেকে শূন্য হাতে ফিরছেন জেলেরা

মিলছে না কাঙ্ক্ষিত ইলিশ
জেলেপল্লিতে অভাব-অনটন

সাঈদুল ইসলাম পাবেল, লক্ষ্মীপুর

ভরা মৌসুমেও লক্ষ্মীপুরের মেঘনায় জেলেদের জালে ধরা পড়ছে না কাঙ্ক্ষিত ইলিশ। সারাদিন নদীতে জাল ফেলে অনেকেই ফিরছেন শূন্যহাতে। মাছ না পাওয়ায় আর্থিক সংকটে পড়েছে অর্ধলক্ষাধিক জেলে পরিবার। তাদের মধ্যে বিরাজ করছে হতাশা। ইলিশ সরবরাহ কম থাকায় অলস সময় পার করছেন আড়তের লোকজন। আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন মৎস্য ব্যবসায়ী-আড়তদাররা।

জানা যায়, লক্ষ্মীপুরে রয়েছেন প্রায় ৬৫ হাজার জেলে। এর মধ্যে নিবন্ধিত ৪৬ হাজার ৬৭ জন। জেলেরা জানান, ইলিশের এখন ভরা মৌসুম। জাল ভরে উঠে আসা কথা রুপালি ইলিশ। একটি নৌকায় ১০-১২ জন নদীতে সারাদিন জাল টেনে ফিরছেন প্রায় খালি হাতে। মাছ যা ধরা পড়ছে তাতে খরচের টাকাও উঠছে না। অর্থ সংকটে পরিবারের মুখে দু-মুঠো খাবার তুলে দিতেও হিমশিম খেতে হচ্ছে।

কমলনগর উপজেলার মতিরহাটের জেলে রুবেল বলেন, নদীতে এখন ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে না। আগে এ সময়ে জালে প্রচুর ইলিশ ধরা পড়ত। নদীতে মাছ না পাওয়ায় সংসার চালাতে খুব কষ্ট হচ্ছে। তিনি জানান, একেকবার নদীতে যেতে ৪-৫ হাজার টাকা খরচ হয়। নদী থেকে ফিরে মাছ বিক্রি করতে পারেন ১৫০০-২০০০ টাকার। এ নিয়ে মহাজনের দেনাই শোধ করতে পাচ্ছেন না। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেন বলেন, সমুদ্রে ধরা পড়লেও জলবায়ু পরিবর্তন, নাব্য সংকট ও পর্যাপ্ত বৃষ্টির অভাবে লক্ষ্মীপুরের মেঘনায় মিলছে না রুপালি ইলিশ। পর্যাপ্ত বৃষ্টি হলে আগামী মাসের শেষদিকে জেলেদের জালে ইলিশ ধরা পড়বে আশা এ কর্মকর্তার।

বণিক বার্তা
বুধবার, জুলাই ২, ২০২৫

কঠিন হচ্ছে সৌদির শ্রমবাজার

কর্মী ভিসা পেতে লাগবে পেশাগত দক্ষতার সনদ

শফিকুল ইসলাম

বর্তমানে গৃহকর্মী ছাড়া সৌদি আরবের সব শ্রেণীর কর্মী ভিসার জন্য পেশাগত দক্ষতার সনদ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এজন্য অনলাইনে পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০ ডলার জমা দিতে হচ্ছে। তবে একাধিকবার পরীক্ষা দিয়েও অনেকে সনদ পাচ্ছেন না। এতে করে কর্মীদের যেমন আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে, দীর্ঘসূত্রতাও বেড়েছে। এর ফলে বড় ক্ষতির মুখে পড়তে পারে মধ্যপ্রাচ্যের এ শ্রমবাজার

মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার এখন সৌদি আরব। গত পাঁচ মাসে বাংলাদেশ থেকে কাজের খোঁজে বিদেশে যাওয়া কর্মীর ৭১ শতাংশই গেছেন সৌদি আরবে। তবে হঠাৎ করেই সৌদি আরবের দূতাবাস কর্মীদের ভিসা অনুমোদনে পেশাগত দক্ষতার সনদ বাধ্যতামূলক করেছে। এ সনদ ছাড়া ভিসার অনুমোদন দিচ্ছে না তারা। ফলে ভিসা পেতে তৈরি হয়েছে জটিলতা। বাড়ছে অভিবাসন ব্যয়।

অভিবাসন-সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বর্তমানে গৃহকর্মী ছাড়া সব শ্রেণীর ভিসার জন্য এ সনদ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অনলাইনে পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০ মার্কিন ডলার জমা দিতে হচ্ছে। আবার দুবার পরীক্ষা দিয়েও অনেকে সনদ পাচ্ছেন না। এতে কর্মীদের যেমন আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে, দীর্ঘসূত্রতাও বেড়েছে। এর ফলে বড় ক্ষতির মুখে পড়তে পারে মধ্যপ্রাচ্যের এ শ্রমবাজার।

জানা গেছে, ২০২৩ সালে সৌদি আরবের মানবসম্পদ ও সামাজিক উন্নয়ন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ থেকে দক্ষ কর্মী নিয়োগের লক্ষ্যে একটি দক্ষতা যাচাই কর্মসূচি (স্কিল ভেরিফিকেশন প্রোগ্রাম) শুরু করে। এতে অংশ নিলেই মেলে পেশাগত দক্ষতার সনদ। এতদিন এ সনদ ছাড়াই ভিসা পেতেন কর্মীরা। কিন্তু গত ১৯ জুন থেকে এ সনদ ছাড়া কোনো ভিসার অনুমোদন দিচ্ছে না দূতাবাস। শুরুতে সৌদি সরকার পাঁচটি খাতে দক্ষতা পরীক্ষার সনদ বাধ্যতামূলক করেছিল। বর্তমানে ৩৩টি খাতের জন্য কর্মীদের সনদের প্রয়োজন হবে।

২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে দক্ষতা যাচাই কর্মসূচি চালু করার আগে সৌদি সরকার অনুমোদিত সংস্থা 'তাকামল' এবং বিএমইটির মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়। এর অংশ হিসেবে কর্মীদের নিবন্ধনের পর অনলাইন পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করে একটি সনদ অর্জন করতে হবে। এজন্য ৫০ ডলার নিবন্ধন ফি দিতে হবে। এ পরীক্ষায় একাধিকবার অংশগ্রহণ করা যাবে এবং প্রাপ্ত সনদ পাঁচ বছরের জন্য বৈধ থাকবে। তখন বলা হয়েছিল যে কর্মীদের পরীক্ষার নিবন্ধনের জন্য কোনো অর্থ দিতে হবে না। তাকামল ৫০ ডলার খরচ বহন করবে।

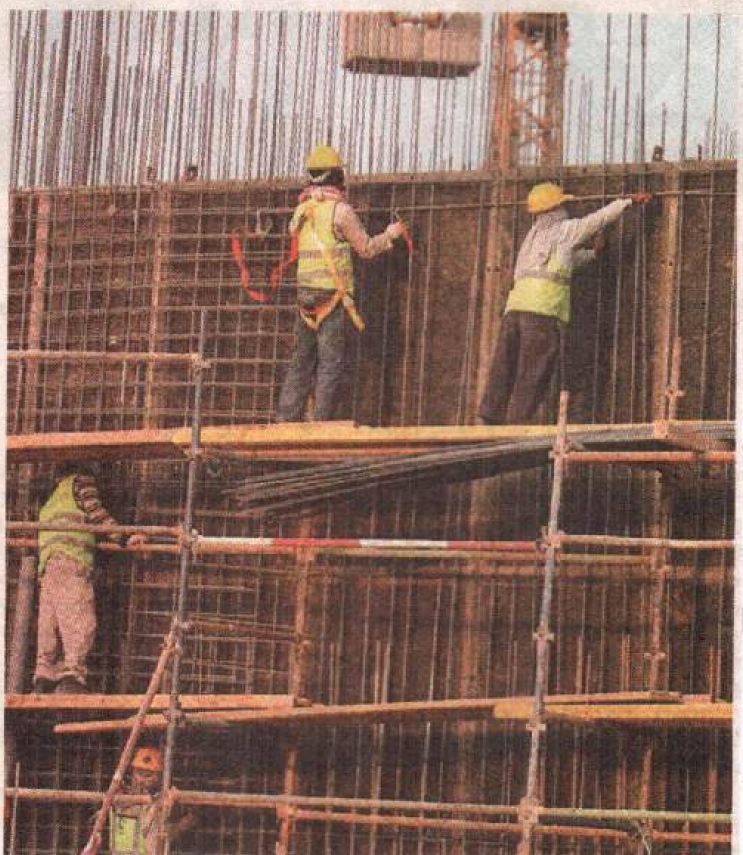

রিয়াদে একটি নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করছেন প্রবাসী শ্রমিকরা ছবি: রয়টার্স

কর্মী ভিসা পেতে লাগবে

শেষ পৃষ্ঠার পর

তবে জানা গেছে, এ খরচ বর্তমানে সৌদি অভিবাসী কর্মীরা নিজেরাই বহন করছেন। ফি জমা দিয়ে অনলাইন নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হচ্ছে। এরপর নির্ধারিত সময়ে তাকামল অথরাইজড টেস্ট সেন্টার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (টিটিসি) অনলাইনে পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দুই ভাগে পরীক্ষাটি সম্পন্ন হয়। তাত্ত্বিক পরীক্ষা অনলাইনে সম্পন্ন হয়। যেখানে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা, শিল্প বিধি, মৌলিক কাজের দক্ষতা বিষয়ে মূল্যায়ন করা হয়। এছাড়া ব্যবহারিক পরীক্ষায় কারিগরি দক্ষতা মূল্যায়ন করা হয়।

বরিশাল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (টিটিসি) অধ্যক্ষ প্রকৌশলী মো. গোলাম কবির *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'টিটিসি শুধু পরীক্ষার কেন্দ্র। এখানে অনলাইনে নির্ধারিত থিওরি পরীক্ষা হয়। আর একটি অংশে ব্যবহারিক পরীক্ষা হয়। তবে সবকিছুর মূল্যায়ন করে সৌদি আরবের এজেন্ট তাকামল ওয়েবসাইটে সনদ দেয়। তারাই সবকিছুর মূল্যায়ন করে, এখানে কেউ অকৃতকার্য হলে বা সনদ না পেলে আমাদের কিছু করার নেই।'

বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) সূত্র জানা গেছে, সৌদি আরবে শ্রমিকরা ক্রমাগত প্রতারণার শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। অনেক কর্মী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চাকরি পান না। অনেকে কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই এজেন্টদের মাধ্যমে দেশ ছেড়ে চলে যান। দক্ষতার সনদ থাকলে কাজ পাওয়া যেমন সহজ হয়, তেমনি শ্রমিকদের বেতনও প্রায় দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

জনশক্তি রফতানিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজের (বায়রা) মহাসচিব আলী হায়দার চৌধুরী *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'বর্তমানে সৌদি আরবের শ্রমবাজারটি চালু আছে। সবচেয়ে বেশি কর্মী যাচ্ছে সেখানে। গত তিন সপ্তাহে কোনো ভিসা হয়নি। ঈদের পর থেকে হঠাৎ করে তাকামল সনদ ছাড়া সৌদি দূতাবাস কোনো ভিসা দিচ্ছে না। তারা জেনারেল লেবারদেরও সার্টিফিকেটের অধীনে নিয়ে এসেছে। তাদেরও কম্পিউটার টেস্ট দিতে হচ্ছে। ৫০ ডলার খরচ করে রেজিস্ট্রেশন করে একবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে আবার ৫০ ডলার দিয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাস করে সনদ নিতে হবে। আমি যাদের ফলাফল পাচ্ছি অনেককেই ফেল করাচ্ছে। একজন ক্লিনার, লেবারকে কম্পিউটারে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। তারা এগুলোয় অভ্যস্ত না। সময় লাগবে। সরকার পদক্ষেপ না নিলে সৌদির শ্রমবাজারও বড় ক্ষতির মুখে পড়বে।'

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১৯ আষাঢ় ১৪৩২
Dhaka : Thursday 3 July 2025

সংবাদ

e-mail : sangbadecc

প্রবাসী আয়ে রেকর্ড, রপ্তানিতে বড় প্রবৃদ্ধি

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিদেশ থেকে রেকর্ড পরিমাণ অর্থ পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। আগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় সাড়ে ৬ বিলিয়ন বা ২৭ শতাংশ বেশি রেমিট্যান্স তথা প্রবাসী আয় পাঠিয়েছেন তারা। অন্যদিকে বিদায়ী অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে রপ্তানি আয়ে ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। রপ্তানি ও প্রবাসী আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে ডলার-সংকট কেটে গেছে, বদৌলতে বাংলাদেশ ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বা মজুত বেড়েছে। পাশাপাশি দেশের লেনদেন ভারসাম্যের চিত্রও বদলে গেছে। চলতি হিসাবে বড় ধরনের যে ঘাটতি ছিল, তার অনেকটাই কমে এসেছে, যা স্বস্তি দিচ্ছে বৈদেশিক বাণিজ্যে। এ ছাড়া ডলারের বাজার স্থিতিশীল হওয়ায় আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতি আটকে গেছে।

এদিকে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে তথা ব্যাংকগুলোতে ডলার এখন ১২৩ টাকার মধ্যে লেনদেন হচ্ছে। আমদানিতেও ডলারের একই দাম পড়ে বলে জানা গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, সদ্য সমাপ্ত জুন মাসে প্রায় ২ দশমিক ৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে। এর মধ্যে শেষ দিনে (৩০ জুন) এসেছে ১১ দশমিক ৩ মিলিয়ন। আগের অর্থবছরের জুনে এসেছিল ২ দশমিক ৫৪ বিলিয়ন ডলার। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে সব মিলিয়ে প্রায় ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে। দেশের ইতিহাসে এর আগে কোনো অর্থবছরে এত প্রবাসী আয় আসেনি। এই আয় আগের অর্থবছরের ২৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলারের চেয়ে ৬ দশমিক ৪২ বিলিয়ন ডলার বা ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি। এর আগে ২০২০-২১ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছিল ২৪ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলার।

ডলারের বাজার স্থিতিশীল হওয়ায় আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতি স্থিতিশীল হয়ে উঠেছে। বৈদেশিক মুদ্রাবাজারেও স্বস্তি ফিরে এসেছে।

এদিকে গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট,

আগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় সাড়ে ৬ বিলিয়ন বা ২৭ শতাংশ বেশি রেমিট্যান্স তথা প্রবাসী আয় পাঠিয়েছেন তারা। অন্যদিকে বিদায়ী অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে রপ্তানি আয়ে ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে

ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক, ভারতের বিধিনিষেধসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মধ্যেও দেশের পণ্য রপ্তানি ইতিবাচক ধারায় আছে। গত মে মাসে ৪ দশমিক ৭৪ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা আগের বছরের একই মাসের তুলনায় ১১ দশমিক ৪৫ শতাংশ বেশি। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) তথ্য দেখা যায়, বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে (জুলাই-মে) মোট ৪৪ দশমিক ৯৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ১০ দশমিক ২০ শতাংশ বেশি। বিদায়ী অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসের মধ্যে ৭ মাসেই ৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়।

এদিকে প্রবাসী আয় ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ডলারের বাজার স্থিতিশীল হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) ঋণ ছাড়ের ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার মজুত বা রিজার্ভ ৩১ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। বিদায়ী অর্থবছরের শেষ দিনে গত সোমবার রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়ায় ৩১ দশমিক ৬৮ বিলিয়ন ডলার। আইএমএফের হিসাবপদ্ধতি বিপিএম ৬ মান অনুযায়ী, রিজার্ভ অবশ্য ২৬ দশমিক ৬৬ বিলিয়ন ডলার।

ব্যাংক খাত-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, প্রবাসী আয়ে উচ্চহারের প্রবৃদ্ধি দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বা মজুতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এতে মুদ্রাবাজারে ডলারের ওপর চাপ কমেছে। অবৈধ পথে অর্থ পাঠানোর বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর পদক্ষেপ এবং বৈধ পথে প্রবাসী আয় পাঠানোকে উৎসাহিত করতে নানা প্রণোদনা প্রবাসী আয়ের প্রবৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখছে।

এদিকে ডলারের সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের লেনদেন ভারসাম্যে উন্নতি ঘটেছে। তাতে চলতি হিসাবের ঘাটতি কমেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে চলতি হিসাবে ঘাটতি ছিল ৬ দশমিক শূন্য ২ বিলিয়ন ডলার, যা বিদায়ী অর্থবছরের একই সময়ে কমে হয়েছে ১ দশমিক ৩৯ বিলিয়ন ডলার। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে লেনদেনের ভারসাম্যে ৫ দশমিক ৫৯ বিলিয়ন ডলার ঘাটতি ছিল, যা বিদায়ী অর্থবছরের একই সময়ে কমে হয়েছে দশমিক ৬৫ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলেন, 'গত কয়েক মাসে বিদেশি সব বকেয়া দেনা পরিশোধ হয়ে গেছে। লেনদেনের ভারসাম্যে উন্নতি হওয়ায় ডলারের ওপর চাপ কেটে গেছে। বাংলাদেশের প্রতি বিদেশি ব্যাংকগুলোর আস্থা ফিরে এসেছে, যা বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে স্বস্তি ফিরিয়ে এনে দিয়েছে।'

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ৩ জুলাই ২০২৫,

দুর্নীতি করতে জনশক্তি পাঠানোর প্রক্রিয়া জটিল করা হয়

সেমিনারে প্রবাসীকল্যাণ উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

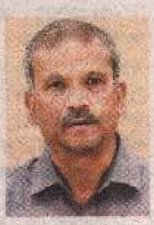

আসিফ নজরুল

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেছেন, বিদেশের শ্রমবাজারে জনশক্তি পাঠানোর সরকারি প্রক্রিয়া জটিল ও দীর্ঘ। কিছু লোককে চাকরি দিতে আর দুর্নীতি করতে এমন প্রক্রিয়াগুলো রাখা হয়। প্রক্রিয়া সাধারণ করলে দুর্নীতি হবে না, অপচয়ও থাকে না।

গতকাল বুধবার দুপুরে 'জাপানে নতুন শ্রমবাজার: কর্মী প্রেরণের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এ কথা বলেন। রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এ সেমিনারের আয়োজন করে।

আসিফ নজরুল বলেন, 'সরকারি কাজে ১০-১২টি সিগনেচার (স্বাক্ষর) লাগে। কোনো দরকারই নেই। খামাখা মানুষকে সিগনেচার দেওয়ার জন্য চাকরি দেওয়া হয়েছে।'

জাপানে জনশক্তি পাঠাতে দরকারে দেশে কোনো দাপ্তরিক প্রক্রিয়া রাখবেন না ঘোষণা দিয়ে উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, 'সিঙ্গাপুরে লোক পাঠানোর ক্ষেত্রে অনেক দুর্বলতা ছিল। দেশটি তথ্যপ্রযুক্তির দেশ, সবকিছু রেকর্ড রয়েছে। সেখানে পাঠাতে এই দেশ থেকে এত যাচাই-বাছাইয়ের কী আছে? কথা দিচ্ছি, জাপানের ক্ষেত্রেও সবার মতামত ও পরামর্শ নিয়ে যত সাধারণ করা যায়, সেই চেষ্টা করা হবে। দরকার হলে কোনো প্রক্রিয়া রাখা হবে না। যা করার জাপানিরা করবেন।'

ভাষা ও পেশাগত দক্ষতা না থাকায় চাহিদা অনুযায়ী জাপানে লোক পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না জানিয়ে আসিফ নজরুল বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যেতে কোনো দক্ষতা লাগে না, এমনকি ভাষাও জানা লাগে না। জাপানে যেতে ভাষাগত ও কাজের দক্ষতা—দুটিই লাগে।

শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সরকারের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বলেন, 'চিন্তা করছি, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের (পিপিপি) দিকে যাব।'

অল্প কিছু শ্রমিকের অপকর্ম, সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অনেক দেশে লোক পাঠানো বন্ধ হয়েছে বলে জানান উপদেষ্টা। আসিফ নজরুল বলেন, শুনেছেন, অনেক দেশে নিয়মিত ঘোষণা দিয়ে সিলেট-ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষ মারামারি করে।

সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী বলেন, বিভিন্ন সমস্যা ও পরিকল্পনা নিয়ে কী করা হচ্ছে, কী হয়েছে, পরিকল্পনায় কী আছে, কী করা হবে—এগুলো বলা হয়। জনশক্তি রপ্তানিতে সমঝোতা চুক্তি আগেও অনেকবার হয়েছে। কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের ভেতরেই অন্যভাবে কীভাবে কাজ করা যায়, তা ভাবতে হবে।

উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, 'প্রথম সমস্যা হচ্ছে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। এর আগে সরকারের দায়বদ্ধতার অভাব। কাজের ব্যর্থতার জন্য খুব একটা লজ্জাবোধ আমাদের হয় না। কাজ করে ব্যর্থ হলে কোনো পরিণতি দেখা যায় না।'

সেমিনারে 'জাপানে কর্মী পাঠানোর সুযোগ, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়' বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন আইএলওর পলিসি অ্যাডভাইজার জিয়া হাসান। তিনি বলেন, করোনার পর থেকে নেপাল প্রতিবছর জাপানে জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি করছে। যেখানে এখন বাংলাদেশ থেকে বছরে ৪-৫ হাজার লোক যান, সেখানে নেপাল থেকে যাচ্ছেন ৫০ হাজারের বেশি। আগামী পাঁচ বছরে জাপানে ১৬টি বিশেষ কাজে দক্ষ, এমন সোয়া আট লাখ শ্রমিকের চাহিদা রয়েছে।

সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে আইওএম বাংলাদেশ মিশনের প্রধান ল্যান্স বোনো, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়াসহ বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সির মালিক ও প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

THURSDAY JULY 3, 2025
ASHAR 19, 1432 BS
The Daily Star

Malaysia may recruit up to 40k workers next year

Says Asif Nazrul

STAFF CORRESPONDENT

Malaysia is expected to recruit a maximum of 30,000 to 40,000 workers from Bangladesh over the next year, said Asif Nazrul, adviser to the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment.

He made the remark yesterday at a seminar titled "Japan's Labour Market: Opportunities and Challenges", organised by the ministry at the International Mother Language Institute in Dhaka.

"There is a lot of hype that Malaysia will take 1 to 1.2 million workers from Bangladesh. I've just returned from there. In reality, Malaysia will take no more than 30,000 to 40,000 workers over the next year," said Nazrul.

"The previous government had signed an agreement with Malaysia under which they agreed to provide a list of recruiting agencies, and Malaysia would select from them. This is a formal agreement between the two parties -- what we call a 'syndicate'. Now that we've taken over, everyone is saying the syndicate system must be abolished," said the adviser.

"But to do that, we need to amend the agreement. We can't force Malaysia to change it. If they refuse, we have two options: follow their terms and send workers through 25, 50, or 100 agencies, or stop sending workers altogether," he said.

"If I send workers through the existing syndicate, I'll be accused

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

NEW AGE JULY 1, 2025,

Apparel exports to US rise to $7.3b in a decade

United News of Bangladesh · Dhaka

BANGLADESH'S apparel export to the USA market increased to $ 7.34 billion from $ 5.4 billion in a decade, according to the US Government Office of Textiles and Apparel (OTEXA).

The report revealed, apparel imports from Bangladesh to the USA in 2015 were valued at $ 5.40 billion, rising to $ 7.34 billion by 2024, reflecting a notable 35.94 percent growth over the same period.

While experiencing a positive trajectory until 2019, the emergence of Covid led to an 11.76 per cent decline in 2020 ($5.92 billion was in 2019 and $5.22 billion was in 2020).

Since 2020, Bangladesh has shown impressive growth at 40.45 per cent, surpassing the USA's growth rate of 23.72 per cent, according to the report.

The OTEXA stated that in 2015, apparel imports to the USA totalled $85.16 billion, decreasing to $79.26 billion by 2024, marking a 6.94 per cent decline over the decade.

The trend was consistently positive until 2019, but with the onset of Covid, a significant 23.47 per cent drop was observed in 2020 ($83.70 billion was in 2019 and $64.06 billion was in 2020).

Despite the USA showing signs of recovery post-COVID, the economic downturn was substantial, failing to meet the import of 2015 even in 2024.

During US recessions, consumer spending reductions notably impact clothing expenditures, reflecting broader economic shifts impacting the apparel market.

With the USA retail sector heavily reliant on imports (comprising 95 percent of the industry), challenges such as high tariffs (averaging 18.5 per cent pre-Trump era), escalating freight costs, and short apparel market lifespans have hindered integration into supply chains.

Malaysia may recruit up to 40k workers

of being a part of it. But if I don't send anyone, 40,000 workers will miss out, and Malaysia will remember that. This could affect up to two lakh families in the long run," he added.

JAPAN LABOUR MARKET

Speaking about Japan, the adviser said there is a strong demand for workers, but Bangladesh currently lacks the skilled workforce to meet that demand.

"We have unskilled workers, many of whom are learning Japanese, but they are not yet fully prepared. The solution is to upskill them according to Japan's needs," he said.

"We have established a 'Japan Cell' with plans for a dedicated website," he added.

"In the case of Japan, we are removing all intermediary processes on our end. We are also considering public-private partnerships to train workers," said Nazrul.

"We're asking Japanese entrepreneurs to take over our Technical Training Centers (TTCs) -- bring their experts and train our workers. We're ready to hand over entire TTCs. We've already handed over the Manohardi TTC to be redesigned according to their requirements," he said, adding that another model involves working with different non-government organisations.

FAKE DOCUMENTS CAUSING VISA ISSUES

At the event, Lutfor Siddique, chief adviser's special envoy on international affairs, said fake certificates and bank statements are a major reason behind visa complications for Bangladeshi migrants.

"Many of our workers think going abroad is the only goal, even if it means using fake documents and lacking proper skills. This mindset is creating visa issues in many countries," he said.

"Getting a visa appointment for Japan is now extremely difficult, largely due to the submission of forged certificates and fake bank statements. There must be legal consequences for such actions," Siddique added.

যুগান্তর | শনিবার ৫ জুলাই ২০২৫
২১ আষাঢ় ১৪৩২

লোকসানে একে একে বন্ধ হচ্ছে কারখানা

এম এ আলিম রিপন, সুজানগর

কয়েক বছর আগেও ভোরের আলো ফুটতেই তাঁতের খটখট শব্দে মুখরিত হতো পাবনার সুজানগর উপজেলার কুড়িপাড়া দুলাই, সাগরকান্দি, গোয়ারিয়া, কাঁচুরী, আহম্মদপুর, ভাটপাড়া, নিশ্চিন্তপুর, চলনা, গোপালপুর, ঘোড়াদহ, মানিকহীর, রাধানগরসহ উপজেলার অন্যান্য এলাকার তাঁতপল্লিগুলো। কিন্তু দফায় দফায় তাঁত কাপড়ের কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন খরচ তুলতে পারছে না প্রান্তিক তাঁতিরা। সারা দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে অব্যাহত লোকসানে দুর্দিন নেমে এসেছে উপজেলার তাঁতিদের। টিকতে না পেরে অনেকে ছেড়েছেন এই পেশা। উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় লোকসানে পড়েছেন তারা। একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাঁতের কাজ। অনেকেই এ পেশা ছেড়েছেন। আবার বাপ-দাদার পেশা বলে অনেকেই এটি আগলে ধরে আছেন। সুতা-রঙসহ আনুষঙ্গিক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি ও আধুনিক পোশাক কারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকাই চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের। তাঁতের সঙ্গে সম্পৃক্ত পরিবারগুলো বর্তমানে মানবেতর জীবনযাপন করছে।

সুজানগরে তাঁত শিল্পের দুর্দিন

সুজানগর উপজেলার পাওয়ারলুম মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান রোকন শুক্রবার যুগান্তরকে জানান, সুজানগর উপজেলার ৭ হাজার ২০০ তাঁতের মধ্যে কাঁচামালের দাম বাড়ার কারণে এরই মধ্যে প্রায় অর্ধেক তাঁতই বন্ধ হয়ে গেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে বাকি তাঁতগুলো যে কোনো সময় বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। উপজেলার তাঁতসমৃদ্ধ এলাকা কুড়িপাড়ায় ৩ হাজার তাঁতের মধ্যে এখন মাত্র দেড় থেকে ২ হাজারের মতো তাঁত চলছে। অধিকাংশ প্রান্তিক তাঁতি ইতোমধ্যে তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছেন। বড় ব্যবসায়ীরা অর্ধেকের বেশি তাঁত বন্ধ রেখে কোনোরকম তাদের কারখানা চালু রেখেছেন।

উপজেলার মেসার্স মোল্লা কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক মো. ফজলুল হক মোল্লা বলেন, সুতা, রং, কেমিক্যালসহ তাঁতবস্ত্র উৎপাদনের সব উপকরণের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধিতে উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে। যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে সেই অনুযায়ী উৎপাদিত কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি পায়নি। সেই সঙ্গে বেড়েছে ব্যাংক লোনের সুদহার।

কথা হয় কুড়িপাড়া গ্রামের আবু হানিফ সরকারের সঙ্গে। তিনি বলেন, এটা আমার বাপ-দাদার পেশা। ছাড়তে না পারলেও লোকসান ঠিকই গুনতে হচ্ছে। আমাদের দিকে সরকারের সুদৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আহম্মদপুরের নারী তাঁত শ্রমিক আলেয়া খাতুন বলেন, আমাদের মজুরি কম, কোনো বোনাসও নেই। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তাঁতের কাজ করি। তাঁত পণ্যের দাম কম হওয়ায় পরিবার-পরিজন নিয়ে আমরা ভালো নেই।

তাঁত মালিক আফজাল হোসেন সরকার জানান, কারখানা চালিয়ে তাকে তিন দফায় লোকসানের সম্মুখীন হতে হয়েছে। চড়া দামে সুতা ও রং কিনে কাপড় তৈরি করে লোকসান দিয়ে বাজারে বিক্রি করতে হয়েছে। একই সঙ্গে লোনের কিস্তি পরিশোধ করতে হয়। সেই কারণে কারখানা বিক্রি করে লোন পরিশোধের পাশাপাশি নতুন ব্যবসার চেষ্টা করছি। মানিকহীর গ্রামের হাবিবুল্লাহ জানান, বর্তমানে প্রতি পাউন্ড ৮০ কাউন্ট সুতা বিক্রি হচ্ছে ২৮০ থেকে ৩০০ টাকা। অথচ কয়েক মাস আগে এই সুতার দাম ছিল মাত্র ১৭০ থেকে ১৯০ টাকা। সুতার দামের পাশাপাশি রঙের দাম বেড়েছে প্রায় দিগুণ। ২০০০ টাকার ইন্ডিয়ান রং এখন ৫ হাজার টাকা কেজি দরে কিনতে হচ্ছে। ৬০০ টাকার মাকু এখন ২ হাজার টাকা এবং ৭০০ টাকার সানা এখন ১৫০০ টাকায় কিনতে হচ্ছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মীর রাশেদুজ্জামান রাশেদ জানান, তাঁত শিল্প আমাদের একটা অন্যতম ঐতিহ্য। অনেক তাঁত শিল্পী রয়েছেন যারা খুব সুন্দর পণ্য তৈরি করছেন। এ তাঁত শিল্পের সঙ্গে জড়িতদের সমস্যাগুলো সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করবেন বলে জানান তিনি।

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ২১ জুলাই ২০২৫।

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ২১ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

যুক্তরাষ্ট্রে সামগ্রিক তৈরি পোশাক আমদানিতে ৭.০৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলেও বাংলাদেশ থেকে দেশটিতে পোশাক রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হয়েছে চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে। এ প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশগুলোর চেয়ে অনেক ভালো।

চলতি বছরের গত জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৩.৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২১.৬০ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের মোট পোশাক আমদানির প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৭.০৬ শতাংশ, যার পরিমাণ ৩১.৭০ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশের এই প্রবৃদ্ধির বিপরীতে চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি ১০.০২ শতাংশ কমে গেছে। অন্যদিকে ভারত ১৬.৯৬ শতাংশ, পাকিস্তান ২১.৫৮ শতাংশ, ভিয়েতনাম ১৬.৩৩ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়া ১৩.৫৫ শতাংশ এবং কম্বোডিয়া ১৭.৬৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে।

তবে ইউনিটপ্রতি মূল্যের দিক দিয়ে বাংলাদেশ খুব বেশি সুবিধা করতে পারেনি। বাংলাদেশের ইউনিট মূল্য বেড়েছে মাত্র ০.৪৭ শতাংশ। বিপরীতে ভিয়েতনাম ৩.৪৭ শতাংশ ইউনিট মূল্যে প্রবৃদ্ধি দেখিয়েছে। চীন ০.৯৩ শতাংশ, পাকিস্তান ৩.২৪ শতাংশ এবং কম্বোডিয়া ৪.১৯ শতাংশ হারে ইউনিট মূল্যে পিছিয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, 'রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য বৃদ্ধি অবশ্যই ইতিবাচক খবর। তবে ইউনিট মূল্যে স্থবিরতা বা পতন আমাদের জন্য একটি সতর্কবার্তা। ক্রেতারা এখনো দামে বেশ সংবেদনশীল এবং মূল্য প্রতিযোগিতার কারণে আমরা বেশির ভাগ সময়েই ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে পারছি না। ভিয়েতনাম যেভাবে ইউনিট মূল্যে এগিয়ে আছে, তা আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। বাংলাদেশকে এখন শুধু পরিমাণ নয়, মান ও মূল্য সংযোজনেও আরো মনোযোগী হতে হবে, না হলে দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা কঠিন হবে।'

'আমাদের পণ্যের বৈচিত্র্য এবং কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতামূলক মূল্য ধরে রেখেই রপ্তানি বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। কারণ আমাদের উৎপাদনদক্ষতা, পরিবেশবান্ধব কারখানা এবং সময়মতো ডেলিভারির ফলে ক্রেতারা আমাদের প্রতি আস্থা রেখেছে' বলে মন্তব্য করেন স্নোটেক্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এম খালেদ।

তিনি বলেন, 'আমরা এখন অ্যাক্টিভওয়্যার, স্পোর্টসওয়্যার এবং আউটারওয়্যারের মতো নতুন ধরনের পণ্যে দক্ষতা অর্জন করেছি। বর্তমানে আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন প্রযুক্তি গ্রহণে বিনিয়োগ বাড়ানো। শুধু আধুনিক যন্ত্রপাতি আনা নয়, সেই সঙ্গে আমাদের শ্রমিকদের আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও পরিচালনায় প্রশিক্ষণ দিতে হবে। শিল্পের টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং উচ্চমূল্যের পণ্যে রপ্তানি সক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রযুক্তিগত দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

THE BUSINESS STANDARD THURSDAY 03.07.2025

Why Bangladesh lagging behind in skilled migration to Japan

MIGRATION – BANGLADESH

TBS REPORT

Despite Japan's interest in recruiting up to 100,000 skilled Bangladeshi workers over the next five years, Bangladesh continues to lag far behind Nepal in sending workers to the East Asian nation.

While Nepal sent 56,707 workers to Japan last year, Bangladesh managed only 3,574 – about 16 times fewer, according to data from the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment.

In previous years too, the disparity remained stark. Nepal dispatched over 42,000 and 36,000 workers in 2022 and 2023 respectively, while Bangladesh sent just over 5,000 in both the years.

Sector insiders say the shortage of adequately skilled workers is the primary reason Bangladesh has fallen behind.

Asif Nazrul, expatriates' welfare and overseas employment adviser, also voiced similar concerns while speaking as the chief guest at a seminar titled "New Labour Market in Japan: Opportunities and Challenges" yesterday.

He said while there is demand for workers, Bangladesh often faces challenges in meeting the required skill levels, stressing that meeting Japan's labour market demands requires targeted training.

"Most of our workers are unskilled. While many are learning Japanese, they still fall short of the necessary standards. The only solution is to train workers based on Japan's labour needs," he told the seminar organised by the expatriates' welfare ministry at the International Mother Language Institute auditorium.

He pointed out that although migration costs for Japan and Saudi Arabia are nearly the same – around Tk6 to Tk7 lakh – most Bangladeshi workers prefer the Middle East, where no special skills are needed, despite Japan offering significantly higher salaries.

To bridge the gap, the government has set up a dedicated Japan cell and is preparing to launch a specialised website soon, the adviser said, adding that public-private partnerships are also being explored to enhance and modernise training programmes.

"We are encouraging Japanese companies to manage our Technical Training Centres (TTCs). For instance, the Manohardi TTC has already been handed over to a Japanese partner, instructing them to develop it as they see fit," Nazrul said.

Japan's commitment, MoUs

Other speakers at the seminar also discussed ways to tap into the potential of the Japanese labour market, referring to the signed MoUs with Japan and the country's plan to recruit 100,000 workers from Bangladesh.

During the recent visit of Chief Adviser Muhammad Yunus to Japan, two MoUs were signed to formalise labour migration from Bangladesh.

The first MoU was between BMET (Bureau of Manpower Employment and Training) and Kaicom Dream Street (KDS), a Japan-Bangladesh joint venture. The second was between BMET, SEE PAGE 4 COL 5

JAPAN WANTS WORKERS, BANGLADESH LACKS THE SKILLS

- Japan needs 1.2 crore workers over the next 15 years
- The country aims to hire 1 lakh Bangladeshi workers in the next 5 years

Key barrier for Bangladesh:

- Shortage of skilled workers
- Lack of efficient Japanese language trainers in Bangladesh

Bangladesh lags behind Nepal in worker deployment:

Year	Nepal	Bangladesh
2020	942	831
2021	1227	75
2022	42,284	5,185
2023	36,943	5239
2024	56,707	3574

Source: Expat ministry

সমকাল | শনিবার | ৫ জুলাই ২০২৫

মালয়েশিয়ায় গ্রেপ্তার বাংলাদেশিরা 'আইএস তহবিলে' অর্থ পাঠাত

সংবাদ সম্মেলনে মালয়েশিয়ার পুলিশ প্রধানের দাবি

'জিএমআরবি' নামে সদস্য সংগ্রহ ও উগ্র প্রচার চালাত গ্রুপটি

হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রামে সদস্য সংগ্রহ এবং মতবাদ প্রচার

হোয়াটসঅ্যাপে সদস্য সংখ্যা ১০০-১৫০

সমকাল ডেস্ক

মালয়েশিয়ায় জঙ্গি সন্দেহে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি কর্মীদের একটি চক্র সিরিয়া ও বাংলাদেশে 'ইসলামিক স্টেট বা আইএসের সেলগুলোকে' অর্থ পাঠাত বলে দাবি করেছে দেশটির পুলিশ। মালয়েশিয়ার পুলিশ বলছে, চক্রটি 'গেরাকান মিলিটান র‍্যাডিকাল বাংলাদেশ' বা জিএমআরবি নামে পরিচিত। তারা হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রামের মতো অ্যাপে সদস্য সংগ্রহ এবং উগ্র মতবাদ প্রচার করত।

মালয়েশিয়া পুলিশের মহাপরিদর্শক মোহাম্মদ খালিদ ইসমাইল গতকাল শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনে বলেন, চলতি বছরের এপ্রিল থেকে ধারাবাহিক অভিযানে ওই ৩৬ বাংলাদেশিকে আটক করা হয়। আটকরা মূলত কারখানা, নির্মাণ ও সেবা খাতে কর্মরত ছিলেন।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে ২০১৬ সালে বড় ধরনের হামলা চালায় আইএস। ওই হামলার পর শত শত সন্দেহভাজন জঙ্গিকে আটক করেছিল দেশটির পুলিশ। কয়েক বছর ধরে আঞ্চলিক পর্যায়ে অভিযান জোরালো হওয়ায় এ ধরনের গ্রেপ্তার কমেছে। মালয়েশিয়ায় বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি শিল্প, খামার ও নির্মাণ খাতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন।

গোয়েন্দা তথ্যের বরাতে পুলিশ কর্মকর্তা খালিদ ইসমাইল বলেন, বাংলাদেশিদের চক্রটি অন্য বাংলাদেশি শ্রমিকদের মধ্য থেকে সদস্য বাড়ানোর চেষ্টা করছিল। তারা সামাজিক মাধ্যম ও মেসেজিং অ্যাপের মাধ্যমে 'উগ্রবাদী মতাদর্শ' ছড়াচ্ছিল। তিনি বলেন, চক্রটি আন্তর্জাতিক মানি ট্রান্সফার সার্ভিস এবং ই-ওয়ালেট ব্যবহার করে সিরিয়া ও বাংলাদেশে 'আইএসের জন্য' অর্থ পাঠাত। মালয়েশিয়া পুলিশের বিশেষ শাখার সন্ত্রাসবিরোধী বিভাগ অর্থ সংগ্রহের প্রমাণ পেয়েছে। তিনি বলেন, 'তারা ঠিক কত অর্থ সংগ্রহ করেছে, তা তদন্তাধীন। আমাদের ধারণা, সদস্য ফি ও চাঁদা থেকেই এ অর্থ এসেছে।'

পুলিশের বরাত দিয়ে মালয়েশিয়া স্টার জানায়, জিএমআরবি নামে পরিচিত চক্রটি হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রামকে সদস্য সংগ্রহ ও উগ্র মতবাদ প্রচারের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয়। খালিদ ইসমাইল বলেন, 'আমাদের ধারণা, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তাদের সদস্য সংখ্যা ১০০ থেকে ১৫০ জন। প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে, প্রত্যেক সদস্যকে বছরে ৫০০ রিঙ্গিত ফি দিতে হয়। তবে অনুদানের পরিমাণ নির্ভর করে সদস্যদের ওপর।'

আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক আইএস সেলগুলোর সঙ্গে চক্রটির কোনো সংযোগ আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশপ্রধান বলেন, আমরা অন্যান্য দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও ইন্টারপোলের সঙ্গে সমন্বয় করে এ জঙ্গি নেটওয়ার্ক উন্মোচনে কাজ করছি। পুলিশ কর্মকর্তা খালিদ ইসমাইল জানান, আটকদের মধ্যে পাঁচজনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদে জড়িত থাকার অভিযোগে মামলা করা হয়েছে। ১৫ জনকে দেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। আর ১৬ জন এখনও পুলিশের হেফাজতে আছেন। তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। তিনি বলেন, যাদের সংশ্লিষ্টতা কম, তাদের দেশে ফেরত পাঠানো হবে। সম্পৃক্ততা বেশি পাওয়া গেলে মালয়েশিয়ার প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গত ২৭ জুন ৩৬ বাংলাদেশিকে জঙ্গি সন্দেহে আটকের খবর প্রথম প্রকাশ করে মালয়েশিয়ার সংবাদমাধ্যম। এ নিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন গত বৃহস্পতিবার ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন। তিনি বলেন, 'তাদের সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে আটক করেছে, আমরা বিস্তারিত জানতে চেয়েছি তাদের কাছে। আশা করছি, দু-চার দিনের মধ্যে জানতে পারব যে বাস্তবে তাদের বিষয়টা কী।' তিনি জানান, কয়েকজনের বিরুদ্ধে বোধহয় তারা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এনেছে; তাদের আদালতে বিচার সম্পন্ন হবে। বেশ কয়েকজনকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। স্বাভাবিকভাবে আমাদেরও চেকআপ করতে হবে। আসলে তাদের কতটুকু কী সম্পৃক্ততা আছে, কোন সংগঠনের সঙ্গে, সেটা আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেখবে।

এদিকে পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) একজন কর্মকর্তা সমকালকে বলেন, জঙ্গি সন্দেহে মালয়েশিয়ায় যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাদের দেশে ফেরত পাঠানো হলে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কী ধরনের তৎপরতার সঙ্গে তারা সম্পৃক্ত ছিল, সেটি বের করবে গোয়েন্দারা। তবে কবে নাগাদ তাদের ফেরত পাঠানো হবে, সে বিষয়ে নিশ্চিত নয় পুলিশ।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ১৩ জুলাই ২০২৫

খুলছে নতুন দিগন্ত

প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মী নেবে জাপান

আবির আব্দুল্লাহ

▶ দক্ষ কর্মীর কোটা পূরণই বড় চ্যালেঞ্জ

দীর্ঘকাল ধরেই বাংলাদেশের শ্রমবাজারের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্য। তবে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণের পর পূর্ব এশিয়ার দেশ জাপানে শ্রমবাজারের নতুন দিগন্ত খুলেছেন। আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশ থেকে এক লাখ কর্মী নেবে দেশটি। অদক্ষ কর্মী না নেওয়ায় এতদিন জাপানে জনশক্তি রপ্তানিতে পিছিয়ে ছিল বাংলাদেশ।

এবার নিজেরাই প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মী নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে দেশটি। এরই মধ্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে জাপানের চাহিদা অনুযায়ী এক লাখ দক্ষ কর্মী তৈরিই মূল চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা। অভিবাসনসংশ্লিষ্টরা বলছেন,

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] জাপান কখনো অদক্ষ কর্মী নিয়োগ দেয় না। তাদের মানের সঙ্গে না মিললে লোক নেয় না দেশটি। জাপানে যাওয়ার জন্য যে যোগ্যতা প্রয়োজন বাংলাদেশের বেশির ভাগ কর্মী তা অর্জন করতে পারেন না। জাপানি ভাষা শেখার পাশাপাশি কর্মীদের যে কোনো একটি বিষয়ে দক্ষ হতে হয়। তবে সরকারের সাম্প্রতিক এক উদ্যোগের ফলে জাপানের জন্য দক্ষ কর্মী তৈরি করা সম্ভব হবে। এর আওতায় জাপানি প্রশিক্ষকরা সহজেই তাদের সরঞ্জামাদির সঙ্গে কর্মীদের পরিচিত করতে পারবেন এবং সেগুলো ব্যবহারে কর্মীদের দক্ষ করে তুলতে পারবেন।

প্রধান উপদেষ্টার সাম্প্রতিক জাপান সফরকালে দেশটির তিন কোম্পানির সঙ্গে দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)। এর আওতায় পাঁচ বছরে বাংলাদেশ থেকে এক লাখ কর্মী নেবে জাপান। পাশাপাশি অভিবাসনপ্রত্যাশী শ্রমিকদের জাপানি ভাষা ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে। জাপানের প্রশিক্ষকরা নরসিংদীর মনোহরদীতে অবস্থিত টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে (টিটিসি) ভাষা ও দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেবেন। প্রশিক্ষণের পর কর্মীদের স্পেসিফায়েড স্কিল ওয়ার্কার টেস্ট (এসএসডব্লিউ) নেওয়া হবে। যারা কৃতকার্য হবেন তাদের বিনা খরচে জাপানে নেওয়া হবে।

বিএমইটি সূত্র জানায়, ভাষা ও নির্দিষ্ট কোনো কাজে দক্ষতা না থাকায় বেশির ভাগ কর্মী জাপান যেতে পারেন না। তাই দেশটিতে জনশক্তি রপ্তানি বাড়াতে জাপানি প্রশিক্ষক দিয়ে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে সরকার। প্রশিক্ষণের জন্য প্রাথমিকভাবে নরসিংদী টিটিসিকে নির্বাচন করা হয়েছে। পরে দেশের অন্যান্য ট্রেনিং সেন্টারেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হতে পারে। বিএমইটির তথ্য অনুযায়ী, জাপানে অনুমোদিত ৯৬টি রিক্রুটিং এজেন্সির মধ্যে প্রতি বছর কর্মী পাঠায় ৩০টি এজেন্সি। গত ২০ বছরে জাপানে গেছেন মাত্র পাঁচ হাজার ১৪ জন কর্মী। এর মধ্যে আইএম জাপান প্রকল্পের অধীনেই প্রায় ৭০২ জন কর্মী জাপানে গেছেন। এ বিষয়ে বিএমইটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক আশরাফ হোসেন বলেন, এক লাখ দক্ষ কর্মী জাপানে পাঠানো আমাদের জন্য অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। জাপান কোন কোন খাতে কর্মী নেবে এবং তাদের স্কিল কী কী হবে–সেই অনুযায়ী কর্মীদের দক্ষ করার ক্ষমতা আমাদের আছে কি না, সেটা নিশ্চিত করা জরুরি। এমওইউর কপি হাতে পেলে বিস্তারিত জানা যাবে। এরই মধ্যে আমরা আমাদের কাজ শুরু করেছি। অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন প্রোগ্রামের (ওকাপ) চেয়ারম্যান শাকিরুল ইসলাম বলেন, জাপানে কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে কর্মীদের দক্ষতার পাশাপাশি ভাষা শেখাও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের টিটিসিগুলোর ভাষা শেখানোর সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তবে এখন যেহেতু জাপানিরাই ভাষা শেখানোর উদ্যোগ নিয়েছেন, তাই এ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু হবে। আশা করি বাংলাদেশ এবার কোটা পূরণ করতে পারবে।

বণিক বার্তা
রোববার, জুলাই ৬, ২০২৫ ■ আষাঢ় ২২ ১৪৩১

বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের আশা

যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্কের বড় প্রভাব পড়বে না পোশাক রফতানিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের ওপর গত ২ এপ্রিল উচ্চহারে পারস্পরিক বা পাল্টা শুল্ক (রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ) আরোপ করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পরে তা তিন মাসের জন্য স্থগিত রাখার ঘোষণা দেন তিনি, যার মেয়াদ ৯ জুলাই শেষ হবে। এরই মধ্যে বাংলাদেশসহ ভিন্ন দেশের সঙ্গে দেশটির শুল্কহার নিয়ে দরকষাকষি শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের পোশাক রফতানিকারকরা বলছেন, আরোপ করা শুল্কহারের মাধ্যমে প্রতিযোগী দেশগুলো যদি বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থান তৈরি না করতে পারে, তাহলে বড় ধরনের প্রভাব পড়বে না দেশের পোশাক রফতানিতে।

একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশী রফতানি পণ্যের প্রধান গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক পণ্য রফতানিতে গড়ে ১৫ শতাংশ শুল্ক পরিশোধ করতে হয়। এই হারে শুল্ক নিয়েও ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে ৭৩৪ কোটি ডলারের পোশাক আমদানি করেছে, যা ছিল ২০২৩ সালের তুলনায় বেশি। চলতি বছরের প্রথম চার মাসে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৯ দশমিক ৩৪ শতাংশ। অর্থমূল্য বিবেচনায় দেশটিতে মোট রফতানির ৮৭ শতাংশই তৈরি পোশাক।

এ খাতের উদ্যোক্তারা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী দেশ চারটি। চীন, ভিয়েতনাম, ভারত ও পাকিস্তান। ভিয়েতনামের ওপর ২০ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপের ঘোষণা এসেছে। ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারতকে খুব বেশি সুবিধা যুক্তরাষ্ট্র দিতে চাইবে না বা ভারতও আদায় করতে পারবে না বলে ধারণা করা যাচ্ছে।

পোশাক রফতানিকারকরা আরো বলছেন, ভূরাজনৈতিক এ প্রেক্ষাপট চীনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আবার পাকিস্তানের ওপর আরোপ করা শুল্কহারও বাংলাদেশের কাছাকাছি থাকবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের পোশাক রফতানিকারকরা মনে করছেন পাল্টা শুল্ক আরোপের পরও বাংলাদেশী তৈরি পোশাকের ওপর বড় প্রভাব পড়বে না। ইউনাইটেড স্টেটস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভের (ইউএসটিআর) সঙ্গে প্রথম সভার পর আশার বাণী শুনিয়েছেন পাল্টা শুল্ক নিয়ে দরকষাকষির লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত বাণিজ্য উপদেষ্টাও।

পোশাক শিল্প মালিকরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশের ওপর পাল্টা শুল্কের প্রভাব কী হবে তা নির্ভর করছে প্রতিযোগী দেশগুলোর ওপর কী হারে শুল্ক আরোপ হচ্ছে তার ওপর। কারণ বাংলাদেশ মূলত কম দামের পোশাকপণ্য বেশি প্রস্তুত করে। ভিয়েতনাম যদি যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি শুল্ক সুবিধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে দেশটিতে ক্রয়াদেশ মূলত আসবে চীন থেকে। কারণ চীন বেশি দামের পোশাকপণ্য বেশি উৎপাদন করে। ফলে বাংলাদেশের সক্ষমতার যে ক্ষেত্র অর্থাৎ কম দামি পোশাক, সেগুলো হাতছাড়া হওয়ার প্রেক্ষাপট নেই। সমস্যা হবে যদি বাংলাদেশের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা দেশগুলোর মধ্যে ভারত ও পাকিস্তান থাকে।

ভিয়েতনাম ছাড়া বাকি তিনটি দেশ চীন, ভারত ও পাকিস্তানের ওপর আরোপিত শুল্কহার যদি বাংলাদেশের কাছাকাছি হয়, তাহলে খুব বেশি শঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। কারণ ভিয়েতনাম ও চীন থেকে স্থানান্তর হয়ে আসা ক্রয়াদেশের পর খুব বেশি জায়গা থাকবে না। ফলে বাংলাদেশের ক্রয়াদেশ সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ বিঘ্নিত হওয়ার সুযোগ থাকবে বলে ধারণা করছেন পোশাক রফতানিকারকরা।

ভিয়েতনাম বাংলাদেশের উদ্বেগের কারণ নয় জানিয়ে পোশাক রফতানিকারকরা বলছেন, দেশটি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ ক্রয়াদেশের ওপর প্রভাব ফেলতে পারবে। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তান বাংলাদেশের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলে তারা বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ ক্রয়াদেশের ওপর প্রভাব ফেলার ক্ষেত্র তৈরি করবে। এতেও বাংলাদেশী পোশাকের দাম হয়তো কমে যাবে, কিন্তু পরিমাণের প্রবৃদ্ধি খুব কমবে না বলে আশা করছেন পোশাক রফতানিকারকরা। এখন ভারতের শুল্কহার বাংলাদেশের চেয়ে ৪ বা ৫ শতাংশ কম। পাকিস্তান সমান সমান আর চীনের শুল্ক বাংলাদেশের চেয়ে বেশি। শুল্ক আরোপের পরও যদি এ অবস্থান অব্যাহত থাকে তাহলে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী পণ্যের প্রবৃদ্ধিও অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'বাংলাদেশের ওপর পাল্টা শুল্ক ১০০ শতাংশ আরোপ করা হলেও কিছু যায় আসবে না; যদি চীন, ভারত ও পাকিস্তানের ওপর আরোপ করা শুল্কহার বেশি বা কাছাকাছি থাকে। আমি বাংলাদেশের ওপর কত শুল্ক আরোপ হতে যাচ্ছে সেটা নিয়ে চিন্তিত না। চিন্তিত প্রতিযোগী দেশগুলোর ক্ষেত্রে শুল্কহার কী বসতে যাচ্ছে সেটা নিয়ে। বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী দেশ চারটি—চীন, ভিয়েতনাম, ভারত ও পাকিস্তান। এর মধ্যে যেকোনো একটি দেশের ওপর বাংলাদেশের চেয়ে কম হারে শুল্ক আরোপ হলে সেটা বড় কোনো সমস্যা তৈরি করবে না। কিন্তু তিনটি দেশের যদি বাংলাদেশের চেয়ে শুল্কহার কম হয় সেটা বাংলাদেশের জন্য দুশ্চিন্তার বিষয় হতে পারে।'

ফজলে শামীম এহসান আরো বলেন, 'আমার কাছে মনে হচ্ছে নেগোসিয়েশন ব্যর্থ হলেও চীন, ভারত ও পাকিস্তানের কাছাকাছি থাকবে বাংলাদেশ। ভারতের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করা শুল্কহার বাংলাদেশের চেয়ে ৪-৫ শতাংশ কম হবে। পাকিস্তানের ওপর আরোপ করা শুল্কহার হবে বাংলাদেশের কাছাকাছি।'

পোশাক রফতানিকারকদের দাবি, পাকিস্তানের নিজস্ব তুলা আছে। আবার ভারতের আছে অভ্যন্তরীণ বাজার, যেটি অনেক বড়। এ কারণে রফতানির দিকে দেশটির নজর তুলনামূলক কম। কিন্তু দেশটির প্রায় দেড়শ কোটি মানুষের জন্য পোশাক উৎপাদন সক্ষমতা রয়েছে। দেশটি যদি দেখে বাংলাদেশের থেকে কম দামে কেনা যাবে, আর তারা শুল্ক সুবিধা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি বাড়ানোর সুযোগ পাবে, তাহলে তারা বাংলাদেশ থেকে পণ্য কিনে তা যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাবে। আবার দেশটি নিজেও পণ্য প্রস্তুত করবে, তবে সেগুলো বেশি দামের পণ্য। আর কম দামেরগুলো বাংলাদেশ থেকেই বানিয়ে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাবে। প্যারাট্যারিফ নিয়ে ট্রাম্পের বৈশ্বিক রাজনীতির প্রবণতা এমন পর্যায়ে গেছে যে পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া মুশকিল। কিন্তু আশার জায়গাটি হলো, ধারণা করা যাচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে খুব বেশি সুবিধা দেবে না।

এদিকে পাল্টা শুল্ক নিয়ে আশার বাণী শুনিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। তিনি ইউএসটিআরের সঙ্গে পাল্টা শুল্ক নিয়ে দরকষাকষি করতে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। সংস্থাটির সঙ্গে প্রথম সভা শেষে তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অটুট রাখা নিয়ে সংবেদনশীল।

প্রথম সভা নিয়ে শেখ বশিরউদ্দীন *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বেটার কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা করছি। আমি যুক্তরাষ্ট্রকে বলার চেষ্টা করেছি, তারা যেন আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং ইনকম্পিটেন্স তৈরি না করে। আমরা তাদের একটা কম্পিটিটিভ সোর্স। অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করে যদি আমাদের অপ্রতিযোগী করে দেয়, সেটা তাদের জন্য ভালো না, আমাদের জন্যও ভালো হবে না। দিনশেষে ভোক্তারাই উচ্চমূল্য পরিশোধ করবে। আমরা আমাদের কাঠামোগত পরিবর্তন প্রস্তাব করেছি। তাদের ট্যারিফ কী হবে, সেটা তারা বিস্তারিত দেবে।'

উপদেষ্টা আরো বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র থেকে যেসব পণ্য আমদানি হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলোর শুল্ক শূন্যের কাছাকাছি। হয় শূন্য, নয়তো শূন্যের কাছাকাছি। এর পরও তারা বেশকিছু প্রডাক্ট লাইনে আমাদের ওপর অতিরিক্ত কিছু শুল্ক ও সুবিধা চায়। তার পরও তারা শুল্ক আরোপ করবে। সেক্ষেত্রে আমরা যেন প্রতিযোগী থাকতে পারি, সে বিষয়ে তারা সংবেদনশীল। আশা করা যায়, একটা পজিটিভ কিছু হতে পারে।'

প্রথম আলো • বুধবার, ৯ জুলাই ২০২৫,

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি

অর্থবছর	রপ্তানি
২০২০-২১	৬৯৭
২০২১-২২	১,০৪২
২০২২-২৩	৮৫২
২০২৩-২৪	৭৬০
২০২৪-২৫	৮৬৯

* রপ্তানি সব হিসাব কোটি ডলারে

সূত্র : এনবিআর ও ইপিবি

যুক্তরাষ্ট্রে কোন পণ্যের রপ্তানি কত (২০২৪-২৫ অর্থবছর)

- মোট রপ্তানিকারক : ২,৩৭৭ প্রতিষ্ঠান
- তৈরি পোশাক : ১,৮২১ প্রতিষ্ঠান

খাত	রপ্তানি
তৈরি পোশাক	৭৫৮.৫০
চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য	৩৮
হেডগিয়ার/ক্যাপ	২৬
হোম টেক্সটাইল	১৫
পরচুলা ও চুল	১২

শীর্ষস্থানীয় রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান

১	রিফাত গার্মেন্টস	২৭.১৫
২	জি এ বি	১৮.০৩
৩	চিটাগাং এশিয়ান অ্যাপারেলস	১২.৬৫
৪	আয়েশা ক্লথিং	৯.৭৪
৫	ক্রাউন ওয়্যারস	৯.৭১

বিলিয়ন ডলার রপ্তানি বেড়েছে যুক্তরাষ্ট্রে

২০২৪-২৫ অর্থবছর

সদ্য বিদায়ী অর্থবছরে দেশটিতে এক বছরের ব্যবধানে রপ্তানি রেকর্ড পরিমাণ বেড়ে ৮৭৬ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে।

মাসুদ মিলাদ, *চট্টগ্রাম*

বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের একক বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। সদ্য বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশটিতে ৮৭৬ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। এই রপ্তানি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় ১০৯ কোটি ডলার বা ১৪ শতাংশ বেশি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআরের তথ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানির এই চিত্র পাওয়া গেছে।

এবার যুক্তরাষ্ট্রে এক বছরে রপ্তানি বৃদ্ধির হিসাবটি তুলনা করা যাক। দেশটিতে গত অর্থবছরে যে পরিমাণ রপ্তানি বেড়েছে, তা একই সময়ে ১৫৪টি দেশে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির সমান। তার মানে হলো, ১৫৪টি দেশে গত অর্থবছরে ১০৯ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ।

এমন সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে এক বিলিয়ন ডলারের বেশি রপ্তানি আয়ের খবর পাওয়া গেছে, যখন দেশটি বাংলাদেশের পণ্যের ওপর নতুন করে ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছে। দুই দেশের সঙ্গে আলোচনায় সমঝোতা না হলে আগামী ১ আগস্ট থেকে এই শুল্ক কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের হিসাবে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে ২০১টি দেশ ও অঞ্চলে মোট ৪ হাজার ৬৫৭ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানির প্রায় ১৯ শতাংশের গন্তব্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয় ৭৫৮ কোটি ৫০ লাখ ডলারের। তৈরি পোশাক ছাড়া অন্যান্য পণ্য রপ্তানি হয়েছে ১১৭ কোটি ৪৭ লাখ ডলারের। অবশ্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) রপ্তানির যে হিসাব দিয়েছে, তাতে যুক্তরাষ্ট্রে গত অর্থবছরে ৮৬৯ কোটি ডলারের রপ্তানির তথ্য রয়েছে। সংস্থাটির হিসাবে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রপ্তানি হয়েছিল প্রায় ৭৬০ কোটি ডলার। এ হিসাবেও এক বছরে যুক্তরাষ্ট্রে ১০৯ কোটি ডলারের রপ্তানি বেড়েছে।

সবচেয়ে বেশি বেড়েছে যুক্তরাষ্ট্রেই

মোট রপ্তানি মূল্যের হিসাবে সদ্য বিদায়ী অর্থবছরে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি বেড়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। যুক্তরাষ্ট্রের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রপ্তানি বেড়েছে জার্মানিতে। এনবিআরের হিসাবে, জার্মানিতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রপ্তানি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৪৩ কোটি ডলার বেড়ে ৫৩২ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে। দেশটিতে রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ। তৃতীয় সর্বোচ্চ রপ্তানি বেড়েছে নেদারল্যান্ডসে। দেশটিতে গত অর্থবছরে রপ্তানি ৪২ কোটি ডলার বেড়ে ২৩৬ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে।

গত অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে ২০১টি দেশ ও অঞ্চলে পণ্য রপ্তানি হলেও বিলিয়ন ডলারের বাজার মূলত ১২টি। যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও বাকি ১১টি দেশ হলো জার্মানি, যুক্তরাজ্য, স্পেন, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, হল্যান্ড, ভারত, ইতালি, কানাডা, জাপান ও ডেনমার্ক।

তৈরি পোশাকের শীর্ষস্থানীয় রপ্তানিকারক প্যাসিফিক জিনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীর প্রথম আলোকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজার বড়। এই বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বাড়তি ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের কারণে এই বড় বাজার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ জন্য এখন সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা চালানো উচিত, যাতে অন্তত ভিয়েতনামসহ প্রতিযোগী দেশগুলোর চেয়ে শুল্কহার আমাদের বেশি না হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষ রপ্তানিকারক কারা

যুক্তরাষ্ট্রের মতো বড় বাজারে রপ্তানির জন্য দেশীয় রপ্তানিকারকদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা আছে। এনবিআরের হিসাবে, গত অর্থবছরে দেশটিতে ২ হাজার ৩৭৭টি প্রতিষ্ঠান পণ্য রপ্তানি করেছে। অর্থবছর শেষে দেখা যায়, দেশটিতে রপ্তানিতে শীর্ষে রয়েছে আশুলিয়ায় অবস্থিত রিফাত গার্মেন্টস। হা-মীম গ্রুপের এই কারখানা থেকে গত অর্থবছর যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে ২৭ কোটি ১৫ লাখ ডলারের পণ্য। হা-মীম গ্রুপের মোট রপ্তানির সিংহভাগের গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র।

দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে আশুলিয়ার আরেক প্রতিষ্ঠান জিএবি লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি রপ্তানি করেছে ১৮ কোটি ডলারের পণ্য। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রামের নাসিরাবাদের এশিয়ান ডাফ গ্রুপের প্রতিষ্ঠান চিটাগং এশিয়ান অ্যাপারেলস লিমিটেড।

যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানির শীর্ষ তালিকার পাঁচটি প্রতিষ্ঠানই তৈরি পোশাকের। তৈরি পোশাক ছাড়াও শীর্ষে দশে জায়গা করে নিয়েছে দুটি প্রতিষ্ঠান। এই দুটি হলো নীলফামারী সদরের উত্তরা ইপিজেডের প্রতিষ্ঠান এভারগ্রিন প্রোডাক্টস ফ্যাক্টরি।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
২৫ আষাঢ় ১৪৩২, ৯ জুলাই ২০২৫

ডব্লিউটিওর প্রতিবেদন

প্রতিকূলতার মধ্যেও তৈরি পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় শীর্ষে বাংলাদেশ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বিভিন্ন বৈশ্বিক সংকট, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও উৎপাদন ব্যাঘাত-সবকিছুর মধ্যেও বিশ্বের তৈরি পোশাক রপ্তানির বাজারে দ্বিতীয় অবস্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এ তথ্য।

ডব্লিউটিওর 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড স্ট্যাটিসটিকস : কি ইনসাইটস অ্যান্ড ট্রেন্ডস ইন ২০২৪' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালে বিশ্ববাজারে একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ৩৮ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। যদিও প্রবৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ০.২১ শতাংশ এবং বাজার হিস্যা কমে হয়েছে ৬ দশমিক ৯০ শতাংশ, যা আগের বছর ছিল ৭ দশমিক ৩৮ শতাংশ।

এই প্রতিবেদন অনুসারে, বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ এখনো দ্বিতীয় অবস্থানে আছে। চীন শীর্ষে এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে ভিয়েতনাম। তবে চীনের বাজার হিস্যাও কমেছে, ২০১৭ সালে যেখানে তা ছিল প্রায় ৩৫ শতাংশ, ২০২৪ সালে তা নেমে এসেছে ২৯ দশমিক ৬৪ শতাংশে। চীন গত বছর রপ্তানি করেছে ১৬৫ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক, যা আগের বছরের তুলনায় মাত্র ০.৩০ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে, ভিয়েতনাম গত বছর ৩৪ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করে, যা ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। তাদের বাজার হিস্যাও ৬ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে গত বছর একাধিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন। আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমে ধীরগতি এসেছে, আশুলিয়ার মতো শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনের কারণে কয়েক সপ্তাহ ধরে অনেক কারখানায় উৎপাদন বন্ধ ছিল। এর পাশাপাশি গ্যাস ও বিদ্যুতের ঘাটতিও রপ্তানি সক্ষমতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

রপ্তানিকারকরা জানান, যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের পালটা শুল্ক কার্যকর হলে সে দেশে আমাদের রপ্তানি কিছুটা কমতে পারে, অন্যদিকে ভিয়েতনামের রপ্তানি বাড়ার সম্ভাবনা আছে। তবে সব মিলিয়ে তারা আশাবাদী, এ বছরও দ্বিতীয় অবস্থান ধরে রাখা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের রপ্তানি পরিসংখ্যান ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ে প্রশ্ন উঠেছে। ২০২৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে জানা যায়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) বেশি রপ্তানি দেখাচ্ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে এই পরিসংখ্যানে পার্থক্য ধরা পড়ে। ২০২২ সালের ডব্লিউটিও রিপোর্টে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক রপ্তানি দেখানো হয়েছিল ৪৫ বিলিয়ন ডলার, যদিও প্রকৃত রপ্তানি তার চেয়ে কম ছিল। হিসাব অনুযায়ী, ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে তিন অর্থবছরের ৩৪ মাসে এনবিআরের তুলনায় ইপিবি ২ হাজার ২৬১ কোটি ডলার বেশি রপ্তানি দেখিয়েছে। ফলে, ডব্লিউটিওর প্রতিবেদনের প্রকৃততা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

ডব্লিউটিওর সর্বশেষ তথ্য বলছে, বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে তুরস্ক ও ভারত যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে রয়েছে। তুরস্কের রপ্তানি ১৮ বিলিয়ন ডলার (৪ শতাংশ হ্রাস), ভারতের ১৬ বিলিয়ন ডলার (৬.৫ শতাংশ বৃদ্ধি)। এ ছাড়া ষষ্ঠ থেকে দশম স্থানে আছে কম্বোডিয়া, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র—যাদের রপ্তানি পরিমাণ যথাক্রমে ১০, ৯, ৯ ও ৭ বিলিয়ন ডলার।

২০২৪ সালে বিশ্ব জুড়ে পোশাক আমদানি হয়েছে ৫৫৭ দশমিক ৫০ বিলিয়ন ডলারের, যা আগের বছরের তুলনায় ৭ শতাংশ বেশি। একই বছর বৈশ্বিক সেবা খাতের ব্যবসা বেড়ে ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং পণ্যবাণিজ্য বাড়ে ২ শতাংশ। সেবা খাতে বৈশ্বিক বাণিজ্যের অংশ ২৬ দশমিক ৪ শতাংশে পৌঁছে, যা ২০০৫ সালের পর সর্বোচ্চ।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি সামান্য প্রবৃদ্ধি ও বাজার হিস্যা কমার মধ্যেও দ্বিতীয় অবস্থান ধরে রেখেছে। চীনের অবস্থান শীর্ষে থাকলেও ধীরে ধীরে তারা নিচে নামছে, অন্যদিকে ভিয়েতনাম দ্রুত এগিয়ে আসছে। বৈশ্বিক সংকট, অভ্যন্তরীণ সমস্যা ও পরিসংখ্যান বিভ্রান্তির মধ্যেও দেশের পোশাক শিল্প এখনো টিকে আছে, যা ভবিষ্যতের জন্য আশা জাগানিয়া।

বণিক বার্তা বুধবার, জুলাই ৯, ২০২৫

বাংলাদেশী পণ্যে ৩৫% শুল্ক আরোপ নিয়ে আজ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

উচ্চহারের শুল্ক তিন মাস স্থগিতের মধ্যেই বাংলাদেশী পণ্যে ৩৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নতুন শুল্কহার ঘোষণা করে তিনি বাংলাদেশসহ ১৪টি দেশকে সোমবার চিঠি দিয়েছেন।

বাংলাদেশের পণ্যের ওপর এতদিন যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কহার ছিল গড়ে ১৫ শতাংশ, এখন নতুন করে আরোপিত ৩৫ শতাংশ যুক্ত হলে এটি ৫০ শতাংশে দাঁড়াবে। আর তাতে সবচেয়ে বড় ধাক্কা খাবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত। কেননা যুক্তরাষ্ট্রই বাংলাদেশী পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার।

নতুন করে আরোপিত শুল্কহারকে মাথায় নিয়েই আজ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বৈঠক করবে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দল। বাংলাদেশের পক্ষে এ বৈঠকে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান নেতৃত্ব দেবেন। প্রতিনিধি দলটি এরই মধ্যে সেখানকার কর্মকর্তাদের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক করেছে।

হোয়াটসঅ্যাপে গতকাল যোগাযোগ করা হলে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বণিক বার্তাকে বলেন, 'চুক্তি নিয়ে দরকষাকষির আলোচনায় বিষয় শুধুই শুল্ক না। শুল্কের বিষয়টি সমাধানযোগ্য সমস্যা। ট্যারিফ বা শুল্কের বাইরে বাণিজ্যের বিষয়গুলো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সব ইস্যু নিয়েই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বৈঠক রয়েছে। সেখানে ভালো কিছু আশা করছে বাংলাদেশ।'

ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় বসার পর গত ২ এপ্রিল শতাধিক দেশের ওপর উচ্চহারে পাল্টা শুল্ক (রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ) আরোপের ঘোষণা দেন। বাংলাদেশের ওপর বাড়তি ৩৭ শতাংশ শুল্কের ঘোষণা আসে। এ নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে সম্পূরক শুল্ক পুনর্বিবেচনা করতে ট্রাম্পকে গত ৭ এপ্রিল চিঠি পাঠান প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতে পদক্ষেপ নেয়ার কথা তুলে ধরে শুল্কারোপের সিদ্ধান্ত তিন মাস স্থগিত রাখার অনুরোধ করেন তিনি।

বাংলাদেশের মতো অনেক দেশই শুল্ক কমাতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দেনদরবার শুরু করে। কোনো কোনো দেশ মার্কিন পণ্যের ওপর শুল্কহার শূন্যের ঘরে নামিয়ে আনার ঘোষণা দেয়। এর এক সপ্তাহের মাথায় গত ৯ এপ্রিল বাড়তি শুল্ক ৯০ দিনের জন্য স্থগিতের ঘোষণা দেন ট্রাম্প, যার মেয়াদ শেষ হচ্ছে আজ। তবে তার দুইদিন আগেই গত সোমবার বাংলাদেশী পণ্যের ওপর নতুন শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। চিঠিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আগামী ১ আগস্ট থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো বাংলাদেশী সব পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। আর এ শুল্ক বর্তমানে খাতভিত্তিক যে শুল্ক দেয়া হয়, তার অতিরিক্ত হিসেবে প্রযোজ্য হবে। ট্রান্সশিপমেন্টের মাধ্যমে পণ্য পাঠানো হলে সেখানেও এ শুল্ক প্রযোজ্য হবে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।

ডোনাল্ড ট্রাম্প লেখেন, 'এ চিঠি পাঠানো আমার জন্য এক সম্মানের বিষয়। কারণ এটি আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্কের দৃঢ়তা এবং প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। বাংলাদেশের সঙ্গে

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

বাংলাদেশী পণ্যে ৩৫% শুল্ক আরোপ

১ম পৃষ্ঠার পর

উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র। তবে আমরা এখন আরো ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায্য বাণিজ্যের ভিত্তিতে এগিয়ে যেতে চাই।'

বাংলাদেশের কোম্পানিগুলো যদি যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য উৎপাদন বা তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়, সেক্ষেত্রে কোনো শুল্ক দিতে হবে না বলে চিঠিতে জানান ট্রাম্প। এ বিষয়ে তিনি লেখেন, 'সেক্ষেত্রে দ্রুত, পেশাদারত্বের সঙ্গে তাদের অনুমোদন দিতে আমরা সবকিছু করব, যা হয়তো কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই করা হবে।'

বাংলাদেশ পাল্টা শুল্ক বাড়ালে অতিরিক্ত আরো শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারিও চিঠিতে দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি লিখেছেন, 'কোনো কারণে বাংলাদেশ যদি শুল্কহার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে আমরা একই হারে পাল্টা শুল্ক আরোপ করব।'

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে বাণিজ্য ঘাটতি, বাংলাদেশের অনেক বছরের শুল্ক ও অশুল্ক নীতি এবং নানা রকমের বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা এক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে বলে উল্লেখ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এ ঘাটতি তাদের অর্থনীতি এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি বলে জানান।

এদিকে ৩৫ শতাংশ বাড়তি শুল্ক আরোপ নিয়ে ট্রাম্পের চিঠির বিষয়ে গতকাল সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান। সচিবালয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'মার্কিন প্রেসিডেন্ট নতুন করে একটি চিঠি দিয়েছেন, যেখানে বাংলাদেশের ওপর ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু সেটির কার্যকারিতা দেয়া হয়েছে ১ আগস্ট থেকে। এর সঙ্গে তারা আগের ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্টের যে খসড়া পাঠিয়েছিল, তার ওপর আমাদের রেসপন্স পাঠিয়েছি। সেটার ওপর আমাদের কয়েক দফা মিটিং হয়েছে। ভার্চুয়ালি আমি সব মিটিংয়েই যুক্ত ছিলাম। আমাদের উপদেষ্টা ওখানে আছেন। আমাদের সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার ছিলেন মিটিংগুলোয়।'

নতুন করে শুল্ক আরোপের বিষয়ে মূলত আজ ও আগামীকাল মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা হবে বলে জানান বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান। এসব বৈঠকে অংশ নিতে তিনিও যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন বলে গতকাল জানান। তিনি বলেন, 'আলোচনার দরজা যেহেতু খোলা আছে, কাজেই কিছু একটা আউটকাম তো আমরা আশা করতেই পারি। আমরা তো চাই আমাদের ওপর রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ না থাকুক এবং অন্য যে শর্তগুলো দেয়া হয়েছে, সেগুলোও শিথিল করা হোক।'

শুল্ক হ্রাসের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সরকার বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর পরিকল্পনা করছে বলে জানান বাণিজ্য সচিব। এরই অংশ হিসেবে সরকারি খাতে ফ্রুট ড্রিংক কেনার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রাধান্য দেয়া হবে বলেও তিনি জানান। মাহবুবুর রহমান বলেন, 'উড়োজাহাজ ও সামরিক যন্ত্রপাতি কেনার ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্রকে গুরুত্ব দেয়া হবে।'

আলোচনায় সরকারের কী কী যুক্তি থাকবে—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান বলেন, 'প্রথমত শুল্ক কমানো এবং দ্বিতীয়ত আমাদের ট্রেড রিলেটেড যে ইস্যুগুলো আছে, সেগুলোয় যেন অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে না পড়ি। বাংলাদেশের জন্য প্রধান বিবেচ্য হলো আমাদের বাণিজ্য স্বার্থ সংরক্ষণ এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের এক্সিস্টিং বাণিজ্য রক্ষা করা। আমাদের কাছে তারা কিছু জিনিস চেয়েছে, সেটা হলো শুল্ক কমানো। পর্যায়ক্রমে শুল্ক, ভ্যাট, সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি, রেগুলেটরি ডিউটি—এগুলো যেন আমরা কমাই। সে ধরনের প্রস্তাব তারা করেছে। আমরা এনবিআরের সঙ্গে আলোচনা করার পর সরকারের অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে বসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব।'

কীভাবে, কোন কোন ক্ষেত্রে বাণিজ্য বাড়াবেন—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে বাণিজ্য সচিব বলেন, 'বাণিজ্য বাড়ানোর জন্য তারা যদি কিছু শুল্ক ছাড় দেয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবে বাণিজ্যিক ট্রেডের ব্যাপারে ব্যবসায়ীরা সিদ্ধান্ত নেবেন। কিন্তু সরকারি ট্রেড বাড়ানোর জন্য আমরা ফ্যাসিলিটি দেব। আপনারা জানেন, আমাদের বিমান বহরের প্রায় সব এয়ারক্রাফট বোয়িং। আমাদের বিমানের ইনফ্রাস্ট্রাকচার যা আছে সেটাও বোয়িং। কাজেই বোয়িং ফ্লাইট কেনার জন্য আমাদের কিছু আদেশ দেয়ার কথা রয়েছে শিগগিরই। আমরা সেভাবে নেগোসিয়েশন করেছি বোয়িংয়ের সঙ্গে। এছাড়া তুলা আমদানিকে আমরা প্রমোট করব। আপনারা জানেন যে তুলার ওপর এমনিতেই শূন্য শুল্ক। কিন্তু সেখানে আমেরিকান তুলা আমদানি যাতে বেশি হয় সে জন্য কিছু ফ্যাসিলিটি এখানে তৈরি করে দেব। আমাদের মিলিটারি ইকুইপমেন্টের একটা বড় অংশও আমেরিকা থেকে কেনা হয়। সেসব ক্ষেত্রও আমাদের বিবেচনায় আছে।'

মিলিটারি ইকুইপমেন্ট বলতে কী অস্ত্র বোঝাচ্ছেন—এমন প্রশ্নে মাহবুবুর রহমান বলেন, 'মিলিটারি হার্ডওয়্যার বলতে যেটা বুঝায়, সেটা হলো আমাদের ভিকেলগুলো, আর্মভিকেল, আদার্স। আমাদের যা যা সংগ্রহ করা হয়, এর বেশির ভাগ আমেরিকা থেকে করা হয়। ওখানে তাদের দিক থেকে কোনো চাপ নেই। তারা বলেছে, যখন কেনা হবে, আমরা যেন তাদের গুরুত্ব দেই। অন্যান্য মেশিনারিজের ক্ষেত্রেও সে কথা তারা বলেছে। তাতে সম্মত হতে আমাদের অসুবিধা নেই।'

ভিয়েতনাম আলোচনার মাধ্যমে ২৬ শতাংশ শুল্ক কমিয়েছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশকে খুব বেশি তৎপরতা দেখা যায়নি। সাংবাদিকের পক্ষ থেকে এমন কথা বলা হলে বাণিজ্য সচিব বলেন, 'তৎপরতায় পার্থক্যটা আমরা মনে করি না। যেদিন থেকে পাল্টা শুল্ক এম্পোজ হয়েছে, তারপর আমাদের প্রধান উপদেষ্টা, বাণিজ্য উপদেষ্টাসহ আমি চিঠি দিয়েছি। আমরা প্রায় পাঁচ দফা মিটিং করেছি। এরপর তারা যে ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট খসড়া পাঠিয়েছে, সেগুলোর ওপর চার দফায় আমরা অ্যামেন্ডমেন্ট পাঠিয়েছি, সেগুলোর ওপর নেগোসিয়েশন করেছি। এছাড়া ই-মেইল যোগাযোগ বা টেলিফোন যোগাযোগে এগুলো চলছে। কাজেই আমরা একদম ফুলটাইম এনগেজড ছিলাম গত ২ এপ্রিল থেকে। আমরা যথেষ্ট তৎপর।'

নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে শুল্ক কমাতে না পারলে দেশের আমদানি-রফতানির ওপর চাপ আসবে কিনা? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে সচিব বলেন, 'প্রেশার হবে, সেটা তো সবাই বোঝে। সেটা যাতে না হয় এজন্য আমরা যাচ্ছি আলোচনা করতে। আশা করছি ভালো কিছুই পাব। এক মাস হাতে রেখে আজ (মঙ্গলবার) ডকুমেন্ট হ্যান্ডওভার করা হয়েছে। নেগোসিয়েশনের ডেট দেয়া হয়েছে, যেটা তাদের পক্ষ থেকেই দেয়া। তার মানে নেগোসিয়েশনের দরজা খোলা রয়েছে।'

এদিকে সরকারের পক্ষ থেকে আশাবাদ ব্যক্ত করা হলেও ট্রাম্প ঘোষিত ৩৫ শতাংশ শুল্কের চিঠির পর মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন উৎপাদনমুখী শিল্প ও পোশাক খাতসংশ্লিষ্টরা। এ বিষয়ে বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি আনোয়ার উল আলম চৌধুরী পারভেজ বণিক বার্তাকে বলেন, 'সরকারের পক্ষ থেকে কোনো কিছুই শেয়ার করা হচ্ছে না। এখনো বলা হচ্ছে, আমরা আলোচনা করছি। এপ্রিলেই আমি বাণিজ্য উপদেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টার সঙ্গে বসেছিলাম। ওনাদেরকে এক্সপ্লেইন করা হয়, যে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো বিল বা ঘোষণা এলে লবিস্ট নিয়োগের চর্চা রয়েছে। কারণ আমরা কী চাই তা সেই লবিস্ট যেভাবে মার্কিন প্রশাসনকে বোঝাতে পারবে সেটা আমরা পারব না। যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যবস্থাতেই কাজে অভ্যস্ত। দরকার হলে বিজিএমইএ-বিকেএমইএ অর্থায়ন করবে বলেও জানানো হয়। যা-ই হোক এ প্রক্রিয়ায় বাণিজ্য সচিব ইউএসটিআরের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রেখেছিলেন। এখন আমরা দেখছি, ফলাফল কিছুই নেই।'

ব্যবসায়ীরা এখনো আশাবাদী উল্লেখ করে আনোয়ার উল আলম চৌধুরী পারভেজ বলেন, 'সরকারের দরকষাকষির পদ্ধতিতে নিশ্চয়ই শক্তিশালী কোনো ক্ষেত্র রয়েছে। দেশটিতে এ মুহূর্তে আমাদের উপদেষ্টারা অবস্থান করছেন। অন্যান্য দেশ কী করেছে সেদিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, ইন্দোনেশিয়ার ১৬ জন ব্যবসায়ী নেতা যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন দরকষাকষির প্রক্রিয়ায়। আমাদেরকে এখন আরো শক্তিশালীভাবে কাজ করতে হবে। ভিয়েতনাম শুল্ক আরোপের আগেই কাজ শুরু করেছে। দেশটি ধারাবাহিকভাবে এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত রেখেছিল নিজেদের। আমাদেরও আরো অনেক শক্তিশালী পারস্যুয়েশন প্রয়োজন ছিল। আমরা হয়তো ধরে নিয়েছিলাম, আমাদের কিছুই হবে না। এমন ভাবাটা ভুল হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এখনো বলছে তারা দরকষাকষি করবে। সেটার জন্য আমাদের যে প্রস্তুতি থাকতে হবে, তা না হলে এ পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসাটা কঠিন।' এ কাজে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান এ ব্যবসায়ী নেতা।

অর্থমূল্য বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পণ্য রফতানির ৮৭ শতাংশই তৈরি পোশাক। এ খাতের উদ্যোক্তারাও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দরকষাকষিতে ইতিবাচক ফলাফল আশা করছেন। পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বণিক বার্তাকে বলেন, 'নতুন ঘোষণার প্রভাব অবধারিতভাবে নেতিবাচক। পোশাক খাতের মোট রফতানির ২০ শতাংশের জন্য আমরা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। ভারত, ভিয়েতনাম, পাকিস্তানের মতো দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমে গেলেই রফতানিতে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীলতায় প্রভাব পড়বে। প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমে গেলে ওই দেশগুলো থেকেই পোশাক কিনবে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশ থেকে তারা সরে যাবে। পুরোটা না হলেও একটা বড় অংশ সরে যাবে। যে কারখানার অধিকাংশ উৎপাদন সক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাদেশের ওপর নির্ভরশীল তারা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সহনশীলতা ভেদে কারখানা বসে যাবে। কারখানা উদ্যোক্তা অন্য বাজারের দিকে ধাবিত হলে সেখানেও তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে। এতে করে সরবরাহ শৃঙ্খল বিঘ্নিত হয়ে চাহিদার চেয়ে সরবরাহ বেড়ে যাবে আর পণ্যের দাম কমিয়ে দেবেন ক্রেতারা। এটাই হচ্ছে প্রভাব, যা আমাদের জন্য বড় ধরনের আঘাত বা ধাক্কা।'

Low-skilled Saudi jobs getting tougher for Bangladeshis amid mandatory certification

MIGRATION - BANGLADESH

KAMRAN SIDDIQUI

Securing low-skilled but high-demand jobs such as cleaners and loading-unloading workers in Saudi Arabia has become increasingly difficult for Bangladeshis, as the Gulf nation decided to include these roles under its Skill Verification Program (SVP) certification process.

These two job categories account for nearly 50–60% of total Saudi-bound employment from Bangladesh, according to the Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET).

Recently, the Saudi Embassy in Dhaka halted issuance of visas for these roles without SVP certification. The enforcement has already started creating backlogs and sector insiders now fear that the largest labour market for Bangladeshis may shrink due to the new requirement.

Moreover, although the certification is now required, there has been no corresponding increase in the wages of Bangladeshi workers, raising concerns among recruiters and migrant rights advocates.

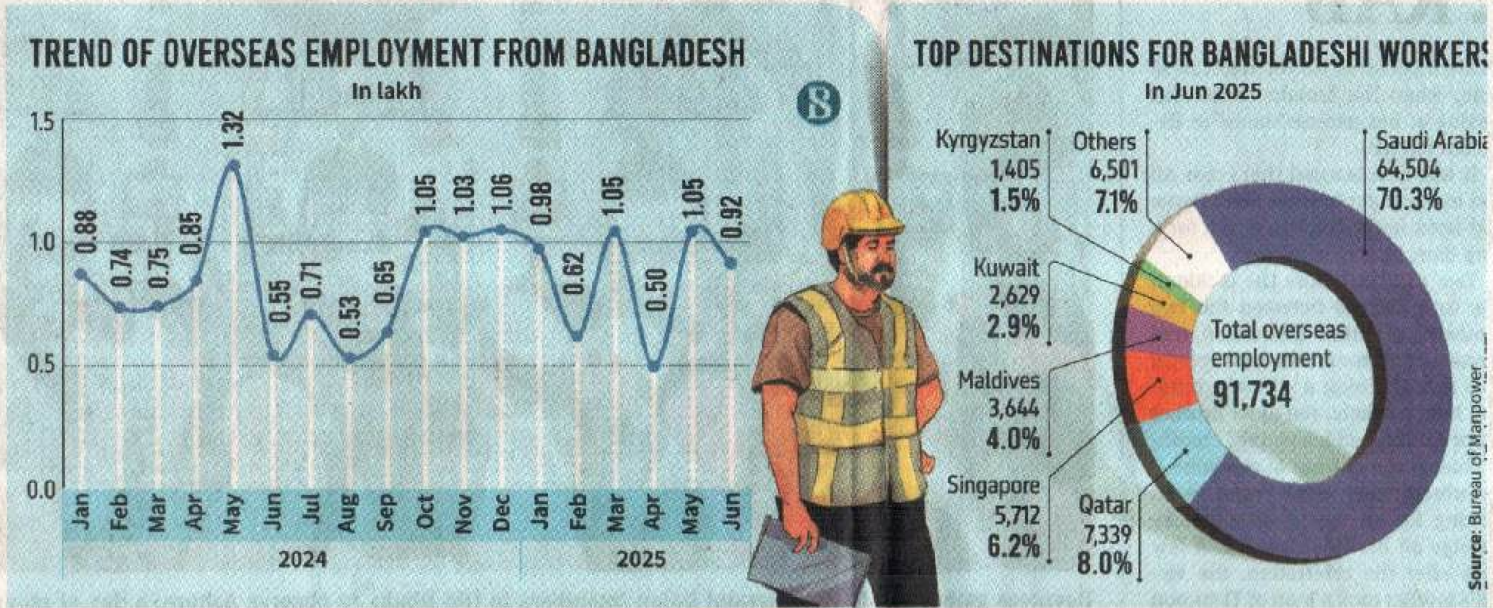

Skill certification going to be mandatory for cleaners, loading-unloading workers	Saudi embassy in Dhaka not issuing visas without certification	Around 80,000 to 90,000 job demands create backlogs	Around 50%-60% of Saudi-bound workers engaged in low-skilled jobs	Salary not increased despite mandatory skill certification	Salary ranges from Tk25,000 to Tk30,000 per month for low-skilled jobs

Saudi Arabia is the largest destination for Bangladeshi workers, where over 30 lakh Bangladeshis are currently working, according to an unofficial estimate.

Currently, most of the major labour destinations like UAE, Oman, Bahrain, and Malaysia have largely closed their doors to Bangladeshi workers except for Saudi Arabia.

In mid-2023, the Saudi authority launched SVP to hire Bangladeshi workers in five sectors – plumber, electrician, welder, refrigeration/air conditioning technician, and automobile electrician.

In the last two years, it has expanded to 71 trades, and is expected to cover 73, including cleaners and loaders, within the coming months, BMET sources said.

According to Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (Baira) sources, the sudden requirement for certification has led to an

P T O

Low-skilled Saudi jobs getting tougher for Bangladeshis

CONTINUED FROM PAGE 3

estimated 80,000-90,000 visa requests pending at the Saudi Embassy in Dhaka.

BMET data shows that the number of Saudi-bound workers decreased to 64,504 in June, which is around 5,000 less than the previous month.

However, at the request of the expatriate welfare ministry, the Saudi Embassy agreed to issue visas for loading-unloading workers without certificates until 20 July this year, which was made mandatory two weeks back, a top official of BMET told The Business Standard.

The cleaners' category may get a grace period of a few more months.

Another BMET official told TBS that expatriate welfare adviser Asif Nazrul has already sent a letter to the Saudi authority requesting relaxation of mandatory certification for cleaners and loading-unloading workers.

Industry concerns

Talking to the TBS on Thursday, Md Salah Uddin, director of Training Operations at BMET, said, "We are facing the biggest challenge with the cleaner and loading-unloading trades.

"The ministry is holding repeated meetings with recruiting agencies on this issue. Several agencies are in trouble as visa issuance for these trades has suddenly stopped – because no one can go without an assessment."

"We also don't support making certification mandatory for cleaners or loaders-unloaders. While certification is a good initiative, enforcing it in this way will prevent many categories of workers from going abroad. Not everyone will be able to pass the test, and the market will shrink," he added.

Explaining the process, he said, "Currently, they are required to take a computer-based written exam, followed by a practical test to assess their cleaning skills. But we haven't been able to start this yet."

He further noted, "It would be better if the computer test could be skipped for these trades. It's too difficult for them. If they could be certified based solely on practical exams, that would be more appropriate."

"Such initiatives make sense when it comes to skill development. But for loading-unloading, physical fitness should be enough. The sudden change has made it difficult for us," he said.

Backlog of thousands of aspirants

Kafil Uddin Majumder, proprietor of Freedom Overseas, told TBS, "Most of those who go under general worker visas end up doing cleaning or loading-unloading. Suddenly including them under the training requirement has created chaos. Many have already done medicals, which are now at risk of expiring."

"Just two days ago, the Saudi Embassy issued a declaration that passports for those whose MOFA (data entry on Saudi Arabia's Ministry of Foreign Affairs portal) was done by 19 June will be accepted by the embassy today [Thursday]. But the embassy hasn't made any decision yet about those who are still in the pipeline," he added.

"Every day, around 2,500 to 3,000 passports are submitted to the embassy. Even if 20% of these belong to the two newly affected categories, the backlog is huge. My company alone has nearly 100 workers caught in the backlog," he further explained.

How BMET is preparing

To accommodate the SVP, initially BMET has launched skill verification assessments for the loading-unloading trade in nine technical training centres (TTCs) across the country.

The trade will later be rolled out to 20 TTCs after Saudi authorities visit and approve the facilities under the Skill Verification Program (SVP).

"Our monthly target is to assess 30,000 workers in loading-unloading and 5,000 in cleaning. Combined with other skills, we aim to bring at least 40,000 workers under Takamol each month," BMET Training Operations Director Salah Uddin told TBS.

In the past year, around 27,000 workers have been assessed under the SVP, of whom 21,000, around 73%, have passed and gone to Saudi Arabia, according to BMET data.

The assessment typically takes place after 75% of the migration process is completed. Only when the employer confirms the job placement, and the demand letter is approved, does the candidate sit for the test.

Under the Takamol system, workers must register, take an online exam, and obtain a skill certificate valid for five years. The registration fee is $50. While it was initially announced that SVP would bear this cost, it is now being paid by the migrant workers themselves.

Candidates must complete the registration online by paying the fee, after which they sit for the computer-based exam at authorised TTCs.

Salary has not increased

After signing the MoU, former Saudi Ambassador to Bangladesh Essa Yussef Essa Al Duhailan had said the SVP would facilitate the recruitment of skilled Bangladeshi workers to Saudi Arabia, which in turn would boost remittance inflow and contribute significantly to Bangladesh's economy.

However, the salary of Bangladeshi workers has not increased after the imposition of the mandatory certification. Sector insiders say Bangladeshi workers in low-skilled jobs like cleaners and construction workers typically earn Tk25,000 to Tk30,000 per month in Saudi Arabia.

Shamim Ahmed Chowdhury Noman, former Baira secretary general, told TBS, "What benefit are our workers getting from this certificate? They are paying fees for the test, but their salaries haven't increased. If their wages had at least doubled, that would be something."

He also criticised the government's approach, saying, "Before signing the MoU with Saudi Arabia, our government should have asked for a clear SOP. Instead, we jumped into the process without proper negotiation. Now we're not seeing any real benefit."

Addressing the issue of unchanged wages, a senior BMET official said, "We will push from the government level to ensure better pay.

"Once all recruitment shifts to a government-to-government system, there will be an opportunity to bargain for higher salaries since workers are already qualifying through the SVP."

NEW AGE SUNDAY, JULY 6, 2025,

Home textile exports stage comeback

Saddam Hossain

THE export of home textile products has witnessed a comeback in the financial year 2024-25 after consecutive negative growth of two FYs, mainly thanks to improved purchase order situation.

According to Export Promotion Bureau data, in FY25, the country earned $871.57 million, representing a narrow positive growth of 2.42 per cent from $851.01 million in FY24.

The home textile sector was regarded as a key emerging player in the country's export basket.

As export earner, the sector touched the milestone of $1 billion for the first time in FY21 after the readymade garment, jute, and leather.

In that year, the sector earned $1.13 billion, and crossed the billion club for the next FYs too, bagging $1.62 billion in FY22 and $1.09 billion in FY23.

However, due to an abnormal hike in gas prices, supply interruptions, and the Ukraine-Russia war, the sector's earnings began to fall since FY23.

Following two consecutive years of negative growth, the home textile industry experienced positive growth in FY25.

Since November 2024, export earnings from home textiles have bounced back, sustaining this growth throughout FY25. However, the sector again faced negative growth in June 2025, the last month of FY25.

According to the EPB data, in FY25, bed, kitchen, and toilet lines generated $409.71 million, tents earned $226 million, rags and scrap twine earned $97.96 million, and the remaining $138 million came from other segments of the home textiles industry.

Momtex Limited is one of the major exporters of home textile products, with 7,500 employees and a monthly production capacity of 6 million meters.

Shahjada Rubel, head of business at Momtex, told New Age that exports experienced positive growth, and the factories received a substantial number of purchase orders over the years.

HOME TEXTILE EXPORT IN THE LAST SIX FINANCIAL YEARS

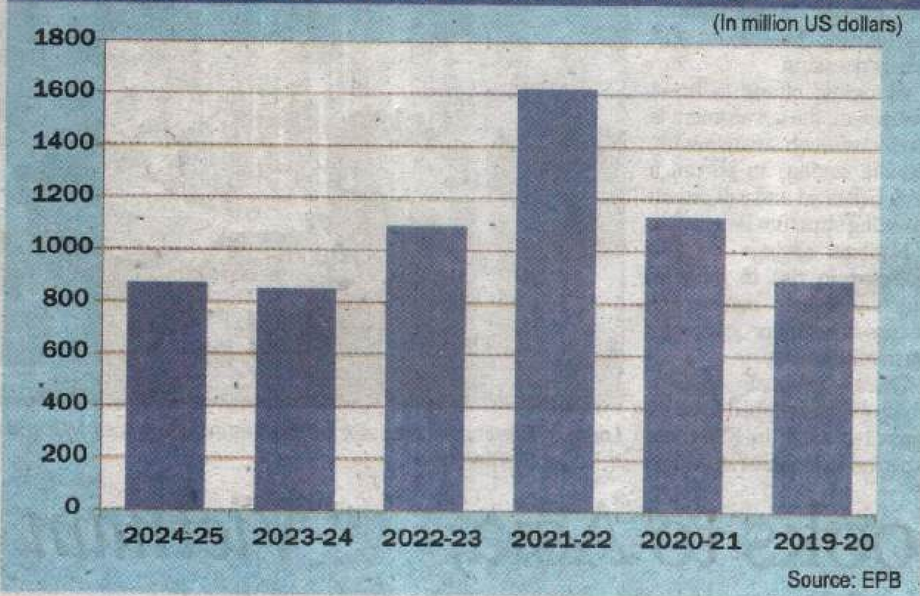

Home textile

Continued from B1

'Due to a hike in duties in China, a number of Chinese companies shifted their production facilities in Bangladesh which impacted our exports', he added.

However, he said, the government must focus on ensuring the uninterrupted supply of gas and energy, as well as price reductions, to sustain export growth.

Rashed Mosharraf, executive director (sales, marketing, and operations) of Zaber and Zubair Fashion Ltd, one of the countrys most prominent players in the home textile sector, told New Age that a significant number of irregular orders were cleared last year, which impacted the exports.

'The sector did well despite the political transition, severe fuel and energy shortage, and country's overall discipline situation,' he added.

Meanwhile, he stated that the newly imposed 2 per cent advance income tax on cotton imports would severely impact the sector.

'If the government could provide sufficient policy supports, uninterrupted gas and electricity supply, the sector could again able to earn $1 billion, otherwise we may lose our competitiveness to Pakistan,' he added.

Industry insiders said that home textiles was one of Bangladesh's first-line export sectors, with the ability to produce bulk products, which had also accelerated the country's rise to global leadership.

ADVANCE INCOME TAX

Textile millers fear losing competitiveness

Staff Correspondent

Mtextile millers of the country said that if the government could not withdraw the newly imposed 2 per cent advance income tax immediately, the sector could lose competitiveness which could lead to the closure of the textile factory units.

They also urged the interim government to withdraw the 2 per cent AIT on the import of cotton by Monday.

They were speaking at a special press conference organized by the Bangladesh Textile Mills Association on Saturday at the Gulshan Club in the capital.

Recently, the National Board of Revenue issued an SRO imposing a 2 per cent AIT on imports of over 150 essentials and capital goods for industries including some major items like cotton, wheat, flour, maize, rice, soya beans, sunflower seeds, mustard seeds, linseed, sugar, bulbs, tubers, jet fuels, kerosene, diesel, furnace oil, LPG, natural gas, petroleum bitumen, iron oxides and zinc sulphate.

The textile millers also questioned whether the move is designed to protect the interests of neighboring countries at the expense of

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

শ্রম বাজার

Textile millers fear losing

Continued from B1

Bangladesh's textile industry.

At the event, BTMA President Showkat Aziz Russel stated that with bank interest rates at 18 per cent and an additional 2 per cent being deducted as income tax from the working capital, it's becoming impossible for them to continue doing business.

He also said that importing yarn from India has become cheaper than producing it locally due to current regulations.

He also questioned whether the government formulated policies to strengthen neighboring economies and generate employment there, or whether they worked tirelessly to safeguard the interests of the neighboring countries.

In this regard, he urged the government to immediately withdraw the AIT, to exempt a specific tax of Tk 5 imposed per kilogram of domestic production of cotton yarn, and reconsider the corporate tax decisions.

'If not, the consequences will be irreversible,' he added, saying that the new tax, coupled with additional VAT burdens and reduced export incentives, comes at a time when mills are already grappling with a severe gas and electricity crisis.

He also urged the government to engage in open dialogue with the industry, emphasizing that business owners are not adversaries but partners in economic development.

BTMA vice-president Saleudh Zaman Khan said that vested interest groups were attempting to dismantle the textile industry.

'This is nothing short of a deliberate attempt to destroy the country's textile sector,' he added.

BTMA director Abdullah Al Mamun stated that they are on the brink of collapse, as many factory owners have already begun looking to sell their units due to existing challenges.

The government never adjusted the AIT in the last 50 years, as they didn't have the mechanism to adjust AIT, he added, saying that this new AIT has only added salt to their wounds.

BTMA director Mohd Khorshed Alam stated that the dismantling of Bangladesh's textile sector isn't new, alleging that the agenda has been in motion for several years.

'Five to six years ago, a neighboring country's consulting firm collected the balance sheets of numerous local textile mills under the pretext of providing support. The conspiracy started there,' he added.

'But if we don't raise these issues, how will they understand our challenges? If criticism leads to intimidation, a time will come when even regret won't be enough.'

Hossain Mehmood, president of the Bangladesh Terry Towel and Linen Manufacturers and Exporters Association, stated that many textile businesses are now considering sourcing cotton from the US, particularly in light of the reciprocal tariffs imposed by the US.

'But with this 2 per cent AIT, that pathway would become economically unfeasible,' he added.

BTMA director Rajeeb Haider said that importing 2 per cent AIT on cotton imports would open the country as a playground for foreign exporters.

'If we see the textile policy of India and Bangladesh in the last 20 years, it would be clear that Indian formulated policy to protect their sector where we formulated policy to hand over our sector to the foreigners,' he added.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ৮ জুলাই ২০২৫

আমিরাতে শ্রমবাজারে নতুন দ্বার

বাংলাদেশিদের জন্য চালু গোল্ডেন ভিসা

নতুন করে চালু করা এই গোল্ডেন ভিসা কর্মসূচিতে নার্স, শিক্ষক এবং কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রতিদিন ডেস্ক

আবাসন কর্মসূচির শর্ত শিথিল করে নতুন ধরনের গোল্ডেন ভিসা চালুর ঘোষণা দিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)। পাইলট প্রকল্প হিসেবে বাংলাদেশ ও ভারতের নাগরিকদের জন্য মনোনয়নের ভিত্তিতে নতুন এই ভিসা চালু করা হয়েছে। তবে নতুন এই গোল্ডেন ভিসা পাওয়ার জন্য কিছু শর্তও জুড়ে দিয়েছে দেশটি।

নতুন করে চালু করা এই গোল্ডেন ভিসা কর্মসূচিতে নার্স, শিক্ষক এবং কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে আগে কেবল উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী, মেধাবী শিক্ষার্থী এবং বিশেষজ্ঞদের জন্য গোল্ডেন ভিসার সীমিত সুযোগ থাকলেও বর্তমানে তা আরও বিস্তৃত পরিসরে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে আমিরাত। মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটির কর সুবিধা, বিশ্বমানের অবকাঠামো এবং স্থিতিশীল পরিবেশের কারণে অনেকেই সেখানে বসবাস করতে আগ্রহী। শর্ত শিথিল করায় এখন বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তা, মেধাবী শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বিজ্ঞানী, করপোরেট নির্বাহী, ফ্রন্টলাইন কর্মী, স্কুলশিক্ষক, অধ্যক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ১৫ বছরের অভিজ্ঞ নার্সরাও আমিরাতের গোল্ডেন ভিসা পাবেন। এ ছাড়া ইউটিউবার, পডকাস্টার, ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাতা, ২৫ বছরের বেশি বয়সি ই-স্পোর্টস পেশাজীবী, বিলাসবহুল ইয়টের মালিক ও মেরিটাইম নির্বাহীদেরও এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, আমিরাতের নতুন 'মনোনয়ন-ভিত্তিক ভিসা নীতিমালার' আওতায় ভারতীয় ও বাংলাদেশি নাগরিকরা এখন থেকে আজীবনের জন্য গোল্ডেন ভিসা পাওয়ার সুযোগ পাবেন। এই ভিসার জন্য ফি ১ লাখ দিরহাম (বাংলাদেশি প্রায় ৩৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা) নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে ৫ হাজারের বেশি ব্যক্তি ভিসার জন্য আবেদন করতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। নতুন এই গোল্ডেন ভিসা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বরত প্রতিষ্ঠান রায়াদ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রায়াদ কামাল আইয়ুব বলেন, আমিরাতের নতুন এই গোল্ডেন ভিসা কর্মসূচি বাংলাদেশ ও ভারতীয়দের জন্য সুবর্ণ সুযোগ। ভিসার জন্য আবেদন করা হলে প্রথমে আবেদনকারীর ব্যাকগ্রাউন্ড যাচাই করা হবে। এতে অর্থ পাচার, অপরাধমূলক রেকর্ডের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্টও যাচাই করে দেখা হবে। পাশাপাশি আমিরাতের বাজার ও ব্যবসায়িক পরিবেশে অবদান রাখতে পারার যোগ্যতাও বিবেচনা করা হবে।

উল্লেখ্য, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সম্পদশালী ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ২০১৯ সালে গোল্ডেন ভিসা কর্মসূচি চালু করে আমিরাতের সরকার। সে সময় গোল্ডেন ভিসা পেতে সাধারণত সম্পদ কিংবা ব্যবসায় বিপুল বিনিয়োগের প্রয়োজন হতো।

THE FINANCIAL EXPRESS Sunday • July 6, 2025

Bangladesh needs to accelerate green transformation of the leather industry

Bangladesh needs to accelerate green transformation of tanneries, develop integrated network for raw material collection and preservation and engage in public-private collaboration for skills development and green finance to achieve sustainable export growth in the post-LDC era

writes
T.I.M. Nurul Kabir

Leather industry is one of the oldest industries in Bangladesh. While the global demand for leather and leather goods is constantly increasing, the leather industry of Bangladesh is grappling with challenges that, unless redressed effectively, stand out as hurdles for the sector to unlock its full potential.

According to the global market research reports and consulting firm Fortune Business Insights, the global leather goods market size was valued at USD 498.57 billion in 2024 and is projected to grow from USD 531.07 billion in 2025 to USD 855.36 billion by 2032, exhibiting a compound annual growth rate (CAGR) of 7.05 per cent during the forecast period.

Leather and leather goods industry of Bangladesh is the second highest export-earning sector after the readymade garments (RMG) industry. Bangladesh's leather is acclaimed nationally and internationally for its high-quality grain, uniform fibre structure, smooth feel and natural texture.

The leather industry of Bangladesh has the advantage of abundant availability of domestic raw materials and low-cost labour. As Bangladesh is rich in key raw materials, the leather and leather goods industry has the potential to be the key sector for export diversification.

Previously exports depended mainly on wet blue leather. However, processed leather and finished leather products can add up to 90 per cent value to leather goods. In recent years, total export of raw hides, skins, and leather shows a downward trend. On the other hand, total export of merchandise made of leather is observed to have an increasing trend, signaling a shift toward higher-value products.

According to the Export Promotion Bureau (EPB) data, total leather exports between July 2024 and May 2025 amounted to 1,057.82 million US dollars, an increase of 12.55 per cent over the same period of the previous fiscal year. Leather footwear exports have demonstrated significant success. According to the World Footwear 2024 Yearbook, Bangladesh has emerged as one of the world's top 10 footwear producers over the past decade.

Export receipts from leather footwear stood at 545.35 million US dollars during the first ten months of FY25, showing 26.08 per cent rise. On the contrary leather goods exports between July 2024 and March 2025 fell by 6.11 per cent to 256.44 million US dollars, and finished leather exports fell by 6.29 per cent to 99.40 million US dollars, on a comparable basis to the same months of the previous fiscal year.

Bangladesh accounts for about 3.5 per cent of the total rawhide produced globally. However, despite ample supply of domestic raw materials the leather and leather goods industry contributes nearly 4 per cent of the country's total exports. The RMG industry, despite significant reliance on imported raw materials on the other hand, contributes 80 per cent to Bangladesh's total export earnings. Main restraints to industry performance of the leather sector include issues such as fragmentation in the sector; inefficient procurement, preservation and processing system of rawhide and animal skins; water pollution and health safety compliance issues, and inadequate finance.

Bangladesh's total supply of rawhide and skins is around 20 million units per year, of which about 50 per cent comes during the main sacrificial festival Eid-ul-Adha. In absence of an integrated network for collecting and preserving rawhides the procurement, preservation and processing system is fragmented and irregular.

Seasonal traders, brokers and wholesalers buy rawhides on the basis of average size. Rawhide is treated with salt for preservation. Workers involved in applying salt lack proper knowledge about preservation, and so, skin quality declines and skins are often permanently damaged. Moreover, per unit preservation cost of goat/sheep skin is higher than the selling price that the traders get. Local collectors and seasonal traders have been discarding goat/sheep skins along roadsides during Eid-ul-Adha. Such inability to sell bovine hides represents financial loss for the traders and a missed opportunity for the leather industry.

Tanners buy salt-cured rawhides from the wholesalers at per square foot price. There are 200 tanneries and 3500 small and medium enterprises (SMEs) producing blue wet leather, crust leather and finished leather from rawhides. According to the Bangladesh Investment Development Authority (BIDA), Bangladesh produces 350 million square feet of leather every year, of which 56 per cent comprise cowhides, 30 per cent goat/sheep hides and skins and 14 per cent buffalo skins. Of the total leather produced 20 to 25 per cent is used to meet domestic demand and 75 to 80 per cent is exported.

To enable compliance in the leather industry and to prevent pollution of the Buriganga river, all the tanneries were relocated from Hazaribagh to the BSCIC Tannery Industrial Estate in Savar. However, the central effluent treatment plant (CETP) has still not been made fully operational and there is no permanent arrangement for a solid waste disposal site or dumping yard. The result is growing pollution in the Dhaleshwari river. Work environment in tanneries is very dirty due to poor management of waste. Most tanneries do not follow the basic health compliance guidelines.

The government is urging the tannery owners to establish their own effluent treatment plant (ETP). According to reports, so far six companies have been given permission to build ETP of their own and another eight to 10 tanneries are in the process of getting approval. However, most SMEs do not have funds to

প্রথম আলো • বুধবার, ৯ জুলাই ২০২৫,

পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে ২য় বাংলাদেশ

ডব্লিউটিওর প্রতিবেদন

গত বছর চীন তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে ১৬৫ বিলিয়ন ডলারের। আর বাংলাদেশ রপ্তানি করে সাড়ে ৩৮ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশি-বিদেশি চ্যালেঞ্জের মধ্যে একক দেশ হিসেবে গত বছরও বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। যদিও বাজার হিস্যা দশমিক ৪৮ শতাংশীয় পয়েন্ট কমে গেছে। বাংলাদেশের পর তৃতীয় অবস্থানে আছে ভিয়েতনাম। আর শীর্ষ অবস্থানে আছে বরাবরের মতো চীন। যদিও চীনের বাজার হিস্যা ২ শতাংশীয় পয়েন্ট কমেছে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড স্ট্যাটিসটিকস: কি ইনসাইটস অ্যান্ড ট্রেন্ডস ইন ২০২৪' শীর্ষক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। চলতি মাসে এটি নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে সংস্থাটি। প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছর বৈশ্বিক পণ্য ও সেবা বাণিজ্য ৪ শতাংশ বেড়ে ৩১ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন (প্রতি ট্রিলিয়নে এক লাখ কোটি) মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা তার আগের বছর (২০২৩ সাল) ২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। গত বছর বৈশ্বিক পণ্য বাণিজ্য ২ শতাংশ এবং সেবা খাতের ব্যবসা বেড়েছে ৯ শতাংশ। এ ছাড়া বৈশ্বিক বাণিজ্যে সেবা খাতের হিস্যা বেড়ে হয়েছে ২৬ দশমিক ৪ শতাংশ, যা ২০০৫ সালের পর সর্বোচ্চ।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছর (২০২৪ সাল) বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ৫৫৭ দশমিক ৫০ বিলিয়ন ডলারের (১০০০ হাজার বিলিয়নে এক ট্রিলিয়ন) তৈরি পোশাক আমদানি করে। এতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭ শতাংশ। ২০২৩ সালে বিভিন্ন দেশ তৈরি পোশাক আমদানি করেছিল ৫২০ বিলিয়ন ডলারের।

ডব্লিউটিওর প্রতিবেদন অনুযায়ী, টানা দুই বছর ধরে (২০২৩ ও ২০২৪ সাল) বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি ৩৮ বিলিয়ন ডলারের ঘরে আছে। গত বছর রপ্তানি হয়েছে ৩৮ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলার। প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র দশমিক ২১ শতাংশ। রপ্তানিতে সামান্য প্রবৃদ্ধি থাকলেও বাজার হিস্যা কমে গেছে বাংলাদেশের। ২০২৩ সালে বিশ্বে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের বাজার হিস্যা ছিল ৭ দশমিক ৩৮ শতাংশ। গত বছর সেটি কমে দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ৯০ শতাংশে।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান প্রথম আলোকে বলেন, 'ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক কার্যকর হলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমতে পারে। অন্যদিকে এই বাজারে ভিয়েতনামের রপ্তানি বাড়তে পারে। এতে করে বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের রপ্তানি কাছাকাছি চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তারপরও এই বছর দ্বিতীয় শীর্ষ স্থান ধরে রাখা সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা করছি।'

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাতের মতো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের সঙ্গে গত বছর দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়। এতে করে আমদানি-রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হয়। পরবর্তী সময়ে শ্রমিক আন্দোলনে আশুলিয়ার মতো বড় শিল্পাঞ্চলের বেশ কিছু কারখানায় কয়েক সপ্তাহ উৎপাদন বন্ধ ছিল। এ ছাড়া গ্যাস-বিদ্যুতের সংকটেও ভুগেছে এই শিল্প খাত।

বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির হিসাব নিয়ে গরমিল আছে। গত বছরের জুলাইয়ে সেটি প্রথম সামনে আসে। তখন বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছিল, পণ্য রপ্তানি বেশি দেখাচ্ছে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)। পরে সেটি সংশোধন করে ইপিবি। তবে ২০২২ সালে ডব্লিউটিওর হিসাবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি ৪৫ বিলিয়ন ডলার দেখানো হয়েছিল। যদিও প্রকৃত রপ্তানি আরও কম হয়েছিল। তখন সব মিলিয়ে তিন অর্থবছরের ৩৪ মাসে এনবিআরের চেয়ে ২ হাজার ২৬১ কোটি ডলারের রপ্তানি বেশি দেখিয়েছিল ইপিবি। ফলে ২০২১ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ডব্লিউটিওর হিসাবে প্রকৃত চিত্র উঠে এসেছে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

এদিকে করোনার আগে থেকে চীনের রপ্তানি কমলেও বিশ্ববাজারে এখনো দেশটি শীর্ষ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক। গত বছর (২০২৪ সাল) চীন ১৬৫ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এ ক্ষেত্রে তাদের প্রবৃদ্ধি মাত্র দশমিক ৩০ শতাংশ। ২০১৭ সালে বিশ্বে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে চীনের বাজার হিস্যা ছিল প্রায় ৩৫ শতাংশ। গত বছর সেটি কমে হয়েছে ২৯ দশমিক ৬৪ শতাংশ।

একক দেশ হিসেবে বিশ্বে তৃতীয় শীর্ষ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ ভিয়েতনাম। ২০২০ সালে দেশটি বাংলাদেশকে টপকে দ্বিতীয় শীর্ষ স্থান দখল করে নিয়েছিল। অবশ্য এক বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশ আবার দ্বিতীয় শীর্ষ স্থান পুনরুদ্ধার করে। গত বছর ভিয়েতনাম ৩৪ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এই রপ্তানি তার আগের বছরের তুলনায় ৯ শতাংশ বেশি। এ ছাড়া তাদের বাজার হিস্যাও কিছুটা বেড়ে ৬ শতাংশ ছাড়িয়েছে।

অন্য দেশের কী অবস্থান

ডব্লিউটিওর প্রতিবেদন অনুযায়ী, একক দেশ হিসেবে বিশ্বে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে তুরস্ক ও ভারত। গত বছর তুরস্ক ১৮ বিলিয়ন ও ভারত ১৬ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। ২০২৩ সালের তুলনায় গত বছর তুরস্কের রপ্তানি ৪ শতাংশ কমলেও ভারতের বেড়েছে সাড়ে ৬ শতাংশ। আর বাজার হিস্যা তুরস্কের ৩ দশমিক ২১ শতাংশ এবং ভারতের ২ দশমিক ৯৪ শতাংশ।

বৈশ্বিক তৈরি পোশাক রপ্তানিতে একক দেশ হিসেবে ষষ্ঠ থেকে নবম অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে কম্বোডিয়া, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। গত বছর কম্বোডিয়া ১০ বিলিয়ন, পাকিস্তান ৯ বিলিয়ন, ইন্দোনেশিয়া ৯ বিলিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র ৭ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে।

বিশ্ববাজারে শীর্ষ ৫
তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ

দেশ	২০২৩	২০২৪	বাজার হিস্যা
চীন	১৬৫	১৬৫	২৯.৬৪%
বাংলাদেশ	৩৮	৩৮	৬.৯০%
ভিয়েতনাম	৩১	৩৪	৬.০৯%
তুরস্ক	১৯	১৮	৩.২১%
ভারত	১৫	১৬	২.৯৪%

সূত্র : ডব্লিউটিও *হিসাব বিলিয়ন ডলার

THE FINANCIAL EXPRESS Wednesday • July 9, 2025

Textile millers delay release of imported cotton over 2pc AIT

Port congestion looms

JASIM UDDIN

Textile mill owners show reluctance to release their imported cotton from ports, raising concerns about potential container congestion, which could further disrupt operations at major ports, including Chattogram and Beanpole, according to industry insiders.

They also said the government has imposed a 2 per cent advance income tax (AIT) on the import of raw cotton, which would significantly impact their capital.

In light of this, none of the large mill owners is interested in releasing their basic raw materials.

To discuss the impacts of the newly-imposed AIT, Finance Adviser Dr Salehuddin Ahmed held a meeting with textile millers and apparel sector leaders at his office on Monday afternoon.

National Board of Revenue (NBR) Chairman Md Abdur Rahman Khan was present there along with Income Tax Policy Member AKM Badiul Alam.

During the meeting, the finance adviser asked the NBR chairman to find a solution considering the AIT's impact on the industry as the government aims to make an announcement as soon as possible, according to sources.

Md Nurul Islam, founder of Bangladesh's largest textile mill under Noman Group, told The Financial Express they are not releasing any cotton from the port.

He said they import huge quantities of cotton every month.

Noman Group's annual export amounts to over $1 billion.

Envoy Textiles Founder Chairman Kutubuddin Ahmed told The Financial Express he is worried about the new AIT.

He said he is unable to release his cotton shipments because of the AIT. He also said he is waiting for a move from the government in this regard that will bring relief.

Moreover, he said his business costs would shoot up if the AIT stays.

Md Badsha Mia, managing director of Badsha Textiles, told The Financial Express, "We have no scope to release cotton from the port by paying

such high taxes, which will not be adjusted with the income tax at the end of the year." Echoing similar concerns, Saleudh Zaman Khan (Jitu), managing director of NZ Tex Group, said cotton imported by him is also stockpiled at the Chattogram port, but he is unable to release it.

"If the government allows us to release the raw materials under an undertaking, it will be a big relief for the industry. Otherwise, most of us will have to pay port demurrage charges after the expiration of the seven-day free facility."

Engineer Razeeb Haider, director of the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), warned that if the government delays making a decision, it could lead to potential container congestion, which might further disrupt port operations after a three-day backlog caused by the recent "complete shutdown" programme observed by NBR officials countrywide.

A top official of Square Denims said their commercial team is facing challenges in releasing cotton shipments as they encountered a 2 per cent AIT and a 1 per cent customs duty (CD) during the bill of entry submission. As a result, they are moving slowly with the release.

At the meeting, Saleudh said, "We have to pay the advance tax with loans. If the government does not remove the tax, none of us will be able to do business."

Showkat Aziz Russell, president of the BTMA, claimed Indian spinners are trying to dump their yarn in the Bangladeshi market by taking advantage of various incentives provided by their government to enhance competitiveness.

On the other hand, local spinners are under increasing pressure due to rising gas and electricity prices, higher interest rates, and the government's recent decision to raise the corporate tax from 15 per cent to 27.5 per cent, he explained.

Additionally, the newly-imposed 2 per cent AIT on cotton imports is further burdening the sector, said Russell.

He noted that while the government has provided an option to adjust the AIT, it involves a complicated bureaucratic process.

Despite this, the sector faces a combined tax burden of around 67 per cent due to source tax deductions - something it has no capacity to absorb, said the BTMA president.

"Considering the situation, we have observed that recent policy changes seem to favour Indian millers over local producers," he said.

"We have our own spinning and denim mills. Yet, our textile unit's general manager is unwilling to procure yarn from our own spinning mill because it would increase the total production cost," he added.

Russell urged the finance adviser to intervene by removing the AIT and reducing the corporate tax rate to 12 per cent - the same as the readymade garment sector, which is set to enjoy this rate until 2028.

Square Textiles Managing Director Tapan Chowdhury told the meeting India has highly incentivised its domestic backward linkage industry and this could be a threat to Bangladesh's readymade garment (RMG) industry.

"Apparel is a labour-intensive industry. As India has huge amounts of land, it can easily establish factories, create jobs, and take over Bangladesh's dominant position in the RMG sector," he said.

However, he is not as much worried about the pharmaceutical industry because it is technical.

The NBR chairman told the meeting the tax structure was based on a misunderstanding.

"We thought traders were importing cotton and selling it to millers for profits," he said.

"Our assumption was that if someone imports cotton and makes a profit, he should be able to pay taxes. Based on that, we estimated that Tk 8,900 million would be collected from this item," he added.

newsmanjasi@gmail.com

THE BUSINESS STANDARD WEDNESDAY 09.07.2025

False promises abroad, no justice at home: New study sheds light on migrants' perils

MIGRATION - BANGLADESH

KAMRAN SIDDIQUI

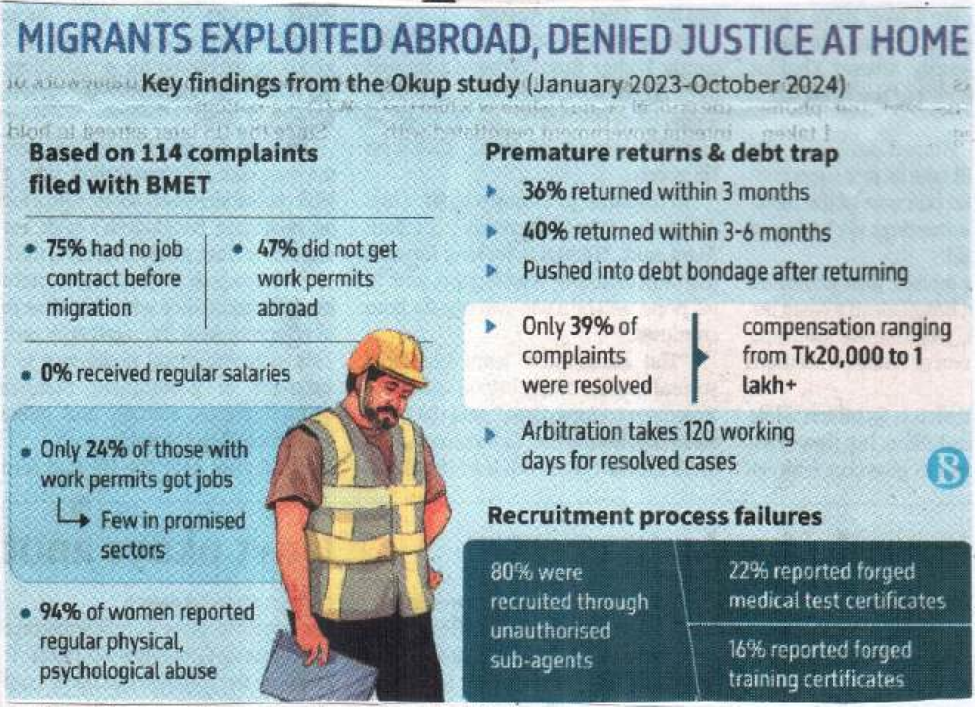

Bangladeshi migrant workers are falling victim to false promises by recruiting agents or middlemen, leading to severe exploitation abroad, as a new study finds 75% of complainants said they were not given job contracts before migrating and 47% reported not receiving work permits in their destination countries.

Moreover, none of the migrant workers interviewed reported receiving regular salaries, according to the study conducted by the Ovibashi Karmi Unnayan Programme (Okup), a grassroots migrants' rights organisation.

Among the 53% who received work permits, only 24% secured jobs – few in the promised sectors – according to the study titled "A Far Cry from Justice for Migrants: A Critical Analysis of Migrants' Experiences in the Arbitration System in Bangladesh", set to be released today.

Deprived of the promised employment, many were forced to return home empty-handed. But even after filing complaints with the authorities, most received no justice.

The study, conducted between January 2023 and October 2024, analysed 114 complaints filed by migrant workers and their families for arbitration through the Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET). Of the complainants, 68 were men and 34 were women.

The study echoes longstanding concerns raised by sector insiders, who claim that thousands of Bangladeshi workers have been denied promised jobs and work permits in the post-Covid period, particularly in the Middle East, with Saudi Arabia being the main destination.

It also highlights widespread exploitation, including physical abuse – 94% of female respondents reported experiencing regular physical and psychological violence.

According to the Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET), Bangladesh sent around 45 lakh workers abroad between 2021 and June 2025, with nearly 70% heading to Saudi Arabia.

"Our workers are spending large sums to go abroad, but many aren't getting jobs once they arrive," said Professor Dr Mohammad Nurunnabi, chairman of the Accounting Department at Prince Sultan University in Saudi Arabia, told TBS.

"In some areas of Saudi Arabia, if you go in the morning, you'll see thousands of people sitting around waiting for work," he added.

Dr Nurunnabi, who has lived in the Kingdom for about 12 years, said the core problem lies in the recruitment process.

"We've proposed to our embassy in Saudi Arabia to verify the job demand letters issued by companies," he said.

Highlighting the validity of the complaints surrounding the Saudi labour market, former secretary general of Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (Baira), Shamim Ahmed Chowdhury Noman, told TBS, "Since many workers are not getting their iqamas or the jobs promised in their contracts, recruiting agencies are being held responsible later."

"One of the main reasons workers become undocumented is the delay in getting iqamas. Due to high fees, many employers hesitate to complete the iqama process on time," he added.

BMET Director General Saleh Ahmed Mujaffor could not be reached for comment despite multiple phone calls.

Md Forkan, a Bangladeshi migrant worker based in Medina, Saudi Arabia, told TBS over the phone that he has been sheltering several fellow Bangladeshis who were denied the jobs they were promised after arriving in the country. One of them is 34-year-old Abdul Mukid from Sunamganj.

According to Forkan, Mukid arrived in Saudi Arabia five months ago with a group of 30 other Bangladeshis, spending over Tk4 lakh for the migration. Mukid was assured of a position as a general worker at a pilgrims' hostel, but the job never materialised.

"Right now, only one of them is staying with me. A month ago, there were at least four," Forkan told TBS.

"Some have scattered to different places in search of work, but none have found jobs. Many are surviving here by borrowing money from home," he added.

36% returned home within 3 months

According to the Okup study, illegal recruitment practices by recruiters and employers forced 36% of the complainant migrants to return home within three months of arrival, while 40% returned within three to

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

False promises abroad, no justice at home: New study sheds light

six months.

These premature returns pushed many into debt bondage and an undignified life. After returning, the migrants filed complaints with the BMET, but only 39% of those cases were resolved –typically with compensation ranging from just Tk20,000 to slightly over Tk1 lakh.

However, these workers had paid three to six times the government's fixed migration cost. Even the arbitration process is slow, taking up to 120 working days in 39% of the resolved cases.

In most instances, BMET issued notices to the accused agencies or middlemen only after repeated follow-ups by the victims.

"BMET oversees arbitration in addition to its regular duties. With no provision for additional staff or proper training, there are serious concerns about the quality of the arbitration process," said Shakirul Islam, chairperson of Okup.

"As BMET is also responsible for licensing recruitment agents and issuing emigration clearances to migrants, its role in handling arbitration cases presents an inherent conflict of interest," he added.

Forged documents, soaring migration costs

According to the Okup study, 80% of the respondents were recruited through unauthorised sub-agents, even though the law permits only licensed agencies to handle recruitment.

About 22% of respondents reported that agents forged their medical test certificates, while 16% said their pre-departure orientation certificates were also falsified – both essential for obtaining emigration clearance.

Every male migrant surveyed said they were charged exorbitant migration fees – double the legal rate for those bound for Saudi Arabia, and up to six times higher for Malaysia-bound workers.

Although the government mandates zero migration fees for female domestic workers, 65% reported being illegally charged between Tk50,000 and Tk2 lakh by agents.

Widespread violations of rights, entitlements

Male migrant workers without work permits were often confined until their entry visas expired. Lacking legal jobs and documentation, they were classified as absconders under local laws.

No workers received their salaries regularly. About 53% were paid every two to three months – and less than the agreed amount.

Additionally, 6% of male migrants were critically injured at work but denied medical treatment by their employers, forcing them to return home in serious health conditions.

Among the 34 female domestic workers surveyed, 82% said they were forced to work excessively without any rest, while 97% reported being denied weekends and holidays.

A total of 79% complained of unpaid wages, and 80% experienced food deprivation. Healthcare was also a major concern, with 97% saying they were denied medical treatment.

In more extreme cases, 15% reported being confined without food or water for days, and 47% said they had faced sexual exploitation.

THURSDAY JULY 10, 2025
ASHAR 26, 1432 BS
The Daily Star

ILLEGAL RECRUITMENT

36% migrants forced to return within 3 months

Finds OKUP study

STAFF CORRESPONDENT

A staggering 36 percent of Bangladeshi migrant workers are forced to return home within just three months of arriving abroad due to illegal recruitment practices by recruiters and employers, a new study has found.

These premature returns not only crush their hopes of economic improvement but also trap many in debt and a life devoid of dignity.

The study, titled "A Far Cry from Justice for Migrants: A Critical Analysis of Migrants' Experiences in the Arbitration System in Bangladesh", was conducted by the grassroots migrant rights group Ovibashi Karmi Unnayan Program (OKUP).

OKUP Chairperson Shakirul Islam presented the findings of the study at a programme in the capital yesterday, highlighting how systematic failures in recruitment and arbitration systems leave thousands of migrant workers vulnerable to exploitation and injustice.

One of the report's main concerns is the lack of a standard, independent arbitration mechanism in Bangladesh to resolve migrant workers' complaints.

The Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET), which handles arbitration cases while also issuing recruitment licenses and emigration clearance, faces a conflict of interest that undermines the fairness and effectiveness of the process, the report said.

It also found that legal

AT A GLANCE

- **75**% migrants didn't receive any contract before departure
- **64**% male and **100**% female migrants had no contract

THOSE WHO RECEIVED CONTRACTS:

- **62**% got it just hours before their flight.
- **11**% received it a month in advance.
- **47**% received no work permit after arriving abroad.
- Of the **53**% who got permits, **24**% got the promised jobs
- All male migrants paid excessive fees

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

36% migrants forced to return

FROM PAGE 3

frameworks in Bangladesh do not clearly define compensation or remedies, leading to migrant workers often receiving inadequate compensation and falling into deeper financial trouble.

The absence of a standardised arbitration process creates significant barriers for workers -- from filing complaints to attending hearings -- and causes widespread mistrust in the system.

According to the report, 75 percent of migrant workers do not receive any contract before going abroad. Among male migrants, 64 percent reported not receiving a contract prior to departure, while not a single female migrant received one before leaving.

Only 25 percent of workers received an employment contract before migration. Of them, 62 percent got it just hours before their flight, 27 percent two weeks prior, and only 11 percent a month in advance, the report said.

The study also revealed that 47 percent of migrant workers did not receive a work permit after reaching their destination. Among the 53 percent who did, only 24 percent were actually given the jobs they were promised.

It also stated that 100 percent of male migrant workers were charged exorbitant migration fees far above the legal limits set by the government -- double the rate for those bound for Saudi Arabia and six times higher for Malaysia.

OKUP said the research was based on 114 case studies (80 men and 34 women) who sought legal help between January 2023 and October 2024.

The focus was particularly on Saudi Arabia and Malaysia -- the two main destinations for Bangladeshi migrant workers -- which accounted for 92 percent of the returnees in the study.

To address these issues, OKUP recommended that the Bangladesh government ensure fair compensation that considers both financial and social losses.

It also called for including country-specific information on justice mechanisms in pre-departure orientation sessions to raise awareness among workers.

For destination countries, OKUP urged the government of Saudi Arabia to stop unethical visa trading and revise labour reform initiatives to eliminate employer control that restricts workers from changing jobs or reporting exploitation or abuse.

The organisation also recommended setting up "Free Service Centres" to help workers file complaints and access justice.

For Malaysia, OKUP called on the authorities to adhere to the recruitment provisions outlined in the Memorandum of Understanding with Bangladesh.

It also suggested creating accessible facilities for the protection and support of migrant workers, similar to the online systems used in Saudi Arabia.

Without urgent reforms and international cooperation, migrant workers will continue to face exploitation, premature return, and lack of justice, the report warned.

সমকাল | বৃহস্পতিবার | ১০ জুলাই ২০২৫

চট্টগ্রামের ৬০% কারখানা ক্রেতা হারানোর ঝুঁকিতে

সারোয়ার সুমন, চট্টগ্রাম

ট্রাম্পের নতুন শুল্ক

- বিকল্প নিয়ে দ্রুত আলাপের তাগিদ ব্যবসায়ীদের
- হুমকিতে পড়বে চট্টগ্রামের ৫ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন শুল্কারোপে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে চট্টগ্রাম। আটলান্টিকের পারে রপ্তানি হওয়া গার্মেন্টি পণ্যের ৬০ শতাংশই যায় এ বন্দরনগরী থেকে। মোট রপ্তানির ৭০ থেকে ১০০ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া কারখানাও চট্টগ্রামে রয়েছে অর্ধশত। ৩৫ শতাংশের নতুন শুল্কারোপে এসব কারখানা মালিক উৎকণ্ঠায় আছেন।

তারা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করা চট্টগ্রামের ৬০ শতাংশ কারখানাই এখন ক্রেতা হারাবে। প্রতিযোগী দেশগুলোর শুল্কহার কম থাকাতে ক্রেতারা এখন ঝুঁকবে সেসব দেশে। এলএনজি, গম, সয়াবিনসহ বিভিন্ন পণ্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে শতভাগ আমদানি করার প্রস্তাব সামনে এনে বাণিজ্য ঘাটতি দূর করলে যুক্তরাষ্ট্র নমনীয় হতে পারে বলে মনে করছেন তারা। অন্যথায় চট্টগ্রামের অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে বলেও শঙ্কা প্রকাশ করছেন রপ্তানিকারকরা।

ক্লিফটন গ্রুপের কর্ণধার মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, আমাদের মোট রপ্তানি যদি ৯ বিলিয়ন হয়, এর ৫ বিলিয়নই করছে চট্টগ্রামের কারখানা। এখানকার ৬০ শতাংশ কারখানাই সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। উৎপাদিত পণ্যেরও ৯৫ শতাংশ যায় যুক্তরাষ্ট্রে। সরকার যদি যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও বেশি পণ্য আমদানি করে শুল্ক ঘাটতি কমিয়ে আনে, তাহলে হয়তো ৩৫ শতাংশ শুল্কহার কমাতে পারে যুক্তরাষ্ট্র।

গত অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রে ৮৭৬ কোটি ডলার পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে তৈরি পোশাক রয়েছে প্রায় ৭৫৯ কোটি ডলারের। উৎপাদিত পণ্যের শতভাগ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে ফরচুন অ্যাপারেলস। চট্টগ্রামের নাসিরাবাদের এই প্রতিষ্ঠানটি এশিয়ান ডাফ গ্রুপের। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবদুস সালাম বলেন, গত অর্থবছরে আমাদের রপ্তানি করা ৩ কোটি ৩৭ লাখ ডলারের তৈরি পোশাকের পুরোটা গেছে যুক্তরাষ্ট্রে। তবে প্রতিযোগী দেশের শুল্কহারের চেয়ে বাংলাদেশের শুল্কহার ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বেশি। এ কারণে ক্রেতা হারাবে বাংলাদেশ। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে চট্টগ্রাম।

বিশ্বে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে চীনের পরই রয়েছে বাংলাদেশ। তবে বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী ভিয়েতনাম। গত বছর তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ছিল ১ শতাংশেরও কম। অন্যদিকে নিকটতম প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনামের প্রবৃদ্ধি ছিল ৯ শতাংশের বেশি। অথচ যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামের পণ্য রপ্তানিতে ২০ শতাংশ শুল্কহার নির্ধারণ করেছে। আর বাংলাদেশের জন্য এ হার ৩৫ শতাংশ। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে শুল্কহারে ছাড় না পেলে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ভিয়েতনামের চেয়ে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন পোশাক খাতের ব্যবসায়ীরা।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) উদ্ধৃতি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানি করা ইন্ডিপেনডেন্ট অ্যাপারেলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এসএম আবু তৈয়ব বলেন, ২০২৪ সালে ১৬৫ দশমিক ২৪ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানির মাধ্যমে শীর্ষে রয়েছে চীন। দেশটির তৈরি পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে দশমিক ৩০ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বাংলাদেশ এ সময়ে ৩৮ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। ২০২৩ সালের চেয়ে ২০২৪ সালে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র দশমিক ২১ শতাংশ। অথচ ভিয়েতনাম গত বছরে ৩৩ দশমিক ৯৪ ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে। এ ক্ষেত্রে তাদের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯ দশমিক ৩৪ শতাংশ। বিদ্যমান শুল্কহার বহাল থাকলে এবার আরও পিছিয়ে পড়ব আমরা। ক্রেতারা চলে যাবে ভারত, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া কিংবা ভিয়েতনামে।

শুধু ভিয়েতনাম নয়; তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের প্রতিযোগী হিসেবে আছে ভারত, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়া। তারাও উল্লেখযোগ্য হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে প্রতিবছর। ২০২৪ সালে ভারত ১৬ দশমিক ৩৬ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। দেশটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে সাড়ে ৬ শতাংশ। কম্বোডিয়া ২০২৪ সালে ৯ দশমিক ৮৯ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এ ক্ষেত্রে দেশটির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৪ দশমিক ১৯ শতাংশ। পাকিস্তান এ সময়ে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ২১ দশমিক ৪৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। দেশটির রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৯ দশমিক ২৮ বিলিয়ন ডলার। ইন্দোনেশিয়া গত বছর ৮ দশমিক ৭৩ ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এ ক্ষেত্রে দেশটির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪ দশমিক ৬৭ শতাংশ।

জানতে চাইলে প্যাসিফিক জিন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীর বলেন, তৈরি পোশাকের বৈশ্বিক বাজারে চীনের হিস্যার পরিমাণ ২০২৪ সাল শেষে ২৯ দশমিক ৬৪ শতাংশ, এর আগের বছরে যা ছিল ৩১ দশমিক ৬৪ শতাংশ। ২০২৩ সালে তৈরি পোশাকের বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের ৭ দশমিক ৩৮ শতাংশ হিস্যা থাকলেও গত বছর এটি কমে ৬ দশমিক ৯০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অথচ আগের বছরের চেয়ে ২০২৪ সালে ভিয়েতনামের বাজার হিস্যা কিছুটা বেড়ে ৬ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশের বাজার প্রতিযোগী দেশে স্থানান্তর হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। চট্টগ্রামের চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, চট্টগ্রামে ইপিজেডে থাকা অনেক প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। শুল্কহার পুনর্বিবেচনা না করলে এ প্রতিষ্ঠানগুলো কঠিন চ্যালেঞ্জে পড়বে। ক্রেতা হারালে একসময় বন্ধ করে দিতে হবে এসব কারখানা।

business@kalerkantho.com

ঢাকা। বৃহস্পতিবার। ১০ জুলাই ২০২৫। ২৬ আষাঢ় ১৪৩২। ১৪ মহররম ১৪৪৭

ভিয়েতনাম যেভাবে ২৬% শুল্ক কমাল

আনিকা জীনাত ▷

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত অনেক বেশি বলে আগে থেকেই সতর্ক ছিল ভিয়েতনাম। গত বছর ভিয়েতনাম থেকে ১৩ হাজার ৬০০ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করে যুক্তরাষ্ট্র। ভিয়েতনামের বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ১২ হাজার ৩৫০ কোটি ডলার, ২০২৩ সালের চেয়ে যা ১৮.১ শতাংশ বেশি। বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে শুল্কের হার বাড়াবেন তা আগেভাগেই আঁচ করতে পেরেছিল দেশটি। গত ২ এপ্রিল ভিয়েতনামের ওপর ৪৬ শতাংশ পাল্টা শুল্ক ধার্য করেন ট্রাম্প। শুল্ক নিয়ে যৌক্তিক সমাধানে আসার ক্ষেত্রে কোনো কমতি রাখেনি ভিয়েতনাম। সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যে শুল্কের পরিমাণ ৯০ শতাংশ থেকে শূন্যে নামিয়ে আনার ব্যাপারে ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনালাপ করেন ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি তো লাম। এ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্য আমদানির হার বাড়ানোর বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেন। ভিয়েতনামে বিনিয়োগ বাড়াতে মার্কিন ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করতে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা হবে বলেও জানান।

একই সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্পকে ভিয়েতনামে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি। সে সময় এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তো লামের সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন ট্রাম্প।

ফোনালাপের পর নিজের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ইতিবাচক একটি পোস্টও দিয়েছিলেন ট্রাম্প। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর বা ইউএসটিআরের সঙ্গে তিনবার আলোচনায় বসে ভিয়েতনামের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। গত ১৬ মে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে ভিয়েতনাম-যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম আলোচনা হয় দক্ষিণ কোরিয়ার জেজুতে। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে দ্বিতীয় দফার আলোচনা ১৯ থেকে ২২ মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয়বারও যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে আলোচনা হয়। চার দিনব্যাপী এই আলোচনা চলে ৯ থেকে ১২ জুন পর্যন্ত।

» ইউএসটিআর এর সঙ্গে তিনবার আলোচনায় বসে ভিয়েতনামের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

» মার্কিন পণ্যের আমদানি বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়

» ভিয়েতনামের জন্য সবচেয়ে কঠিন ছিল চীনা পণ্যের ওপর নির্ভরতা কমানোর শর্ত

যে শর্ত কঠিন ছিল : ভিয়েতনাম রপ্তানি পণ্যে শুল্কের হার শূন্যে নামিয়ে আনতে চেয়েছিল। সে চাওয়া পূরণ হয়নি। গত সপ্তাহে ২০ শতাংশ শুল্ক ধার্য করে যুক্তরাষ্ট্র। তবে ২৬ শতাংশ শুল্ক কমানোর প্রক্রিয়াটি ভিয়েতনামের জন্যও সহজ ছিল না। সংবাদমাধ্যম রয়টার্সের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত মে মাসের শেষ দিকেই শর্তের তালিকা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। শুল্কের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রকে নমনীয় করতে কঠিন সব শর্ত মানতে হয়েছে ভিয়েতনামকে। সবচেয়ে কঠিন ছিল চীনা পণ্যের ওপর নির্ভরতা কমানোর শর্ত। বাণিজ্যচুক্তি ব্যবহার করে চীনের ওপর চাপ প্রয়োগ করতেই এমন শর্ত দেয় যুক্তরাষ্ট্র। তারা চায়নি ভিয়েতনামভিত্তিক কারখানাগুলোতে চীন থেকে আমদানি করা কাঁচামাল ও উপাদান ব্যবহৃত হোক। দীর্ঘদিন ধরেই চীনের সঙ্গে ভিয়েতনামের সুসম্পর্ক রয়েছে। ভিয়েতনামের অন্যতম বড় বৈদেশিক বিনিয়োগকারী চীন। সম্পর্কে ভাটা পড়লে দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে চীনের সঙ্গে পুরনো দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিতে পারে। ভিয়েতনামের জন্য এই পরিস্থিতি ছিল উভয়সংকটে পড়ার মতো। কারণ সবচেয়ে বেশি পণ্য তারা চীন থেকেই আমদানি করে। জুতা, আসবাব, ইলেকট্রনিকস—সব কিছু উৎপাদনের কাঁচামাল চীন থেকে আনে তারা। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানি হয় সেটি তাদের মোট জিডিপির ৩০ শতাংশ।

বিনা শুল্কের উন্মুক্ত বাজার ভিয়েতনাম : গত সপ্তাহে সংবাদমাধ্যম পলিটিকো জানায়, ৭৮০ কোটি ডলারে ৫০টি বোয়িং উড়োজাহাজ কেনার চুক্তি চূড়ান্ত করতে যাচ্ছে ভিয়েতনাম এয়ারলাইন কর্তৃপক্ষ। এর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২৯০ কোটি ডলার সমমূল্যের কৃষিজাত পণ্য কেনারও চুক্তি করতে যাচ্ছে ভিয়েতনাম। যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের ওপর শুল্কের হার শূন্য করে মার্কিন কম্পানিগুলোর জন্যও এসইউভির (বৈদ্যুতিক গাড়ি) বাজার উন্মুক্ত করে দিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশটি। এই সুবিধার কারণে বড় ইঞ্জিনের গাড়ি ভিয়েতনামের বাজারে শুল্ক ছাড়াই রপ্তানি করতে পারবে যুক্তরাষ্ট্র। এ বিষয়ে ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প বলেন, 'ভিয়েতনাম এমন কিছু করতে যাচ্ছে, যা তারা আগে কখনো করেনি। তারা আমাদের বাজারে পূর্ণ প্রবেশাধিকার দেবে।'

তবে ভিয়েতনাম থেকে পণ্য ট্রান্সশিপিংয়ের ক্ষেত্রে শুল্ক হবে ৪০ শতাংশ। অর্থাৎ যদি অন্য কোনো দেশ তাদের পণ্য ভিয়েতনামের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠায়, তাহলে সেসব পণ্যে ৪০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। সূত্র : ভিয়েতনাম ব্রিফিং, ডয়চে ভেলে, দি গার্ডিয়ান

বাণিজ্য বিভাজনের ঝুঁকি বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক : আংকটাড

বাণিজ্য ডেস্ক ▷

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের রপ্তানি বাড়ার কারণে ২০২৫ সালের প্রথমার্ধে বিশ্ব বাণিজ্য প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ডলার বেড়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন (আংকটাড) অর্থনীতিবিদ আলেসান্দ্রো নিকিতা মঙ্গলবার এএফপিকে জানিয়েছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর শুল্ক আরোপের মাধ্যমে শুরু হওয়া বাণিজ্যযুদ্ধ সত্ত্বেও ২০২৪ সালের দ্বিতীয়ার্ধের তুলনায় বৈশ্বিক বাণিজ্য প্রায় ১.৭ শতাংশ বেড়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক বাণিজ্য বিভাজনের ঝুঁকি বাড়িয়েছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

নীতিগত অনিশ্চয়তা, ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা এবং বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি হ্রাসের ইঙ্গিত—এসব বিষয় ২০২৫ সালের দ্বিতীয়ার্ধে বাণিজ্যের জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে বলে ওই বিবৃতিতে জানিয়েছে আংকটাড।

২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিকে বৈশ্বিক বাণিজ্য প্রায় ১.৫ শতাংশ বেড়েছে এবং দ্বিতীয় প্রান্তিকে তা ২ শতাংশে পৌঁছেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, '২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিকে উন্নত অর্থনীতি উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় ভালো করেছে, যা সাম্প্রতিক সময়ে গ্লোবাল সাউথের পক্ষে থাকা প্রবণতাকে উল্টে দিয়েছে।'

এই পরিবর্তনের পেছনে 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিতে ১৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের রপ্তানিতে ছয় শতাংশ প্রবৃদ্ধি ভূমিকা রেখেছে।' তবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আমদানি ২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

নিকিতা বলেন, মার্কিন কম্পানিগুলো ৫ এপ্রিল শুল্ক কার্যকর হওয়ার আগে পণ্যের মজুদ করে ফেলায় আমদানির বড় এই বৃদ্ধিটি ঘটেছে।

আংকটাডের প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, সেবা বাণিজ্যই ছিল প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি।

রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, ট্রাম্প তাঁর ব্যাপক শুল্ক আরোপের কারণ হিসেবে যে বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতা উল্লেখ করেছেন, তা গত চার প্রান্তিকে আরো গভীর হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃহত্তর ঘাটতি রয়েছে এবং চীন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে ক্রমবর্ধমান উদ্বৃত্ত বেড়েছে।

THE FINANCIAL EXPRESS Tuesday • July 8, 2025

Apparel makers eye EU, new mkts as US tariff deadline looms

MONIRA MUNNI

Looming uncertainty and fears of price pressure under the new US tariff regimes have prompted many local apparel suppliers to shift their focus toward alternative markets, such as the European Union (EU) and other non-traditional destinations.

Industry insiders said they are still in the dark about what will happen after July 9, when the 90-day pause on the Trump administration's proposed tariff hike expires.

Many suppliers are struggling to communicate with their US buyers, most of whom are placing orders "cautiously and slowly" due to the prevailing uncertainty.

Some suppliers have already started utilising their production capacity to cater to other markets, primarily in the EU.

Talking to the FE, Sayeed Ahmad Chowdhury, Director of Operations at Square Denim, said they have already diverted a portion of their production capacity to EU buyers, largely because of the uncertainty in the US market following the new tariff rates.

"We have recently started working with an EU buyer -- Inditex -- which maintains a steady flow of work orders throughout the year, with fewer lean periods and better pricing," he said.

"If the proposed 37 percent tariff takes effect after July 9, it will deliver another significant blow in terms of pricing," he added.

Always, there remains a price pressure from US market while suppliers are forced to bear half of the 10 per cent tariffs burden, he said, adding that this situation is uncomfortable for suppliers.

If the proposed 37 per cent tariff

A good number of buyers put fresh orders on hold amid uncertainty

takes effect after July 9, it will deliver another significant blow in terms of pricing, he added.

A good number of US buyers have put on hold conformation of a certain portion of their fresh orders, as both buyers and suppliers are unaware of the possible rates and the possible tariff regime, he noted.

Mohammed Sohel, Managing Director of Bangla Poshak, said they are also facing pressure from the EU as many old companies have either shut down or changed ownership, resulting in a downtrend of sales there.

In such a situation, many local suppliers are planning to switch over to other markets such as non-traditional ones, he added.

When asked, Khan Monirul Alam Shuvo, Managing Director of Fashion.Com, said one of his two factories produces manmade fibre-based garments, mainly for US buyers.

He received a plenty of work orders during January-March period and the volume of orders was comparatively less during July-August period as many buyers might have refrained from placing fresh orders due to uncertainty over new US tariff structure.

Mr Shuvo said the situation remains the same for big suppliers who are heavily dependent on the single largest destination.

"But it is not possible to shift the entire production capacity from US to other markets overnight," he added.

"Stakeholders don't know about the possible changes; more visible efforts are needed to support continue negotiations with buyers," he said.

According to exporters, 20 to 30 per cent of the desired work orders have been put on hold or under review for confirmation by the US buyers.

AKM Saifur Rahman Farhad, Vice-President of Bangladesh Garment Buying House Association, however, said Bangladesh has huge potentials despite the ongoing challenges, including US new tariffs, adding that the trade war between US and China would continue encouraging buyers to shift from China.

The US is Bangladesh's single largest export destination. Bangladesh fetched US$7.34 billion by exporting garments to the US in 2024, out of its total shipment of apparel items worth US$38.48 billion.

On April 02 last, the US imposed increased reciprocal tariffs on various countries, including a 37 per cent tariff on Bangladesh.

Later, the Trump administration implemented additional 10 per cent duty and suspended the remaining tariffs for three months until July 09, 2025.

During this time, many countries, including Bangladesh, have been engaged in negotiations with the US to reduce the tariffs.

Vietnam, one of Bangladesh's main competitors, has already secured a reduced tariff rate of 20 per cent -- down from 46 per cent -- by lifting tariffs on US goods.

munni_fe@yahoo.com

সমকাল শুক্রবার | ১১ জুলাই ২০

চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি কমার শঙ্কা

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপ

- উদ্বেগ বাড়ছে রপ্তানিকারকদের
- তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়বে এ খাত
- লবিষ্ট নিয়োগ ও ফের আলোচনার পরামর্শ

■ জসিম উদ্দিন বাদল

বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাকের পর যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় চামড়াজাত পণ্য। ট্রাম্প প্রশাসন বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশের রপ্তানিতে নতুন করে শুল্ক বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে। এতে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় আছেন এ খাতের রপ্তানিকারকরা। তাদের শঙ্কা, অতিরিক্ত শুল্কের কারণে রপ্তানি তুমুল প্রতিযোগিতায় পড়বে। মার্কিন ক্রেতারা কম দামে পণ্য পেতে বিকল্প দেশ খুঁজবেন। এতে বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি কমে যাবে।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যে নতুন করে ৩৫ শতাংশ শুল্ক বাড়িয়েছে। আগের ১৬ শতাংশসহ এ হার দাঁড়িয়েছে ৫১ শতাংশে। মার্কিন আমদানিকারকরা বাংলাদেশ থেকে ১০০ ডলারের একটি পণ্য নিলে নিজ দেশে শুল্ক দিতে হবে ৫১ ডলার। এ পরিস্থিতিতে সে দেশে পণ্যের বিক্রি কমে যেতে পারে।

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিকারকরা জানান, যুক্তরাষ্ট্রের জুতা ও চামড়াজাত পণ্যের বার্ষিক বাজার ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি। বাংলাদেশ থেকে সেখানে বছরে ৮ থেকে ১০ কোটি ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়। তবে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হিসাবে, যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির এ অঙ্ক আরও বড়। ইপিবির তথ্যমতে, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত কম চামড়া ব্যবহার করে অন্যান্য পণ্য, যেমন– সুটকেস, হ্যান্ডব্যাগ, লেডিস ও জেন্টস ব্যাগ, ওয়ালেট, অ্যাক্সেসরিজ ইত্যাদি চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রে এসব পণ্য রপ্তানি হয়েছে ২৭ কোটি ডলারের। তবে সদ্য বিদায়ী অর্থবছরে এ রপ্তানির পরিমাণ আরও বেশি।

উদ্যোক্তারা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক বাড়তি উদ্বেগ তৈরি করছে। ফলে রপ্তানি কমবে। রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সরকারের উচিত দ্রুত কিছু পদক্ষেপ নেওয়া। যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্য আমদানিতে শুল্ক হ্রাস ও কূটনৈতিকভাবে ফের যোগাযোগ বাড়াতে হবে। লবিষ্ট নিয়োগ করতে হবে। শুল্ক না কমালে অন্তত প্রতিযোগী দেশগুলোর সমান রাখতে হবে।

লেদার গুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এলএফএমইএবি) জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ও লেদারেক্স ফুটওয়্যারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাজমুল হোসেন সমকালকে বলেন, ভারত, পাকিস্তান, ভিয়েতনামসহ প্রতিযোগী দেশগুলোর চেয়ে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শুল্ক বেশি। অন্তত তাদের সমপরিমাণ থাকলেও বাংলাদেশ কিছুটা নিরাপদ স্থানে থাকবে। যদি সত্যিই তা বহাল থাকে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের ক্রয়াদেশ কমে যাবে। ফলে দেশের রপ্তানি কমে যাবে।

বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদার গুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএফএলএলএফইএ) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবদুল আউয়াল বলেন, শুল্ক বাড়লে পোশাকের পাশাপাশি ক্ষতির মুখে পড়বে চামড়া খাতের রপ্তানিও। চীন, ইউরোপ, কোরিয়াসহ কয়েকটি দেশে বাংলাদেশ চামড়া রপ্তানি করে। সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় চীনে। কিন্তু চীনের রপ্তানিতে এমনিতেই অত্যধিক শুল্ক বসিয়েছেন ট্রাম্প। ফলে চীনের বায়াররা বাংলাদেশকে চামড়ার দাম কমানোর জন্য চাপ প্রয়োগ করছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের তুলনায় ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়াসহ প্রতিযোগী দেশগুলোর শুল্ক কম। ফলে বায়াররা কম দামে আমদানির জন্য বিকল্প দেশ খুঁজবে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে বাংলাদেশে কারখানা স্থাপন করা চীনের প্রতিষ্ঠানগুলোর।

চামড়া খাতের রপ্তানি ধরে রাখতে আবদুল আউয়াল তিনটি পরামর্শ দেন। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে যেসব পণ্য রপ্তানি করে, সেগুলোতে শুল্ক কমানোর জন্য লবিষ্ট নিয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, কূটনৈতিকভাবে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে জোরালোভাবে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। তৃতীয়ত, এসব উদ্যোগে সচল না হলে সরকারকে রপ্তানিতে ভর্তুকি দিয়ে হলেও যুক্তরাষ্ট্রের বাজার ধরে রাখতে হবে।

বিএফএলএলএফইএর সাবেক সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ মাহিন বলেন, বাংলাদেশি পণ্য সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের নিম্ন ও মধ্যবিত্তরা ব্যবহার করেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভালো নয়। জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে। ফলে তারা বেশি দরে জুতা ও চামড়াজাত পণ্য কেনা কমিয়ে দেবে, যার প্রভাব পড়বে বাংলাদেশের রপ্তানিতে।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল বলেন, তারা সীমিত আকারে রপ্তানি শুরু করেছেন। তবে শুল্ক তাদেরও রপ্তানি ব্যাহত করবে।

THE BUSINESS STANDARD WEDNESDAY 16.07.2025

Malaysia grants Bangladeshi workers multiple-entry visas

MIGRANT WORKERS – BANGLADESH

TBS REPORT

The Malaysian government has decided to grant Bangladeshi workers multiple-entry visas, a move that is set to greatly ease travel for expatriates.

The Bangladesh High Commission in Kuala Lumpur announced the development in a Facebook post yesterday, stating that the Malaysian Immigration Department has issued a notification to relevant departments regarding the change.

This decision comes as a direct result of "continuous and uninterrupted diplomatic efforts by the Bangladesh government," said the Bangladesh High Commission.

Expatriates Welfare and Overseas Employment Adviser Asif Nazrul also confirmed the news in a separate Facebook post yesterday. He said a letter signed on behalf of Malaysia's Director-General of Immigration on 10 July 2025 formally upgraded the existing single-entry visa facility for Bangladeshi expatriate workers to a multiple-entry visa.

He said Bangladeshi workers who were issued single-entry visas and temporary employment visit passes before this new directive will not need to apply for a new multiple-entry visa. Instead, the multiple-entry visa will be automatically issued when their temporary employment visit pass is renewed.

The letter also provides instructions to all Malaysian international airports and land ports, ensuring that Bangladeshi workers with a valid single-entry visa and temporary employment visit pass can now travel in and out of Malaysia without requiring a new multiple-entry visa.

"The decision comes after a Bangladesh delegation that included me and [Chief Adviser's Special Envoy on International Affairs] Lutfey Siddiqi held a meeting with the Malaysian home minister last month," Asif Nazrul explained.

Terming the development "great news," Nazif Nazrul pointed out that Malaysia recruits workers from 15 countries. Among these, only Bangladeshi workers were previously given single-entry visas instead of multiple-entry ones, which, he noted, caused "significant suffering" for the expatriates. This new policy is expected to alleviate those long-standing difficulties.

DHAKA FRIDAY JULY 11, 2025
ASHAR 27, 1432 BS
The Daily Star

Migrants trapped in medical scam

Syndicate exploits Gulf-bound workers, issues fake fitness papers

MOHAMMAD JAMIL KHAN

Sohel Howlader (pseudonym) was preparing to travel to Saudi Arabia on a salesman visa. In February, he contacted a recruiting agency in Dhaka's Paltan area to begin the mandatory medical certification process for Gulf-bound workers.

The agency offered him two options: a Tk 10,000 "standard" medical package that could result in an "unfit" certificate if any health issues were found -- rendering his passport unusable until the expiry of the certificate. The other option would be a Tk 20,000 package that guaranteed a "fit" certificate regardless of his condition.

"I took the Tk 10,000 package because I believed I was healthy," Sohel told The Daily Star recently. He passed the test at a centre near 100-feet Road in Dhaka and received his certificate. Still, his travel remains stalled due to procedural delays.

Meanwhile, others were not as fortunate.

Ratan Mia from Cox's Bazar paid Tk 25,000 to an agent for a "fit" certificate from a Gulf Cooperation Council (GCC)-approved medical centre. After reaching Saudi Arabia, a follow-up check found him unfit, and he was deported.

"Now I'm drowning in debt, chased by loan sharks," he said.

These stories expose a powerful syndicate turning the mandatory health check into a tool for exploitation. Previously known as GAMCA, the GCC-approved centres in Bangladesh are allegedly controlled by a few influential owners who have monopolised the process and profit massively by manipulating referrals and issuing fake certificates.

Former GAMCA president Jahangir Alam Biswas admitted that a racket is extorting workers. "We're trying to resolve the issue through discussions. The ministry is also looking into it, and we've held several meetings," he told The Daily Star.

Previously known as GAMCA, the GCC-approved centres in Bangladesh are allegedly controlled by a few influential owners who have monopolised the process and profit massively by manipulating referrals and issuing fake certificates.

Although there are over 200 approved centres, nearly 90 percent of referrals go to just about 20 centres, according to industry insiders.

To undergo the check-up for jobs in the Middle East, agencies must buy a $10 referral token from the Wafid system run by the Gulf Health Council. The total cost should not exceed Tk 8,500–9,000 per worker.

But syndicate-linked centres pre-book hundreds of slots in advance, leaving most other centres with no referrals, while a few centres process up to 500 workers a day.

Once tests are done, reports are uploaded online.

In many cases, tests are conducted in Dhaka, but the reports are submitted under the names of district-based centres to avoid scrutiny, a recruiting agency owner said, requesting anonymity.

The syndicate reportedly charges Tk 25,000–30,000 for a guaranteed "fit" certificate -- three times the official fee. As most slots are booked by them, they get to exploit the situation easily.

A highly placed source told The Daily Star that key figures behind the racket include Mohammad Bashir, owner of over a dozen centres and linked to Rabbi International, along with Noman Chowdhury and Enam Chowdhury.

Contacted, Bashir said, "I've never heard of anyone misusing these certificates or any investigation in this regard."

The GCC Approved Medical Centres Association has had no executive committee in Bangladesh for over a decade. Former president Jahangir Alam said Noman Chowdhury currently plays a leading role.

Noman and Enam did not respond to repeated calls.

Industry insiders estimate that by monopolising the process and

Migrants trapped in

FROM PAGE 3

issuing fraudulent reports, the syndicate earns hundreds of crores annually.

Amid mounting allegations, members of the GCC-approved medical centres voiced their frustration during a programme in Dhaka on June 26.

They demanded the cancellation of licences of syndicate-linked centres and fair referral distribution.

"About 95 percent of approved centres are getting no work. The syndicate is manipulating the system and earning crores," said one member.

"This is not just corruption -- it's endangering lives," added another. "Unfit workers with fake certificates are being deported, damaging Bangladesh's reputation as a labour-sending country."

AZM Nurul Haque, joint

business@kalerkantho.com **কালের কণ্ঠ** ঢাকা। শুক্রবার। ১১ জুলাই ২০২৫

চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি ২২ বছরে সর্বনিম্ন

মার্কিন বাজারে সুযোগ বাংলাদেশের

রয়টার্সের প্রতিবেদন

মে মাসে যুক্তরাষ্ট্র চীন থেকে ৫৫৬ মিলিয়ন ডলারের পোশাক আমদানি করে

২০০৩ সালের পর মাসিক হিসাবে সর্বনিম্ন

টানা ৪ মাস আমদানি কমল

মার্কিন ক্রেতারা চীন থেকে ক্রয় কমিয়ে বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, ভারতসহ এশিয়ার দিকে ঝুঁকেছে

১৪৫% চীনা পণ্যে মার্কিন শুল্ক বেড়ে হয়েছে

২৫% চীনে মার্কিন সোর্সিং কমেছে

বাণিজ্য ডেস্ক ▷

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আরোপিত উচ্চশুল্কের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে দেশটির আমদানিকারকদের মধ্যে। পোশাক আমদানি কমছে প্রতিদ্বন্দ্বী চীন থেকে। এ নিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সর্বশেষ প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ডাটা অনুযায়ী গত মে মাসে চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি মাসিক হিসাবে কমে ২২ বছরে সর্বনিম্ন হয়েছে, যা ট্রাম্পের উচ্চশুল্কের প্রভাব স্পষ্ট করছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গত এপ্রিল মাসে ট্রাম্প বিশ্বজুড়ে শুল্ক আরোপ করেন। এর মধ্যে চীনের পণ্যে কয়েক দফায় শুল্ক আরোপ করায় তা বেড়ে হয় ১৪৫ শতাংশ। অর্থাৎ একটি পণ্যের প্রকৃত মূল্যের প্রায় দেড় গুণই শুল্ক দিতে হবে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকারকদের কাছে চীনা পণ্য ব্যাপক ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে। ফলে মার্কিন ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো চীন থেকে ক্রয় কমিয়ে বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, ভারতসহ এশিয়ার অন্য বাজারগুলোর দিকে ঝোঁকে।

যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমিশনের (ইউএসআইটিসি) তথ্য অনুযায়ী, গত মে মাসে যুক্তরাষ্ট্র চীন থেকে ৫৫৬ মিলিয়ন ডলার মূল্যের পোশাক আমদানি করে, যা গত এপ্রিলে আমদানি করা ৭৯৬ মিলিয়ন থেকে অনেক কম। এমনকি মাস হিসাবে এটি ২২ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন আমদানি। সর্বশেষ ২০০৩ সালের মে মাসের পর থেকে চীন থেকে মার্কিন পোশাক আমদানি এত কম হয়নি। এ ছাড়া মে মাসে আমদানি কমার মধ্য দিয়ে টানা চার মাস কমল।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ডেলাওয়ারের ফ্যাশন অ্যান্ড অ্যাপারেল স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক শেং লু বলেন, 'ব্যাপক শুল্ক আরোপের কারণে চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানির এই উচ্চ পতন স্বাভাবিক ছিল।'

এ বছরের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রে চীনা পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১.৬৯ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের জানুয়ারির তুলনায় ১৫ শতাংশ বেশি। অনেক প্রতিষ্ঠান তখন ট্রাম্পের নতুন শুল্কনীতির আশঙ্কায় আগাম আমদানি করেছিল। চীনের বিপরীতে লাভবান হচ্ছে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো। আন্তর্জাতিক অডিট প্রতিষ্ঠান কিউআইএমএ জানিয়েছে, ২০২৫ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে চীনে মার্কিন সোর্সিং কমেছে প্রায় ২৫ শতাংশ, যেখানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বেড়েছে ২৯ শতাংশ।

বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, ভারত ও মেক্সিকো—এই দেশগুলো এখন মার্কিন পোশাক আমদানিকারকদের কাছে নতুন ভরসাস্থলে পরিণত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, মেক্সিকো মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রে ২৫৯ মিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১২ শতাংশ বেশি।

যদিও যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে একটি নতুন বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, তবে এটি তেমন কোনো আশাব্যঞ্জক পরিবর্তন আনতে পারছে না। অধ্যাপক লু মনে করেন, 'চীনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সাপ্লাই চেইন থেকে ধীরে ধীরে সরে যাওয়ার প্রক্রিয়া এখন আরো ত্বরান্বিত হচ্ছে।'

কিউআইএমএ সতর্ক করেছে, সামনের মাসগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহ চেইনে নতুন চাপ তৈরি হতে পারে। কারণ যেসব দেশে সাময়িকভাবে শুল্কছাড় দেওয়া হয়েছিল, সেই সুবিধাগুলো শিগগিরই শেষ হচ্ছে। এরই মধ্যে শুরু হতে চলেছে মার্কিন ছুটির মৌসুমের বড় কেনাকাটার প্রস্তুতি, যা সাপ্লাই চেইনের ওপর নতুন চাপ তৈরি করবে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর জন্য এটি হতে পারে বড় একটি সুযোগ। সূত্র : রয়টার্স

সময়ের আলো ১৩ জুলাই ২০২৫

বিদেশ থেকে অপহরণ মুক্তিপণ বাংলাদেশে

■ জড়িত বাংলাদেশি প্রবাসীরা

■ 'কাট আউট' পদ্ধতিতে কাজ করছে চক্রটি

■ হাতবদলে বাড়ে মুক্তিপণের অর্থ

❋ সালাহ উদ্দিন চৌধুরী

লিবিয়া প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রায়ই শিকার হচ্ছেন অপহরণের। আর তাদের মুক্তিপণ আদায় করা হচ্ছে বাংলাদেশে। প্রায়ই ঘটছে এ ধরনের ঘটনা। তবে মূল হোতারা রয়ে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। অপহরণের পর মুক্তি পাওয়া ভিকটিম এবং তাদের স্বজনদের মতে, অত্যন্ত শক্তিশালী ও সুসংগঠিত এই চক্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত প্রবাসী বাংলাদেশিরা। আর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মতে, 'কাট আউট' পদ্ধতিতে কাজ করায় ভাঙা যাচ্ছে না সিন্ডিকেট।

কেন লিবিয়াতেই বেশি অপহরণ : খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিদেশে অপহরণের পর বাংলাদেশে মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটছে লিবিয়াতে। মূলত লিবিয়া হয়ে ইতালিসহ ইউরোপে যাওয়ার প্রলোভনে পড়ে অপহরণের এসব ঘটনা ঘটছে। কখনো কখনো দেশ-বিদেশে চক্রের কিছু সদস্য ধরা পড়লেও থেমে নেই তাদের কার্যক্রম।

কেন লিবিয়াতেই সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি অপহরণের শিকার হচ্ছেন এমন প্রশ্নে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য দিয়েছেন ভিকটিমরা। কীভাবে তাদের অপহরণ করা হচ্ছে, কীভাবে আদায় করা হচ্ছে মুক্তিপণ– সেসব বিষয়েও তারা জানিয়েছেন বিস্তারিত।

২০২২ সালের অক্টোবরে অবৈধভাবে লিবিয়াতে যান নোয়াখালীর আলমগীর হোসেন। কাজ করতেন জমাজেতন এলাকার একটি ওয়ার্কশপে। গত ৮ জানুয়ারি তার কর্মস্থল থেকে তিনিসহ সিরাজউদ্দিন নামের একজন বাংলাদেশিকে অপহরণ করা হয়। কয়েক দফায় ৪ লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায় করা হয় আলমগীরের পরিবারের কাছ থেকে। এ ঘটনায় তার পরিবার রাজধানীর আদাবর থানায় মামলা করে। পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) এই মামলার তদন্ত করে। গ্রেফতার করা হয় দুজনকে। পিবিআই ঢাকা মেট্রো (উত্তর) কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে পিবিআই উত্তরের অতিরিক্ত ডিআইজি

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রথম আলো • শুক্রবার, ২৫ জুলাই ২০২৫

বিদেশ থেকে অপহরণ, মুক্তিপণ বাংলাদেশে

শেষ পৃষ্ঠার পর

মো. এনায়েত হোসেন মান্নান জানান, এই অপহরণ ও মুক্তিপণের ঘটনায় বাগেরহাট থেকে মিন্টু ফরাজি ও রাজশাহী থেকে রাসেল নামের দুজনকে গ্রেফতার করে। এক পর্যায়ে লিবিয়াতে অপহরণকারীরা আলমগীর ও সিরাজউদ্দিনকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে পিবিআই দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার সহায়তায় আলমগীরকে দেশে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। কাগজপত্র-সংক্রান্ত কিছু জটিলতার কারণে সিরাজউদ্দিনকে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হচ্ছে বলে জানান তিনি।

অবৈধ বিদেশযাত্রা, অপহরণ ও অকথ্য নির্যাতন : দেশে ফিরে আসা আলমগীর এই প্রতিবেদককে জানান, দালালের মাধ্যমে কাজের উদ্দেশ্যে দুবাই হয়ে তিনি ২০২২ সালের অক্টোবরে লিবিয়াতে পৌঁছান। লিবিয়াতে যাওয়ার পর তিনি জানতে পারেন বাংলাদেশি ও পাকিস্তানিদের অপহরণের মাধ্যমে মুক্তিপণ আদায় করা হয়। জানতে পেরে তিনি ভীত হয়ে পড়েন। সবসময় আতঙ্কে থাকতেন। কিন্তু দেশে ফিরে আসারও কোনো উপায় ছিল না তার। অবৈধভাবে লিবিয়াতে যাওয়ায় দেশে ফিরতে হলে মোটা অঙ্কের অর্থ ব্যয় করতে হবে। আবার ৪ লাখ টাকা ঋণ করে লিবিয়াতে যাওয়ায় সেই ঋণ পরিশোধের বোঝাও ছিল মাথায়। কিন্তু সেই আশঙ্কার মাঝেই চলতি বছরের ৮ জানুয়ারি তার জীবনে নেমে আসে সেই অন্ধকার দিনটি। ওয়ার্কশপে কাজ করা অবস্থায় মিলিশিয়া (লিবিয়ার আইনশৃঙ্খলা বাহিনী) পরিচয়ে সাদা পোশাকে কয়েকজন এসে তাকেসহ দুজনকে ধরে নিয়ে যায়। যাওয়ার আগে তার কাছে থাকা ৬ হাজার লেবাননি দিনার নিয়ে যায়। দুজনকে চোখ বেঁধে একটি গাড়িতে করে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় একটি বাড়িতে। সেখান থেকে তাদের দুজনকে বিক্রি করে দেওয়া হয় বাংলাদেশিদের কাছে। ওই বাংলাদেশিরা তাদের বিশাল কমলা ও মাল্টা বাগানের মধ্যে একটি বাড়িতে নিয়ে বন্দি করে। সেখানে তাদের ওপর চালানো হয় অমানসিক নির্যাতন। সেই সঙ্গে চাপ দিতে থাকে পরিবারের কাছ থেকে ২০ লাখ টাকা নিয়ে আসার জন্য।

বন্দিদশায় সারা দিনে একবেলা দেওয়া হতো দুটি বিস্কুট আর সামান্য পানি। আলমগীর জানান, অপহরণকারীরা সবাই ছিল বাংলাদেশি। তারা শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতর স্থানে নির্মম নির্যাতন করত। ঝুলিয়ে পেটাতো। নানান কৌশলে চালাত নির্যাতন। শীতের মধ্যে শরীরের সব কাপড় খুলে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখত। এক পর্যায়ে তিনি বাধ্য হন পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। পরে তার ভাইয়ের মাধ্যমে অপহরণকারীদের বাংলাদেশের একটি ব্যাংকের মাধ্যমে ৪ লাখ টাকা দেওয়া হয়। তিনি আরও জানান, বন্দি অবস্থায় তিনি তার মতো আরও ৮-১০ জন বাংলাদেশিকে সেখানে দেখেছেন। তাদের ওপরও একই ধরনের শারীরিক নির্যাতন করা হচ্ছিল।

আলমগীর সেখানে এমন অনেক বন্দি দেখেছেন, যাদের ১২ থেকে ১৭ মাস ধরে মুক্তিপণের জন্য বন্দি করে নির্যাতন করা হচ্ছে। ওই বন্দিদের মুক্তির উদ্যোগ নিতে তিনি বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানদের বিনীত অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, লিবিয়াতে অবৈধভাবে অবস্থানকারী বাংলাদেশ ও পাকিস্তানিরা অপহরণকারীদের প্রধান টার্গেট। এসব কাজে এক শ্রেণির প্রবাসী বাংলাদেশি সরাসরি জড়িত। তাদের সঙ্গে মিলিশিয়াসহ আরও নানা স্তরের অপরাধীদের যোগসাজশ আছে। এরা খুবই শক্তিশালী। বাংলাদেশেও এই চক্রের সদস্য রয়েছে।

অপহরণের শিকাররাই যখন অপহরণকারী : আলমগীর অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলেন, কীভাবে একই দেশের মানুষ হয়েও এক শ্রেণির প্রবাসী বাংলাদেশি অন্য বাংলাদেশিদের ওপর অর্থের জন্য এমন নির্মম নির্যাতন করতে পারে! অপহরণকারী বাংলাদেশিরা খুব ভালো করেই জানে, লিবিয়াতে যারা কাজের জন্য আসে তারা সবাই নিম্নবিত্ত পরিবারে সন্তান। ঋণ করে তারা বিদেশে গেছেন। তারপরও অপহরণকারীদের মনে বিন্দুমাত্র মায়া-দয়া নেই। তিনি বলেন, বন্দি অবস্থায় তিনি জানতে পারেন, অপহরণকারীদের একাংশ নিজেরাই একসময় অপহরণের শিকার হয়েছিল। মুক্তি পেয়ে নিজেরাই পরে জড়িয়ে পড়েন অপহরণের কাজে। সিআইডিতে থাকা অতিরিক্ত এসপি পদমর্যাদার এক কর্মকর্তাও একই কথা বলেন। মানব পাচার-সংক্রান্ত সেলের এই কর্মকর্তা সময়ের আলোকে বলেন, বিদেশে মানব পাচারের শিকার কিছু বাংলাদেশি প্রবাসী নিজেরাই এক পর্যায়ে মানব পাচারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।

এদিকে আলমগীরের ভাই আবদুল মালেক সময়ের আলোকে বলেন, অপহরণকারীদের ৪ লাখ টাকা দেওয়ার পর তিনি ও তার পরিবার শক্ত অবস্থানে চলে যায়। তিনি সরাসরি বলেন, 'আমরা ৫ ভাই। এক ভাই মরে গেলেও কিছু হবে না।' মূলত অপহরণকারীদের ঘাবড়ে দিতেই তিনি এই কৌশল অবলম্বন করেন। একই সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেন পিবিআইর সঙ্গে। তাদের পরামর্শেই আদাবর থানায় মামলা করেন। পিবিআইর আন্তরিক সহযোগিতায় ভাইকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন বলে জানান তিনি। আবদুল মালেক আরও বলেন, এ রকম অনেক অপহরণের ঘটনা ঘটে চলেছে। কিন্তু অবৈধভাবে বিদেশ যাওয়াতে কেউ সাহস করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাহায্য চায় না। তিনি বলেন, চক্রটি বেশ বড় এবং শক্তিশালী বলেই মনে হয়েছে তার কাছে। চক্রটির সদস্যরা খুবই বেপরোয়া ও হিংস্র। অপহরণের পর কয়েক দফা বিক্রি করা হয় বন্দিদের। যত হাত ঘুরবে মুক্তিপণের টাকা তত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কাট আউট পদ্ধতির চক্র ধরা ছোঁয়ার বাইরে : গোয়েন্দা সূত্রে জানা যায়, মানব পাচার কিংবা অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়কারী চক্রটি অনেকটাই 'কাট আউট' পদ্ধতিতে কাজ করে থাকে। যার ফলে বাংলাদেশে তাদের হয়ে কাজ করা তৃণমূল পর্যায়ের চক্রের সদস্যকে গ্রেফতার করা সম্ভব হলেও কখনোই শীর্ষ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয় না। কারণ এই চক্রের শীর্ষে থাকা ব্যক্তিদের সঙ্গে মাঠ পর্যায়ের চক্রের সদস্যদের কখনোই যোগাযোগ হয় না। চক্রের একটি স্তর তার পরবর্তী ধাপের সঙ্গে পরিচিত থাকলেও তার পরবর্তী ধাপে থাকা ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু জানে না চক্রের তৃণমূলের ব্যক্তিটি। সূত্রটি জানায়, এসব মামলার তদন্তের এক পর্যায়ে তৃণমূল পর্যায়ের দালালদের গ্রেফতার করা সম্ভব হলেও ওপরের পর্যায়ে থাকা এজেন্টদের আর আইনের আওতায় আনা সম্ভব হয় না। কারণ তাঁরা ওইসব এজেন্ট তাদের নয় বলে দাবি করা হয়। এ ছাড়া উপযুক্ত প্রমাণাদিও পাওয়া যায় না অনেক ক্ষেত্রে। ফলে মানব পাচারে জড়িত নেপথ্যের লোকজনদের সাজা হওয়ার পরিমাণ তুলনামূলক অনেক কম।

কেন ভাঙা যাচ্ছে না সিন্ডিকেট : অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়কারী চক্রের সিন্ডিকেটটি কেন ভেঙে ফেলা সম্ভব হচ্ছে না–এমন প্রশ্নের জবাবে পিবিআই ঢাকা মেট্রোর (উত্তর) অতিরিক্ত ডিআইজি এনায়েত হোসেন মান্নান বলেন, অবশ্যই এটি একটি চক্র। এদের এক পক্ষ আরেক পক্ষকে চিনে না। তাই দেশে থাকা তাদের একটি পক্ষকে গ্রেফতার কর সম্ভব হলেও পুরো চক্রটি ভেঙে ফেলা যাচ্ছে না। তবে তদন্ত অব্যাহত আছে বলে জানান তিনি।

চলতি বছরের এপ্রিল মাসে লিবিয়ার মিসরাতা শহরে অভিযান চালিয়ে ২৩ অপহৃত বাংলাদেশিকে উদ্ধার করে দেশটির সিআইডি পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় দুজনকে। গত বছরের ২৭ জুন লিবিয়ায় মানব পাচার ও মুক্তিপণ আদায়কারী চক্রের দুজনকে গ্রেফতার করে সিআইডি। একই বছরের ৮ জুন লিবিয়া প্রবাসী চার বাংলাদেশি যুবককে অপহরণের পর পরিবারের কাছে ১০ লাখ টাকা করে মুক্তিপণ দাবি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করে তাদের পরিবার। গত বছরের ১৭ জানুয়ারি লিবিয়া প্রবাসী মোরশেদ আলমকে অপহরণের পর তার স্ত্রী জাহানারা বেগমের কাছে অর্থ দাবি করা হয়। বিকাশের মাধ্যমে কয়েক দফায় তিনি দেড় লাখ টাকা পরিশোধ করেন। তিনি জানান, অপহরণকারীরা তার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। তাদের বাংলাদেশি বলেই মনে হয়েছে তার।

ইইউতে দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি ১৮% বেড়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে চলতি বছরের প্রথম ৫ মাসে (জানুয়ারি-মে) বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি প্রায় ১৮ শতাংশ বেড়েছে। একই সময়ে বাজারটিতে চীনের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ২১ শতাংশ।

ইউরোস্ট্যাটের হালনাগাদ পরিসংখ্যান থেকে এমন তথ্য জানা গেছে। এতে দেখা যায়, চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ইইউর বাজারে মোট ৩ হাজার ৯৭১ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি প্রায় ১২ শতাংশ।

ইইউতে শীর্ষ দুই তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হচ্ছে চীন ও বাংলাদেশ। তবে পোশাক রপ্তানিতে চীনের কাছাকাছি অবস্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে দুই দেশের রপ্তানির ব্যবধান ৪২ কোটি ডলার। চীন ও বাংলাদেশের পর ইইউতে অন্য বড় রপ্তানিকারক দেশগুলো হচ্ছে তুরস্ক, ভারত, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, পাকিস্তান, মরক্কো, শ্রীলঙ্কা ও ইন্দোনেশিয়া।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বড় গন্তব্য হচ্ছে ইইউ। বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রায় ৫০ শতাংশ হয়েছে ইইউর বাজারে। চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে বাংলাদেশ ইইউর বাজারে ৯৬৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের ৮২৩ কোটি ডলারের রপ্তানির চেয়ে ১৭ দশমিক ৬১ শতাংশ বেশি।

সামগ্রিকভাবে বাজারটিতে রপ্তানি বাড়লেও গত মে মাস ভালো যায়নি। ওই মাসে বাংলাদেশ ইইউতে ১৬১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে, যা গত বছরের মে মাসের তুলনায় ৬ দশমিক ৪৬ শতাংশ কম।

মে মাসে ইইউর বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি কমলেও চীনের বেড়েছে। চীন রপ্তানি করেছে ১৭১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক, যা গত বছরের একই সময়ের ১৪৫ কোটি ডলারের রপ্তানির তুলনায় ১৭ দশমিক ৮৫ শতাংশ বেশি।

ইউরোস্ট্যাটের তথ্যানুযায়ী, ইইউতে চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জানুয়ারি-মে)) ১ হাজার ১০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে চীন, যা গত বছরের একই সময়ের ৮৩৫ কোটি ডলারের রপ্তানির তুলনায় ২০ দশমিক ৮৬ শতাংশ বেশি।

একক দেশ হিসেবে তৈরি পোশাকের বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। তবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুল্কের কারণে গত এপ্রিল থেকে বাজারটিতে অস্থিরতা চলছে। চীনা পণ্যের ওপর ট্রাম্পের উচ্চ শুল্ক আরোপের কারণে চীনের অনেক তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ইইউর বাজারে ঝুঁকছে। এ কারণেই ইইউতে চীনের তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়ছে বলে জানান বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকেরা। তাঁরা বলেন, বাংলাদেশি পণ্যে আরোপ করা ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক কমানো না হলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি কমবে। পাশাপাশি ইইউর বাজারেও তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হবে।

ইউরোস্ট্যাটের তথ্যানুযায়ী, ইইউর বাজারে চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে ৩৮৭ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে তুরস্ক, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬ শতাংশ কম। এ ছাড়া ভারত চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে ২৫১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬ শতাংশ বেশি। গত মে মাসে ভারত ৫০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২ শতাংশ।

ঢাকা । রবিবার । ১৩ জুলাই ২০২৫ ।
কালের কণ্ঠ

ট্রাম্পের শুল্কের প্রভাব দক্ষিণ এশিয়ায়

পোশাক খাতে বিনিয়োগ কমছে

বাণিজ্য ডেস্ক ▷

যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষ ১৫টি পোশাক রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে রয়েছে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। সর্বজনীন হিসেবে ধার্য করা ১০ শতাংশ শুল্ক এরই মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর ওপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। এর ফলে লাভের অঙ্ক কমে আসছে। কমছে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ। শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণের হারও কমে গেছে। শুল্ক আরোপিত ২২টি দেশের মধ্যে ১৪টি এশিয়ার। ফলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কঝড় শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতেও বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে যাচ্ছে। লাওস ও মায়ানমারের ওপর ৪০ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ডে ৩৬ শতাংশ, সার্বিয়ায় ৩৫ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ায় ৩২ শতাংশ, দক্ষিণ আফ্রিকায় ৩০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তিউনিশিয়া, মালয়েশিয়া ও কাজাখস্তানের ওপর আরোপ করা হয়েছে ২৫ শতাংশ শুল্ক।

অর্থনৈতিক বিভাজন বৃদ্ধির শঙ্কা : শুল্কের বিষয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর জোট আসিয়ান কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত তাদের বার্ষিক বৈঠকে বলেছে, শুল্কের কারণে উৎপাদন খাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর নেতিবাচক প্রভাবে পুরো অঞ্চলের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাই ব্যাহত হবে। এক বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, বিশ্ববাণিজ্যের পরিধি বিস্তৃত হওয়ায় অনিশ্চয়তা বেড়েছে। এতে আসিয়ান জোটভুক্ত দেশগুলো উদ্বিগ্ন। কোনো দেশের নাম উল্লেখ না করেই তারা জানায়, শুল্ক বসানোর ফলে আসিয়ান জোটভুক্ত দেশগুলোর প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ বাড়বে। অর্থনৈতিক বিভাজন আরো গভীর হবে। এই বিভাজনের চিত্র এরই মধ্যে ফুটে উঠছে। বাংলাদেশের ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক বসানোর ফলে লাভবান হচ্ছে প্রতিবেশী দেশ ভারত এবং আরেক প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ ভিয়েতনাম। তাদের শুল্কের পরিমাণ ২০ শতাংশ।

এগিয়ে যাচ্ছে ভারত : এই অঞ্চলের প্রধান পোশাক রপ্তানিকারক দেশ বাংলাদেশ। রপ্তানি শুল্ক বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতের রপ্তানিকারকরা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশে বাড়তি সুবিধা পাবে। এরই মধ্যে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত প্রথম পাঁচ মাসে যুক্তরাষ্ট্রে ৫১১ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে ভারত, গত বছরের একই সময়ের চেয়ে যা ১৩ শতাংশ বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক কঠোর শুল্কঝড়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে ভারত। বিদ্যমান শুল্কনীতির আওতায় ভারতীয় পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ শুল্কই বহাল রাখা হয়েছে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র জানায়, ভারতের ক্ষেত্রে তারা প্রতিশোধমূলক শুল্কের স্থগিতাদেশ ১ আগস্ট পর্যন্ত বাড়িয়েছে। আগে এটি ৯ জুলাইয়ে শেষ হওয়ার কথা ছিল। তবে হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, এই সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। শুল্ক নিয়ে সমঝোতায় আসতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অচিরেই চুক্তি করতে পারে ভারত। তাই ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান আলোচনা বিবেচনায় রেখেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির চেয়ারম্যান রাকেশ মেহরা বলেন, 'আমরা সাম্প্রতিক শুল্কসংক্রান্ত ঘোষণাগুলোর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করছি, বিশেষ করে যেগুলোর প্রভাব আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস রপ্তানিকারকদের ওপর পড়ছে। প্রাথমিকভাবে এই পরিস্থিতি ভারতীয় পোশাক রপ্তানিকারকদের জন্য ইতিবাচক। কারণ এখন তারা অন্যান্য দেশের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে সাশ্রয়ী দামে প্রতিযোগিতা করতে পারবে।' ভারতের ওপর ২৬ শতাংশ শুল্ক ধার্য করা হয়েছিল। আপাতত তাদের ১০ শতাংশ হারে শুল্ক দিতে হচ্ছে। তাদের ওপর যদি ২৬ শতাংশই বহাল রাখা হয়, তবু তারা বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের চেয়ে বাড়তি সুবিধা পাবে।

তিরুপুর এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট কে এম সুব্রামানি বলেন, 'শুল্কের কারণে আমরা ভালো অবস্থানে আছি। চুক্তি হলে সেটা আমাদের বাড়তি সুবিধা দেবে। প্রাকৃতিক গার্মেন্টস ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ অবস্থানে আছে ভারত। তবে সিনথেটিক গার্মেন্টস ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের চেয়ে তারা পিছিয়ে আছে।'

তবে ভারতীয় গার্মেন্টস মালিকরা বড় পরিসরে পোশাক উৎপাদন করতে পারবে কি না সেটি এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সময়ে শুল্কের পরিমাণ ২০ শতাংশের নিচে থাকতে পারে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারতের অবস্থান সুবিধাজনক। কারণ যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্যচুক্তি হতে পারে, যার আওতায় প্রস্তাবিত ২৬ শতাংশ শুল্কহার কমে ২০ শতাংশের নিচে নামতে পারে।

অন্য অনেক দেশের মতো ভারতকে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে শুল্কসংক্রান্ত কোনো চিঠি দেয়নি যুক্তরাষ্ট্র। একটি যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে এই বাণিজ্যচুক্তি ঘোষণা করা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তিটি যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতকে আরো আলোচনার সুযোগ দেবে। তবে এই অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি ঠিক কবে নাগাদ ঘোষণা করা হবে তা এখনো স্পষ্ট নয়।

ইইউ ও মেক্সিকোর পণ্যে ৩০% শুল্ক আরোপ

এক নাটকীয় ঘোষণায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, আগামী ১ আগস্ট থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও মেক্সিকো থেকে আমদানি করা সব পণ্যে ৩০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। গতকাল শনিবার ট্রাম্প তাঁর নিজস্ব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে প্রকাশিত দুটি পৃথক চিঠিতে এই ঘোষণা দেন। এ খবর দিয়েছে অনলাইন গার্ডিয়ান। মেক্সিকোর প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ করে লেখা চিঠিতে ট্রাম্প স্বীকার করেন, মেক্সিকো যুক্তরাষ্ট্রে অনুপ্রবেশকারী অভিবাসী ও ফেন্টানিল পাচার রোধে কিছু সহায়তা করেছে। তবে তাঁর দাবি, দেশটি এখনো যথেষ্ট পদক্ষেপ নেয়নি। ইইউ নেতাদের উদ্দেশে লেখা চিঠিতে ট্রাম্প জানান, ইইউর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সম্পর্ক 'পারস্পরিক' নয় বরং দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্য ঘাটতির দিকে পরিচালিত হয়েছে। ইইউর শুল্ক, অশুল্ক নীতি এবং বাণিজ্য বাধা আমাদের জন্য বৈষম্যমূলক।

এই ঘোষণায় ইইউর সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনার সম্ভাব্য আশায় গুড়ে বালি হয়ে গেছে বলে মনে করছেন কূটনীতিকরা। ইউরোপীয় বাণিজ্য কমিশনার মারোশ শেফচোভিচের সঙ্গে ১০ শতাংশ শুল্ক নিয়ে আলোচনার গুঞ্জন থাকলেও ট্রাম্পের হঠাৎ ৩০ শতাংশ হারে শুল্ক চাপানো ইইউর জন্য বড় ধাক্কা।

এই উচ্চ শুল্কহার সবচেয়ে বেশি আঘাত হানবে কম মার্জিনের পণ্যে, বিশেষ করে বেলজিয়ামের চকোলেট, আয়ারল্যান্ডের মাখন ও ইতালির অলিভ অয়েল রপ্তানিতে। ব্রাসেলস এই ঘোষণাকে ট্রাম্পের 'চাপ প্রয়োগের কৌশল' হিসেবে দেখছে এবং প্রায় নিশ্চিত যে ইইউ আলোচনা পুনরায় শুরু করার দাবি তুলবে। ট্রাম্প অতীতে ইইউকে 'চীনের চেয়েও খারাপ বাণিজ্য অংশীদার' বলে উল্লেখ করেন।

ঢাকা : শনিবার ২৮ আষাঢ় ১৪৩২
Dhaka : Saturday 12 July 2025

সংবাদ

e-mail : sangbadec

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীন ও বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি কমেছে

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্য রপ্তানিতে গত এপ্রিলে প্রাথমিকভাবে ১০ শতাংশ ন্যূনতম পাল্টা শুল্ক কার্যকর করে দেশটির প্রশাসন। তার পরের মাসেই চীন ও বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ধস নেমেছে। তবে প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনামের রপ্তানি বেড়েছে। সুবিধাজনক অবস্থায় আছে ভারত। যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড কমিশনের (ইউএসআইটিসি) ও ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) পরিসংখ্যান থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

যুক্তরাষ্ট্র যেসব দেশ থেকে পণ্য আমদানি করে, সেসব দেশের ওপর গত ২ এপ্রিল পাল্টা শুল্ক বা রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ আরোপ করেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিশ্বের ৫৭টি দেশের ওপর বিভিন্ন হারে বাড়তি পাল্টা শুল্ক বসানো হয়। তখন বাংলাদেশের পণ্যের ওপর বাড়তি শুল্ক ছিল ৩৭ শতাংশ। গত ৯ এপ্রিল পাল্টা শুল্ক তিন মাসের জন্য স্থগিত করেন প্রেসিডেন্ট। যদিও সব দেশের ওপর ন্যূনতম ১০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক কার্যকর করা হয়।

৭ জুলাই বাংলাদেশসহ ১৪ দেশের পণ্যের ওপর নতুন শুল্ক আরোপ করে মার্কিন প্রশাসন। হোয়াইট হাউসের ৯০ দিনের শুল্কবিরতির সময়সীমা শেষ হতে চলায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই ঘোষণা দেন। এর আগে ৯ জুলাই থেকে শুল্ক কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও সেটি পিছিয়ে ১ আগস্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন ঘোষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশি পণ্যের ওপর শুল্ক হবে ৩৫ শতাংশ। তাতে গড় শুল্ক দাঁড়াবে ৫০ শতাংশ। এই শুল্ক কমানো নিয়ে এখন যুক্তরাষ্ট্রে বৈঠক করছেন বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা।

জানা যায়, গত বছর ভোটের আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প চীনের ওপর শুল্ক আরোপের হুমকি দেন। সে কারণে নির্বাচনে ট্রাম্প জেতার পর যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানের অনেকে বাড়তি ক্রয়াদেশ দেওয়া শুরু করে বাংলাদেশে। ফলে গত বছরের নভেম্বর থেকে বাজারটিতে তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়তে থাকে

চলতি বছরের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রে ৮০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ। ফেব্রুয়ারি ও মার্চে রপ্তানি হয় যথাক্রমে ৭০ ও ৭২ কোটি ডলার। গত এপ্রিলে ন্যূনতম পাল্টা শুল্ক কার্যকর হওয়ায় মাসেও রপ্তানি হয় ৭৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। কিন্তু মে মাসে সেই রপ্তানি ৫৫ কোটি ডলারে নেমে আসে

বাংলাদেশের। গত বছর সব মিলিয়ে বাংলাদেশ থেকে ৭ দশমিক ৩৪ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রে ৮০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ। ফেব্রুয়ারি ও মার্চে রপ্তানি হয় যথাক্রমে ৭০ ও ৭২ কোটি ডলার। গত এপ্রিলে ন্যূনতম পাল্টা শুল্ক কার্যকর হওয়ায় মাসেও রপ্তানি হয় ৭৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। কিন্তু মে মাসে সেই রপ্তানি ৫৫ কোটি ডলারে নেমে আসে। তার মানে এপ্রিলের তুলনায় মে মাসে রপ্তানি কমেছে ২১ কোটি ডলারের।

মে মাসে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমলেও সামগ্রিক পরিস্থিতি এখনো ইতিবাচক আছে। চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জানুয়ারি-মে) রপ্তানি হয় ৩৪৫ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৩ শতাংশ বেশি।

প্রথমবার ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় থাকার সময় ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু হয়। পরের বছর থেকে চীন থেকে তৈরি পোশাকের ক্রয়াদেশ সরতে থাকে। ট্রাম্প দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এলে সেটি আরও ত্বরান্বিত হয়। এপ্রিলে কয়েক দফায় চীনের পণ্যের ওপর ১৪৫ শতাংশে শুল্ক আরোপ করেন ট্রাম্প।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গত এপ্রিলে চীন ৭৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। পরের মাসেই সেটি কমে ৫৬ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। এই রপ্তানি গত বছরের মে মাসের তুলনায় ৫২ শতাংশ কম। গত বছরের মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রে ১১৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেন চীনের রপ্তানিকারকরা। পাল্টা শুল্কের এই অস্থির সময়েও ভিয়েতনামের রপ্তানি বেড়েছে। গত এপ্রিলের তুলনায় মে মাসে ২ কোটি ডলারের রপ্তানি বেড়েছে ভিয়েতনামের। মে মাসে দেশটি রপ্তানি করেছে ১২৩ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। এই রপ্তানি গত বছরের মে মাসের তুলনায় ১৯ শতাংশ বেশি।

শুধু মে নয়, গত জানুয়ারি থেকে প্রতি মাসেই ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি তৈরি পোশাক রপ্তানি করছে ভিয়েতনাম। সে জন্য এপ্রিল শেষে চীনকে ছাড়িয়ে বাজারটিতে শীর্ষস্থানটি দখলে নিয়েছে। এদিকে পাল্টা শুল্কের মধ্যেও ভারত তাদের তৈরি পোশাক রপ্তানি ধরে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে। গত এপ্রিলে তাদের রপ্তানি ছিল ৪৯ কোটি ডলার। মে মাসে সেটি মাত্র ৩ কোটি ডলার কমে ৪৬ কোটিতে দাঁড়ায়। অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়ার তৈরি পোশাক রপ্তানি এপ্রিলের তুলনায় মে মাসে ৮ কোটি ডলার কমে ২৯ কোটি ডলারে দাঁড়ায়।

অর্থনীতিকে এখন স্বস্তি দিচ্ছে রেমিট্যান্স

সমকাল
সোমবার ॥ ১৪ জুলাই ২০২৫

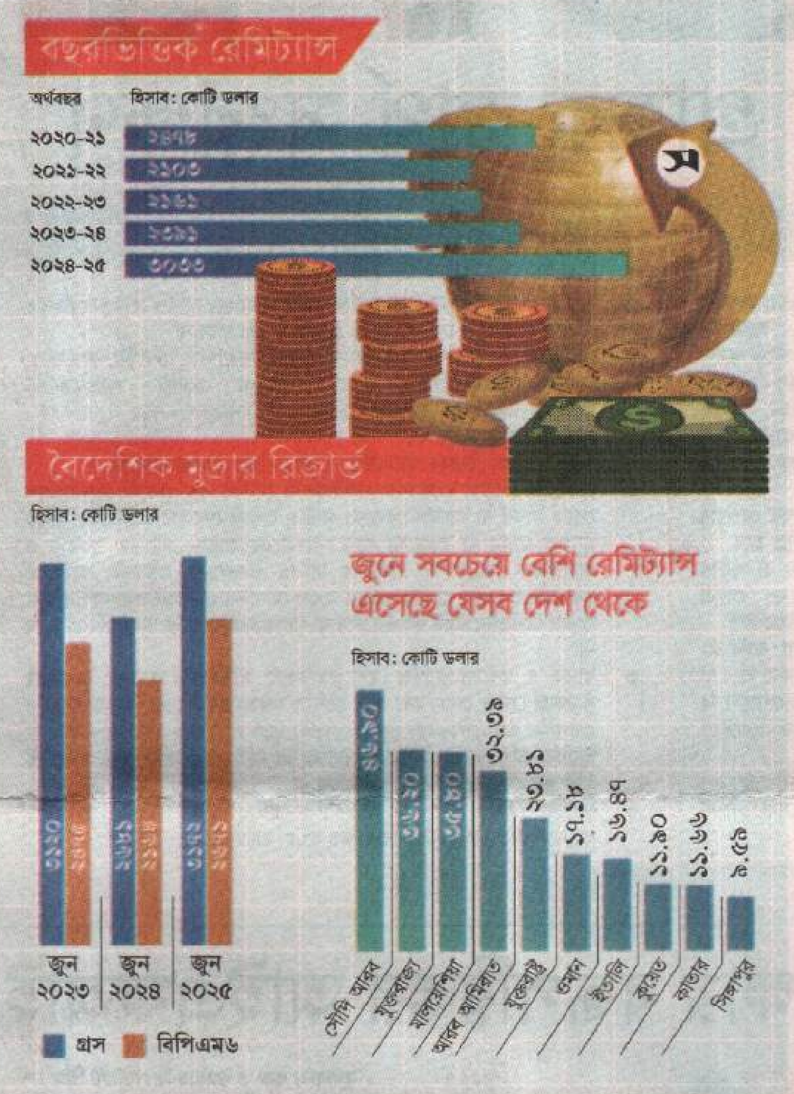

ওবায়দুল্লাহ রনি

অর্থনীতিকে নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যেও স্বস্তি দিচ্ছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো রেমিট্যান্স। গত অর্থবছরের জুলাই ছাড়া প্রতি মাসে প্রবাসী আয় বেড়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বেশি এসেছে ৬৪২ কোটি ডলার, যা প্রায় ২৭ শতাংশ। এতে করে ধারাবাহিকভাবে কমতে থাকা রিজার্ভ বাড়ছে। টানা চার বছর পর ডলারের বিপরীতে টাকা শক্তিশালী হচ্ছে। আমানত বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতি কমার পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ রেমিট্যান্সের উচ্চ প্রবৃদ্ধি। অর্থ পাচার নিয়ন্ত্রণে সরকারের কঠোরতা বৈধ পথে রেমিট্যান্স বাড়ার পেছনে বড় অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বৈধ চ্যানেলে মোট ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন বা ৩ হাজার ৩৩ কোটি ডলার দেশে এসেছে। এর আগে কখনও ৩০ বিলিয়নের ধারেকাছেও যায়নি। ২০২৩-২৪ অর্থবছর রেমিট্যান্স এসেছিল ২ হাজার ৩৯১ কোটি ডলার। এর আগে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্সের রেকর্ড হয় করোনার প্রকোপ শুরুর পর। লকডাউনের কারণে বেশির ভাগ দেশে তখন অর্থনৈতিক কার্যক্রমে স্থবিরতা ছিল। পাচারের চাহিদা না থাকায় ওই সময়ে প্রবাসী আয়ের বড় অংশ আসে ব্যাংকিং চ্যানেলে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যাংকিং চ্যানেলে ২৪ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলার দেশে আসে। করোনার প্রভাব শেষ হতেই ২০২১-২২ অর্থবছরে রেমিট্যান্স ৩৭৫ কোটি ডলার কমে ২১ দশমিক শূন্য তিন বিলিয়ন ডলারে নেমে যায়।

ব্যাংক খাতসংশ্লিষ্টরা জানান, করোনার পর নানা নীতি শিথিলতার সুযোগ নিয়ে অর্থ পাচার ব্যাপক বেড়ে যায়। ওই সময়ে একদিকে সরকারি প্রণোদনার ঋণ, আরেকদিকে ঋণের নামে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে আত্মসাতের সুযোগ নেন এক শ্রেণির ব্যবসায়ীরা। আবার ঋণ পরিশোধ না করেও খেলাপিমুক্ত থাকার সুযোগ দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে ২০২০-২১ মুদ্রা পাচার ব্যাপক বেড়ে যায়। গত ৫ আগস্টের পর অন্তর্বর্তী সরকারের জালিয়াতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। এ ছাড়া পাচার করা অর্থ ফেরত আনতে বিভিন্ন তৎপরতা চালাচ্ছে সরকার। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবার এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ ১০ ব্যবসায়ী-রাজনীতিকের অর্থ পাচার, কর ফাঁকি ও অনিয়ম-জালিয়াতির তথ্য উদ্‌ঘাটনে ১১টি যৌথ তদন্ত দল কাজ করছে। এসব তৎপরতার কারণে হুন্ডি কমে প্রবাসী আয়ের বড় অংশই আসছে বৈধ চ্যানেলে।

দেশের পণ্য ও সেবার চাহিদার উল্লেখযোগ্য অংশ আমদানির মাধ্যমে মেটানো হয়। যে কারণে ডলারের দর বাড়লে মূল্যস্ফীতিতে তাৎক্ষণিকভাবে তার প্রভাব পড়ে। গত কয়েক মাস ধরে মূল্যস্ফীতি কমে জুন শেষে ৮ দশমিক ৪৮ শতাংশে নেমেছে। গত ৩৫ মাসের মধ্যে যা সর্বনিম্ন। ডলারের দরে স্থিতিশীলতা মূল্যস্ফীতি কমার পেছনে বড় ভূমিকা রাখছে। এর আগে ২০২১ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে ডলারের দর বাড়তে শুরু করে। একই সঙ্গে বেড়েছে মূল্যস্ফীতি। ওই বছরের আগস্টে ডলারের দর ছিল ৮৫ টাকা। আর মূল্যস্ফীতি ছিল ৫ দশমিক ৫৪ শতাংশ। সেখান থেকে ডলার দরের সঙ্গে মূল্যস্ফীতি দ্রুত বেড়েছে। মূল্যস্ফীতি বাড়তে বাড়তে গত নভেম্বরে সর্বোচ্চ ১১ দশমিক ৩৮ শতাংশে হয়। রেমিট্যান্সে ধারাবাহিক উচ্চ প্রবাহের কারণে ডলারের দর স্থিতিশীলতা ফিরেছে। কমতে শুরু করেছে মূল্যস্ফীতি।

রেমিট্যান্সে উচ্চ প্রবাহ যে কেবল মূল্যস্ফীতি কমাতে সহায়ক হয়েছে, তেমন নয়। রেমিট্যান্স হিসেবে যে অর্থ আসে এর একটি অংশ সঞ্চয় করে সুবিধাভোগীর পরিবার। মূল্যস্ফীতি যত কম থাকে, জমার পরিমাণ তত বাড়ে। দীর্ঘ সময় পর ব্যাংক খাতের আমানত পরিস্থিতির খানিকটা উন্নতি হয়েছে। গত মার্চ পর্যন্ত এক বছরে আমানত ৯ দশমিক ৫১ শতাংশ বেড়ে ১৯ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। তিন মাস আগে গত ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি ছিল ৭ দশমিক ৪৭ শতাংশ। অবশ্য এই আমানত প্রবৃদ্ধির পেছনে আরেকটি বড় কারণ হলো, আস্থার সংকট কিছুটা কেটেছে। সরকার পতনের পর আস্থাহীনতার কারণে অনেকেই টাকা তুলে ঘরে রাখছিল। এখন সমস্যাগ্রস্ত ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে ভালো ব্যাংকে রাখছে। যে কারণে অনিয়ম-দুর্নীতিতে আলোচিত ব্যাংকগুলোর সমস্যা থাকলেও সামগ্রিকভাবে ব্যাংকে আমানত বাড়ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান সমকালকে বলেন, মূল্যস্ফীতি কমে আসার অন্যতম কারণ ডলার দরে স্থিতিশীলতা। আর এটা সম্ভব হয়েছে প্রবাসীরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যাংকিং চ্যানেলে বেশি অর্থ পাঠানোর কারণে। অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কঠোর অবস্থানের কারণে এখন হুন্ডি প্রবণতা কমেছে। ব্যাংকিং চ্যানেলে এক বছরে রেকর্ড ৩০ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স এসেছে। পাশাপাশি রপ্তানি আয়ও বাড়ছে। আবার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে কম সুদের কাঙ্ক্ষিত ঋণ পেয়েছে বাংলাদেশ। সব মিলিয়ে রিজার্ভ বেড়ে বৈদেশিক মুদ্রাবাজার স্থিতিশীল রয়েছে। গত কয়েক দিনে ডলারের দর কমছে। আগামীতে মূল্যস্ফীতি আরও কমার ক্ষেত্রে যা সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২৮ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ রিজার্ভ

রেমিট্যান্সে উচ্চ প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি গত অর্থবছরে রপ্তানি আয়ে ৯ শতাংশের মতো প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগও বাড়ছে। চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে নিট বিদেশি বিনিয়োগ ১১৪ শতাংশ বেড়েছে। চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে নিট বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে ৮৬ কোটি ৪৬ লাখ ডলার। আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় যা ১১৪ দশমিক ৩১ শতাংশ বেশি। আর আগের প্রান্তিক তথা অক্টোবর-ডিসেম্বরের তুলনায় ৭৬ দশমিক ৩১ শতাংশ বেড়েছে। এসবের পাশাপাশি বাংলাদেশ গত জুন মাসে আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, এডিবি, এআইআইবি, জাইকাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে ৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি ঋণ পেয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা প্রবাহ ব্যাপক বৃদ্ধির ফলে জুন শেষে বৈদেশিক মুদ্রার গ্রস রিজার্ভ ৩১ দশমিক ৬৮ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। আইএমএফের বিপিএম৬ ম্যানুয়াল অনুযায়ী রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ২৬ দশমিক ৭১ বিলিয়ন ডলার। গত ২৮ মাসের মধ্যে যা সর্বোচ্চ। সর্বশেষ ২০২৩ সালের মার্চে গ্রস রিজার্ভ ৩২ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে যায়। অবশ্য চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নে ২০২ কোটি ডলার পরিশোধের পর রিজার্ভ কমে ২৯ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন ডলারে নেমেছে। আর বিপিএম৬ অনুযায়ী রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ২৪ দশমিক ৪৬ বিলিয়ন ডলার। গত বছরের আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের সময় রিজার্ভ ছিল ২০ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলার। পতনের ধারাবাহিকতায় থাকা রিজার্ভ এখন আবার বাড়ছে।

NEW AGE SUNDAY, JULY 13, 2025,

FY25: Apparel exports to key destinations rise

Saddam Hossain

THE export of readymade garment items from Bangladesh to its key destinations, including the United States, the United Kingdom, and Europe, experienced considerable growth in the recently concluded financial year 2024-25.

According to country-wise detailed export data of the Export Promotion Bureau, compiled by the Bangladesh Apparel Exchange, the country's RMG manufacturers earned $39.34, by fetching a positive growth of 8.84 per cent from $36.15 billion in FY24.

The RMG exporters stated that the significant shift of orders from China to Bangladesh has accelerated Bangladesh's growth momentum over the past few months, despite ongoing tariff issues and the country's political transition.

According to the EPB data, in FY25, Bangladesh exported RMG items worth $19.71 billion to European Union countries, 9.10 per cent higher than the $18.06 billion in FY24.

The export earnings from the EU covered 50.1 per cent of the total earnings from RMG exports.

The Bangladeshi RMG manufacturers earned $7.54 billion from the US, the single largest destination of the country's exporters, in FY25, which was 13.79 per cent higher than the $6.63 billion earned in FY24.

The earnings from the North American country accounted for 19.18 per cent of the total revenue.

With a narrow growth of 3.68 per cent, Bangladesh secured $4.34 billion from the UK in FY25, up from $4.19 billion in FY24.

Bangladeshi RMG exporters shipped apparel items worth $1.3 billion to Canada in FY25, a 12.07 per cent increase from the $1.16 billion earned in FY24.

Among the EU countries, Germany remained Bangladesh's largest export destination, from which the country earned $4.95 billion in FY25, according to the EPB data.

Following Germany, the export earnings from Spain stood at $3.39 billion, those from France at $2.15 billion, the Netherlands at $2.08 billion, Poland at $1.69 billion, and Italy at $1.54 billion, with positive growth maintained at every destination.

Regarding apparel exports, countries such as the US, Canada, the UK, and the EU are considered traditional markets, while other countries are deemed non-traditional.

Japan, Australia, Russia, India, China, South Korea, the UAE, Malaysia, Brazil and Mexico are major non-traditional export destinations.

In FY25, export earnings from the non-traditional markets also experienced positive growth, with an overall rise of 5.61 per cent to $6.44 billion, up from $6.09 billion in FY24.

The non-traditional market represented 16.36 per cent of Bangladesh's total RMG exports.

In FY25, Japan led these markets with imports worth $1.18 billion from Bangladesh, followed by Australia $813.62 million and India $644.24 million.

Moreover, RMG exports to Turkey and South Korea also witnessed significant earnings, amounting to $449.9 million and $411.46 million, respectively.

According to the EPB data, export earnings from almost all major destinations experienced a considerable growth rate in FY25.

Speaking to New Age, Inamul Haq Khan, senior vice-president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, said that in the past few months, Bangladesh had witnessed a rise in purchase orders.

'Moreover, a considerable number of orders started to shift from China to Bangladesh due to US tariff, even some Chinese manufacturers shifted their offices and facilities to the country and hired factories,' he added.

Meanwhile, according to the World Trade Organization Data, China's share in the global apparel market declined to 29 per cent in 2024 from over 31 per cent in 2023.

Inamul Haq Khan also said that buyers consistently trusted Bangladesh due to its ethical production practices.

Regarding the US tariff issue, he said that although the tariff talks concluded with a scope for further discussion, they remain hopeful that a positive outcome may still be achieved.

'We have come to know that the US and Bangladesh agreed on about 80 per cent of the conditions. We expect, the talks would finally succeed and the tariff might be lowered to 20 per cent-25 per cent,' he added.

He also said that, besides the US, Bangladesh has huge potential in increasing its exports to non-traditional markets, such as Australia, Japan, Korea, the Middle East, and Latin America.

Mohiuddin Rubel, former BGMEA director, told New Age that the besides conventional markets, non-traditional market size was about $150 in 2024, where Bangladesh had only 6 per cent share.

'There is significant potential for expansion in the markets like Japan, Australia and other markets,' he added.

He urged manufacturers to focus on cultivating new markets and products through relentless innovation to maintain a competitive edge.

Earlier, Professor Mustafizur Rahman, a distinguished fellow of the

বণিক বার্তা সোমবার, জুলাই ১৪, ২০২৫

ট্রাম্পের শুল্কনীতি

প্রতিযোগী দেশের তুলনায় বাংলাদেশের ওপর ঘোষিত শুল্কহার বেশি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

তিন মাসের স্থগিতাদেশ শেষ হওয়ার আগেই ৭ জুলাই বাংলাদেশের ওপর ৩৫ শতাংশ রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ আরোপ করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে এ হার ২০ শতাংশ। ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোর দাবি দেশটির ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপ হতে পারে ২০ শতাংশের কম। চীনের পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের রেসিপ্রোকাল শুল্ক আগস্ট থেকে ৩৪ শতাংশ হারে আরোপ হতে পারে। তবে চীন ব্রিকসের সদস্য হওয়ায় এ শুল্কহার আরো বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় শুল্কহার অনেক বেশি হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পণ্য রফতানিকারকদের উদ্বেগ বাড়ছে। তারা বলছেন, শুল্ক পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায় তা না জানা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না।

অর্থমূল্য বিবেচনায় বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি হওয়া মোট পণ্যের ৮৭ শতাংশই তৈরি পোশাক। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি হওয়া বাংলাদেশের প্রধান পণ্যগুলোর মধ্যে তৈরি পোশাক ছাড়া রয়েছে হেডগিয়ার, জুতা, অন্যান্য বস্ত্রপণ্য, পালক এবং পালক দ্বারা তৈরি সামগ্রী, চামড়াজাত পণ্য, মাছ, শস্যাদানা, প্লাস্টিক পণ্য, আসবাব প্রভৃতি। এসব খাতসংশ্লিষ্টরা এখন বড় উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন। তবে স্বভাবতই দেশের পোশাক শিল্পোদ্যোক্তাদের দুশ্চিন্তা অন্যদের চেয়ে বেশি।

পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা আগে থেকেই বলে আসছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী দেশ চারটি—চীন, ভিয়েতনাম, ভারত ও পাকিস্তান। বাংলাদেশের ওপর পাল্টা শুল্কের প্রভাব নির্ভর করছে প্রতিযোগী দেশগুলোর ওপর কী হারে শুল্ক আরোপ হচ্ছে তার ওপর। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, মূল দুই প্রতিযোগী ভিয়েতনাম ও ভারতের চেয়ে বাংলাদেশের ওপর আরোপিত শুল্কহার অনেক বেশি। ১ আগস্ট থেকে সেই হার কার্যকর হলে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প প্রতিযোগীদের সক্ষমতার তুলনায় অবধারিতভাবে অনেক পিছিয়ে পড়বে।

পোশাক রফতানিকারকরা বলছেন, বাংলাদেশের চেয়ে ভারত ও ভিয়েতনামের ওপর আরোপিত শুল্কহার যদি কম হয়, তাহলে বাংলাদেশ অবশ্যই সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদা অনুযায়ী ভিয়েতনাম, ভারত বা পাকিস্তান কতটা পণ্য সরবরাহ করতে পারবে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাকের বাজারে সবচেয়ে বড় অংশ সরবরাহ করে চীন। নতুন ঘোষিত শুল্কহারে চীনের রফতানি অনেক কমে যাবে। এরপর রয়েছে ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ ও ভারত। শুল্কের প্রভাবে চীনের পোশাক রফতানি যতটা কমতে পারে তা বাংলাদেশ, ভারত ও ভিয়েতনাম মিলেও সরবরাহ করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সংশয় রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে সুবিধাজনক অবস্থান ধরে রাখা নিয়ে আশাবাদী থাকতে চাইছেন বাংলাদেশের পোশাক রফতানিকারকরা।

নিট পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারকদের সংগঠন বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম *বণিক বার্তা*কে বলেন, 'পণ্যের চাহিদা থাকলেও ক্রেতারা রফতানিকারক দেশের ওপরে শুল্কের বোঝা চাপানোর চেষ্টা করবে, যা অনৈতিক। দিন শেষে ভুক্তভোগী হবেন ভোক্তা। আর মূল্য কমানোর চাপ বাড়বে রফতানিকারকের ওপর। ক্রেতাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দেখা যাচ্ছে, পোশাক রফতানিকারকদের চলমান ক্রয়াদেশ থেকে জাহাজীকরণ হওয়ার অপেক্ষায় থাকা চালান স্থগিত করা হয়েছে।'

পোশাকসহ যুক্তরাষ্ট্রের বাজারসংশ্লিষ্ট সব রফতানি খাতের উদ্যোক্তারাই উদ্বেগে রয়েছেন উল্লেখ করে বিকেএমইএর পাশাপাশি রফতানিকারকদের সংগঠন এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশেরও (ইএবি) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'আশার জায়গাটি হলো শুল্কের কারণে চীন থেকে অনেক ক্রয়াদেশ সরে আসতে পারে। আর সেগুলো সরবরাহ করার সক্ষমতা বিবেচনায় বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থানেই আছে। কিন্তু উদ্বেগ কাটছে না, কারণ দিন শেষে কী হতে যাচ্ছে তা এখনো পরিষ্কার নয়। পরিস্থিতি কেমন হতে যাচ্ছে সেটা বুঝতে এ মাসের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের অফিস অব টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেলসের (ওটিইএক্সএ) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে গোটা বিশ্ব থেকে যুক্তরাষ্ট্র পোশাক আমদানি করেছে ৭ হাজার ৯২৫ কোটি ৭৫ লাখ ৭০ হাজার ডলারের। এর ২০ দশমিক ৮২ শতাংশ সরবরাহ করেছে চীন। ভিয়েতনাম সরবরাহ করেছে ১৮ দশমিক ৯ শতাংশ। বাংলাদেশ সরবরাহ করেছে ৯ দশমিক ২৬ শতাংশ। ভারত সরবরাহ করেছে ৫ দশমিক ৯১ শতাংশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ও সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হান *বণিক বার্তা*কে বলেন, 'বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী দেশ—যেমন ভিয়েতনাম, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের ওপর কী হারে শুল্ক আরোপ হচ্ছে তা এখনো পরিষ্কার নয়। যদি দেখা যায় এ দেশগুলোর ওপর শুল্কহার অপেক্ষাকৃত কম, তাহলে বাংলাদেশ একটি গুরুতর প্রতিযোগিতামূলক অসুবিধার মুখোমুখি হবে। এর ফলে সরবরাহ চেইনভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ জটিল হয়ে পড়বে এবং বিদেশী ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা দুর্বল হবে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এ অনিশ্চয়তা যে দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের অবস্থানকে দুর্বল করে দিতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।'

তিনি আরো বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকারকরা খরচ কমাতে এবং ঝুঁকি এড়াতে সহজেই বিকল্প সরবরাহকারীদের দিকে ঝুঁকতে পারেন। বাংলাদেশের রফতানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি পোশাক শিল্পনির্ভর, এ একক খাতনির্ভরতা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।'

জানা গেছে, পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের মধ্যে যারা ওভেন পোশাক রফতানি করেন তারা ট্রাম্পের শুল্ক কাঠামোর চেয়েও চুক্তিতে থাকা বাণিজ্যিক বিধিমালা নিয়ে বেশি শঙ্কিত। কারণ চুক্তির রুলস অব অরিজিনে মার্কিন বাজারে প্রবেশাধিকার পেতে পণ্যে ৪০ শতাংশ দেশীয় মূল্য সংযোজন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ শর্তের পেছনে রয়েছে বাংলাদেশের রফতানিতে চীনা কাঁচামালের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ, যা মূলত চীনের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় ওয়াশিংটনের বৃহত্তর কৌশলের অংশ। রুলস অব অরিজিনের শর্ত বাংলাদেশের ওভেন পোশাক রফতানিকারকদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে।

বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'আমরা ৪০ শতাংশ পর্যন্ত স্থানীয় মূল্য সংযোজন সক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারব বলে মনে করছি। আর ভারত, ভিয়েতনাম কারো ওপরই শুল্কহার এখনো চূড়ান্ত হয়নি। এখন পর্যন্ত একটি দেশের সঙ্গেও চুক্তি হয়নি। ভিয়েতনাম সরকারও ২০ শতাংশ শুল্ক নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। আমাদের উদ্বেগ আমরা জানিয়েছি। ভালো বিষয় হলো সরকার আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে শুরু করেছে। ভিয়েতনাম বা ভারতের চেয়ে ২ বা ৩ শতাংশ বেশি শুল্ক আরোপ হলে বাংলাদেশের জন্য "ওকে"। কিন্তু পার্থক্য ৩ বা ৫ শতাংশের বেশি হলে বাংলাদেশ থেকে ব্যবসা সরে যাবে। তবে সব ব্যবসা চলে যাবে এমনটা নয়। যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রফতানি থেকে যদি ৩ বিলিয়ন ডলারও কমে যায়, তাতেও বাংলাদেশের অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। যে কারখানাগুলো যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের ওপর বেশি নির্ভরশীল তারা বিপদে পড়বে।'

পোশাক শিল্প মালিকরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ মূলত কম দামের পোশাকপণ্য বেশি প্রস্তুত করে। ভিয়েতনাম যদি যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি শুল্ক সুবিধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে দেশটিতে ক্রয়াদেশ মূলত আসবে চীন থেকে। কারণ চীন বেশি দামের পোশাকপণ্য বেশি উৎপাদন করে। ফলে বাংলাদেশের সক্ষমতার যে ক্ষেত্র অর্থাৎ কম দামি পোশাক, সেটি হাতছাড়া হওয়ার কারণ নেই। সমস্যা হবে যদি বাংলাদেশের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা দেশের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তান থাকে। শিল্প মালিকরা বলছেন, ভিয়েতনাম ছাড়া বাকি তিনটি দেশ—চীন, ভারত ও পাকিস্তানের ওপর আরোপিত শুল্কহার যদি বাংলাদেশের কাছাকাছি হয়, তাহলে খুব বেশি শঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। কারণ ভিয়েতনাম ও চীন থেকে স্থানান্তরিত ক্রয়াদেশের পর খুব বেশি জায়গা থাকবে না। ফলে বাংলাদেশের ক্রয়াদেশ সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে বলে ধারণা করছেন পোশাক রফতানিকারকরা।

ভিয়েতনাম বাংলাদেশের উদ্বেগের কারণ নয় জানিয়ে পোশাক রফতানিকারকরা বলছেন, দেশটি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ ক্রয়াদেশের ওপর প্রভাব ফেলতে পারবে। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তান বাংলাদেশের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলে তারা বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ ক্রয়াদেশের ওপর প্রভাব ফেলার ক্ষেত্র তৈরি করবে। এতে বাংলাদেশী পোশাকের দাম হয়তো কমে যাবে, কিন্তু পরিমাণের প্রবৃদ্ধি খুব কমবে না বলে আশা করছেন তারা। এখন ভারতের শুল্কহার বাংলাদেশের চেয়ে ৪ বা ৫ শতাংশ কম। পাকিস্তান সমান সমান আর চীনের শুল্ক বাংলাদেশের চেয়ে বেশি। শুল্ক আরোপের পরও যদি এ অবস্থান অব্যাহত থাকে তাহলে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী পণ্যের প্রবৃদ্ধিও অব্যাহত থাকবে।

পোশাকে গড়ে ২১% শুল্ক আদায়

যুক্তরাষ্ট্রের বাড়তি শুল্কের প্রভাব

গত এপ্রিলে ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক কার্যকরের পর মে মাসে বাংলাদেশি পণ্যে শুল্ক-কর বেড়ে গেছে।

মাসুদ মিলাদ, *চট্টগ্রাম*

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ন্যূনতম ১০ শতাংশ পাল্টা শুল্কের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। গত ২ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানি করা দেশগুলোর ওপর এই অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেন ট্রাম্প। যদিও এখনো নতুন করে আরোপ করা পাল্টা শুল্ক কার্যকর হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, গত মে মাসে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫৫ কোটি মার্কিন ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে দেশটিতে। এই রপ্তানির ওপর থেকে মোট ১১ কোটি ৫৯ লাখ ডলার শুল্ক আদায় করেছে দেশটি। গড়ে শুল্ক আদায় হয়েছে ২১ শতাংশ হারে। অথচ ২০২৪ সালে বাংলাদেশের পোশাকপণ্য থেকে গড়ে ১৬ দশমিক ৭৯ শতাংশ শুল্ক আদায় করেছিল দেশটি।

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আদায়সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২৪ সালের মে মাসে বাংলাদেশ থেকে ১০ ডলারের একটি পণ্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে নেওয়ার জন্য গড়ে ১ দশমিক ৬৭ ডলার শুল্ক দিতে হতো। চলতি বছরের একই সময়ে একই মূল্যের পণ্যে শুল্ক দিতে হয়েছে ২ দশমিক ১১ ডলার। আগামী ১ আগস্ট থেকে পাল্টা শুল্ক কার্যকর হলে তা আরও বাড়বে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো যুক্তরাষ্ট্রেও পণ্যভেদে ভিন্ন ভিন্ন হারে শুল্ক রয়েছে। তবে মোট শুল্ক-কর আদায়ের ভিত্তি ধরে গড়ে কত শুল্ক আদায় হয়, তা নির্ধারণ করা যায়। এই হার সব সময় একই থাকে না। তবে শুল্ক-কর পরিবর্তন না হলে খুব বেশি পরিবর্তন হয় না। গত ২ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানি করা দেশগুলোর ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন ট্রাম্প। পরে ৯ এপ্রিল পাল্টা শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়। তবে ২ এপ্রিল থেকে ন্যূনতম ১০ শতাংশ হারে অতিরিক্ত শুল্ক বহাল রাখা হয়।

> নতুন করে পাল্টা শুল্ক আরোপ হলে যুক্তরাষ্ট্রের মতো বড় বাজারে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি আরও কমে যাবে। কারণ, অতিরিক্ত ৩৫ শতাংশ শুল্ক-কর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানগুলো পোশাক নেওয়ার কথা নয়।
>
> **এস এম আবু তৈয়ব**, সভাপতি, আইবিএফবি

তিন মাসের স্থগিতাদেশ শেষে ৯ জুলাই থেকে ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক কার্যকরের কথা ছিল। তবে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে পাল্টা শুল্ক বাড়িয়ে-কমিয়ে নতুন করে নির্ধারণ করেন ট্রাম্প। এই নতুন শুল্কহার ১ আগস্ট থেকে কার্যকর হবে। বাংলাদেশের জন্য নতুন পাল্টা শুল্কের হার ৩৫ শতাংশ নির্ধারণ করেছেন ট্রাম্প।

কোন দেশে গড়ে কত শুল্ক আদায়

যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, গত মে মাসে চীনের পোশাকপণ্য থেকে সবচেয়ে বেশি শুল্ক-কর আদায় করেছে দেশটি। মে মাসে চীন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৫৬ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। এই পোশাকের ওপর যুক্তরাষ্ট্র মোট শুল্ক-কর আদায় করেছে ৩৮ কোটি ডলার। সেই হিসাবে চীনের পণ্য থেকে গড়ে ৭০ শতাংশ শুল্ক-কর আদায় করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ২০২৪ সালে চীনের পোশাক থেকে গড়ে ২২ দশমিক ৩১ শতাংশ শুল্ক-কর আদায় করেছিল দেশটি।

চলতি বছরের মে মাসে ভিয়েতনাম ১২২ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটির রপ্তানি করা পণ্য থেকে মোট শুল্ক আদায় হয়েছে ৩১ কোটি ৭৭ লাখ ডলার। সেই হিসাবে শুল্ক-কর আদায়ের গড় হার প্রায় ২৬ শতাংশ। ২০২৪ সালের একই সময়ে এই হার ছিল ১৮ দশমিক ৭৬ শতাংশ।

এ ছাড়া গত মে মাসে ভারত ৪৬ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটির পণ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্র মোট শুল্ক-কর আদায় করেছে ৯ কোটি ২৯ লাখ ডলার। এ হিসাবে শুল্ক-কর আদায় হয়েছে গড়ে ২০ দশমিক ১৭ শতাংশ। ২০২৪ সালের একই সময়ে ভারতের পোশাকের ওপর থেকে গড়ে ১৩ দশমিক ৭১ শতাংশ শুল্ক-কর আদায় হয়েছিল।

শুল্ক বাড়ার পরই রপ্তানিতে হোঁচট

চলতি বছরের মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে সবচেয়ে বেশি শুল্ক-কর আদায় হয়েছে চীনের পণ্য থেকে। এ সময় চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি পণ্যের ওপর ৭০ শতাংশ হারে শুল্ক-কর আদায় হয়েছে। উচ্চ শুল্কের কারণে চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি অর্ধেকের বেশি কমেছে। যেমন গত বছরের মে মাসে চীন রপ্তানি করেছিল ১১৬ কোটি ডলারের পণ্য, চলতি বছরের মে মাসে তা কমে ৫৬ কোটি ডলারে নেমেছে।

বাংলাদেশেরও রপ্তানি কমেছে। চলতি বছরের মে মাসে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৫৫ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। ২০২৪ সালে একই সময়ে রপ্তানি করেছিল ৫৭ কোটি ডলারের পোশাক। সেই হিসাবে বাংলাদেশের রপ্তানি কমেছে ৪ শতাংশ।

শুল্ক-কর বৃদ্ধির পরও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভিয়েতনামের রপ্তানি বেড়েছে ১৯ শতাংশ। ২০২৪ সালের মে মাসে দেশটি যুক্তরাষ্ট্রে ১০৩ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করে। চলতি বছরের মে মাসে তা ১২৩ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে। ভিয়েতনামের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৯ শতাংশ।

এ বিষয়ে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরাম বাংলাদেশের (আইবিএফবি) সভাপতি এস এম আবু তৈয়ব *প্রথম আলো*কে বলেন, 'নতুন করে পাল্টা শুল্ক আরোপ হলে যুক্তরাষ্ট্রের মতো বড় বাজারে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি আরও কমে যাবে। কারণ, অতিরিক্ত ৩৫ শতাংশ শুল্ক-কর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানগুলো পোশাক নেওয়ার কথা নয়। এ জন্য দর-কষাকষির মাধ্যমে আমাদের শুল্ক-কর প্রতিযোগী দেশগুলোর কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে।'

সময়ের আলো শনিবার। ২৬ জুলাই ২০২৫।

ইউরোপে পোশাক রফতানির প্রবৃদ্ধিতে পিছিয়ে বাংলাদেশ

• নিজস্ব প্রতিবেদক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রফতানির প্রবৃদ্ধিতে সবার ওপরে থাকলেও ইউরোপের বাজারে অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে চলতি বছরের প্রথম ৫ মাসে (জানুয়ারি-মে) বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৭ দশমিক ৬১ শতাংশ। অথচ প্রতিযোগী দেশগুলোর মধ্যে এই পাঁচ মাসে ইউরোপের বাজারে কম্বোডিয়ার প্রবৃদ্ধি ২৮ দশমিক ৬৪ শতাংশ, চীনের প্রবৃদ্ধি ২০ দশমিক ৮৬ শতাংশ, পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধি ১৯ দশমিক ০৯ শতাংশ। অবশ্য প্রবৃদ্ধির দিক দিয়ে ভারত, ভিয়েতনামসহ আরও কয়েকটি বাংলাদেশের নিচে রয়েছে। ইউরোস্ট্যাটের হালনাগাদ পরিসংখ্যান থেকে এমন তথ্য জানা গেছে।

ইউরোস্ট্যাটের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ইইউর বাজারে মোট ৩ হাজার ৯৭১ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রফতানি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি প্রায় ১২ শতাংশ। ইইউতে শীর্ষ দুই তৈরি পোশাক রফতানিকারক দেশ হচ্ছে চীন ও বাংলাদেশ। তবে পোশাক রফতানিতে চীনের কাছাকছি অবস্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে দুই দেশের রফতানির ব্যবধান ৪২ কোটি ডলার। চীন ও বাংলাদেশের পর ইইউতে অন্য বড় রফতানিকারক দেশগুলো হচ্ছে তুরস্ক, ভারত, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, পাকিস্তান, মরক্কো, শ্রীলঙ্কা ও ইন্দোনেশিয়া।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বড় গন্তব্য হচ্ছে ইইউ। বিদায়ি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট তৈরি পোশাক রফতানির প্রায় ৫০ শতাংশ হয়েছে ইইউর বাজারে। চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে বাংলাদেশ ইইউর বাজারে ৯৬৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রফতানি করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের ৮২৩ কোটি ডলারের রফতানির চেয়ে ১৭ দশমিক ৬১ শতাংশ বেশি। সামগ্রিকভাবে বাজারটিতে রফতানি বাড়লেও গত মে মাস ভালো যায়নি। ওই মাসে বাংলাদেশ ইইউতে ১৬১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রফতানি করেছে, যা গত বছরের মে মাসের তুলনায় ৬ দশমিক ৪৬ শতাংশ কম। মে মাসে ইইউর বাজারে বাংলাদেশের রফতানি কমলেও চীনের বেড়েছে। চীন রফতানি করেছে ১৭১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক, যা গত বছরের একই সময়ের ১৪৫ কোটি ডলারের রফতানির তুলনায় ১৭ দশমিক ৮৫ শতাংশ বেশি।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১৫ জুলাই ২০২৫

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে অতিনির্ভরতা, ঝুঁকিতে চট্টগ্রামের অনেক কারখানা

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার

চট্টগ্রামের মোট পোশাক প্রতিষ্ঠানের ৭০ শতাংশই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারনির্ভর। ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক বড় ঝুঁকিতে ফেলেছে চট্টগ্রামের উদ্যোক্তাদের।

মাসুদ মিলাদ, চট্টগ্রাম

সাড়ে তিন দশক আগে কোটাসুবিধায় যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রথম পোশাক রপ্তানি করেছিলেন এশিয়ান গ্রুপের তখনকার তরুণ উদ্যোক্তা মোহাম্মদ আবদুস সালাম। ২০০৫ সালে ১ জানুয়ারি কোটাপ্রথা উঠে গেলেও ক্রেতারা ছেড়ে যাননি তাঁকে; বরং মার্কিন ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতে পোশাকের নতুন নতুন কারখানা গড়ে তুলেছেন তিনি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে গ্রুপটির ১৩ কারখানার ৭টিই শতভাগ পোশাক রপ্তানি করেছে শুধু যুক্তরাষ্ট্রে। সব মিলিয়ে এশিয়ান গ্রুপের মোট রপ্তানির ৯০ শতাংশই রপ্তানি হচ্ছে বড় এই বাজারে।

আবদুস সালামের মতো চট্টগ্রামের উদ্যোক্তাদের যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীলতা বেশি। এই অতিনির্ভরতাকে এখন ঝুঁকি হিসেবে দেখছেন তাঁরা। কারণ, আগামী ১ আগস্ট থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাড়তি ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন ট্রাম্প। পাল্টা শুল্কের বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে এখনো দর-কষাকষি চলছে। প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের শুল্কহার বেশি হলে বিপদে পড়ার শঙ্কা দেখছেন চট্টগ্রামের উদ্যোক্তারা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআরের তথ্যে দেখা যায়, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানির ১৯ শতাংশের গন্তব্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র। গত অর্থবছরে দেশের মোট পোশাক রপ্তানির ৪০ শতাংশের গন্তব্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র। আবার চট্টগ্রামের মোট পোশাক প্রতিষ্ঠানের ৭০ শতাংশই নিয়মিত যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি করে, সারা দেশে এই হার ৪৯ শতাংশ।

চট্টগ্রাম থেকে কেন শতাংশের হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি বেশি, জানতে চাইলে এশিয়ান গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবদুস সালাম প্রথম আলোকে বলেন, আশি-নব্বই দশকে যুক্তরাষ্ট্রের কোটাসুবিধা নিয়ে চট্টগ্রামের উদ্যোক্তারা ব্যবসা সম্প্রসারণ করেছিলেন। যোগাযোগব্যবস্থাসহ নানা কারণে চট্টগ্রামে সে সময় অন্য দেশের ক্রেতারা আসতে চাইতেন না। ফলে ঢাকার কারখানাগুলো শুধু কোটার ওপর নির্ভরশীল ছিল না, অন্য দেশের ক্রেতাদের কার্যাদেশ পাওয়ার সুযোগ ছিল। চট্টগ্রামের সে সুযোগ কম থাকায় যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা বেড়েছে।

আশি-নব্বই দশকের চট্টগ্রামের রপ্তানির পরিসংখ্যান আলাদা করে পাওয়া যায়নি। তবে দুই দশক আগে ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তথ্য থেকে পোশাক খাতের শীর্ষ পর্যায়ের উদ্যোক্তা আবদুস সালামের কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। ওই সময় পণ্য রপ্তানি হওয়া চট্টগ্রাম কাস্টমস, শাহজালাল

যুক্তরাষ্ট্রমুখী পোশাক রপ্তানি

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানির হার

অর্থবছর	চট্টগ্রাম থেকে রপ্তানির হার	সারা দেশ থেকে রপ্তানির হার
২০০৫-০৬	৬৩%	৩৩%
২০২৪-২৫	৪০%	১৯%

জেলা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির হার (২০২৪-২৫)

৪০%	চট্টগ্রাম
২২%	ঢাকা
১৩%	গাজীপুর
১২%	নারায়ণগঞ্জ

বিমানবন্দর, কমলাপুর কাস্টমস ও বেনাপোল কাস্টমসের তথ্যে দেখা যায়, সে সময় সারা দেশের মোট পোশাক রপ্তানির ৩৩ শতাংশের গন্তব্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র। তবে চট্টগ্রামের মোট পোশাক রপ্তানির ৬৩ শতাংশেরই গন্তব্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র। দুই দশকের ব্যবধানে এখন এই হার কিছুটা কমলেও এখনো জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশি।

কী ছিল কোটাসুবিধায়

যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমিশন ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নানা প্রকাশনা থেকে জানা যায়, আশির দশকে উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে পোশাক নেওয়ার জন্য কোটা বরাদ্দ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র; অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কত পরিমাণ পোশাকের ক্রয়াদেশ দেওয়া হবে, তা এই কোটার মাধ্যমে বরাদ্দ করা হতো। ১৯৭৪ সালে কার্যকর হওয়া মাল্টিফাইবার চুক্তির (১৯৭৪-৯৪) আওতায় এই কোটা পেত বাংলাদেশও।

১৯৯৪ সালে মাল্টিফাইবার চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নতুন করে আবারও কোটাসুবিধা বহাল করা হয়। ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার 'দ্য অ্যাগ্রিমেন্ট অব টেক্সটাইল ও ক্লথিংয়ের (এটিসি)' আওতায় কোটা চালু হয়। এই কোটা বহাল ছিল ২০০৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী, ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে পোশাকে কোটাব্যবস্থা উঠে যায়।

যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা বেড়েছে

বাংলাদেশে প্রথম রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানার দেশ গার্মেন্টসের যাত্রা শুরু হয় চট্টগ্রাম থেকে, ১৯৭৮ সালে। দেশ গার্মেন্টসের দেখানো পথ ধরে চট্টগ্রামে দ্রুত বিকশিত হতে শুরু করে এই শিল্প। সে সময় কোটাসুবিধার কারণে খুব সহজে ক্রয়াদেশ পেয়ে যেতেন উদ্যোক্তারা।

বিজিএমইএর হিসাবে, ১৯৯১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামে প্রায় ৪০০ নতুন তৈরি পোশাক কারখানা গড়ে উঠেছিল, যাদের বেশির ভাগের রপ্তানি ছিল যুক্তরাষ্ট্রে।

এ খাতের উদ্যোক্তারা জানান, যুক্তরাষ্ট্রের কোটাসুবিধার মেয়াদ শেষের আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নে অগ্রাধিকারমূলক বাজারসুবিধা বা জিএসপি পায় বাংলাদেশ। এই সুবিধা প্রথম পুরোপুরি নিতে শুরু করেন ঢাকা অঞ্চলের উদ্যোক্তারা। ইউরোপীয় ক্রেতারাও চট্টগ্রামের চেয়ে ঢাকায় আসা-যাওয়ায় স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন। কারণ, চট্টগ্রামে ভালো মানের হোটেল ছিল না। যাতায়াত এখনকার মতো সহজ ছিল না। আবার কারখানা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নানা অনুমোদন ছিল ঢাকাকেন্দ্রিক। ব্যাংকিং-সুবিধা ছিল চট্টগ্রামের চেয়ে ঢাকায় বেশি। এতে ঢাকা অঞ্চলে তৈরি পোশাক খাত বিকশিত হতে শুরু করে। চট্টগ্রামে নতুন কারখানার প্রবৃদ্ধি কমে যায়। যেমন বিজিএমইএর হিসাবে, ১৯৯১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামে বছরে গড়ে ৪০টি কারখানা স্থাপিত হয়। আর ২০০৬ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ১০ বছরে গড়ে তা ১৭টিতে নেমে আসে। নতুন নতুন কারখানার সংখ্যা কমে আসায় পুরোনো উদ্যোক্তারাই এই খাতে এগিয়ে রয়েছেন, যাঁদের বেশির ভাগের বাজার যুক্তরাষ্ট্রনির্ভর।

প্রায় ৪০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাদের সঙ্গে ব্যবসা করে আসছে চট্টগ্রামের ক্লিফটন গ্রুপ। গ্রুপটির যাত্রা শুরুর প্রথম দুই দশকে একচেটিয়া রপ্তানি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে। কিছুটা বৈচিত্র্য আনলেও এখনো বেশির ভাগ পোশাক রপ্তানি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে।

জানতে চাইলে ক্লিফটন গ্রুপের পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এম ডি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, চট্টগ্রামে উদ্যোক্তাদের হাতেখড়ি হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি দিয়ে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্রয়াদেশও ছিল বেশি। সে সময় হাতে ব্যবসা থাকায় নতুন বাজার খুঁজতে হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কোনো ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এখানকার উদ্যোক্তাদের সম্পর্ক গড়িয়েছে দুই-তিন দশক পর্যন্ত। বড় বাজারটির ওপর অতিনির্ভরতার এটিই বড় কারণ।

বাজারবৈচিত্র্যে নজর দেওয়া দরকার

কোনো একক বাজারের ওপর অতিনির্ভরতাকে ব্যবসার জন্য ঝুঁকি মনে করছেন গবেষকেরা। জানতে চাইলে গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্কের ঘটনা মনে করিয়ে দিচ্ছে, কোনো কারখানার একক বাজারের ওপর নির্ভরশীলতা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। তাই চট্টগ্রামের পোশাক রপ্তানিকারকদের এখন বাজার বৈচিত্র্যকরণে নজর দেওয়া দরকার।

সমকাল বুধবার । ২৩ জুলাই ২০২৫

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক কারখানাগুলোর রপ্তানি

- বিজিএমইএ সদস্য কারখানার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে সরাসরি রপ্তানি করে ১ হাজার ৩২২টি বিকেএমইএর ৩২৭টি

কারখানার সংখ্যা	রপ্তানির পরিমাণ (কোটি ডলার)	মোট রপ্তানির কতভাগ
৮২২	১২৭২৯	0%–20%
১৭৬	১২০৪৪	২১%–৪০%
৮৭	৯৯৮৬	৪১%–৬০%
৯১	১৫৬৪২	৬১%–৮০%
৪৬	৭১৪২	৮১%–৯০%
১০০	৯৬৫৮	৯১%–১০০%

২০২৪ সালের হিসাব; তথ্যসূত্র: বিজিএমইএ

অর্ধেকের বেশি পোশাক কারখানা বিপদের মুখে

আবু হেনা মুহিব

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পণ্য প্রবেশে ঘোষিত বাড়তি শুল্কভারের একটা বড় অংশ রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে মার্কিন ব্র্যান্ড-ক্রেতারা। বাড়তি শুল্কহারের কত শতাংশ রপ্তানিকারকরা বহন করতে রাজি আছেন, তা জানতে চায় তারা। দুই দেশের সরকার পর্যায়ের আলোচনার মধ্যেই এ নিয়ে তারা দরকষাকষি করছে। শুল্ক যদি ঘোষিত ৩৫ শতাংশই বহাল থাকে তাহলে তার কত অংশ রপ্তানিকারকরা নিতে রাজি কিংবা শুল্ক কমে ৩০ শতাংশ হলে কত, ২৫ শতাংশ হলে কত কিংবা ২০ শতাংশ হলে কত অংশ নেবেন রপ্তানিকারকরা– এ রকম একাধিক বিকল্প হার নিয়ে রপ্তানিকারকদের কাছে প্রতিশ্রুতি আদায়ের কৌশল খাটানো হচ্ছে।

কয়েকজন রপ্তানিকারক উদ্যোক্তার সঙ্গে কথা বলে ক্রেতাদের এ ধরনের কৌশলের কথা জানা গেছে। এমন একজন রপ্তানিকারক উদ্যোক্তা সমকালকে জানান, তাঁর কারখানার ক্রেতাদের এ ধরনের প্রস্তাবে তিনি রাজি হননি। কারণ শুল্ক কমানোর চেষ্টা করছে সরকার। এখন ৩৫ শতাংশ ধরে যদি বাড়তি শুল্ক রপ্তানিকারকরা ভাগাভাগি করে নেন তাহলে আলোচনা শেষে শুল্ক যতই কম হোক না কেন প্রতিশ্রুতি দেওয়া শুল্কের ভাগ থেকে আর সরে আসা যাবে না। আলোচনায় শেষ পর্যন্ত শুল্ক যদি ২০ শতাংশও ধার্য হয় তখনও শুল্কভারের হার কমাবে না তারা। শীর্ষস্থানীয় ওই রপ্তানিকারক তার পরিচয় প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বাড়তি শুল্ক

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের ব্র্যান্ড-ক্রেতাদের নিয়ে এ রকম বেকায়দায় আছেন সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তারা। রপ্তানি প্রক্রিয়ায় থাকা পণ্যের দর কমাতে চাপ দিচ্ছে কোনো কোনো ব্র্যান্ড-ক্রেতা প্রতিষ্ঠান। পাইপলাইনে থাকা এ রকম পোশাকের আনুমানিক মূল্য ২০০ কোটি ডলার, যা দেশীয় মুদ্রায় প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা। অন্যদিকে নতুন রপ্তানি আদেশ আপাতত স্থগিত রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের জন্য পোশাক উৎপাদন করা কারখানাগুলো এ রকম বিপদের মুখে রয়েছে।

সাধারণত রপ্তানি আদেশের চুক্তির পর পণ্যের মান কিংবা গুণগত মান, নকশায় আর কোনো পরিবর্তনের সুযোগ থাকে না। চুক্তিতে উল্লেখ করা সময়ের মধ্যে ক্রেতাদের হাতে পণ্য পৌঁছাতে আর্থিক লোকসান মেনে নিয়ে আকাশপথে পণ্য পৌঁছে দিতে বাধ্য হন রপ্তানিকারকরা।

তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএ সূত্রে জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে এমন কারখানার সংখ্যা এক হাজার ৩২২। উৎপাদন এবং প্রত্যক্ষ রপ্তানিতে থাকা সক্রিয় কারখানার সংখ্যা দুই হাজার। ৫০০ কারখানা সাব-কন্ট্রাক্ট বা ঠিকা কাজ করে থাকে। এ পর্যন্ত মোট সাত হাজার ২০০ কারখানা বিজিএমইএ থেকে নিবন্ধন নিয়েছে। বাকি কারখানাগুলো বিভিন্ন সময়ে বন্ধ এবং একীভূত হয়েছে। বিজিএমইএর বাইরে পোশাক খাতের নিট ক্যাটেগরির পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন-বিকেএমইএর সদস্য কারখানা রয়েছে ৮৫০টি। এর মধ্যে ৩২৭টি কারখানা যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে। অবশ্য এর মধ্যে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ উভয় সংগঠনের কিছু সদস্য রয়েছে।

জানতে চাইলে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু সমকালকে বলেন, যেসব কারখানা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের ওপর বেশি নির্ভর, যেমন মোট উৎপাদনের ৫০ শতাংশের বেশি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে যায়, ওইসব কারখানা বেশি বিপদের মুখে রয়েছে। তবে ক্ষতির পরিমাণ কতটা হতে পারে তা নির্ভর করছে শেষ পর্যন্ত কত হারে শুল্ক আরোপ হয়। ঘোষিত ৩৫ শতাংশ হারই যদি কার্যকর হয়, অন্যদিকে আমাদের প্রতিযোগী ভিয়েতনাম, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়ার শুল্কহার কম হয়, তাহলে ক্ষতিটা আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

বিজিএমইএর পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৪ সালে মোট রপ্তানির ২০ শতাংশ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করেছে এমন কারখানার সংখ্যা ৮২২। রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ১ দশমিক ২৭ বিলিয়ন ডলার। মোট রপ্তানির ২১ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা কারখানার সংখ্যা ১৭৬টি। ৪১ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত ৮৭টি। ৬১ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত ৯১টি। ৮১ থেকে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত কারখানা ৪৬টি। আর মোট রপ্তানির ৯১ থেকে ১০০ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা কারখানার সংখ্যা ১০০টি। যুক্তরাষ্ট্রে এসব কারখানার রপ্তানির পরিমাণ ৭ বিলিয়ন ডলারের মতো। প্রতিটি কারখানায় গড়ে এক হাজার ৪০০ শ্রমিক কাজ করছেন। উদ্যোক্তাদের সঙ্গে তারাও এখন চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ২৫ জুলাই ২০২৫

বিপুল সম্ভাবনা থাকলেও পিছিয়ে চামড়াশিল্প

লেদার অ্যান্ড ফুটওয়্যার এক্সপো

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের চাহিদা রয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের (এলডব্লিউজি) সনদ না থাকা, ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগারের (সিইটিপি) ত্রুটি ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থায় ঘাটতি—এসব সমস্যার কারণে বাংলাদেশের চামড়াশিল্প পিছিয়ে পড়ছে বলে মনে করেন এই খাতের উদ্যোক্তারা। তাঁরা বলেন, দেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় শিল্প চামড়া খাত। বৈশ্বিক বাজারেও চামড়াজাত পণ্যের বেশ বড় চাহিদা রয়েছে। কিন্তু এই খাতের একটি বড় সমস্যা হলো, দেশের প্রক্রিয়াজাত চামড়ার আন্তর্জাতিক মান না থাকা।

দেশে নবমবারের মতো আয়োজিত 'বাংলাদেশ লেদার অ্যান্ড ফুটওয়্যার এক্সপো' শীর্ষক প্রদর্শনীতে উদ্যোক্তারা এ কথাগুলো বলেন। বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএ), লেদার ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড টেকনোলজিস্ট সোসাইটি বাংলাদেশ (এলইটিএসইবি) ও লিমরা এক্সিবিশনস যৌথভাবে রাজধানীর আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় প্রদর্শনীটির আয়োজন করেছে। এতে স্বাগতিক বাংলাদেশসহ ১৪টি দেশের মোট ১৩০টির বেশি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে চামড়াজাত পণ্য, চামড়ার জুতা, খেলার জুতা, ব্যাকপ্যাক ও বিভিন্ন কাঁচামাল উৎপাদক। সেই সঙ্গে রয়েছে চামড়াশিল্পে ব্যবহৃত স্কাইভিং, স্ট্যাম্পিং, প্রিন্টিং, লেমিনেশন, সুইং, ফিউজিং, কনভেয়ার, লাস্টিং ও ফিনিশিং মেশিন। এ ছাড়া চামড়াশিল্পে ব্যবহৃত আঠা, সিলিকা জেলসহ নানা ধরনের চামড়াজাত পণ্যও প্রদর্শিত হচ্ছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার শুরু হওয়া এ প্রদর্শনী আগামী শনিবার পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত।

প্রদর্শনীতে দেশীয় প্রতিষ্ঠান রিফ লেদার লিমিটেডের পরিচালক মোখলেসুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, 'দেশে চামড়ার অভাব নেই। যদি আমাদের এলডব্লিউজি সনদ থাকত, তাহলে আন্তর্জাতিক বাজারে আরও বড় পরিসরে রপ্তানি করা যেত।' তিনি জানান, এ বছর গরুর লাম্পি রোগের কারণে প্রায় ৩০ শতাংশ চামড়া নষ্ট হয়েছে। চামড়া কাটাছেঁড়ায় ত্রুটির কারণে নষ্ট হয়েছে আরও ১০ থেকে ১৫ শতাংশ চামড়া।

এ বি এস ট্যানারির এমডি ইমাম হোসেন বলেন, 'আমরা এখন হয়তো ৪০ সেন্টে চামড়া বিক্রি করি, কিন্তু সার্টিফিকেশন পেলে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের কাছে ৩-৪ ডলারেও বিক্রি করা সম্ভব। সিইটিপি ও ট্যানারির কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সঠিক উপায়ে না হলে আমাদের রপ্তানি বাড়ানো কঠিন হয়ে যাবে।'

প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান ছিলেন শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। তিনি বলেন, 'চামড়া শিল্পনগরের আধুনিকায়ন, রপ্তানি প্রণোদনা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও গবেষণায় বিনিয়োগ এই খাতকে টেকসই উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে পারে। সেই সঙ্গে আমাদের চামড়া ও পাদুকা খাতকে বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পরিবেশবান্ধব ট্যানারি ব্যবস্থা, আধুনিক যন্ত্রাংশ ও প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে।'

বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএ) চেয়ারম্যান শাহীন আহমেদ বলেন, 'আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক। তাদের সঙ্গে আমাদের সরকারের ভালোভাবে যোগাযোগ করতে হবে। আমাদের শুল্ক যেন প্রতিযোগী দেশ ভারত, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার চেয়ে বেশি না হয়। এটা নিশ্চিত করা গেলে আমাদের দেশের চামড়া খাতে বিদেশি বিনিয়োগ আসবে। চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগকারীরাও এগিয়ে আসবেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) যুগ্ম সচিব বেবী রানী কর্মকার, লেদার ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড টেকনোলজিস্ট সোসাইটি বাংলাদেশের সভাপতি মোহাম্মদ আলী,

কালের কণ্ঠ

ঢাকা। রবিবার। ২৭ জুলাই ২০২৫

রপ্তানি পণ্য হ্যান্ডলিং চার্জ বাড়াল বিকডা

তৈরি পোশাকশিল্পে নয়া উদ্বেগ

- আলোচনা ছাড়াই চার্জ বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে অসন্তোষ রপ্তানিকারকদের
- রপ্তানি পণ্যবাহী কনটেইনার স্টাফিংয়ে ৬০ শতাংশ এবং গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ে ৩০ শতাংশ দর বৃদ্ধি
- সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি রপ্তানিকারকদের

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব, চট্টগ্রাম ▷

রপ্তানি কার্যক্রমে নতুন করে চাপ তৈরি করবে হ্যান্ডলিং চার্জ বৃদ্ধি। ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন, ব্যাংকঋণের সুদের হার এবং যন্ত্রপাতির ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বেড়ে যাওয়ার যুক্তি দেখিয়ে রপ্তানি পণ্যের হ্যান্ডলিং চার্জ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো অ্যাসোসিয়েশন (বিকডা)।

আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে তা দেশের রপ্তানিকারকদের, বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের মধ্যে নতুন করে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে উল্লেখযোগ্য হারে খরচ বাড়বে বলেও জানিয়েছেন তাঁরা। খরচ বৃদ্ধির পাশাপাশি আলোচনা ছাড়াই এই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় অসন্তোষ দানা বাঁধছে রপ্তানিকারকদের মধ্যে।

উল্লেখ্য, ৯৩ শতাংশ রপ্তানি পণ্য চট্টগ্রাম বন্দরে পাঠানোর আগে কনটেইনারে ওঠানো-নামানো ডকুমেন্ট প্রসেসসহ আনুষঙ্গিক সব কার্যক্রম চলে চট্টগ্রামের ১৯টি ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপোতে। এর বাইরে বর্তমানে ৬৫ ধরনের আমদানি পণ্য চট্টগ্রাম বন্দর থেকে খালাসের পর ডেলিভারি দেওয়া হয় এসব ডিপো থেকে। এ জন্য পণ্য ট্রেইলার ও কাভার্ড ভ্যান থেকে ওঠানামা, পরিবহন, ডেলিভারি, যন্ত্রপাতি ব্যবহারসহ ১৬-১৭ ধরনের সেবার বিপরীতে মাশুল নেয় ডিপোগুলো। নতুন চার্জ কাঠামো কার্যকর হলে দেশের রপ্তানি বাণিজ্য, বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্প নতুন করে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে।

বিকডা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, রপ্তানি পণ্যবাহী কনটেইনার স্টাফিংয়ে ৬০ শতাংশ এবং গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ে ৩০ শতাংশ দর বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন হারে ২০ ফুট দৈর্ঘ্যের একক কনটেইনারের প্যাকেজ চার্জ ছয় হাজার ১৮৭ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯ হাজার ৯০০ টাকা করা হয়েছে। একইভাবে ৪০/৪৫ ফুট দৈর্ঘ্যের কনটেইনারের জন্য আট হাজার ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৩ হাজার ২০০ টাকা এবং ১৪ হাজার ৯০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এ ছাড়া খালি কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের ক্ষেত্রেও চার্জ বাড়ানো হয়েছে। গ্রাউন্ড রেন্ট বাবদ ২০ ফুট কনটেইনারের জন্য ১১৫ টাকা থেকে বেড়ে ১৫০ টাকা এবং ৪০ ফুট কনটেইনারের জন্য ২৩০ টাকা থেকে বেড়ে ৩০০ টাকা হয়েছে। পরিবহন চার্জ ২০ ফুট কনটেইনারের জন্য দুই হাজার ৫০০ টাকা এবং ৪০/৪৫ ফুট কনটেইনারের জন্য পাঁচ হাজার টাকা হবে। সব ধরনের কনটেইনারের ডকুমেন্টেশন ফি চার হাজার ৫০০ টাকা এবং লিফটঅন/লিফটঅফ চার্জ ৭৫০ টাকা করা হয়েছে। ভিজিএম চার্জ, শ্রমিক খরচ, প্লাগ-ইন ফি, জিওএইচ চার্জ, কার্গো ও অন্যান্য সেবার ক্ষেত্রেও চার্জ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আইসিডি পরিচালনাকারীরা তাঁদের সিদ্ধান্তের পেছনে যুক্তি দেখিয়ে বলছেন, ২০১৬ সালের পর থেকে রপ্তানি কনটেইনার হ্যান্ডলিং চার্জ বাড়ানো হয়নি। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির পর কিছু সেবার মাশুল বাড়ানো হলেও গত তিন বছরে কোনো সামগ্রিক মাশুল বৃদ্ধি হয়নি, যার ফলে মূলধন সংকট তৈরি হয়েছে এবং আইসিডিগুলোর সক্ষমতা বাড়ানো যাচ্ছে না। তাই টিকে থাকার জন্য এই চার্জ বৃদ্ধি অপরিহার্য।

বিকডার মহাসচিব রুহুল আমিন শিকদার কালের কণ্ঠকে বলেন, ২০১৬ সালের পর থেকে এই সেবাগুলোর রিভাইস করা হয়নি এবং গত ৯ বছরে বেসরকারি আইসিডিগুলোর লেবার খরচ বেড়েছে। পাশাপাশি ডলারের বিপরীতে টাকার ডিভ্যালুয়েশন হয়েছে, এ কারণে আইসিডিগুলো সেবার মাশুল বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেন, আইসিডিগুলো তাদের নিজস্ব ক্লায়েন্টের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে সেবা মাশুল নির্ধারণ করবেন।

রপ্তানিকারক ও সেবাগ্রহীতাদের অভিযোগ, আইসিডিগুলোর বর্তমান সেবার চার্জ বন্দরের চেয়েও দ্বিগুণ। অথচ ব্যবহারকারীদের সঙ্গে কোনো আলোচনা ছাড়াই অস্বাভাবিকভাবে মাশুল বাড়ানো হয়েছে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি, পরিবহন ও কাঁচামালের ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে মার্কিন শুল্ক চাপে এমনিতেই কঠিন সময় পার করছে দেশের রপ্তানি খাত। এ অবস্থায় আইসিডিগুলোর চার্জ বাড়ানোয় রপ্তানি খাতে আরো সংকট তৈরি হবে। এই খরচ সরাসরি পণ্যের কস্টিংয়ে প্রভাব ফেলবে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের পণ্য প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে পারে। বিশেষ করে যেখানে ভিয়েতনাম, ভারত, কম্বোডিয়ার মতো দেশ কম খরচে রপ্তানি সুবিধা দিচ্ছে, সেখানে অতিরিক্ত চার্জ বাংলাদেশের রপ্তানিকে ঝুঁকির মুখে ফেলবে। এই পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন রপ্তানিকারকরা।

চট্টগ্রাম কাস্টম এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মো. শওকত আলী বলেন, 'আমেরিকার শুল্ক আরোপের পরে রপ্তানিকারকরা খুব খারাপ অবস্থায় আছেন। এর মধ্যে প্রতিটি আইটেমের জন্য এই চার্জ প্রায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা আমাদের দেশে প্রভাব ফেলবে আগামী দিনের জন্য এবং আমদানি-রপ্তানি কমে গেলে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাবে।'

তৈরি পোশাক শিল্পের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক প্রথম সহসভাপতি এ এম মহিউদ্দিন চৌধুরী বলেন, 'কোনো ধরনের আলোচনা ছাড়া চার্জ বাড়ানো অগ্রহণযোগ্য। এমনিতেই আমাদের এক্সপোর্টের ব্যবসার জন্য যে টারমারেন্স আসে, তাতে আমাদের এখন হচ্ছে না, এর মধ্যে যদি আমাদের আবার এক্সপোর্টের ব্যয় বেড়ে যায়, তাহলে ব্যবসা পরিচালনা কষ্টকর হয়ে যাবে।'

প্রথম আলো • সোমবার, ২১ জুলাই ২০২৫,

শুল্কের প্রভাব পড়বে ১,৩২২ কারখানায়

প্রথম আলোর গোলটেবিল

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর সদস্যভুক্ত ১ হাজার ৩২২টি কারখানা পোশাক রপ্তানি করে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের ওপর উচ্চ হারে পাল্টা শুল্ক আরোপ করলে বিজিএমইএর সদস্যভুক্ত ১ হাজার ৩২২টি পোশাক কারখানার ওপর প্রভাব পড়বে। এসব কারখানা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানি করে, কেউ বেশি কেউ কম।

পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ এই হিসাব তৈরি করেছে। সংগঠনটি জানিয়েছে, তাদের সদস্যদের মধ্যে সচল পোশাক কারখানার সংখ্যা আড়াই হাজারের মতো। ফলে দেখা যাচ্ছে, প্রায় ৫৩ শতাংশ কারখানা কমবেশি বিপাকে পড়বে। উল্লেখ্য, বিজিএমইএর সদস্যদের বাইরেও দেশে রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানা রয়েছে।

বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান গতকাল রোববার *প্রথম আলো* আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে বলেন, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শুল্কহার যদি ভিয়েতনাম, ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তা রপ্তানি খাতের জন্য ভালো হবে না।

প্রথম আলোর গোলটেবিল বৈঠকের শিরোনাম ছিল, 'যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক: কোন পথে বাংলাদেশ'। রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত এ বৈঠকে দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও গবেষকেরা অংশ নেন।

গোলটেবিল বৈঠকে কারখানার ওপর প্রভাব পড়ার হিসাবটি তুলে ধরেন মাহমুদ হাসান খান। তিনি জানান, বিজিএমইএর সদস্য ১০০টি কারখানা তাদের মোট রপ্তানির ৯১ থেকে ১০০ শতাংশ করে যুক্তরাষ্ট্রে। ৫০০টি কারখানা তাদের মোট রপ্তানির ২০ শতাংশের বেশি করে যুক্তরাষ্ট্রে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত ২ এপ্রিল বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৬০টি দেশের ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শুল্কহার ধরা হয়েছিল তৎকালীন হারের অতিরিক্ত ৩৭ শতাংশ। পাঁচ দিনের মাথায় ৭ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রকে দুটি চিঠি পাঠায় বাংলাদেশ।

ট্রাম্প প্রশাসন অবশ্য ৯ এপ্রিল ন্যূনতম ১০ শতাংশ শুল্ক বজায় রেখে সব দেশের ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপ তিন মাসের জন্য স্থগিত করে। এই সময়সীমা শেষ হয় ৯ জুলাই। এর আগের দিন ৮ জুলাই ট্রাম্প নতুন করে ঘোষণা দিয়ে জানান, বাংলাদেশের জন্য পাল্টা শুল্কহার হবে ৩৫ শতাংশ, যা আগামী ১ আগস্ট থেকে কার্যকর হওয়ার কথা। অর্থাৎ বাংলাদেশের হাতে এখন সময় আছে মাত্র ১০ দিন।

সরকার বিষয়টি নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করছে। কিন্তু *প্রথম আলোর* গোলটেবিলে ব্যবসায়ীরা দর-কষাকষির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি কমে গেলে দেশে বেকার শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গড়ে ১৫ শতাংশ শুল্ক দিয়ে পণ্য রপ্তানি করে আসছিল বাংলাদেশ। নতুন হার কার্যকর হলে তখন মোট শুল্কহার দাঁড়াবে ৫০ শতাংশ। ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে এই হার ২০ শতাংশ হবে বলে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ঘোষণা এসেছে। দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় অনেকটাই এগিয়ে গেছে। ভারতের ক্ষেত্রে হারটি অনেকটা কম হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। যদিও ঘোষণা আসেনি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) হিসাবে,

- যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গড়ে ১৫% শুল্ক দিয়ে পণ্য রপ্তানি করে আসছিল বাংলাদেশ।
- নতুন হার কার্যকর হলে তখন মোট শুল্ক দাঁড়াবে ৫০%।
- বাংলাদেশের রপ্তানি খাতের একক বৃহত্তম বাজার যুক্তরাষ্ট্র।
- ব্যবসায়ীরা দর-কষাকষির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানির হিস্যা

(বিজিএমইএর সদস্যভুক্ত কারখানার হিসাব)

মোট রপ্তানির অংশ	কারখানার সংখ্যা
০-২০%	৮২২
২১-৪১%	১৭৬
৪১-৬০%	৮৭
৬১-৮০%	৯১
৮১-৯০%	৪৬
৯১-১০০%	১০০

সূত্র: বিজিএমইএ

সদ্য বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রে ৮৭৬ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ, যা আগের অর্থবছরের চেয়ে ১৪ শতাংশ বেশি। *প্রথম আলোর* অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীরা জানান, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভোক্তার খরচ করার প্রবণতা বাড়ছে, যা পণ্যের চাহিদা চাঙা রাখতে ভূমিকা রেখেছে। অন্যদিকে ইউরোপের বাজারে চাহিদার গতি অনেকটা মন্থর। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজার বাদ দিয়ে অন্য বাজারে রপ্তানি বাড়ানো বাংলাদেশের জন্য কঠিন হবে।

অনন্ত গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) চেয়ারম্যান শরীফ জহির বলেন, পাল্টা শুল্ক না কমলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারনির্ভর পোশাক কারখানা ছয় মাসের বেশি টিকতে পারবে না। ফলে ১০ লাখের বেশি মানুষের কর্মসংস্থানে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা আছে।

বিশ্বে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রথম চীন, দ্বিতীয় ভিয়েতনাম। বাংলাদেশের পরে রয়েছে ভারত ও ইন্দোনেশিয়া।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হিসাবে, বিদায়ী অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট পণ্য রপ্তানির ১৭ শতাংশের গন্তব্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র। এই বাজারে রপ্তানি হওয়া বাংলাদেশি পণ্যের ৮৭ শতাংশই তৈরি পোশাক। তবে দেশটির বাজারে বাংলাদেশে তৈরি জুতা ও সমজাতীয় পণ্য, ওষুধ ইত্যাদি রপ্তানি হয়।

প্রথম আলোর গোলটেবিলে অ্যাপেক্স ফুটওয়্যারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর বলেন, 'মাঝে মাঝে আমি খুব ব্যথিত হই, যখন আমাদের বলা হয় নতুন বাজার খুঁজে বের করুন। কিন্তু আমরা কীভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ভোক্তাপণ্যের বাজার ছেড়ে রাতারাতি নতুন বাজার পাব? এটা সম্ভব নয়।'

দেশ রূপান্তর

শনিবার, ২৬ জুলাই ২০২৫,

১২৩ বাংলাদেশিকে দেশে ফেরত পাঠাল মালয়েশিয়া

রূপান্তর ডেস্ক

অভিবাসন নীতির শর্ত পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় ১২৩ বাংলাদেশিসহ ১৯৮ জন বিদেশি নাগরিককে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়েছে মালয়েশিয়া। গত বৃহস্পতিবার কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল ১ ও ২-এ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে মালয়েশিয়ান বর্ডার কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রটেকশন এজেন্সি (একেপিএস)। অভিবাসনসংক্রান্ত শর্ত পূরণে ব্যর্থ হওয়া যেমন পর্যাপ্ত অর্থ সঙ্গে না থাকা, আবাসনের জন্য হোটেল বুকিং না থাকা এবং ভ্রমণের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে জানাতে না পারার কারণে তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মালয়েশিয়ার সংবাদ সংস্থা বারনামার প্রতিবেদনে বলা হয়, একেপিএসের মহাপরিচালক দাতুক সেরি মোহাম্মদ শুহাইলি জানিয়েছেন, যাদের প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়েছে তাদের 'নট টু ল্যান্ড' (এনটিএল) প্রক্রিয়ার আওতায় নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে। এ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইনগুলোকে নিজ খরচে তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব পালন করতে হবে বলেও জানান তিনি। শুহাইলি জানান, ওই ১৯৮ জন যাত্রীদের মধ্যে ১২৮ জনকে আটকানো হয় টার্মিনাল-১-এ। তাদের মধ্যে ১২৩ জন ছিলেন বাংলাদেশি, ২ জন পাকিস্তানি, ২ জন ইন্দোনেশীয় এবং ১ জন সিরীয় নাগরিক। অন্যদিকে বাকি ৭০ জনকে আটকানো হয় টার্মিনাল-২-এ। তাদের মধ্যে ৫১ জন ছিলেন ইন্দোনেশীয়, ১৩ জন ভারতীয়, ৪ জন পাকিস্তানি এবং ২ জন ভিয়েতনামের নাগরিক। শুহাইলি আরও জানান, আটক ব্যক্তিদের মোবাইল ফোনে একেপিএসের কর্মকর্তাদের ছবি পাওয়া গেছে। এ থেকে ধারণা করা হচ্ছে, একটি চক্র এসব ছবি ব্যবহার করে অন্যদের অবৈধভাবে প্রবেশে সহায়তা করছে। তিনি বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, যাদের আগে ফেরত পাঠানো হয়েছিল তারাই এ ছবিগুলো ছড়িয়ে দিয়েছে। এটি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে, এসব চক্র এখন আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার পদক্ষেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন কৌশলে কাজ করছে। তিনি আরও জানান, অবৈধ অভিবাসনের পথ হিসেবে মালয়েশিয়াকে ব্যবহার বন্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

DHAKA SATURDAY JULY 12, 2025
ASHAR 28, 1432 BS
The Daily Star

Uncovering the Silent Deaths of MIGRANT WOMEN

MUJIB RAHMAN

In the shadows of booming remittance flows and the quiet resilience of Bangladesh's labour diaspora, a disturbing reality persists: numerous Bangladeshi female migrant workers, particularly those employed as domestic help in Gulf countries, are returning home in coffins. Officially labelled as suicides or natural deaths, many of these cases conceal a far darker truth.

Marina Sultana, Director of Programmes at the Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU), has been tracking these patterns for years. "Most Bangladeshi female migrants work as domestic workers in Gulf countries," she explains. "A worrying trend has emerged: the rising number of deaths, often obscured or misclassified on official death certificates."

Two harrowing cases reveal the gravity of the crisis. In one, a young woman's death was ruled a suicide, yet her family insists otherwise. They recall speaking to her just a day before her death; she had described being scalded with hot water by her employer, an injury they believe led to her death. In another case, the cause was reported as a rooftop fall, but the family suspects foul play.

Shakirul Islam, Founder and Chairperson of Ovibashi Karmi Unnayan Program (OKUP), says families of deceased workers rarely accept the official explanations. "Many believe these deaths result from severe abuse," he says. "Some allege the victims were thrown from rooftops after enduring prolonged torture." Shakirul shares the account of a survivor who, after a brutal assault, was left bleeding without medical help. She survived, but her story underscores the isolation and vulnerability of domestic workers abroad.

The death certificates, he points out, are often "superficial, if not misleading". They rarely reflect the abuse, psychological trauma, or dire conditions that may have contributed to these deaths.

Piyara Begum, who worked as a domestic worker in Saudi Arabia for four years, recounts her ordeal: "I suffered chronic head and stomach issues, but there was no proper medical care," she says. "I received no support from any Bangladeshi official." Her health deteriorated, and when she pleaded to return home, her employer withheld four months' salary. Eventually, with the help of a local NGO, she returned home and received treatment.

Her son, too, returned from Oman—physically abused, tortured, and penniless.

Mim Akter, another returnee from Saudi Arabia, faced similar exploitation. "A dalal (middleman) charged me 5,000 BDT. When I arrived, no one received me," she says. Forced to work long hours, her employer only provided lunch, leaving her to fend for the rest. One day, a brick fell on her chest, causing a serious injury. She paid 40,000 BDT for treatment herself. Her employer delayed her return for six months and seized assets worth nearly 300,000 BDT.

"I had to pay for my own return," Mim says. "Now I am trying to lodge a complaint through OKUP."

Shariful Islam, Deputy Director of the Wage Earners' Welfare Board (WEWB), says, "At least 15 million Bangladeshi migrants are actively contributing to the national economy. But the deaths of female migrant workers highlight the link between their vulnerability at home and their fate abroad." He acknowledges that stress and exploitation in the workplace may be contributing factors.

"We have not received any formal complaints from the families of the deceased," Shariful adds, "but if complaints are made, we are committed to conducting thorough investigations."

Yet the absence of complaints does not mean the absence of abuse. Families often lack legal support, awareness, or the courage to seek justice.

According to BRAC, based on government data, 714 women returned in coffins from Middle Eastern countries between 2016 and 2022. The yearly breakdown is as follows: 52 women in 2016; 94 in 2017; 110 in 2018; 139 in 2019; 80 in 2020; 121 in 2021; and 117 in 2022. Behind each coffin lies an untold story, an unanswered question, and a denial of justice. It is time to demand more—both from Bangladesh and from host countries. Every life lost without clarity and accountability is not just a statistic; it is a stain on our collective conscience.

"We need a well-informed migration strategy to save lives," urges Marina Sultana of RMMRU. "Food habits, language barriers, poor accommodation, long work hours, and social isolation all contribute to daily hardship, sometimes with fatal consequences. Bangladesh should take inspiration from Hong Kong by improving residential training, including modules on workers' rights, behavioural expectations, and cultural orientation."

She also highlights how both the government and returnees often hide cases of abuse due to diplomatic caution or social stigma. "But we, as human rights advocates, have the testimonies and evidence to break this silence."

Bangladesh must demand clarity, accountability, and dignity—not only for those who return but for those who never get the chance.

Mujib Rahman *is a journalist at The Daily Star.*

NEW AGE

Leather, leather-goods exports see 10pc growth

Staff Correspondent

THE export earnings from the leather and leather goods increased by 10.19 per cent to $1.14 billion in the recently concluded financial year 2024-25, according to the Export Promotion Bureau.

The leather sector, one of the major industries after the readymade garment sector, earned $1.03 billion in FY24.

However, despite the domestic supply of raw materials, the leather export earning has been hovering around $1 billion for the last several years.

In FY23, the sector earned $1.17 billion, compared with $1.24 billion in FY22 and $1.03 billion in FY21, as stated in the EPB data.

In FY25, the country earned $48.28 billion from exporting goods, 8.58 per cent higher than the $44.46 billion in FY24, while the earnings from the leather sector accounted for approximately 2.36 per cent of the total export earnings.

Speaking to New Age, Md Nasir Khan, vice-president of the Leather goods and Footwear Manufacturers and Exporters Association of Bangladesh, said that due to a lack of governmental policy support, the leather sector had been unable to break out of the $1 billion cycle for decades.

'We don't have any unified policy and incentive facilities for all export-oriented sectors. Despite having domestic supply of raw materials and high-quality products, leather sector is lagging years after years,' he added.

Sometimes it seemed that policymakers didn't want the sector to export more, as it didn't receive sufficient policy support, he added, saying that even the central effluent treatment plant was under-capacity and non-functional, which reflected their reluctance.

'To diversify products, government must remove the discrimination between RMG sector and all other export-oriented sectors. The government must introduce unified policy, bond facilities and other incentives,' he added.

He also stated that the leather sector has the capacity to earn $10 billion, as it can add value of up to 90 per cent, thanks to its raw materials. However, the government destroyed this opportunity by transferring the industry to Savar without proper establishment and the required CETP.

He also said that the same principle applies to market diversification — if the government wants, it can also diversify Bangladesh's market.

For almost three decades, Apex Footwear Limited has been in the shoe exporting business, with a footprint in the US, UK, Europe, and Japan.

Omar Faruk, company secretary of Apex Footwear Limited, told New Age that like the overall leather goods sector, they also face some global and internal challenges, including dollar issues and other domestic challenges.

Leather, leather-goods

Continued from B1

He also said that the recently declared 35 per cent tariff on Bangladeshi exports of goods would further impact the sector.

The businesses also stated that, despite having significant export potential, the leather sector has faced stagnation primarily due to persistent compliance issues.

Global buyers are refraining from importing leather goods from Bangladesh, as the country's leather industry continues to fall short of meeting compliance requirements, including obtaining a Leather Working Group certificate.

Talking to New Age, M Masrur Reaz, chairman of the Policy Exchange Bangladesh, said that the country didn't utilise its capacity and potential.

'The authority didn't strengthen the seamless connections among different value chains like rawhide collecting, processing, finishing and backward linkage,' he added.

He also stated that a significant number of companies in the sector lacked standard certificates, such as LWG, which deterred foreign buyers from importing.

'Despite the potential of reaching $10 billion export annually, we don't have integrated planning, especially on infrastructure, finance, skill, and attracting foreign investment,' he added.

The businesses and experts also suggested some key factors, including investing in the environment, product diversification, developing skilled workforces, and sufficient governmental support.

They also urged manufacturers to ensure supply chain traceability, invest in branding and marketing, and continue to adopt advanced manufacturing technologies.

যুগান্তর

শুক্রবার ২৫ জুলাই ২০২৫,
১০ শ্রাবণ ১৪৩২

মালয়েশিয়ায় ৮৪ বাংলাদেশি অভিবাসী আটক

আহমাদুল কবির, মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়ার জোহর রাজ্যে অপস মাহির নামের অভিযান চালিয়ে ২২৫ অবৈধ অভিবাসীকে আটক করেছে ইমিগ্রেশন বিভাগ। মঙ্গলবার জোহরের পাশির গুদাংএর তানজুং ল্যাংসাতে বৃহত্তম পেট্রোকেমিক্যাল প্রক্রিয়াকরণ সাইটে অভিযান চালিয়ে অভিবাসীদের আটক করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৮৪ জন বাংলাদেশি। বৃহস্পতিবার জোহর মালয়েশিয়ান ইমিগ্রেশন বিভাগের (জেআইএম) পরিচালক দাতুক মোহাম্মদ রুসদি মোহাম্মদ দারুস এক বিবৃতিতে বলেন, সংশ্লিষ্ট স্থানে বৈধ পারমিট বা পাশ ছাড়াই বিপুল সংখ্যক বিদেশি কাজ করছে বলে জনসাধারণের কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার পর গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে, মোট ৬৬৪ জন স্থানীয় ও বিদেশি নাগরিকদের কাগজপত্র তল্লাশির পর যাদের বৈধ কাগজপত্র নেই তাদের আটক করা হয়।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ২৫ জুলাই ২০২৫,

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তৃতীয় দফার আলোচনা মঙ্গলবার

পাল্টা শুল্ক

যুক্তরাষ্ট্রে সশরীর গিয়ে তৃতীয় দফা আলোচনা করার জন্য এখনো চেষ্টা করছে বাংলাদেশ। গতকাল আবার এ অনুরোধ করা হয়েছে।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

যুক্তরাষ্ট্র ঘোষিত পাল্টা শুল্কের হার কমানোর বিষয়ে অবশেষে দেশটির সঙ্গে অনলাইনে বৈঠকের একটি তারিখ পেয়েছে বাংলাদেশ। সরকার সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে আলোচনা করার জন্য অপেক্ষায় থাকলেও বৈঠকটি হচ্ছে আপাতত অনলাইনে। ২৯ জুলাই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এ বৈঠক হওয়ার কথা। বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান গত রাতে মুঠোফোনে *প্রথম আলো*কে এ তথ্য জানান।

বাণিজ্যসচিব বলেন, 'প্রথমে সময় পেয়েছিলাম কাল (আজ শুক্রবার) সন্ধ্যায় অনলাইনে আলোচনা করার জন্য। পরে নতুন সময় পাওয়া গেছে। এটি হবে আগামী মঙ্গলবার। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত আড়াই ঘণ্টাব্যাপী এ আলোচনা চলবে।'

বাণিজ্যসচিব আরও বলেন, 'যেহেতু এটি দর-কষাকষির আলোচনা এবং পাল্টা শুল্ক, বাণিজ্য চুক্তি ইত্যাদি নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা; তাই আমরা সশরীর করতে চাই। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সশরীর আলোচনার জন্য আমরা অনুরোধ জানিয়ে রেখেছি।'

এদিকে সচিবালয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক শেষে বাণিজ্য উপদেষ্টা নিজ দপ্তরে এলে সাংবাদিকেরা গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক বিষয়ে তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। বাণিজ্য উপদেষ্টাও জবাব দেন সেগুলোর।

বাংলাদেশের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ঘোষিত ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আগামী ১ আগস্ট কার্যকর হওয়ার কথা। বর্তমানে এ হার রয়েছে গড়ে ১৫ শতাংশ। দুই হার মিলিয়ে তা ৫০ শতাংশ দাঁড়ায়। এ হার কমিয়ে আনার ব্যাপারে দুই দফায় আলোচনা করেও কোনো ফল পায়নি বাংলাদেশ।

- বাংলাদেশের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ঘোষিত ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আগামী ১ আগস্ট কার্যকর হওয়ার কথা।
- বর্তমানে এ হার রয়েছে গড়ে ১৫ শতাংশ। দুই হার মিলিয়ে তা ৫০ শতাংশে দাঁড়ায়।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তৃতীয় দফার আলোচনার কোনো খবর আছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধিকে (ইউএসটিআর) আমাদের করণীয় সম্পর্কে চিঠি দেওয়া হয়েছে।'

দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে যুক্তরাষ্ট্রকে বাড়তি সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে বাংলাদেশ—বিভিন্ন গণমাধ্যমে উঠে আসা এমন বক্তব্যের বিষয়ে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, 'আমার কোনো বক্তব্য নেই। আপনার মতো আমিও একজন বাংলাদেশি। দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে আমরা কেন কাজ করব?' তিনি বলেন, যদি তা-ই হতো, তাহলে তো আন্তমন্ত্রণালয়ের বৈঠকের দরকার পড়ে না। নির্দিষ্ট কোনো কিছু মেনে নিয়ে কাজটা করে ফেললেই হয়ে যেত। ১৫ দিন ধরে দিন-রাত কাজ করতে হয়েছে।'

দর-কষাকষির জন্য লবিস্ট নিয়োগ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, এটি সরকারের নয়, ব্যবসায়ীদের এখতিয়ার। একটা জিনিস বুঝতে হবে, যুক্তরাষ্ট্র কাজটি করছে তার ন্যাশনাল ইমার্জেন্সির ভিত্তিতে। এ কাঠামোতে লবিস্টদের কিছু করার আছে কি না, ঠিক জানা নেই। তবে বিভিন্ন বিষয়ে পরিবর্তন আনতে হবে, যে পরিবর্তনগুলো বাংলাদেশ ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না। পরিবর্তনগুলোতে আন্তমন্ত্রণালয়-সংশ্লিষ্ট অনেক আইনি প্রক্রিয়াও আছে। একজন লবিস্টের পক্ষে এসব বোঝা সম্ভব নয়।

সর্বশেষ বৈঠক থেকে ভালো কোনো ইঙ্গিত পেয়েছিলেন কি না, জানতে চাইলে শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, 'আমাদের হয়তো ভালো কিছু হবে।'

তৃতীয় দফা বৈঠকের আগে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন খাতের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনের সঙ্গে অনলাইনে বৈঠক করেছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা। মূলত শুল্ক কমানোর পথ সুগম করতে দেশটি থেকে বাংলাদেশে কীভাবে আরও বেশি পণ্য আমদানি করতে পারে, তা নিয়ে এসব বৈঠকে আলোচনা হয়। দ্বিপক্ষীয় ব্যবসা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিষয়গুলোও এসেছে আলোচনায়। পাশাপাশি এসব প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার সঙ্গে আলোচনায় বাংলাদেশ এটাও জানিয়েছে যে বাংলাদেশ বাণিজ্যবৈষম্য কমাতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসা-বিনিয়োগ বাড়াতে চায়। যুক্তরাষ্ট্র থেকে অতীতের চেয়ে বেশি পরিমাণে পণ্য আমদানিও করতে আগ্রহী। কিন্তু বাংলাদেশ যাতে বাড়তি পণ্য আমদানির চাপটা নিতে পারে, সে জন্য তাদের অনুরোধ জানিয়েছে।

এদিকে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ডি এম সালাহউদ্দিন মাহমুদ গতকাল সকালে *প্রথম আলো*কে বলেন, 'পরের দফা বৈঠকের জন্য ইউএসটিআরে চিঠি দিয়ে জবাবের অপেক্ষায় আছি। ১ আগস্টের আগেই বৈঠকের ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।'

লবিস্ট নিয়োগের সম্ভাবনা এখন নেই বললেই চলে, কূটনৈতিক সূত্রগুলো এমন আভাসও দিয়েছে। সূত্রমতে, সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের লবিস্টরা কোনো একটি রাষ্ট্রের হয়ে মার্কিন সরকারের সঙ্গে দর-কষাকষি করে থাকে। ফলে বাংলাদেশ থেকে কেউ লবিস্ট নিয়োগ করতে চাইলে সরকারের অনুমোদনের দরকার পড়বে। কিন্তু বাংলাদেশ এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট (এনডিএ) সই করেছে। ফলে সরকার আর লবিস্ট নিয়োগের পথে হাঁটবে না।

বাংলাদেশসহ ৬০টি দেশের ওপর যুক্তরাষ্ট্র গত ২ এপ্রিল তাদের দেশে পণ্য রপ্তানিতে বিভিন্ন হারে পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেয়। ৯ এপ্রিল তা তিন মাসের জন্য স্থগিত করে দেশটি। ৮ জুলাই প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে এক চিঠিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, বাংলাদেশের ওপর পাল্টা শুল্কের হার ৩৭ শতাংশের বদলে হবে ৩৫ শতাংশ।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ১১ শ্রাবণ ১৪৩২
Dhaka : Saturday 26 July 2025

ইইউতে দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি ১৮ শতাংশ বেড়েছে

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে চলতি বছরের প্রথম ৫ মাসে (জানুয়ারি-মে) বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি প্রায় ১৮ শতাংশ বেড়েছে। একই সময়ে বাজারটিতে চীনের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ২১ শতাংশ।

ইউরোস্ট্যাটের হালনাগাদ পরিসংখ্যান থেকে এমন তথ্য জানা গেছে। এতে দেখা যায়, চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ইইউর বাজারে মোট ৩ হাজার ৯৭১ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি প্রায় ১২ শতাংশ।

ইইউতে শীর্ষ দুই তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হচ্ছে চীন ও বাংলাদেশ। তবে পোশাক রপ্তানিতে চীনের কাছাকাছি অবস্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে দুই দেশের রপ্তানির ব্যবধান ৪২ কোটি ডলার। চীন ও বাংলাদেশের পর ইইউতে অন্য বড় রপ্তানিকারক দেশগুলো হচ্ছে তুরস্ক, ভারত, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, পাকিস্তান, মরক্কো, শ্রীলঙ্কা ও ইন্দোনেশিয়া।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বড় গন্তব্য হচ্ছে ইইউ। বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রায় ৫০ শতাংশ হয়েছে ইইউর বাজারে। চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে বাংলাদেশ ইইউর বাজারে ৯৬৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের ৮২৩ কোটি ডলারের রপ্তানির চেয়ে ১৭ দশমিক ৬১ শতাংশ বেশি।

সামগ্রিকভাবে বাজারটিতে রপ্তানি বাড়লেও গত মে মাস ভালো যায়নি। ওই মাসে বাংলাদেশ ইইউতে ১৬১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে, যা গত বছরের মে মাসের তুলনায় ৬ দশমিক ৪৬ শতাংশ কম।

চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ইইউর বাজারে মোট ৩ হাজার ৯৭১ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি প্রায় ১২ শতাংশ

মে মাসে ইইউর বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি কমলেও চীনের বেড়েছে। চীন রপ্তানি করেছে ১৭১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক, যা গত বছরের একই সময়ের ১৪৫ কোটি ডলারের রপ্তানির তুলনায় ১৭ দশমিক ৮৫ শতাংশ বেশি।

ইউরোস্ট্যাটের তথ্যানুযায়ী, ইইউতে চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জানুয়ারি-মে)) ১ হাজার ১০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে চীন, যা গত বছরের একই সময়ের ৮৩৫ কোটি ডলারের রপ্তানির তুলনায় ২০ দশমিক ৮৬ শতাংশ বেশি।

একক দেশ হিসেবে তৈরি পোশাকের বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। তবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা

শুল্কের কারণে গত এপ্রিল থেকে বাজারটিতে অস্থিরতা চলছে। চীনা পণ্যের ওপর ট্রাম্পের উচ্চ শুল্ক আরোপের কারণে চীনের অনেক তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ইইউর বাজারে ঝুঁকছে। এ কারণেই ইইউতে চীনের তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়ছে বলে জানান বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকেরা। তাঁরা বলেন, বাংলাদেশি পণ্যে আরোপ করা ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক কমানো না হলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি কমবে। পাশাপাশি ইইউর বাজারেও তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হবে।

ইউরোস্ট্যাটের তথ্যানুযায়ী, ইইউর বাজারে চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে ৩৮৭ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে তুরস্ক, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬ শতাংশ কম।

এ ছাড়া ভারত চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে ২৫১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬ শতাংশ বেশি। গত মে মাসে ভারত ৫০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২ শতাংশ।

NEW AGE
SATURDAY, JULY 26, 2025,

No significant shift in non-RMG export earnings

Saddam Hossain

EXPORT of non-RMG products remained almost static over the past several years, indicating the country's overreliance on RMG.

According to the Export Promotion Bureau, non-RMG sectors have accounted for only 17 per cent to 18 per cent of Bangladesh's total export earnings for the past several years.

Exporters stated that insufficient and non-uniform policy support, economic challenges in buyer countries, and a lack of proper diversification continued dependence on RMG export.

In the financial year 2024-25, Bangladesh shipped export items worth $48.28 billion to its global destinations, where the earnings from RMG were $39.35 billion or about 81.49 per cent, meaning the share of non-RMG items only 18.51 per cent.

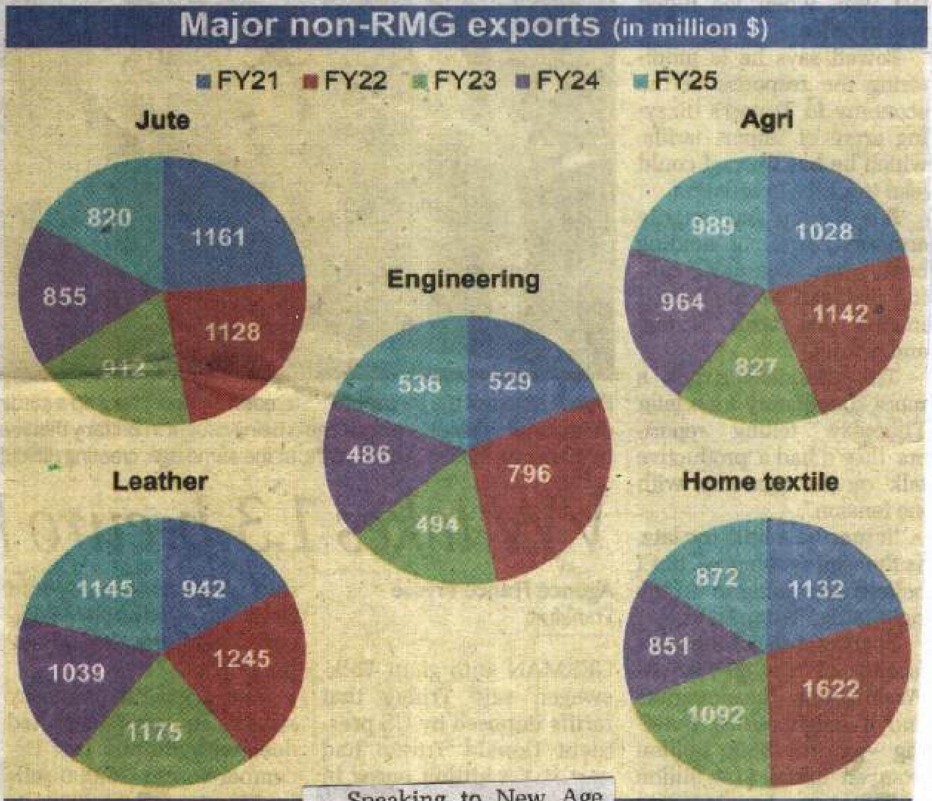

The major non-RMG items, including leather and leather goods, jute and jute goods, agricultural products, home textiles, and engineering products, generated $1.14 billion, $820.16 million, $988.62 million, $871.57 million, and $535.56 million respectively.

Apart from RMG items, only leather was able to reach the milestone of $1 billion, according to the EPB data.

'Due to a lack of governmental policy support, the leather sector had been unable to break out of the $1 billion cycle for decades,' said Md Nasir Khan, vice-president of the Leather Goods and Footwear Manufacturers and Exporters Association of Bangladesh.

Speaking to New Age, he also stated that Bangladesh lacks a unified policy and incentive facilities for all export-oriented sectors.

'Despite having domestic supply of raw materials and high-quality products, leather sector is lagging behind years after years,' he added.

He also stated that the leather sector has the capacity to earn $10 billion, as it can add value of up to 90 per cent, thanks to its raw materials. However, the government destroyed this opportunity by transferring the industry to Savar without proper establishment and the required CETP.

According to the EPB data, the leather and leather goods sector earned $797.7 million in FY20, $1.17 billion in FY23, and $1.14 billion in FY25, indicating that the industry was unable to break the $1 billion cycle.

The jute and jute goods sector, once the country's largest export earner, has experienced negative growth for a prolonged period.

In FY20, the sector earned $882.35 million, $911.51 million in FY23, and $820.16 million in FY25.

Speaking to New Age, KS Alam Babul, chairman of the Bangladesh Jute Goods Exporters Association, stated that the anti-dumping duty imposed by India on Bangladeshi jute goods has caused a setback.

'Some major buyers like Sudan, Syria and Iran are addressing either war situation or economic turmoil and sanctions, which impacted their imports,' he added.

Moreover, they couldn't accept large orders as all the government jute mills were closed, he added, saying that the private jute mills don't have the capacity for bulk production.

'We urged the government several times about reopening the jute mills under BJMC. However, we think an elected government could take the initiatives,' he added.

Meanwhile, Farhad Ahmed Akand, chairman of the Bangladesh Jute Association, said that due to high time and cost consumption, farmers have lost interest in jute farming.

'Along with commerce ministry, we are running a project through farmers so that they can produce jute in less time by using less water and space,' he added.

They also stated that, due to the low price of fibre at the growers› level and the emergence of plastic products as an alternative, jute exports were impacted, along with the slashing of incentives on jute goods.

The agricultural products earned $862.06 million in FY20, $827.10 million in FY23, and $988.62 million in FY25.

An official of Alin Foods Exports Ltd. said that the government›s incentive cut, higher import costs

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

No significant shift in non-RMG

of agri-inputs and other ingredients, impacted the export.

For instance, the rate of cash incentive for the sector has been reduced to 10 per cent from 20 per cent, he added.

Engineering products, another promising sector, has earned $529 million in FY20, $495 million in FY23, and $535.56 million in FY25.

Abdur Razzaque, president of the angladesh Engineering Industry Owners' Association, told earlier that they need a dedicated industrial park or zones to establish compliant and global standard factory units to compete with international competitors so that they could tap $7 trillion global market of light engineering.

He also demanded that the policy be supported by removing tax and VAT-related issues.

Talking to New Age, M Masrur Reaz, chairman of the Policy Exchange Bangladesh, said that the country didn't utilise its capacity and potential on non-RMG products.

'For leather sector, the authority didn't strengthen the seamless connections among different value chains like rawhide collecting, processing, finishing and backward linkage,' he added.

He also stated that a significant number of companies in the sector lacked standard certificates, such as LWG, which deterred foreign buyers from importing.

'Most of our sectors beside RMG couldn't achieve the proper efficiency of the global competitiveness. We also don't have integrated planning, especially on infrastructure, finance, and skill,' he added.

Bangladesh hasn't witnessed sufficient FDI in emerging sectors besides the RMG, and these emerging sectors also have limitations in areas like global competitiveness, skills, and efficiencies. He urged the government to work for product diversification.

The exporters said that sometimes it seemed that policymakers didn't want other sectors to export more, as it didn't receive sufficient policy support.

To diversify products, the government must remove the discrimination between the RMG sector and all other export-oriented sectors, they added.

THE FINANCIAL EXPRESS

Sunday • July 27, 2025

Local textile millers rue production disruptions

Apparel raw-material imports rise at buyers' behest

MONIRA MUNNI

Raw-material imports, including yarn and fabrics, especially knit fabrics, surged significantly in the last fiscal year as domestic supplies declined for adversities.

Exporters attribute the switch -- pushed by buyers' urgency for time factor -- to high cost of local ones, gas shortage and a cut in cash incentives.

According to Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) data based on NBR counts, knit fabric imports increased by 32.18 per cent as the country imported about 0.51 million tonnes of knit fabrics in last fiscal year (FY 2024-25), in a rise from 0.38 million tonnes in the previous fiscal of 2023-24.

Besides, 0.62 million tonnes of woven fabrics were imported in the fiscal 2024-25 which was 16.12 m-percent higher than the import of 0.54 million tonnes in 2023-24.

On the other hand, yarn imports rose to 13.35 per cent as the country brought 1.24 million tonnes of yarn in the fiscal 2024-25 which was 1.1 million tonnes in 2023-24, according to data.

Bangladesh imported 8.35 million bales of cotton last fiscal against 7.75 million bales in the previous.

The country earned US$ 39.34 billion from ready-made garment exports in the last fiscal year-US$ 21.15 billion fetched by knitwear and US$18.18 billion by woven items, according to Export Promotion Bureau (EPB) data.

Asked about the trade situation, Mohammad Hatem, president of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), apprehended that the import of yarn and knit fabrics would further rise.

"One of the main reasons is poor gas supply, and due to gas crisis, we could not use our full production capacity," he told the FE on Saturday.

"As a result, buyers are now nominating imported fabrics from China as local production is hampered and cost also went up for many factors," he explains.

"Besides, the cut in cash incentives last year also fuelled the import," he says, adding that cash-incentive support has virtually ended as exporters feel discouraged from claiming the facility, which, according to him, is a lengthy process with lots of "harassment".

"Some 0.3 per cent of cash incentive against exports using local raw material is difficult to get as it takes one and a half years while we face harassment in getting it," Mr Hatem says.

Responding to a question, the BKMEA leader said the rise in fabric imports would also affect export to the US amid the Trump administration's new tariff regimes that also tagged value -addition requirement.

The United States wants a minimum 40-percent local value addition to readymade garments (RMG) to qualify for the 'Made-in-Bangladesh' label alongside a 35-percent

IMPORTS SURGE AMID DOMESTIC CHALLENGES

- Knit fabric imports jump **32.18%** in FY25
- Woven fabric imports rise **16.12%**
- Yarn imports up **13.35%**

KEY DRIVERS OF IMPORT SPIKE

- Gas crisis hampers mill output
- High local production cost s
- Cut in cash incentives discourages local sourcing
- Buyers prefer quicker Chinese supplie s

thefinancialexpress.com.bd Sunday • July 27, 2025

MANUFACTURING SECTOR GROWTH SNAPSHOT MAY 2025

SECTOR WEIGHT IN INDEX (100)

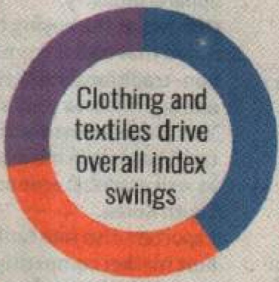

- Clothing **40%**
- Textiles **32%**
- Others **28%**

RISE	FALL
Clothing 12%	Textiles 9.48%
Electrical Equipment 30%	Chemicals 5.3%
Tobacco 9.47%	Petroleum 5.68%
Basic Metal 10%	Leather Goods 4.47%

> The manufacturing sector is on an upswing... but there are still challenges like tariffs and inflation.
>
> \- Dr. M Masrur Reaz
> Policy Exchange Bangladesh

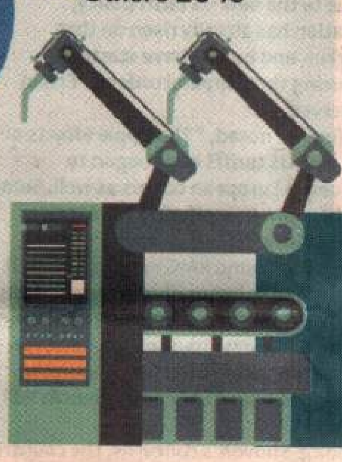

CHALLENGES

- US tariff proposal
- Textile drag despite clothing rebound
- Persistent inflation
- Political uncertainty before elections

Large manufacturing sector grows 7.8pc in May, but textiles slump

BBS data show strong rebound driven by clothing, electrical equipment, and metal sectors

JASIM UDDIN HAROON

Country's large manufacturing sector posted a healthy year-on-year growth of 7.8 per cent in May 2025, reflecting signs of recovery and momentum across most industrial segments, according to the latest data from the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).

The rebound comes after a modest 4.0 per cent growth in April and a contraction of 1.13 per cent in August last year, signaling a gradual turnaround in the country's industrial output.

Clothing and textiles, together accounting for over 72 per cent of the manufacturing index weight (100), remain the key drivers of performance, making the broader index highly sensitive to changes in these sectors.

In May, the clothing segment surged nearly 12 per cent, lifting overall growth, even as the textile industry, the second-highest weighted component, shrank by 9.48 per cent. This means that once the clothing sector growth slows then it drags down the broader manufacturing sector and vice versa.

This sector contributes to the country's GDP by more than 11 per cent and employs more than 5.0 million working forces, underscoring its critical role in the country's economy.

Out of the 23 divisions within the large industrial sector, only six manufacturing divisions experienced contraction during the month under review while 17 expanded.

Among the sectors that posted negative growth, the coke and refined petroleum declined by 5.68 per cent in the month, while chemical and chemical products fell by 5.3 per cent. Leather and related good also saw a contraction, shrinking by 4.47 per cent in May.

Among the sectors that posted robust growth, the clothing sector saw nearly 12 per cent, tobacco product by 9.47 per cent, manufacturing of electrical equipment by over 30 per cent, tobacco products by 9.46 per cent, basic metal by more than 10 per cent.

Economists and manufactures say that the economic activities began to get momentum after July-august, but the Trump administration proposal to hike tariffs from August by 35 per cent in addition to the existing 15 per cent has emerged as a new challenge.

Despite this they believe that once a clear roadmap for the next elections is in place, the economic activities will largely regain resilience and momentum.

Dr. M. Masrur Reaz, chairman and CEO of the Policy Exchange Bangladesh told the FE that the manufacturing sector is on an upswing adding: "There are some challenges in the economy yet as the US tariff and persistent higher rate of inflation,

Citing the S&P latest ratings of Bangladesh, he said that the global rating agency kept its grading unchanged. S&P Global on Friday rated Bangladesh as B plus meaning that there are still many uncertainties on the economy.

jasimharoon@yahoo.com

সমকাল | বৃহস্পতিবার। ৩১ জুলাই ২০২৫।

যুক্তরাষ্ট্রের তুলায় তৈরি পোশাকে আগের শুল্ক চায় বিটিএমএ

■ সমকাল প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা তুলায় উৎপাদিত পোশাকে দেশটিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা আশা করেন বস্ত্র খাতের উদ্যোক্তারা। তবে তাদের দাবি হচ্ছে, শতভাগ শুল্কমুক্ত সুবিধা যদি সম্ভব নাও হয়, তাহলে অন্তত শুল্ক যেন আর না বাড়ে। অর্থাৎ, গত ২ এপ্রিলের আগে যে ১৬ শতাংশ শুল্ক ছিল, সে হারই যেন বহাল রাখা হয়।

উদ্যোক্তাদের এমন দাবির কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল। মঙ্গলবার একটি ইংরেজি দৈনিকের সঙ্গে আলাপকালে বিষয়টি জানান তিনি।

বিটিএমএ সভাপতি বলেন, যদি মার্কিন সরকার শুল্কমুক্ত বাজার প্রবেশাধিকার দিতে রাজি না হয়, তাহলে সব ধরনের পোশাকের ওপর বিদ্যমান ১৬ শতাংশ শুল্ক বহাল রাখা হোক। বাংলাদেশ প্রতিবছর ৪০০ কোটি ডলার মূল্যের তুলা আমদানি করে এবং মাত্র ৫ শতাংশ আসে আমেরিকা থেকে। অন্যান্য দেশের তুলনায় এর মান ভালো হওয়ায় বছরে প্রায় দুই বিলিয়ন ডলার মূল্যের তুলা সহজেই আমেরিকা থেকে আমদানি করা সম্ভব। আমেরিকা থেকে প্রচুর পরিমাণে তুলা আমদানি করলে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ঘাটতি তাৎক্ষণিকভাবে কমে যেতে পারে।

তিনি বলেন, কয়েক বছর আগেও আমেরিকা বাংলাদেশের বার্ষিক তুলার চাহিদার ১৮ শতাংশ পূরণ করত। সম্প্রতি বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি বাড়ানোয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ কমেছে। তিনি বলেন, উচ্চ

মানের কারণে মার্কিন তুলার দাম অন্যান্য দেশের তুলনায় দুই থেকে তিন সেন্ট বেশি। এ ছাড়া আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে তুলা আনতে ৯০ দিনেরও বেশি সময় লাগে।

ওয়াশিংটনে মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির (ইউএসটিআর) সঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের বৈঠক শুরু হয়েছে। সে আলোচনায় সরাসরি বেসরকারি খাতের কোনো প্রতিনিধি নেই। তবে সরাসরি আলোচনায় না থাকলেও পরোক্ষভাবে আলোচনায় রয়েছেন তারা। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বিভিন্ন বৈঠকে নিজেদের দাবি তুলে ধরছেন বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা।

সরকারি পর্যায়ের আলোচনায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। আরও রয়েছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান, বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নাজনীন কাউসার চৌধুরী। বৈঠকে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের শীর্ষ কর্মকর্তারাও উপস্থিত থাকছেন।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা, সয়াবিন ও গম আমদানি বাড়াতে দেশটির সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ওয়াশিংটনে রয়েছে ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল। বিটিএমএর সভাপতি শওকত আজিজ রাসেলের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল গত মঙ্গলবার ঢাকা ত্যাগ করে। তুলা আমদানি বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল কটন কাউন্সিলের (এনসিসিএ) নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে তাদের।

গত এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অস্বাভাবিক শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন। ওই শুল্ক স্থায়ীভাবে প্রত্যাহার এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তিতে সহায়তা চেয়ে দেশটির ন্যাশনাল কটন কাউন্সিলের (এনসিসিএ) কাছে চিঠি দিয়েছে বিটিএমএ। বিনিময়ে মার্কিন তুলা আমদানি বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। চিঠিটি ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাউন্সেলর এরিক গ্লেনকেও দেওয়া হয়।

ওই চিঠিতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র থেকে সুতা আমদানি বাড়ানোর বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সুতা সংরক্ষণে নির্ধারিত কেন্দ্রীয় গুদাম স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে সুতা আমদানি চার গুণ করা। বিটিএমএর সভাপতি বলেন, গত বছর যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২৭ কোটি ডলার মূল্যের তুলা আমদানি করেছে বাংলাদেশ। গত বছর বিভিন্ন দেশ থেকে যত সুতা আমদানি করেছে, তার ১২ শতাংশই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের। যুক্তরাষ্ট্র থেকে সুতা আমদানির পরিমাণ চার থেকে পাঁচ গুণ বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

সমকাল | বৃহস্পতিবার। ৩১ জুলাই ২০২৫।

চামড়া শিল্পের সঠিক মূল্যায়ন হয়নি

■ সমকাল প্রতিবেদক

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, 'দেশের চামড়াশিল্পের ব্যাপারে আমরা অপরাধ করেছি, এটার সঠিক মূল্যায়ন করিনি। এই শিল্প দিয়ে আমাদের অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেটা হয়নি।'

গতকাল বুধবার স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণের প্রস্তুতিবিষয়ক পর্যালোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। এ সময় চামড়াশিল্পের সংকট সমাধানে করণীয় সম্পর্কিত একটি বৈঠক আয়োজনের জন্য নির্দেশ দেন প্রধান উপদেষ্টা। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস এতে সভাপতিত্ব করেন।

বৈঠকে এলডিসি থেকে উত্তরণ সম্পর্কিত মোট ১৬টি সিদ্ধান্তের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা হয়। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) চারটি, শিল্প মন্ত্রণালয় তিনটি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ দুটি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তিনটি ও প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় চারটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কাজ করছে।

সাভারে অবস্থিত ট্যানারি ভিলেজে স্থাপিত ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (ইটিপি) পূর্ণ মাত্রায় চালু করা, মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় বাস্তবায়নাধীন এপিআই পার্ক পূর্ণ মাত্রায় চালু করা এবং ২০২২ সালে প্রণীত শিল্পনীতি হালনাগাদকরণে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সে আলোচনা হয় বৈঠকে।

উচ্চ পর্যায়ের কমিটি

এলডিসি থেকে উত্তরণের পর চার খাতের সক্ষমতা বাড়াতে কী কী করা যেতে পারে, তা পর্যালোচনা করতে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১৫ সদস্যের কমিটির প্রধান করা হয়েছে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের মুখ্য সচিবকে।

মঙ্গলবার এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল থেকে জারি করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে,

এলডিসি থেকে উত্তরণবিষয়ক সভায় প্রধান উপদেষ্টা

আগামী ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের পর রপ্তানিনির্ভর সাবসিডি বা নগদ সহায়তা দেওয়া সম্ভব হবে না। এই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় উদীয়মান ও প্রতিশ্রুতিশীল চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাটজাত পণ্য, কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য এবং ফার্মাসিউটিক্যালস খাতের রপ্তানি সক্ষমতা বাড়াতে কী কী করা যেতে পারে, তা পর্যালোচনা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি বিস্তারিত পর্যালোচনা করে কিছু সুপারিশ দিয়ে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছে। এসব সুপারিশ পর্যালোচনা এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ১৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হলো।

মঙ্গলবার, জুলাই ১, ২০২৫ ■ আষাঢ় ১৭, ১৪৩২ বণিক বার্তা

খুলনা ও বরিশালে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল চারজনের

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ খুলনা ও বরিশাল

খুলনায় ট্রাকের ধাক্কায় ইজিবাইকের দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো চারজন। গতকাল সকাল ৯টার দিকে খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া ভোরে বরিশালের উজিরপুরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের সঙ্গে অন্য ট্রাকের ধাক্কায় পথচারীসহ দুজন নিহত হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে হরিণটানা থানার ওসি শেখ খায়রুল বাসার জানান, সকালে সাতক্ষীরা থেকে আসা একটি ট্রাক হোগলাডাঙ্গা মোড়ে এসে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ইজিবাইককে ধাক্কা দেয় ট্রাকটি। এতে ইজিবাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে গেলে ঘটনাস্থলে একজন নিহত হন। হাসপাতালে নেয়ার পর আরো একজন মারা গেছেন। আহত চারজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নিহত রায়হান (১৬) হরিণটানার বাঁশবাড়িয়া এলাকার বাসিন্দা। অন্যজন জুয়েল বাবু (৪০)। তবে তার পরিচয় জানা যায়নি। তিনি দুর্ঘটনার পর খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। দুর্ঘটনার পর ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। তবে চালক পলাতক রয়েছেন।

এদিকে বরিশালের উজিরপুরে দাঁড়িয়ে থাকা টাইলসবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে আমবোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষে পথচারীসহ দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে উপজেলার পূর্ব ধামসর গ্রামের সোনার বাংলা স্কুলের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন পথচারী সবুজ হাওলাদার (৩০)। তিনি উজিরপুরের শিকারপুর ইউনিয়নের মেম্বার মো. দুলাল হাওলাদারের ছেলে। অন্যজন আমবোঝাই ট্রাকের হেলপার সোহেল (২০)। তিনি কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানার বগিরচর এলাকার রতনের ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, পূর্ব ধামসর গ্রামের সোনার বাংলা স্কুলসংলগ্ন মোল্লা বাড়ির সামনে টাইলসবোঝাই ট্রাকটি দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় পেছন থেকে আমবোঝাই ট্রাকটি ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই সোহেল (২০) মারা যান। আহত হন সবুজ হাওলাদার নামে এক পথচারী। তাকে প্রথমে উজিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও পরে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সবুজ হাওলাদার সকালে মারা যান।

গৌরনদী হাইওয়ে থানার এসআই মো. শরীফ জানান, দুর্ঘটনাকবলিত টাইলসবোঝাই ট্রাকটি ঢাকার মিরপুর থেকে বরিশালে যাচ্ছিল। অন্যদিকে আমবোঝাই ট্রাকটি চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে বরিশালে যাচ্ছিল। দুর্ঘটনার পর বেঁচে যাওয়া আমবোঝাই ট্রাকচালক ও টাইলসবোঝাই ট্রাকচালক এবং হেলপার পালিয়েছেন। ট্রাক দুটিকে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

গৌরনদী হাইওয়ে থানার ওসি আমিনুর রহমান জানান, একজনের মরদেহ তারা ঘটনাস্থলে পেয়েছেন। আহত দুই পথচারীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, জুলাই ১, ২০২৫

এসআরএস জরিপ

ছয় মাসে কর্মস্থলে ৪২২ শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে সারা দেশে কর্মস্থলে ৪২২ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ সময়ে ৩৭৩টি দুর্ঘটনায় এসব মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ২০২৪ সালের একই সময়ে ৪২০টি ঘটনায় ৪৭৫ জন এবং ২০২৩ সালে ২৮৭টি ঘটনায় ৩৮০ জন শ্রমিক কর্মস্থলে মারা গেছেন।

দেশের ২৬টি সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল এ তথ্য তুলে ধরেছেন বেসরকারি সংগঠন সেইফটি অ্যান্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)।

জরিপে দেখা গেছে, বছরের প্রথম ছয় মাসে সবচেয়ে বেশি পরিবহন খাতে ২০৭ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া সেবা খাতে ৬৫ জন, কৃষি খাতে ৫৯, নির্মাণ খাতে ৫৯ এবং কল-কারখানা ও উৎপাদনশীল খাতে ৩২ জন।

মৃত্যুর কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সড়ক দুর্ঘটনায় ২৬৭ জন, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ৪০, বজ্রপাতে ৫৬, ওপর থেকে পড়ে ২৩, ভারী বস্তুর আঘাতে নয়, বিষাক্ত গ্যাসে একজন, পানিতে ডুবে পাঁচ এবং আগুন ও বিস্ফোরণে ১২, মাটি ও দেয়াল ধসে আট ও অন্যান্য কারণে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

এসআরএসের পর্যবেক্ষণে শ্রমিক মৃত্যুর পেছনে একাধিক কারণ উঠে এসেছে। এর মধ্যে অবকাঠামোগত দুর্বলতা, ঝুঁকিপূর্ণ যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং কারিগরি ত্রুটি অন্যতম। পাশাপাশি অনিয়ন্ত্রিত পরিবহন ব্যবস্থা, অদক্ষ চালক, শ্রমিকদের ঝুঁকি সচেতনতা ও নিরাপত্তা প্রশিক্ষণের অভাব, সুরক্ষা সরঞ্জামের (পিপিই) ঘাটতি এবং মালিক পক্ষের শ্রম আইন ও নিরাপত্তা নীতিমালার প্রতি উদাসীনতাও শ্রমিকদের জন্য মৃত্যুঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। যার ফলে অতিরিক্ত কাজের চাপ, পর্যাপ্ত বিশ্রামের অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দুর্ঘটনার পর জরুরি ও প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থার অনুপস্থিতি অনেক সময় শ্রমিক মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
১৯ আষাঢ় ১৪৩২, ৩ জুলাই ২০২৫

বরিশালে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিক নিহত

■ বরিশাল অফিস

বরিশালে নির্মাণাধীন পাঁচতলা ভবন থেকে পড়ে মো. নাঈম (৪০) নামের এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুর ১টার দিকে নগরীর বাংলা বাজার সংলগ্ন নূরিয়া স্কুলের পেছনে ডেঙ্গু সরদার রোডে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত নাঈম বরগুনার আমতলী উপজেলার পূর্বছিলা গ্রামের আব্দুর রশিদের ছেলে। তিনি ঐ এলাকায় কাজের সুবাধে বরিশাল নগরীর বটতলা এলাকার একটি ম্যাস বাসায় থাকতেন এবং ডেঙ্গু সরদার সড়কে জনৈক মো. ওয়াহিদুজ্জামানের নির্মাণাধীন ভবনে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে আসছিলেন।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নির্মাণাধীন ঐ ভবনের প্রধান মিস্ত্রি খোকন মিয়া জানান, ভবনের পাঁচতলার ফ্লোরে তারা দুজন কাজ করতে ছিলেন। নাঈম তার সহযোগী হিসেবে কাজ করত। দুপুরের দিকে পাঁচতলায় রেলিং দেওয়ার জন্য নাঈম সিমেন্ট বালু মিক্স করছিল। হঠাৎ করেই নিচ থেকে বকট শব্দ আসে। পেছনে তাকিয়ে দেখি নাঈম পাঁচতলা থেকে নিচে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে বরিশাল শের-ই-বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে কীভাবে সে পাঁচতলা থেকে নিচে পড়েছে সে বিষয়ে অবগত নন বলে দাবি করেন রাজমিস্ত্রি খোকন মিয়া।

যুগান্তর
বুধবার ২ জুলাই ২০২৫
১৮ আষাঢ় ১৪৩২

দোহারে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে অটোচালকের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন, *নবাবগঞ্জ (ঢাকা)*

ঢাকার দোহার উপজেলায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় চার্জ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মোজাফ্ফর হোসেন রানা (৪০) নামে এক ব্যক্তি মারা গেছেন। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৩টায় দুবলি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তিনি ওই গ্রামের মোরশেদ মৃধার ছেলে।

সকালে মোজাফ্ফর অটোরিকশা নিয়ে বের হন। তিনটার দিকে গাড়ির চার্জ শেষ হয়ে গেলে গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন মোজাফ্ফর। কিছুক্ষণ পর তার অটোরিকশা চার্জ দেওয়ার জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে যান। এ সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। তার চিৎকারে পরিবারের লোকজন তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

যুগান্তর | বুধবার ২ জুলাই ২০২৫ | ১৮ আষাঢ় ১৪৩২

সড়কে তিন নারীসহ ঝরল ৫ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার ও আগের দিন এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে জামালপুর, সিরাজগঞ্জ ও ময়মনসিংহে তিন নারী এবং রাঙামাটিতে ব্যবসায়ী ও হবিগঞ্জে পিকআপচালক রয়েছেন। বরিশালে দুই ইজিবাইকের সংঘর্ষে শিক্ষার্থীসহ ৯ জন আহত হয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) : বকশীগঞ্জে রাস্তা পারের সময় ট্রাকচাপায় অজ্ঞাতনামা মানসিক প্রতিবন্ধী নারী নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার বিকালে কামালপুর ইউনিয়নের যদুরচর গ্রামে কামালপুর-লাউচাপড়া সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রাঙামাটি : রাজস্থলীতে দুই অটোরিকশার সংঘর্ষে ব্যবসায়ী হানিফের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় শিশুসন্তানসহ আহত হয়েছেন দুই নারী। তারা হলেন এ্রানাইচিং মারমা ও তার শিশুসন্তান থুচিং মারমা। মঙ্গলবার দুপুরে রাজস্থলী উপজেলার ইসলামপুর জামতলা এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

মাধবপুর (হবিগঞ্জ) : পিকআপভ্যান-বাস সংঘর্ষে চালক লিটন মিয়া নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার বিকালে মাধবপুর উপজেলার ঢাকা সিলেট মহাসড়কের বেজুড়া নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। লিটন নবীগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম জাহিদপুর গ্রামের দিলাওর মিয়ার ছেলে। নরসিংদী থেকে কাঁঠাল বোঝাই করে পিকআপচালক লিটন নবীগঞ্জ যাচ্ছিল।

সময়ের আলো | বুধবার। ২ জুলাই ২০২৫।

নির্মাণাধীন ভবনের কার্নিশ ভেঙে দুই প্রকৌশলীসহ নিহত ৩

৬ তলার সানসেটে ছিলেন দাঁড়িয়ে

● নিজস্ব প্রতিবেদক যশোর

যশোর শহরের সার্কিট হাউস পাড়ায় ইকবাল মঞ্জিল নামের একটি নির্মাণাধীন আট তলা ভবনের কার্নিশ ভেঙে দুই প্রকৌশলীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন–দিনাজপুরের বাসিন্দা প্রকৌশলী আজিজুর রহমান (৩৫), কুষ্টিয়ার বাসিন্দা প্রকৌশলী মিজানুর রহমান মিজান (৪০) ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের বাসিন্দা নুরু মিয়া (৪৫), যিনি সাব-কন্ট্রাক্টরের কাজ করতেন। ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সার্কিট হাউস পাড়ার ইকবাল মঞ্জিলের নির্মাণাধীন ষষ্ঠ তলার সানসেটে তিনজন দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় হঠাৎ সেটি ভেঙে নিচে পড়ে যায়। এ সময় ঘটনাস্থলেই মারা যান দুই প্রকৌশলী। গুরুতর আহত অবস্থায় সাব-কন্ট্রাক্টর নুরু মিয়াকে যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তিনজনকেই মৃত ঘোষণা করেন। ভবনের শ্রমিক মুজিবর রহমান জানান, মঙ্গলবার সকালে তারা ভবনের পশ্চিমাংশে নির্মাণকাজ করছিলেন।

এ সময় ভবনটির নির্মাণাধীন কার্নিশ ভেঙে তিনজন নিচে পড়ে যান। গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মো. শাকিরুল ইসলাম জানান, তাদের মধ্যে দুজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। হাসপাতালে আনার পর আরও একজনের মৃত্যু হয়। মাথায় আঘাতের ফলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

যশোর শহরের সার্কিট হাউস পাড়ার বাসিন্দা ও জেলা যুবদলের আহ্বায়ক এম তমাল আহমেদ জানান, তাদের এলাকার ইকবাল মঞ্জিলটির ষষ্ঠ তলার একপাশ নির্মাণ শেষ হলেও অন্যপাশ অর্থাৎ পশ্চিমপ্রান্ত নির্মাণাধীন ছিল। নির্মাণাধীন অংশের কার্নিশ ভেঙে তিনজন নিহত হয়েছেন।

তমাল আহমেদ অভিযোগ করেছেন, ভবনটি ত্রুটিপূর্ণভাবে নির্মাণ করা হচ্ছিল। ভবনের গঠনশৈলী ও নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রীর কারণে বিল্ডিংটি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এ ছাড়া নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থায়ও ঘাটতি ছিল। এই সড়ক দিয়ে সাধারণ মানুষ প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছিলেন। স্থানীয়দের দাবি, ভবনের কাজে নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করার ফলে এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে বিল্ডিং ফর ফিউচার লিমিটেডের ম্যানেজার বাবলু রহমান জানান, এই বিল্ডিংয়ের নির্মাণকাজ ২০১০ সাল থেকে শুরু হয়েছিল। নিহতদের মধ্যে দুজন প্রকৌশলী ও একজন সাব-কন্ট্রাক্টর রয়েছেন। কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল সেটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

যশোর কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি আবুল হাসনাত জানিয়েছেন, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

দৈনিক ইত্তেফাক | বৃহস্পতিবার, ৩ জুলাই ২০২৫

তানোরে রাসেল ভাইপার সাপের কামড়ে কৃষকের মৃত্যু

■ স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী

রাজশাহীর তানোরে রাসেল ভাইপার সাপের কামড়ে কৃষক ইসমাইল হোসেনের (৩৮) মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে উপজেলার বাধাইড় ইউনিয়নের শিবরামপুর গ্রামের মাঠে এ ঘটনা ঘটে। মৃত ইসমাইল দুই সন্তানের জনক ও শিবরামপুর গ্রামের মৃত আলমের ছেলে। স্থানীয়রা জানান, নিজের জমিতে কাজ শেষে জমির আইল দিয়ে হেঁটে আসার সময় ঘাসের আড়ালে থাকা রাসেল ভাইপার সাপ তার পায়ে ছোবল মারে। পরিবারের সদস্যরা তাকে দ্রুত রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু বিষক্রিয়ার মাত্রা বেশি থাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন | মঙ্গলবার ॥ ১ জুলাই ২০২৫ ।

ভবন থেকে পড়ে মৃত্যু নির্মাণশ্রমিকের

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

টঙ্গীতে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। টঙ্গীর গাজীপুরা এলাকায় গতকাল সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। মৃতের নাম আকরাম (২৩)। তিনি ময়মনসিংহের গৌরীপুর থানার ভালুকাপুর গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে। গাজীপুরা এলাকার ভাড়া বাসায় পরিবারের সঙ্গে বসবাস করতেন। টঙ্গী থানার এসআই মেহেদী হাসান রাতে হাসপাতাল থেকে লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ হস্তান্তর করা হয়।

সংবাদ | ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১৯ আষাঢ় ১৪৩২ | Dhaka : Thursday 3 July 2025

উলিপুরে গাছচাপায় নৈশপ্রহরীর মৃত্যু

প্রতিনিধি, উলিপুর (কুড়িগ্রাম)

কুড়িগ্রামের উলিপুরে গাছের নিচে চাপা পড়ে মুকুল খন্দকার (৪৩) নামের এক নৈশ্যপ্রহরীর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার ধামশ্রেনী ইউনিয়নের বড়াইবাড়ি এলাকায়। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, চিলমারী উপজেলার রানীগঞ্জ ইউনিয়নের ফকিরপাড়া গ্রামের শাহের আলী খন্দকারের ছেলে মুকুল খন্দকার পার্শ্ববর্তী উলিপুর উপজেলার ধামশ্রেণি ইউনিয়নের বড়াইবাড়ি এলাকার আহাম্মদ খন্দকারের বাড়িতে ইউক্লিপ্টার্স গাছ কাটতে যান। গাছ কাটার একপর্যায় একটি গাছ উল্টে তার শরীরে আছড়ে পড়েন। পরবর্তীতে স্থানীয়রা দৌড়ে এসে গাছের নিচে চাপা পড়া অবস্থা থেকে মুকুলকে উদ্ধার করে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। নিহত মুকুল ৪ সন্তানের জনক বলে জানা গেছে। তিনি চিলমারী উপজেলার কুটিরগ্রাম এম এইচ বালিকা দাখিল মাদরাসার নৈশ প্রহরী পদে চাকরি করতেন।

উলিপুর থানার ওসি জিল্লুর রহমান জানান, এক জনের মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক | ৬ জুলাই ২০২৫

গাইবান্ধায় ট্রেনের ধাক্কায় রিকশাচালক নিহত

■ গাইবান্ধা প্রতিনিধি

গাইবান্ধা সদর উপজেলার কুপতলায় ৭৫ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় শনিবার রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনের ধাক্কায় রাজু মিয়া (২৫) নামে এক রিকশাচালক মারা গেছেন। নিহত রাজু মিয়া সদর উপজেলার চাপাদহ পাঁচজুম্মা গ্রামের মফিজল হকের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শনিবার দুপুর ১২টার দিকে গাইবান্ধা থেকে রিকশা নিয়ে রাজু মিয়া বাড়ি ফিরছিলেন। পথে তিনি ঐ এলাকায় রিকশাটি রেখে রেলগেটের পাশে একটি দোকান থেকে শিঙাড়া কিনে রেললাইন পার হচ্ছিলেন। এ সময় দোলনচাপা ট্রেনটি তাকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার করে গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।

বণিকবার্তা
শনিবার, জুলাই ৫, ২০২৫

সাত জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১৯ জনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক

দেশের সাত জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১৯ জনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছেন অন্তত ২৫ জন। এর মধ্যে মুন্সিগঞ্জ, পাবনা, চুয়াডাঙ্গা ও কক্সবাজারে নিহত হয়েছেন ১৫ জন। এছাড়া গোপালগঞ্জে দুজনসহ সাতক্ষীরা ও ঝিনাইদহ আরো চারজন প্রাণ হারিয়েছেন। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

মুন্সিগঞ্জ: জেলার গজারিয়ায় দুই বাসের মাঝখানে চাপা পড়ে মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে দড়ি বাউশিয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন মোটরসাইকেলচালক মো. মুন্না (৩০) ও আরোহী মো. মেহেদী হাসান (২৯)। তারা দুজনই চাঁদপুর জেলার মতলব দক্ষিণ উপজেলার বহরি গ্রামের বাসিন্দা।

ভবেরচর হাইওয়ে পুলিশের এসআই শিশির জানান, দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেল ও বাসটি জব্দ করা হয়েছে। দুই বাসের চাপায় ঘটনাস্থলে একজন এবং হাসপাতালে নেয়ার পথে আরো একজনের মৃত্যু হয়। মরদেহ থানায় রাখা হয়েছে।

অন্যদিকে শ্রীনগরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আব্দুল কাদের ব্যাপারী (৮৫) নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুর ২টার দিকে কামারগাঁও এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

চুয়াডাঙ্গা: তেলবাহী লরিচাপায় ইজিবাইক চালকসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত পাঁচজন। গতকাল সন্ধ্যা ৭টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার জাফরপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে একজনের পরিচয় জানা গেছে। তিনি হলেন ইজিবাইক চালক ও দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কলোনীপাড়ার নুর মোহাম্মদ ঘটকের ছেলে আরিফ (৩৫)। চুয়াডাঙ্গা সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শহিদুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

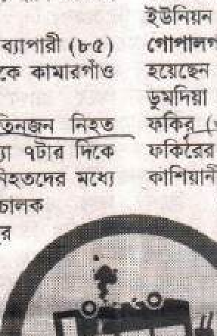

এছাড়া আলমডাঙ্গায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় আরো তিনজন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে আলমডাঙ্গা-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক সড়কের নওদাপাড়া এলাকায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় দুজন এবং থানার সামনে পাখি ভ্যান থেকে পড়ে আরেকজন নিহত হন।

নিহতরা হলেন বেলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান চঞ্চলের ছেলে রিয়াদ (১৩), চেয়ারম্যানের মুরগি খামারের কর্মী পলাশ (৩৫) এবং কালিদাসপুর গ্রামের হান্নান হোসেন। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কুষ্টিয়া থেকে শপিং শেষে মোটরসাইকেলে করে ফিরছিলেন রিয়াদ ও পলাশ। পথে নওদাপাড়া এলাকায় পেছন থেকে দ্রুতগতির একটি পিকআপ ভ্যান তাদের মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই মারা যায় রিয়াদ। গুরুতর আহত পলাশকে হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যান।

একই রাতে আলমডাঙ্গা থানা ভবনের সামনে ব্যাটারিচালিত পাখি ভ্যান থেকে পড়ে হান্নান হোসেন (৪৭) নামে একজন নিহত হন। তিনি উপজেলার কালিদাসপুর গ্রামের বাসিন্দা।

পাবনা: জেলার সাঁথিয়ায় বাস-ট্রাক সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। গতকাল ভোর সাড়ে ৫টার দিকে পাবনা-ঢাকা মহাসড়কের পূর্ব বনগ্রাম এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মাধপুর হাইওয়ে থানার ওসি মোস্তাফিজুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, নারায়ণগঞ্জ থেকে যাত্রীবাহী বাসটি পাবনার দিকে যাচ্ছিল। পথে পূর্ব বনগ্রাম এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা পাথরবোঝাই একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই বাসের তিনজন যাত্রী নিহত হন।

নিহত তিনজনের মধ্যে দুজনের পরিচয় নিশ্চিত করেছে পুলিশ। তারা হলেন পাবনার সুজানগর উপজেলার শান্তিপুর গ্রামের মৃত হাশেম মোল্লার ছেলে আবেদ আলী (৩৮) ও সাঁথিয়া উপজেলার আতাইকুলা কালী দর পাড়া গ্রামের মৃত ইয়াদ আলীর ছেলে মনসুর আলী (৪০)।

কক্সবাজার: চকরিয়ায় বৃষ্টির মধ্যে যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গেছে। এতে বাসের দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত অবস্থায় পাঁচজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১২টার দিকে উপজেলার হারবাং ইউনিয়নের গয়ালমারা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন টেকনাফের হোয়াইক্যং এলাকার মোহাম্মদ ফারুক ও নোয়াখালীর সুধারাম এলাকার শেখ এনাম।

চিরিংগা হাইওয়ে থানার ওসি আরিফুল আমিন জানান, নিহত দুজনের মরদেহ হাইওয়ে থানায় রয়েছে। বাসটিও উদ্ধার করে থানায় নেয়া হয়েছে। আহত ব্যক্তিদের স্থানীয় লোকজন তাৎক্ষণিক পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে গেছেন।

অন্যদিকে সড়কে অপেক্ষমাণ একটি ট্রাকের পেছনে অটোরিকশার ধাক্কা লেগে আবদুল মান্নান নামে এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন তার স্ত্রী, সন্তান ও অটোরিকশার চালক। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার পথে তিনি মারা যান। এর আগে সন্ধ্যায় উপজেলার বরইতলী ইউনিয়নের বুড়ির দোকান এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটনা ঘটে। নিহত আবদুল মান্নান পেকুয়া উপজেলার উজানটিয়া এএস আলিম মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক। তার বাড়ি কক্সবাজার সদর উপজেলার চৌফলদণ্ডী ইউনিয়নে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বরইতলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ছালেকুজ্জামান।

গোপালগঞ্জ: যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো একজন। গতকাল ভোরে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ডুমদিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন ট্রাকচালক আফরান ফকির (৩৫) ও হেলপার ইয়াসিন মোল্লা (১৮)। তাদের মধ্যে আফরান ফকিরের বাড়ি খুলনা এবং ইয়াসিনের বাড়ি গোপালগঞ্জে।

কাশিয়ানী হাইওয়ে থানার এসআই রোমারুন মোল্লা জানান, যশোরের কেশবপুর থেকে ড্রাগন ও পেয়ারাভর্তি ট্রাক নিয়ে গোপালগঞ্জে এসেছিলেন আফরান ফকির ও ইয়াসিন মোল্লা। ফেরার পথে সদর উপজেলার ডুমদিয়া এলাকায় তাদের ট্রাকসহ আরো একটি বিকল হয়ে পড়ে। আফরান ফকির ও ইয়াসিন ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে ট্রাকটি মেরামতের চেষ্টা করছিলেন। হঠাৎ একটি বাস এসে ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এ সময় বাসের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান আফরান। আহত ইয়াসিন মোল্লা ও অন্য ট্রাকচালককে গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসক ইয়াসিনকে মৃত ঘোষণা করেন।

বণিকবার্তা
বৃহস্পতিবার, জুলাই ৩, ২০২৫

চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭

বণিক বার্তা ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় চার জেলায় সাতজনের প্রাণহানি হয়েছে। এর মধ্যে কুমিল্লায় তিনজন ও হবিগঞ্জে দুজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া পিরোজপুর ও পঞ্চগড়ে আরো দুজনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

হবিগঞ্জ: জেলার নবীগঞ্জে ট্রাকের সঙ্গে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো চারজন। গতকাল সকাল ৭টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের মডেল বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন পাবনা জেলার বাসিন্দা আনোয়ারা বেগম ও সিলেট নগরীর সুবিদবাজার এলাকার মাইক্রোবাসচালক নাঈম আহমদ জয় (২৭)।

যুগান্তর | শনিবার ৫ জুলাই ২০২৫
২১ আষাঢ় ১৪৩২

চালক ছিলেন ঘুমে

সাঁথিয়ায় বাস-ট্রাক সংঘর্ষে নিহত ৩

যুগান্তর ডেস্ক

পাবনার সাঁথিয়ায় বাস-ট্রাক সংঘর্ষে তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত আরও ১০ জন। শুক্রবার ভোরে পাবনা-ঢাকা মহাসড়কের পূর্ব বনগ্রাম এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় চার স্থানে নিহত হয়েছেন আরও ১১ জন। তাদের মধ্যে চুয়াডাঙ্গায় শিক্ষার্থীসহ তিনজন, কক্সবাজারে শিক্ষকসহ পাঁচজন, কুমিল্লায় ট্রাকচালক ও গোপালগঞ্জে চালকের সহকারীসহ দুজন রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

চান্দিনা (কুমিল্লা) : চান্দিনায় সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাকচালক আবদুল করিম নিহত হয়েছেন। শুক্রবার ভোরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে মাধাইয়া মডেল মসজিদের সামনের অংশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার বহরচান্দা গ্রামের রশিদ আহম্মদের ছেলে।

গোপালগঞ্জ : গোপালগঞ্জে বাসের ধাক্কায় ট্রাকচালক আফরান ফকির ও সহকারী ইয়াসিন মোল্লা নিহত হয়েছেন। শুক্রবার ভোরে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ডুমদিয়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। খুলনা ফুলতলা উপজেলার দামুদার গ্রামের একরাম ফকিরের ছেলে আফরান ও গোপালগঞ্জের মৌলভীপাড়ার শ্যামল মোল্লার ছেলে ইয়াসিন।

দেশ রূপান্তর
রবিবার, ৬ জুলাই ২০২৫,

গ্যাস ট্যাবলেট খেয়ে কৃষকের মৃত্যু

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি

সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার চন্দনপুর ইউনিয়নের কাদপুর গ্রামে গ্যাস ট্যাবলেট (ইঁদুর মারার ওষুধ) খেয়ে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। পারিবারিক কলহকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা। সাতক্ষীরা সদর থানার ওসি শামীনুল ইসলাম জানান, গতকাল শনিবার বিকেলে কলারোয়া উপজেলার চন্দনপুর ইউনিয়নের কাদপুর গ্রামের মিয়ারাজ বিশ্বাস (৬২) নামের ওই কৃষক গ্যাস ট্যাবলেট খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বণিকবার্তা ■ মঙ্গলবার, জুলাই ৮, ২০২৫ ■

টাঙ্গাইলে তিনজনসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

টাঙ্গাইলে বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এছাড়া ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, মুন্সিগঞ্জ ও পঞ্চগড়ে আরো ছয়জনের প্রাণহানি হয়েছে। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১৬ জন। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

ময়মনসিংহ: গফরগাঁওয়ে ডাম্প ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশাচালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো দুজন। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার পাঁচবাগ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন উপজেলার পাগলা থানার পাঁচবাগ ইউনিয়নের দিঘিরপাড় গ্রামের আবু বকর সিদ্দিকের ছেলে ওয়াসিম মিয়া (২২) ও টাংগাব ইউনিয়নের বটতলা গ্রামের মৃত আব্দুল আওয়ালের ছেলে ইকবাল হোসেন (৫০)। ওয়াসিম মিয়া অটোরিকশার যাত্রী ও ইকবাল হোসেন চালক ছিলেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাগলা থানার ওসি মো. ফেরদৌস আলম।

চট্টগ্রাম: মিরসরাইয়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশা পেছনে চলন্ত লরির ধাক্কায় এক শিশু নিহত হয়েছে। গতকাল বেলা সাড়ে ৩টার দিকে মিরসরাই পৌর সদরের কলেজ রোডে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিশু আলিফা (৫) উপজেলার হাইতকান্দি ইউনিয়নের জহির উদ্দিনের ছেল।

অন্যদিকে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে লরিচাপায় শুকলাল দাস (৪০) নামে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সোয়া ৯টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় চালককে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

মুন্সিগঞ্জ: গজারিয়ায় গাছের সঙ্গে বাসের ধাক্কা লেগে এক হেলপার নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন নারী ও শিশুসহ অন্তত ১২ জন। গতকাল বেলা পৌনে ১টার দিকে উপজেলার আনারপুরা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আজগর আলী (২৫) লক্ষ্মীপুরের কমলনগর উপজেলার চর ফলকন গ্রামের মৃত আলাউদ্দিনের ছেলে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পঞ্চগড়: জেলার তেঁতুলিয়ায় পাথরবাহী ট্রাক্টরের ধাক্কায় খুরশিদ জাহান খুশি (২২) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তার স্বামী আনোয়ার হোসেন (৩২) আহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে উপজেলার ভজনপুর ইউনিয়নের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত খুশির স্বামীর বাড়ি উপজেলার দেবনগড় ইউনিয়নের খাটিয়াগছ এলাকায়। স্বামী আনোয়ার হোসেন ঢাকার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন।

যুগান্তর | রোববার ৬ জুলাই ২০২৫
২২ আষাঢ় ১৪৩২

চুয়াডাঙ্গায় ট্রাক-ইজিবাইক সংঘর্ষে নিহত ৩

যুগান্তর ডেস্ক

চুয়াডাঙ্গার জাফরপুরে ট্রাক-ইজিবাইক সংঘর্ষে তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার জাফরপুর বন বিভাগের সামনে শুক্রবার সন্ধ্যায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় ভবেরচর দড়িবাউশিয়া এলাকায় সড়কে নিহত হয়েছেন দুই ভাই। এছাড়া দুর্ঘটনায় তিন স্থানে ঝরেছে আরও তিন প্রাণ। তাদের মধ্যে সিলেটে যুবক, মাগুরায় ট্রাকচালক এবং ঠাকুরগাঁয়ে শিক্ষার্থী রয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

মুন্সীগঞ্জে প্রাণ গেল মোটরবাইক আরোহী দুই ভাইয়ের

দুর্ঘটনায় তিন স্থানে শিক্ষার্থীসহ ঝরল আরও ৩ প্রাণ

চুয়াডাঙ্গা : নিহতরা হলেন—সদর উপজেলার হিজলগাড়ি গ্রামের মৃত ইরাদ শেখের মেয়ে হোটেল কর্মচারী মাছুরা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরের মুসলিমপাড়ার মৃত রহম আলী মুন্সীর ছেলে কাপড় ব্যবসায়ী আবু তালেব মুন্সী ও দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর গ্রামের নূর মোহাম্মদের ছেলে ইজিবাইকচালক আরিফুল ইসলাম। দুর্ঘটনায় আহতদের মধ্যে রয়েছেন—চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হায়দারপুর গ্রামের মৃত সোনা মিয়ার ছেলে ফাহাদ আহমেদ, ফাহাদের স্ত্রী প্রিয়া খাতুন ও তার ছয় মাসের শিশু সন্তান সাইম। রাস্তায় গাছের ডাল পড়ে থাকার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই ইজিবাইক যাত্রী মাসুরা খাতুন ও আবু তালেব মারা যান। বাকিদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে তাদের মধ্যে ইজিবাইকচালক আরিফুল মারা যান।

চাঁদপুর : বাস-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহতরা হলেন—চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণের বহরী গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে যুবক মাহমুদুল হাসান এবং একই উপজেলার কাশিমপুর গ্রামের যুবক মেহেদী। তারা চাচাতো-ফুফাতো ভাই। শুক্রবার ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ের মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার ভবেরচর দড়িবাউশিয়া এলাকায় তারা দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

ওসমানীনগর (সিলেট) : ওসমানীনগরে দুই বাসের সংঘর্ষে যুবক রাজু নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন দুই বাসের ২০ যাত্রী। শনিবার উপজেলার দয়ামীর ইউপির সিলেট-ঢাকা মহাসড়কের কুরুয়া বাজার এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। রাজু ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলার নাগারদিয়া গ্রামের জাফর শেখের ছেলে। তিনি ইউনিক বাসের হেলপার ছিলেন।

মাগুরা : মাগুরায় ট্রাক-বাস সংঘর্ষে চালক বিপ্লব হোসেন নিহত হয়েছেন। তিনি ঝিনাইদহের বাদপুকুরিয়া গ্রামের আমির আলীর ছেলে। শনিবার ভোরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। এর আগে শুক্রবার রাতে মাগুরা-ঢাকা মহাসড়কের বেলনগর এলাকায় তিনি দুর্ঘটনার শিকার হন।

ঠাকুরগাঁও : ঠাকুরগাঁওয়ে মোটরসাইকেল-অটো সংঘর্ষে কলেজছাত্র মাহিন ইসলামের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার বালিয়াডাঙ্গী সড়কের কাদের ফিলিং স্টেশনসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মাহিন সদর উপজেলার ঠাকুরগাঁও রোড ছিট চিলারং এলাকার আবু হাসানের ছেলে। সে ঠাকুরগাঁও রোড কলেজের এইচএসসি প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিল।

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ৮ জুলাই ২০২৫।

সড়কে সাত দুর্ঘটনায় ৯ প্রাণহানি

সময়ের আলো ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে ৭টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৯ জনের প্রাণহানি হয়েছে। সোমবার ও গত রোববার ঘটনাগুলো ঘটে। এর মধ্যে টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহে ২ জন করে নিহত হন। এ ছাড়া মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া ১, শেরপুরের নকলায় ১, দিনাজপুরে ১ ও চট্টগ্রামের মিরসরাই ও সীতাকুণ্ডে একজন করে নিহত হন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-

টাঙ্গাইল : টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে বাস-সিএনজিচালিত অটোরিকশা সংঘর্ষে দুই নারী ও এক কিশোর নিহত হয়েছেন। সোমবার দুপুর ২টার দিকে উপজেলার বাঘিল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে দুইজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তারা হলেন, জামালপুর জেলার মজিবুর রহমানের স্ত্রী কাজল রেখা (৪৫) এবং তার ছেলে শ্রাবণ (১৬)। ধনবাড়ী থানার ওসি এস এম শহীদুল্লাহ জানান, দুপুরে ঢাকা থেকে জামালপুরগামী একটি বাস ঘটনাস্থলে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই অটোরিকশার যাত্রী দুই নারী ও এক কিশোর নিহত হন। এ সময় আরও দুইজন আহত হয়েছেন। তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় বাসটি আটক করলেও এর চালক পালিয়ে যান।

ময়মনসিংহ : গফরগাঁওয়ে ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষে এক ব্যবসায়ীসহ ২ জন নিহত হয়েছেন। সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে উপজেলার পাগলা থানার এশিয়ান হাইওয়ে সড়কে পাঁচবাগ চৌকা বাজার মোড়ে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় গুরুতর আহত হয়েছেন অটোরিকশার আরও তিন যাত্রী। তাদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় পার্শ্ববর্তী হোসেনপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। নিহতরা হলেন, উপজেলার টাঙ্গাব ইউনিয়নের বামনখালী বটতলা বাজারের ব্যবসায়ী ইকবাল হোসাইন (৫০) এবং দিঘীরপাড় গ্রামের অটোরিকশাচালক ওয়াসিম (২৮)। পাঁচবাগ পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ এসআই খোরশেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) : মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক বাস হেলপার নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় এক নারীসহ আহত হন অন্তত ১৫ জন।

সোমবার বেলা পৌনে ১টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের গজারিয়া অংশের আনারপুরা বাস স্ট্যান্ড এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহত বাস হেলপার আজগর আলী (২৫)। তিনি লক্ষ্মীপুর জেলার কমলনগর উপজেলার চর-ফলকন গ্রামের মৃত আলাউদ্দিনের ছেলে বলে জানা গেছে।

শেরপুর : শেরপুরের নকলায় বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে এক শিশু নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরেক শিশুসহ আরও ৫ জন।

সোমবার বেলা ১১টার দিকে ঢাকা-শেরপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের পাইস্কা বাইপাস মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নকলা থানার ওসি হাবিবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

দিনাজপুর : দিনাজপুর-পঞ্চগড় মহাসড়কের বীরগঞ্জে বিআরটিসি বাস উল্টে সুকুমার রায় (৪৫) নামে বাসের সহকারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় বাসের ১১ যাত্রী আহত হন।

গত রোববার বীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। নিহত সুকুমার রায় রংপুর সদর উপজেলার সাতগাড়া গ্রামের জনবী মহন্তের ছেলে।

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) : চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সিএনজিচালিত অটোরিকশার পেছনে লরির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে আলিফা (৫) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। সোমবার বিকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনের মিরসরাই পৌরসদরের কলেজ রোড় মুখে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আলিফা উপজেলার হাইতকান্দি ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের পশ্চিম হাইতকান্দি এলাকার গাজী ভুঁইয়া বাড়ির মো. জহির উদ্দিনের মেয়ে। জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার এসআই বোরহান উদ্দিন দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) : লরিচাপায় চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে এক পিকআপ চালক নিহত হয়েছেন। সোমবার সকাল সাড়ে ৯টার সময় উপজেলার ভাটিয়ারী ইউনিয়নের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফৌজদারহাট জলিল গেটের সামনে ঢাকামুখী লেনে এই ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তি শুকলাল দাস (৪২) ভাটিয়ারী ইউনিয়নের মাদামবিবির হাট জেলেপাড়া এলাকার তেজেন্দ্র দাসের ছেলে। বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার ওসি আবদুল মোমিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ৮ জুলাই ২০২৫
২৪ আষাঢ় ১৪৩২

টাঙ্গাইলে সড়কে প্রাণ গেল মা-ছেলেসহ তিনজনের

যুগান্তর ডেস্ক

টাঙ্গাইলে মা ছেলেসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় প্রাণহানি হয়েছে নববধূর। চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে অটোরিকশায় লরির ধাক্কা, মায়ের কোল থেকে ছিটকে শিশু নিহত হয়েছে। এছাড়া রাজধানীতে রাজধানীতে দুজনসহ নয় জেলায় নিহত হয়েছে আরও ১২ জন। স্টাফ রিপোর্টার, ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

মধুপুর (টাঙ্গাইল): বাস ও অটোরিকশার সংঘর্ষে মা ছেলেসহ অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। দুজন ঘটনাস্থলে এবং একজন মধুপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পর মারা গেছেন। একই ঘটনায় আহত হয়ে ধনবাড়ী ধনবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন এক নারী। সোমবার দুপুরে টাঙ্গাইল-জামালপুর সড়কের মধুপুর ও ধনবাড়ী সীমানা এলাকার বাঘীলে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। নিহতরা হলেন— জামামলপুর সদর উপজেলার দিগপাইত এলাকার শুনটিয়া গ্রামের ফকিরবাড়ীর জনৈক মকবুল হোসেনের স্ত্রী কাজলী বেগম ও তার ছেলে শ্রাবণ আহমেদ ও একই সদর উপজেলার শিলকুরিয়া গ্রামের লেসুমান রবিদাসের স্ত্রী ফুল কুমারী রবিদাস।

পঞ্চগড়: তেঁতুলিয়া উপজেলায় ট্রাক্টরের ধাক্কায় খুরশিদ জাহান খুশি নামে এক নববধূ নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় তার স্বামী আনোয়ার হোসেন আহত হয়েছেন। সোমবার দুপুরে আনোয়ার শ্বশুরবাড়ি থেকে স্ত্রী খুরশিদ জাহান খুশিকে নিয়ে মোটরসাইকেলে গ্রামের বাড়িতে ফেরার পথে ভজনপুর ইউনিয়নের বাসস্ট্যান্ড এলাকার পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়া মহাসড়কে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

যুগান্তর: খিলক্ষেতে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় আশরাফ আলী ও নেহার বেগম নামে সিটি করপোরেশনের দুই পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিহত হয়েছেন। রোববার ভোরে ঘটনাটি ঘটে। কাভার্ড ভ্যানটি জব্দ ও চালক আবুল কাশেমকে আটক করেছে পুলিশ।

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ): গফরগাঁওয়ে ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে এক ব্যবসায়ীসহ দুজন নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন টাঙ্গাব ইউনিয়নের বামনখালী বটতলা বাজারের ব্যবসায়ী ইকবাল হোসাইন ও দিঘীরপাড় এলাকার মিনারুল ইসলাম। সোমবার দুপুরে উপজেলার পাগলা থানার এশিয়ান হাইওয়ে সড়কে পাঁচবাগ চৌকা বাজার মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় আহত হয়েছে অটোরিকশার আরও তিন যাত্রী।

শেরপুর: নকলায় বাস ও অটোরিকশার সংঘর্ষে ৯ মাসের এক শিশু শুভজিৎ নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ওই শিশুর বাবা-মা ও অটোরিকশার চালকসহ পাঁচজন। সোমবার বেলা ১১টার দিকে শেরপুর-ঢাকা মহাসড়কের নকলা উপজেলায় পাইস্কা বাইপাস মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

যশোর: মণিরামপুরে বাসের ধাক্কায় ভ্যানচালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও তিন ভ্যানযাত্রী। নিহতরা হলেন মণিরামপুর উপজেলার জয়পুরের নাজমুল হোসেন ও গাইবান্ধা জেলার রতন হোসেন। রোববার দুপুরে যশোর-সাতক্ষীরা সড়কের মণিরামপুর ডিগ্রি কলেজের সামনে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ): ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় অংশে সড়ক দুর্ঘটনায় এক বাস হেলপার নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় এক নারীসহ আহত হয়েছে অন্তত ১৫ জন। সোমবার দুপুরে আনারপুরা বাস স্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আজগর আলী লক্ষ্মীপুরের কমলনগর উপজেলার চর ফলকন গ্রামের আলাউদ্দিনের ছেলে।

ভাঙ্গা (ফরিদপুর): ভাঙ্গা উপজেলার হামিরদী ইউনিয়নের মহেশ্বরদী গ্রামে অটোভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে আব্দুল্লাহ নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছে। সোমবার সকালে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তিনি ছোট মুচকুরনী গ্রামের কাচামাল ব্যবসায়ী আজিজুল মোল্লার ছেলে। রোববার রাত ১০টার দিকে পুকুরিয়া বাজারে ব্যবসার কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে মহেশ্বরদী বাগমারা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রাজিবপুর (কুড়িগ্রাম): রৌমারীতে কাকড়া গাড়ির সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে এক যুবকের নিহত হয়েছে। নিহত সামছুল আলম উপজেলার চরনতুনবন্দর গ্রামের আকবর আলীর ছেলে। রোববার সন্ধ্যা ৬টার দিকে বন্দবেড় ইউনিয়নের উত্তর খঞ্জনমারা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কোম্পানীগঞ্জ (নোয়াখালী): কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ডিস লাইনের কাজ করতে যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় মো. হোসেন আকাশ নামে এক ডিস লাইনম্যানের মৃত্যু হয়েছে। রোববার দুপুরে উপজেলার সিরাজপুর ইউনিয়নের বসুরহাট-চৌধুরী হাট সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে রাত ১১টার দিকে তার মৃত্যু হয়েছে। নিহত আকাশ চরপার্বতী ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের আবুল কাশেমের ছেলে।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ১১ জুলাই ২০২৫,

বঙ্গোপসাগরে ট্রলারডুবি, ৩ জেলে নিখোঁজ

পাথরঘাটা (বরগুনা) প্রতিনিধি

বৈরী আবহাওয়ার কারণে উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার একটি ট্রলার ডুবে গেছে। এতে পাথরঘাটার উপজেলার তিন জেলে নিখোঁজ রয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত নিখোঁজদের উদ্ধারে কোস্ট গার্ড, নৌবাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনের যৌথ উদ্ধার অভিযান চলছে। জানা গেছে, গত মঙ্গলবার রাতে মাছ ধরতে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে ঝড়ের কবলে পড়ে আলমগীর খলিফার মালিকানাধীন এফবি সাইকুল নামের ট্রলারটি। এতে থাকা ১২ জেলের মধ্যে ৯ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হলেও এখনো নিখোঁজ রয়েছেন তিনজন।

নিখোঁজ জেলেরা হলেন চরদুয়ানী ইউনিয়নের হোগলাপাশা আবাসনের কবির হিয়ালী (৪৫), সোহাগ (৩০) এবং কাঁঠালতলী ইউনিয়নের গোপাল চন্দ্র (৪০)। বরগুনা জেলা মৎস্যজীবী ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা চৌধুরী জানান, জেলেরা গভীর সাগরে জাল ফেলে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ ঝড় উঠলে ট্রলারটি ডুবে যায়। পরে পার্শ্ববর্তী একটি ট্রলার থেকে ৯ জেলেকে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হলেও তিনজনকে এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ১১ জুলাই ২০২৫,

শ্রীমঙ্গলে সেপটিক ট্যাংকে নেমে চারজনের মৃত্যু

শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার হরিণছড়া চা বাগানে সেপটিক ট্যাংকে নেমে একই পরিবারের দুজনসহ চার শ্রমিক সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন রানা পটনায়েক (১৭), শ্রাবণ পটনায়েক (১৯), কৃষ্ণ রবিদাস (২০) ও নিপেন ফুলমালি (২৭)। তারা সবাই শ্রীমঙ্গলের সীমান্তবর্তী হরিণছড়া চা বাগানের চা শ্রমিকের সন্তান।

এ ঘটনায় রবি বুনাজী (২০) নামে অন্য একজনকে আহত অবস্থায় সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসা শেষে বাগানে নিয়ে আসা হয়।

জানা গেছে, বুধবার রাত সাড়ে ১০টায় শ্রাবণ পটনায়েক মোবাইল ফোন নিয়ে টয়লেটে যান, হঠাৎ তার হাতে থাকা মোবাইল টয়লেটের ভেতরে পড়ে গেলে সেটি উদ্ধার করতে তিনি সেপটিক ট্যাংকের ভেতরে ঢুকে যান। অনেক সময় হয়ে গেলে ভাইয়ের খোঁজে টয়লেটের দিকে যান রানা পটনায়েক। ভাইকে উদ্ধার করতে গিয়ে তিনিও পড়ে যান ট্যাংকে, তাদের উদ্ধার করতে গিয়ে প্রতিবেশী কৃষ্ণ রবিদাস ও নিপেন ফুলমালি পড়ে যান ট্যাংকের ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে আহতদের উদ্ধার করে মৌলভীবাজার ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন এবং জানান সেপটিক ট্যাংকের ভেতরের গ্যাসের বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে তাদের।

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব প্রীতম দাশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বলেন, আমরা সব সময় দেখি এই অবহেলিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে অবহেলা করা হয়। তাদের জন্য যেন পাকা টয়লেট ব্যবস্থা করা হয় আমরা সেজন্য দাবি জানাব। পাশাপাশি এনসিপির পক্ষ থেকে তাদের সহযোগিতা করা হবে।

শ্রীমঙ্গল সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার আনিসুর রহমান বলেন, 'সেপটিক ট্যাংকে পড়ে চার তরুণের মৃত্যুর বিষয়টি খুব দুঃখজনক। আইনি প্রক্রিয়াতে মৃতদেহগুলো পরিবারের কাছে হস্তান্তরের অপেক্ষায় আছি।'

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ইসলাম উদ্দিন বলেন, 'বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। আমি বিষয়টি জেলা প্রশাসককে জানিয়েছি এবং ওনার নির্দেশে আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পরিবারগুলোকে কিছু মানবিক সহায়তা প্রদান করি।'

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ২৭ আষাঢ় ১৪৩২
Dhaka : Friday 11 July 2025

মোবাইল তুলতে গিয়ে ৪ চা শ্রমিকের মৃত্যু, বাগানে শোকের ছায়া

প্রতিনিধি, শ্রীমঙ্গল

মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার ফিনলে টি কোম্পানির মালিকানাধীন হরিণছড়া চা বাগানে সেপটিক ট্যাংকের বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে চার যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এ মর্মান্তিক ঘটনার পর হরিণছড়া চা বাগানে চা শ্রমিকদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গত বুধবার গভীর রাতে ফিনলে টি কোম্পানির মালিকানাধীন শ্রীমঙ্গল উপজেলার রাজঘাট ইউনিয়নের হরিণছড়া চা বাগানে সেপটিক ট্যাংক থেকে পড়ে যাওয়া একটি মোবাইল ফোন তুলতে গিয়ে এ ট্রাজিক ঘটনার সূত্রপাত বলে জানা গেছে।

রাজঘাট ইউনিয়ন পরিষদের ৫নং ওয়ার্ডের মেম্বার অজয় ভৌমিক স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, প্রথম ব্যক্তি টয়লেটের সেপটিক ট্যাংকে পড়ে যাওয়া একটি মোবাইল ফোন তুলতে গিয়ে নিচে নামার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিষাক্ত গ্যাসে তিনি অচেতন হয়ে নিচে পড়ে যান এবং দ্রুত উপরে উঠে আসতে না পারায় তার বড় ভাই পড়ে যাওয়া ছোট ভাইকে উদ্ধার করতে গিয়ে তিনিও আর নিচ থেকে উপরে উঠে আসতে পারেননি। তারপর একে একে আরও ২ জন তাদের উদ্ধারের লক্ষ্যে ঐ সেপটিক ট্যাংকের নিচে নেমে তারাও বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে ক্রমান্বয়ে সবাই অচেতন হয়ে পড়েন এবং ঘটনাস্থলে চারজনেরই মর্মান্তিক মৃত্যু হয়।

নিহতরা হলেন– যথাক্রমে আপন দুই ভাই রানা নায়ক (১৭), স্বপন নায়েক (১৯), কৃষ্ণ রবিদাস (২০) ও নিপেন ফুলমালি (২৭)। তারা সবাই হরিণছড়া চা বাগানের চা শ্রমিক সম্প্রদায়ের সন্তান ও ঐ চা বাগানের বাসিন্দা।

এ ঘটনায় গুরুতর আহত রবি বুনার্জী (২০) নামের অপর একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হসপিটালে উন্নত চিকিৎসার লক্ষ্যে রেফার করা হয়।

রাতে চারজনকে মৌলভীবাজার জেলা ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট সদর জেনারেল হসপিটালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সবাইকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হসপিটাল দ্রুত প্রেরণ করা হয়। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে মৌলভীবাজার জেলা ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট সদর জেনারেল হসপিটালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাক্তার সব্যসাচী পাল তমাল স্থানীয় সাংবাদিকদের জানিয়েছেন।

শ্রীমঙ্গল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও শ্রীমঙ্গল থানা পুলিশ প্রশাসন ও নবগঠিত রাজনৈতিক দল এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতা ঘটনাস্থল পর প্রীতম দাস ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে সমবেদনা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য যে, টয়লেটের সেপটিক ট্যাংকের ভেতরে বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয়।

সেপটিক ট্যাংকে বর্জ্য পচনের ফলে মিথেন, হাইড্রোজেন সালফাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাস তৈরি হয়। এই গ্যাসগুলো মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এছাড়াও, ট্যাংকের ভেতরে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাওয়ায় শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু হতে পারে।

এই কাঁচা সেপটিক ট্যাংকের ভেতর থেকে মোবাইল তুলতে গিয়েই মৃত্যু হলো চার জনের —সংবাদ

NEW AGE FRIDAY, JULY 11, 2025,

Four tea garden workers die from septic tank poisoning

Staff Correspondent · Sylhet

FOUR workers died and another one fell ill after they went down into a septic tank at a tea garden at Srimangal upazila in Moulvibazar early Thursday.

The deceased Nipen Fulmali, 27, Krishna Rabidas, 20, Shravan Nayek, 19, and Rana Nayek, 17, are residents and workers of Harin Chhara Tea Garden, a garden under the management of Finley Tea Company, at Srimangal, police said.

Shobuj Taju, a local, told reporters that Rana's mobile phone accidentally fell into the septic tank at about 1:00am and his brother Shravan went down to retrieve it, but became unconscious inside the tank.

Trying to rescue Shravan, Rana and three other people also went down into the septic tank one after another and all of them fell unconscious inside the tank, he said.

Taju said that later other workers of the tea garden rushed to the spot and rescued the five in a critical condition.

He said that the victims had initially been taken to the Shrimangal Upazila Health Complex from where they were referred to the Moulvibazar 250-bed Sadar Hospital.

Moulvibazar hospital deputy supervisor Binendu Bhowmik told New Age that four out of the five died on their way to the hospital.

He said that the rest Rabi Bunarji was given primary treatment at the Moulvibazar hospital and then he was referred to the Sylhet Osmani Medical College Hospital for better treatment.

'The four people might have died due to poisoning inside the septic tank,' the doctor said, adding that the reason could be ascertained after post-mortem examinations.

Shrimangal police station officer-in-charge Aminul Islam told New Age in the afternoon that the bodies of the deceased were kept at the Moulvibazar hospital after completion of spot examinations.

'Relatives of the deceased are trying to get permission of the local administration to cremate the bodies without post-mortem examinations,' he added.

যুগান্তর শুক্রবার ১১ জুলাই ২০২৫ ২৭ আষাঢ় ১৪৩২

পীরগাছায় বরযাত্রীবাহী বাস পুকুরে, নিহত ৪

যুগান্তর ডেস্ক

রংপুরের পীরগাছায় বৌভাতের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস পুকুরে পড়ে নারীসহ চারজন প্রাণ হারিয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ২৫ জন। বুধবার রাত ১১টার দিকে পীরগাছা-গাইবান্ধা আঞ্চলিক সড়কের নেতৃতি বেলতলী বাজার সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা মোটরসাইকেলে বাসের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন এক অন্তঃসত্ত্বা। এছাড়া দুর্ঘটনায় তিন স্থানে ঝরেছে আরও তিন প্রাণ। তাদের মধ্যে বরিশাল ও দিনাজপুরে দুই নারী এবং ময়মনসিংহে ঠিকাদার রয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

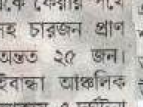

রংপুর ও পীরগাছা : নিহতরা হলেন—নগরীর ১২ নম্বর ওয়ার্ডের হাজীরহাট থানার বৃদ্ধা শান্তা রানী, নগরীর বাবুপাড়া এলাকার অমৃত বালা, লক্ষ্মীরানী ও বাসচালক টুটুল আহমেদ। গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ থেকে বৌভাতের অনুষ্ঠান থেকে রংপুরে ফিরছিল বরযাত্রীবাহী বাসটি। বেলতলী এলাকায় পৌঁছলে একটি ট্রাককে সাইড দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারায় বাসচালক। এতে বাসটি পুকুরে উলটে ঘটনাস্থলেই তিনজন প্রাণ হারান। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা স্থানীয়দের সহযোগিতায় লাশগুলো উদ্ধার করে এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে একজনের মৃত্যু হয়। স্থানীয় শামসুল ইসলাম বলেন, বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে এসে দেখি বাস পুকুরে পড়ে আছে। তাৎক্ষণিকভাবে গুরুতর আহত শিশুসহ নারী ও পুরুষদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পাঠাই। পরে ফায়ার সার্ভিসকে জানালে তারা এসে আরও অন্তত ২০ থেকে ২৫ জন যাত্রীকে উদ্ধার করে হাসপাতাল পাঠিয়েছে।

পীরগাছা ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ আল-আমিন জানান, দুর্ঘটনায় হতাহতরা রংপুরের বদরগঞ্জের উপজেলার শ্যামপুর এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। ঘটনার পর প্রায় ঘণ্টাধরে সড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল।

সংবাদ ঢাকা : সোমবার ৩০ আষাঢ় ১৪৩২ Dhaka : Monday 14 July 2025

হবিগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ পৌর এলাকার ছালামতপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বেনু শব্দকর (৪০) নামে এক নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছেন তিনি নবীগঞ্জ উপজেলার ৭নং করগাঁও ইউনিয়নের কমলাপুর গ্রামের বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল সকালে নবীগঞ্জ শহরের ছালামতপুরে সুহেল মিয়ার বাড়িতে ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলছিল। ওই সময় শ্রমিক বেনু শব্দকর কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত বৈদ্যুতিক মেইন লাইনের সংস্পর্শে এসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। দ্রুত তাকে নবীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে ঘটনার পর নবীগঞ্জ থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং থানায় বসে উভয় পক্ষের মধ্যে আপোস-মীমাংসার করে ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকায় বিষয়টি মীমাংসা করা হয়েছে । মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন নবীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি শেখ কামরুজ্জামান

প্রথম আলো • সোমবার, ১৪ জুলাই ২০২৫

চার জেলায় নিহত ৫

সড়ক দুর্ঘটনা

প্রথম আলো ডেস্ক

ঢাকাসহ চার জেলা নরসিংদী, সিলেট ও কুড়িগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। গত শনিবার দিবাগত রাতে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সামনের সড়কে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় আশরাফুল আলম (৩২) নামের এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। বিমানবন্দরের ৩ নম্বর টার্মিনালের সামনে প্রধান সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত যুবকের চাচাতো ভাই হাসান আল আরিফ বলেন, আশরাফুল গাজীপুর থেকে ঢাকায় এসেছিলেন মোতালেব প্লাজায় মুঠোফোন মেরামতের কাজে। কাজ শেষে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে রাতে মোটরসাইকেল চালিয়ে গাজীপুরে ফেরার পথে বিমানবন্দর এলাকায় পেছন থেকে একটি অজ্ঞাত পিকআপ তাঁকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি সড়কে ছিটকে পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

খবর পেয়ে বিমানবন্দর থানা-পুলিশ আশরাফুলকে উদ্ধার করে রাত আড়াইটার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নরসিংদীর বেলাব উপজেলায় পণ্যবাহী ট্রাকের চাপায় মো. আলকাছ মিয়া নামের এক ব্যক্তি নিহত হন। গতকাল সকালে উপজেলার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নারায়ণপুর ইউনিয়নের দড়িকান্দি বাসস্ট্যান্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মো. আলকাছ মিয়ার বাড়ি বেলাব উপজেলার নারায়ণপুর ইউনিয়নের নোয়াকান্দি গ্রামের মোল্লাবাড়ি এলাকায়। স্থানীয় নোয়াকান্দি-জঙ্গুয়া বাজারের মুদি ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি।

সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে প্রাইভেট কারের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক এইচএসসি পরীক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। নিহত সুফিয়ান আহমদ (১৮) সিলেটের দক্ষিণ সুরমার ধরমপুর গ্রামের সেলিম আহমদের ছেলে। শনিবার বিকেলে ফেঞ্চুগঞ্জের কটালপুর এলাকায় সিলেট থেকে আসা প্রাইভেট কারের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে ট্রাকের চাপায় আতিকা খাতুন (১৫) নামের এক কিশোরী ও অটোরিকশাচালক বাহার উদ্দিন (৩০) নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও চারজন। গতকাল দুপুরে উপজেলার সোনাহাট স্থলবন্দর সড়কের গুমটিঘর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ভূরুঙ্গামারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আল হেলাল মাহমুদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১২ জুলাই ২০২৫

বাগেরহাটে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ইজিবাইক চালকের মৃত্যু

■ বাগেরহাট প্রতিনিধি

বাগেরহাটের ফকিরহাটে ইজিবাইক চার্জ দেওয়ার সময় শেখ তরিকুল ইসলাম নামে এক চালক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার বারাশিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ইজিবাইক চালক শেখ তরিকুল ইসলাম ফকিরহাট সদর ইউনিয়নের বারাশিয়া গ্রামের ওমর আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে শেখ তরিকুল ইসলাম তার ইজিবাইক চার্জে দেওয়ার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। এ সময়ে পরিবারের লোকজন টের পেয়ে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। ফকিরহাট উপজেলা হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডা. তানভীর মাহমুদ অনিক জানান, বৃহস্পতিবার মধ্য রাতে ইজিবাইক চালক তরিকুল ইসলামকে নিয়ে আসেন তার পরিবার। তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যায় হাসপাতালে আসার আগেই সে মারা গেছেন।

যুগান্তর | সোমবার ১৪ জুলাই ২০২৫
৩০ আষাঢ় ১৪৩২

ঝিনাইগাতীতে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় ৩ শিক্ষার্থী নিহত

নারী ও যুবকসহ ১০ স্থানে ঝরল আরও ১২ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলায় বড় রাংটিয়া এলাকায় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় তিন মাদ্রাসা শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। রোববার বিকালে উপজেলার রাংটিয়া-মধুটিলা সড়কের বড় রাংটিয়া মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় দশ স্থানে ঝরেছে আরও ১২ প্রাণ। তাদের মধ্যে রাজধানী ঢাকা ও সিলেটে দুই মোটরসাইকেল আরোহী, শেরপুরে পথচারী, মাগুরায় ভ্যানচালকসহ দুজন, কুড়িগ্রামে অটোচালকসহ দুজন, নরসিংদীতে ব্যবসায়ী, কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে দুই বৃদ্ধ, বরগুনায় সেলসম্যান এবং বরিশালে মোটরসাইকেলচালক রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

মাগুরা : বাস-ভ্যান সংঘর্ষে নিহতরা হলেন ভ্যানচালক মাগুরার সদর উপজেলার গৌরীচরণপুর গ্রামের আওয়াল হোসেনের ছেলে সাগর ও যাত্রী দোড়ামথনা গ্রামের চুন্নু মিয়ার স্ত্রী রেশমা খাতুন। রোববার মাগুরা-ঝিনাইদহ সড়কের আলমখালি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কুড়িগ্রাম : ভূরুঙ্গামারীতে ট্রাকচাপায় নিহতরা হলেন— অটোচালক বাহার উদ্দিন বাবু ও যাত্রী আতিকা। রোববার দুপুরে উপজেলার সোনাহাট স্থলবন্দর সড়কের গুমটিঘর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৫ জুলাই ২০২৫

পাঁচবিবিতে ট্রাকচাপায় ভ্যানচালকের মৃত্যু

■ পাঁচবিবি (জয়পুরহাট) সংবাদদাতা

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে ট্রাকচাপায় সিরাজুল ইসলাম (৪৫) নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। সোমবার পাঁচবিবি-কামদিয়া সড়কের কুসুম্বা ইউনিয়নের সোনাকুল নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সিরাজুল ইসলাম মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের কামারগ্রামের বিষা মণ্ডলের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সকালে নিহত সিরাজুল ইসলাম বাড়ি থেকে ভ্যান নিয়ে বের হন। দুপুরের দিকে নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন। এ সময় সোনাকুল নামকস্থানে পৌঁছালে পাঁচবিবিগামী একটি ট্রাক ভ্যানচালককে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর ঘাতক ট্রাকটি দ্রুত পালিয়ে যায়।

এ বিষয়ে পাঁচবিবি থানার ওসি মইনুল ইসলাম জানান, ঘটনার খবর পেয়ে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছি। ঘাতক ট্রাক শনাক্ত ও আটক করার চেষ্টা চলছে।

প্রথম আলো • বুধবার, ১৬ জুলাই ২০২৫,

মানিকগঞ্জ

নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

মানিকগঞ্জে পুলিশ হাউজিং সোসাইটির নির্মাণাধীন বহুতল ভবন থেকে পড়ে হারুন মিয়া (৩৫) নামের এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে মানিকগঞ্জ শহরে জেলা পরিষদ-সংলগ্ন আবাসিক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ভবন নির্মাণে নিরাপত্তাবেষ্টনী না থাকায় এমন ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নিহত হারুনের বাড়ি ভোলার লালমোহন উপজেলার তারাগঞ্জ গ্রামের। তিনি আমির হোসেনের ছেলে। হারুনের স্ত্রী ও ছয় বছর বয়সী একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। সদর থানার পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বহুতল ভবনটির সপ্তম তলায় কাজ করার সময় হারুন নিচে পড়ে যান। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় হারুনকে জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে পুলিশ হাউজিং প্রকল্পের নির্মাণকাজের ঠিকাদার ইসরাত কনস্ট্রাকশনের স্বত্বাধিকারী মো. সালাউদ্দিন বলেন, এটি একটি অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা।

প্রতিনিধি, *মানিকগঞ্জ*

বণিক বার্তা
শনিবার, জুলাই ১৯, ২০২৫

গাজীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের তিনজনসহ নিহত ৫

আরো দুই জেলায় তিনজনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

গাজীপুরে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার পাঁচ যাত্রী নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে একই পরিবারের তিনজন রয়েছেন। এছাড়া মেহেরপুর ও গাইবান্ধায় সড়ক দুর্ঘটনায় আরো তিনজনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

গাজীপুর: মাওনা থেকে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় চার যাত্রী নিয়ে গতকাল দুপুরে কালিয়াকৈরের উদ্দেশে রওনা হন চালক। মাওনা-কালিয়াকৈর আঞ্চলিক সড়কের বড়চালায় পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে ধাক্কা লেগে অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মারা যান দুজন। গুরুতর আহত এক নারীসহ আরেকজনকে মাওনা চৌরাস্তার একটি হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আহত চালককে সাভার এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর তিনিও মারা যান।

নিহতরা হলেন বগুড়ার ধুনট উপজেলার ঈশ্বরঘাট এলাকার জাহিদুল ইসলাম, তার স্ত্রী নাসরিন আক্তার, ছেলে আবু হুরায়রা, আরেক যাত্রী শফিকুল ইসলাম ও অটোরিকশাচালক মেহেদী। জাহিদুল ইসলাম স্ত্রী-সন্তান নিয়ে গাজীপুরের শ্রীপুর পৌর এলাকার কেওয়া পূর্ব গ্রামে নোমান গ্রুপের নোমান হোম টেক্সটাইল মিলে চাকরি করতেন।

কালিয়াকৈর থানার ওসি আব্দুল মান্নান জানান, ঘটনাস্থলে বাবা ও এক ছেলে নিহত হন। গুরুতর আহত এক নারীকে কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে, অন্য যাত্রীকে শ্রীপুর উপজেলার মাওনা এলাকার একটি হাসপাতালে ও অটোরিকশাচালককে উদ্ধার করে সাভার এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। আহত নারী ও যাত্রীকে হাসপাতালে নেয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। অটোরিকশাচালক সাভার এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত একই পরিবারের তিনজনসহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। কাভার্ড ভ্যানটি আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সমকাল
শনিবার। ১৯ জুলাই ২০২৫।

চট্টগ্রামে ৯ তলা থেকে পড়ে দুই নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামে নির্মাণাধীন ভবনের ৯ তলা থেকে পড়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে নগরের কোতোয়ালির রঙ্গম কনভেনশন হল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত দুই শ্রমিক হলেন নোয়াখালীর চরজব্বার এলাকার মো. হাসান ও সুবর্ণচর এলাকার ফখরুল ইসলাম। চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ি সূত্র জানায়, দুপুরের দিকে তিন শ্রমিককে হাসপাতালে আনা হয়। এ সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক দু'জনকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় আনা রাশেদ নামে শ্রমিককে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

যুগান্তর
শুক্রবার ১৮ জুলাই ২০২৫

ডেমরায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই রড মিস্ত্রির মৃত্যু

হাজারীবাগ (ঢাকা) প্রতিনিধি

রাজধানীর ডেমরার সাইনবোর্ড এলাকায় নির্মাণাধীন একটি ভবনে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রফিকুল ইসলাম ও শফিকুল ইসলাম নামে দুই রড মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকাল পৌনে ৫টায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। অচেতন অবস্থায় তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

মারা যাওয়া রফিকুল কুড়িগ্রাম জেলার মিরকামারি গ্রামের ইউসুফ আলীর ছেলে ও শফিকুল একই এলাকার রমিজ উদ্দিনের ছেলে। কাজের সুবাদে তারা ডেমরা এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।

ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, দুজনের লাশ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২ শ্রাবণ ১৪৩২
Dhaka : Thursday 17 July 2025

ট্রাকের ধাক্কায় বাইকচালক নিহত

প্রতিনিধি, মেহেরপুর

মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজারে ট্রাকের ধাক্কায় সরফরাজ খান সোনা (৫৫) নামের ১ মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ৮টায় মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার রনি রেস্তোরাঁর সামনে এই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সরফরাজ খান সোনা মেহেরপুর শহরের পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়ার মৃত শামসুল আলম খান মোংলার ছেলে। সোনা মেহেরপুরে কাচ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল।

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, জুলাই ১৭, ২০২৫

চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল চারজনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় চার জেলায় চারজনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় মেহেরপুর, পাবনা, খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রামে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

মেহেরপুর: ট্রাকের ধাক্কায় সরফরাজ খান সোনা (৫৫) নামে মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সরফরাজ খান শহরের পুরনো পোস্ট অফিস পাড়ার মৃত শামসুল আলম খানের ছেলে।

পাবনা: জেলার বেড়ায় ট্রাকের ধাক্কায় মো. মোজাম্মেল (৫৫) নামে অটোভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ৭টার দিকে উপজেলার কাজিরহাট সড়কে পদ্মা জেনারেল হাসপাতালের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোজাম্মেল আমিনপুর সিন্দুরী গ্রামের মৃত আমজাদ শেখের ছেলে। আমিনপুর থানার ওসি মো. গোলাম মোস্তফা জানায়, ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। তবে চালক পালিয়ে গেছেন। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ থানায় রাখা হয়েছে।

খাগড়াছড়ি: দীঘিনালায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা উল্টে দেব রঞ্জন ত্রিপুরা (৪৫) নামে এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অটোরিকশারচালক মো. আক্তার হোসেন (৪৫)। গতকাল দুপুরে বাবুছড়া ইউনিয়নের সোনামিয়া টিলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত দেব রঞ্জন ত্রিপুরা উপজেলার বোয়ালখালী ইউনিয়নের রামরতন কার্বারিপাড়ায় বাসিন্দা। দীঘিনালা থানার ওসি মো. জাকারিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

চট্টগ্রাম: নগরের টাইগারপাস এলাকায় সড়ক বিভাজকে ধাক্কা লেগে এক মোটরশাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোর ৫টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তোফায়েল আহমেদ (৩২) নগরের পুরনো চান্দগাঁও এলাকার বাসিন্দা।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ১৩ জুলাই ২০২৫

হবিগঞ্জে সেপটিক ট্যাংকে নেমে দুই নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলায় নির্মাণাধীন একটি ভবনের সেপটিক ট্যাংকের গ্যাসের বিষক্রিয়ায় দুই নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় শায়েস্তাগঞ্জ পৌরসভার সাবাসপুর গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটেছে। নিহতরা হলেন– চুনারুঘাট উপজেলার শানখলা ইউনিয়নের পঞ্চাশ গ্রামের মানিক মিয়া (৫৫) ও বানিয়াচং উপজেলার কাটখাল গ্রামের রফিকুল ইসলাম (৩০)।

স্থানীয়রা জানায়, চুনারুঘাট উপজেলার শানখলা ইউনিয়নের পঞ্চাশ গ্রামের খন্দকার আনোয়ার হোসেন শায়েস্তাগঞ্জ পৌরসভার সাবাসপুর গ্রামে বহুতল ভবনের নির্মাণকাজ করছেন। ওই দুই শ্রমিক ভবনের ট্যাংকের ভিতরে সাটারিং খোলার জন্য নিচে নামেন। এ সময় বিষাক্ত গ্যাসে তারা অচেতন হয়ে পড়েন। এতে ট্যাংকের ভিতরে দুজনের মৃত্যু হয়। এ ঘটনার খবর পেয়ে শায়েস্তাগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের লোকজন তাদের লাশ উদ্ধার করেন।

শায়েস্তাগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ আরিফুল ইসলাম জানান, দুই শ্রমিক নির্মাণাধীন ট্যাংকের নিচে নামেন সাটারিং খোলার জন্য। বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে তারা মারা যান।

দেশ রূপান্তর সোমবার, ১৪ জুলাই ২০২৫

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৫

রূপান্তর ডেস্ক

কুড়িগ্রাম, নরসিংদী, বরিশাল ও মাগুরায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। গতকাল রবিবার দুর্ঘটনাগুলো ঘটে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

কুড়িগ্রাম : কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে ড্রাম ট্রাকের চাপায় দুজন নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। গতকাল দুপুরে উপজেলার সোনাহাট স্থলবন্দর সড়কের ঘন্টিঘর নামক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন অটোরিকশার চালক বাহার উদ্দিন বানু (৩০) ও অটোরিকশার যাত্রী আতিকা (১৫)। এ ছাড়া আহতরা হলেন আবু বক্কর, মোর্শেদা ও ফাতেমা। নিহত অটোরিকশা চালক পাইকেরছড়া ইউনিয়নের বাসিন্দা বলে জানা গেছে

নরসিংদী : বেলাবতে মালবাহী একটি ট্রাকের চাপায় আলকাছ (৫৫) নামের এক মুদি ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের উপজেলার নারায়ণপুর ইউনিয়নের সড়িকান্দি বাসস্ট্যান্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বরিশাল : বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে শাকিল হোসেন (৩৫) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে গৌরনদী উপজেলার কটকস্থল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মাগুরা : মাগুরা সদরের রামনগর পার্কিং এলাকায় যাত্রীবাহী বাস ও ব্যাটারিচালিত ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে সাগর মোল্যা (২৫) নামের এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১৫ জন। গতকাল বেলা ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বণিকবার্তা সোমবার, জুলাই ১৪, ২০২৫

চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ছয়জন

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় চার জেলায় ছয়জন নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে কুড়িগ্রামে দুজন, মাগুরায় দুজন, বরিশালে একজন এবং নরসিংদীতে একজন নিহত হয়েছেন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

মাগুরা : জেলার মাগুরা-ঝিনাইদহ সড়কে উপজেলার রামনগর ঢাল ব্রিজ এলাকায় যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে একটি ভ্যানের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। মাগুরা হাইওয়ে পুলিশের এসআই আলমগীর কবির জানান, উপজেলার গৌরিচরণপুর গ্রামের বাসিন্দা ভ্যানচালক আব্দুস সাত্তার ও উপজেলার দোড়ামোথনা গ্রামের রেশমা খাতুন (৩৫) দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। চুয়াডাঙ্গা থেকে ছেড়ে আসা গোল্ডেন লাইন পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে বিপরীতমুখী ভ্যানটির সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই ভ্যানচালক আব্দুস সাত্তার নিহত হন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকালে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে মারা যান রেশমা খাতুন। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

যুগান্তর মঙ্গলবার ১৫ জুলাই ২০২৫ ৩১ আষাঢ় ১৪৩২

মোটরসাইকেলে বাড়ি ফেরা হলো না দুই ভাইয়ের

যুগান্তর ডেস্ক

বগুড়ার নন্দীগ্রামে মোটরসাইকেলে বাসের ধাক্কায় দুই ভাই নিহত হয়েছেন। সোমবার কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন তারা। এছাড়া আরও পাঁচ জেলায় সড়কে প্রাণ গেছে আটজনের। তাদের মধ্যে গাজীপুরের শ্রীপুরে মোটরসাইকেল চালকসহ দুইজন, যশোরের মনিরামপুরে ট্রাকচালক ও তার সহকারী, কিশোরগঞ্জের ভৈরবে দুইজন, গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে এক পথচারী এবং ঢাকার দোহারে এক কিশোর রয়েছে। সোমবার বিভিন্ন সময়ে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

পাঁচ জেলায় সড়কে নিহত আরও ৮

বগুড়া : বাসের ধাক্কায় নিহতরা হলেন—নন্দীগ্রাম উপজেলার শহরকুড়ি (টিটিপাড়ি) এলাকার মৃত আবদুল জলিলের ছেলে ইসমাইল হোসেন ও ইদ্রিস আলী। বগুড়া-নাটোর মহাসড়কের শহরকুড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ইসমাইল ও ইদ্রিস নন্দীগ্রাম সদরে কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ির কাছে মহাসড়কে পৌঁছালে পেছন থেকে আসা অজ্ঞাত বাস তাদের ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তারা মারা যান।

মনিরামপুর (যশোর) : তেল পাম্পে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে মাছের খাবারবোঝাই আরেকটি ট্রাকের ধাক্কায় নিহতরা হলেন—সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার কুলসি গ্রামের আইয়ুব হোসেনের ছেলে ট্রাকচালক রাজু হোসেন এবং তার সহকারী একই উপজেলার সোনাবাড়িয়া গ্রামের মিন্টু হোসেনের ছেলে এরফান হোসেন। মনিরামপুরের রাজারহাট-চুকনগর মহাসড়ক লাগোয়া একটি তেল পাম্পে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) : অটোরিকশায় বাসের ধাক্কায় নিহতরা হলেন—ভৈরবের বাঁশগাড়ি গ্রামের জালাল মিয়ার ছেলে জুয়েল মিয়া ও ভৈরব পৌর শহরের মনমরা এলাকার আলী হোসেনের ছেলে অটোরিকশাচালক কাইয়ুম। ভৈরব-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কের পানাউল্লাহচর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

শ্রীপুর (গাজীপুর) : পিকআপের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহতরা হলেন—উপজেলার সিমলাপাড়া গ্রামের আহমদ আলীর ছেলে হারুন-অর-রশিদ ও একই গ্রামের বারেকের ছেলে জাকির হোসেন। শ্রীপুরের মাওনা-কালিয়াকৈর আঞ্চলিক সড়কে বদনীভাঙ্গা মোড় এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

টেকেরহাট (মাদারীপুর) : রাস্তা পারাপারের সময় দ্রুতগামী যানবাহনের চাপায় নিহত জাহাঙ্গীর সরদার গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর পৌরসভার পশ্চিম গোপিনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা। ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের পশ্চিম গোপিনাথপুর এলাকায় ফিলিং স্টেশনের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নবাবগঞ্জ (ঢাকা) : মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় নিহত আফিব উপজেলার দক্ষিণ জয়পাড়া এলাকার মহিউদ্দিন মহির ছেলে। দোহার উপজেলার বাঁশতলা খেজুরবাগ এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
১৩ জুলাই ২০২৫

বিদ্যুৎ স্পৃষ্টে লাইনম্যানের মৃত্যু

■ মেলান্দহ (জামালপুর) সংবাদদাতা

জামালপুরের মেলান্দহে বিদ্যুতের কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট লাইনম্যান কাওসার আলী (২৫) মারা গেছেন। গতকাল মাহমুদপুর ইউনিয়নের আদবাড়িয়া গ্রামে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পল্লী বিদ্যুতের ডিজিএম মমিনুল বিশ্বাস জানিয়েছেন, প্রয়াত কাওসার আলী নেত্রকোনার শ্যামগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা।

যুগান্তর
শুক্রবার ১৮ জুলাই ২০২৫
৩ শ্রাবণ ১৪৩২

বন্দরে পানিতে ডুবে ডকইয়ার্ড শ্রমিক নিহত

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বন্দরে শীতলক্ষ্যার পানিতে ডুবে নূর হোসেন (৪৫) নামের এক ডকইয়ার্ড শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বন্দর ১নং খেয়াঘাটসংলগ্ন আবুল ডকইয়ার্ডে এ ঘটনাটি ঘটে। নূর হোসেন ভোলা জেলার চরফ্যাশন থানার হাজারিগঞ্জ এলাকার মৃত রশিদ মিয়ার ছেলে। নূর হোসেন মিয়া দীর্ঘদিন ধরে আবুল ডকইয়ার্ডে কাজ করে আসছিল। প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার কাজ করার সময় নূর হোসেন নদীতে পড়ে যায়।

যুগান্তর
শনিবার ১৯ জুলাই ২০২৫
৪ শ্রাবণ ১৪৩২

নির্মাণাধীন ভবনে নিরাপত্তাকর্মীর ঝুলন্ত লাশ

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর খিলগাঁও থানার দক্ষিণ বনশ্রী এলাকার একটি নির্মাণাধীন ভবন থেকে এক নিরাপত্তাকর্মীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তার নাম মো. জীবন সরদার। তিনি মাদারীপুর সদর উপজেলার কলিকাপুর গ্রামের বাবুল সরদারের ছেলে। জীবন স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে খিলগাঁও এলাকায় বসবাস করছিলেন। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে পারিবারিক কলহের জেরে নিজ কক্ষের আড়ার সঙ্গে গলায় ফাঁস দেন বলে দাবি করেছেন তার স্বজনরা।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
৮ শ্রাবণ ১৪৩২, ২৩ জুলাই ২০২৫

চাটমোহরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অটোভ্যান চালকের মৃত্যু

■ চাটমোহর (পাবনা) সংবাদদাতা

পাবনার চাটমোহরে অটোভ্যানের চার্জার খুলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন এক অটোভ্যান চালক। উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নের আগশোয়াইল গ্রামে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত অটোভ্যান চালক ঐ গ্রামের মো. নুরুল ইসলামের ছেলে কামরুজ্জামান। পরিবারের সদস্যরা জানান, কামরুজ্জামান পেশায় অটোভ্যান চালক। মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে বাড়ির গোয়ালঘরে চার্জে দেওয়া অটোভ্যানের চার্জার খুলতে গিয়ে সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। বাড়ির লোকজন তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২২ জুলাই ২০২৫
৭ শ্রাবণ ১৪৩২

তারাকান্দায় দুজনসহ পাঁচ জেলায় নিহত ৬

সিলেটে সড়কে ৫ দিনের ব্যবধানে বাবা-ছেলের মৃত্যু

যুগান্তর ডেস্ক

ময়মনসিংহের তারাকান্দায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া চার জেলায় সড়কে প্রাণ হারিয়েছেন আরও ৪ জন। তাদের মধ্যে পিরোজপুরের স্বরূপকাঠিতে বৃদ্ধ, সুনামগঞ্জের মদনপুরে কাভার্ডভ্যান চালক, নওগাঁর নিয়ামতপুরে পথচারী এবং সিলেটে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ছেলের পর বাবা মারা গেছেন। এছাড়া সরাইলে বাস খাদে পড়ে ৩০ শ্রমিক আহত হন। রোববার ও সোমবার দুর্ঘটনাগুলো ঘটে। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ-

ফুলপুর (ময়মনসিংহ): বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত লুৎফর রহমান নকলা উপজেলার বানেশ্বরদী গ্রামের ইদ্রিস আলীর ছেলে। ময়মনসিংহ-শেরপুর সড়কের তারাকান্দা উপজেলার কোদাধর বাজারে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এছাড়া গোপালপুর এলাকায় বাস ও পিকআপের সংঘর্ষে অজ্ঞাত চালক প্রাণ হারিয়েছেন।

স্বরূপকাঠি (পিরোজপুর): দ্রুত গতির গাড়ির (ব্যাটারিচালিত বৌগাড়ি) ধাক্কায় নিহত রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আব্দুল মান্নান হাওলাদার কুনিয়ারি গ্রামের মৃত আসমান আলী হাওলাদারের ছেলে। স্বরূপকাঠি-বরিশাল মহাসড়কের নিজ বাড়ির সামনে তিনি নিহত হন।

সুনামগঞ্জ : কাভার্ডভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিহত জাবেদ মিয়া নোয়াখালী জেলা সদরের বাসিন্দা। সুনামগঞ্জ-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের মদনপুর এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নিয়ামতপুর (নওগাঁ) : সড়ক সংস্কার কাজের পানির গাড়ির নিচে চাপা পড়ে নিহত আলতাব আলী কবিরাজ নিামতপুর উপজেলার বদলপুর গ্রামের মৃত জোহর আলী কবিরাজের ছেলে। নিয়ামতপুরের বালাতৈড় ফুটবল মাঠ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সিলেট: সিলেটে ৫ দিনের ব্যবধানে সড়ক দুর্ঘটনায় বাবা-ছেলের মৃত্যু হয়েছে। ১৬ জুলাই দক্ষিণ সুরমার লালাবাজার এলাকার সাত মাইলে দুর্ঘটনায় নিহত হন শ্রমজীবী রুহিন। এ ঘটনায় আহত তার বাবা গেদা মিয়া রোববার সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া: ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে যাত্রীবাস ট্রাককে ওভারটেক করতে গিয়ে খাদে পড়ে ওই বাসে থাকা ৩০ শ্রমিক আহত হয়েছেন। সোমবার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সরাইল উপজেলার কুট্টাপাড়া মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, জুলাই ২২, ২০২৫

সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজনের প্রাণহানি, আহত ৩০

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

ময়মনসিংহ, সুনামগঞ্জ ও পিরোজপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজনের প্রাণহানি হয়েছে। এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রাককে ওভারটেক করতে গিয়ে শ্রমিকবাহী বাস খাদে পড়ে ৩০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, ময়মনসিংহের তারাকান্দায় বাস ও পিকআপের সংঘর্ষে পিকআপচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরো একজন। গতকাল সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার গোপালপুর বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তবে হতাহতদের পরিচয় জানা যায়নি। তারাকান্দা থানার ওসি মোহাম্মদ টিপু সুলতান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে ট্রাককে ওভারটেক করতে গিয়ে শ্রমিকবাহী একটি বাস খাদে পড়ে যায়। এতে বাসে থাকা ৩০ শ্রমিক আহত হয়েছেন

অন্যদিকে সুনামগঞ্জের মদনপুরে একটি কাভার্ড ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম মাদ্রাসার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত চালক জাবেদ মিয়া নোয়াখালী সদর উপজেলার বাসিন্দা বলে নিশ্চিত করেছেন পুলিশ।

জয়কলস হাইওয়ে থানার ওসি সুমন কুমার চৌধুরী জানান, বৃষ্টিপাতের কারণে মদনপুর এলাকায় সড়ক পিচ্ছিল হয়ে যায়। পিচ্ছিল সড়কে সুনামগঞ্জগামী একটি পণ্যবোঝাই কাভার্ড ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এ সময় ঘটনাস্থলেই চালক জাবেদ মিয়া মারা যান।

এছাড়া পিরোজপুরের নেছারাবাদে গাড়ির ধাক্কায় আব্দুল মান্নান (৬৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। দুপুরে উপজেলার কুনিয়ারী সড়কের সংগীতকাঠি এলাকায় এ দুর্ঘটনা হয়। নিহত আব্দুল মান্নান উপজেলা সদর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের কুনিয়ারী গ্রামের মো. আসমান আলী হাওলাদারের ছেলে। নেছারাবাদ থানার ওসি মো. বনি আমিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে ট্রাককে ওভারটেক করতে গিয়ে শ্রমিকবাহী একটি বাস খাদে পড়ে যায়। এতে বাসে থাকা ৩০ শ্রমিক আহত হয়েছেন। সকালে উপজেলার কুট্টাপাড়া মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের বেশির ভাগই নারী। তাদের উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক মো. সজীব মিয়া জানান, খবর পেয়ে হাইওয়ে থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি উদ্ধারে কাজ চলছে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৪ জুলাই ২০২৫
৯ শ্রাবণ ১৪৩২

দুই শিক্ষার্থীসহ সড়কে ঝরল ১২ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় বুধবার ও আগের দিন ১২ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে রাজধানীতে মোটরসাইকেলচালক, দিনাজপুরে আরোহী, নারায়ণগঞ্জে শ্রমিক, ফরিদপুরে শিক্ষার্থী, কক্সবাজারে স্কুলছাত্র, চট্টগ্রামে ট্রাকচালকসহ দুজন, হবিগঞ্জে বৃদ্ধ এবং নেত্রকোনায় বৃদ্ধা, কুমিল্লায় ব্যবসায়ী, ঝিনাইদহে যুবক ও লক্ষ্মীপুরে অটোযাত্রী রয়েছেন। যশোরে বাসচাপায় গুরুতর আহত হয়েছে স্কুলছাত্রী। এ ঘটনার পরপরই বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা বাস ভাঙচুর করে এবং যশোর-মাগুরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। ব্যুরো,

মীরসরাই ও সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) : মীরসরাইয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে অপর ট্রাকের ধাক্কায় চালক জামান হোসেনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চলমান সিএনজি ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এসময় কয়েক কিলোমিটারজুড়ে যানজটের সৃষ্টি হয়। এদিকে গাড়ির ধাক্কায় মোটরসাইকেল চালক জসিম উদ্দিন নিহত হয়েছেন। বুধবার ভাটিয়ারী ইউনিয়নের বিএমএ গেইট এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জসিম সীতাকুণ্ড পৌরসভা ৬ নং ওয়ার্ডের আমিনুর রহমানের ছেলে।

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) : সোনারগাঁয়ে রাস্তা পারের সময় ট্রাক চাপায় শ্রমিক মহিদুল শেখ নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে মৈনপুর-ভুলতা গাউছিয়ার এশিয়ান হাইওয়ের বস্তল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মহিদুল নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার লাহোরিয়া এলাকার বক্তার শেখের ছেলে।

বণিক বার্তা
সোমবার, জুলাই ২১, ২০২৫

শ্রমিকের মৃত্যু

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সংরক্ষিত এলাকা ভোলাগঞ্জ রোপওয়ে (বাংকার) থেকে পাথর তুলতে গিয়ে বালিচাপায় হাবিবুর রহমান (৩৫) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি উপজেলার আহমদাবাদ কালিবাড়ী গ্রামের আসাদ মিয়ার ছেলে। শনিবার রাত ৮টায় ভোলাগঞ্জ রোপওয়ে (বাংকার)-এ এ ঘটনা ঘটে। তবে বিষয়টি প্রকাশ পায় গতকাল দুপুরে।
বণিক বার্তা প্রতিনিধি, সিলেট

সমকাল
বুধবার। ২৩ জুলাই ২০২৫

সেপটিক ট্যাঙ্কের বিষক্রিয়ায় দুই নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু

■ **মাদারগঞ্জ** (জামালপুর) **প্রতিনিধি**

মাদারগঞ্জে মসজিদের সেপটিক ট্যাঙ্কের বিষক্রিয়ায় দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৪টার দিকে গুনারীতলা ইউনিয়নের জাঙ্গালিয়া কালুর মোড়সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী মোশারফ হোসেন ওই এলাকার সুরুজ্জ মণ্ডলের ছেলে ও জদু মণ্ডল একই এলাকার মৃত জোনাব মণ্ডলের ছেলে। সম্পর্কে তারা চাচা-ভাতিজা। তারা পেশায় নির্মাণশ্রমিক।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মোশারফ হোসেন ও জদু মণ্ডল নিজ এলাকার একটি মসজিদের সেপটিক ট্যাঙ্কের ছাদ ঢালাইয়ের কাজ করেন। সেই ট্যাঙ্কের সেন্টারিং খুলতে বিকেলের দিকে মোশারফ ও জদু মণ্ডল ট্যাঙ্কের ভেতরে নামলে বিষাক্ত গ্যাসে অজ্ঞান হয়ে যান। এ সময় জদু মণ্ডলকে উদ্ধার করতে মোশারফ হোসেন ট্যাঙ্কের ভেতরে নামলে তিনিও অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। বিষয়টি টের পেয়ে আশপাশের লোকজন ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল তাদের অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে। তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মাদারগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ রইছ উদ্দিন। তিনি জানান, সেপটিক ট্যাঙ্কে কাজ করতে গিয়ে দুজন নির্মাণশ্রমিক অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিলেন। খবর পেয়ে তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে পাঠানো হলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

হাসপাতালের দায়িত্বরত স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সালেহ মাহাদী বলেন, মোশারফ হোসেন ও জদু মণ্ডল নামে দুজনকে হাসপাতালে আনার আগেই মৃত্যু হয়েছে।

তবে মাদারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল্লাহ সাইফের ভাষ্য, এ বিষয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কালের কণ্ঠ
শনিবার। ১৯ জুলাই ২০২৫

ভবন থেকে পড়ে তিন শ্রমিকের মৃত্যু

চট্টগ্রাম অফিস ▷

চট্টগ্রাম নগরের কোতোয়ালি এলাকার একটি নির্মীয়মাণ বহুতল ভবনের ৯ তলা থেকে পড়ে তিন নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে তাঁরা ১১ তলা ভবনটি থেকে নিচে পড়ে যান। নিহত শ্রমিকরা হলেন ফখরুল ইসলাম (২৬), মো. রাশেদ (২৪) ও মোহাম্মদ হাসান (১৮) প্রত্যক্ষদর্শী নির্মাণ শ্রমিক মো. রাসেল জানান, কোতোয়ালি থানাধীন রঙ্গম কনভেনশন হল ভবনটি ১১ তলার। ওই তিনজন ৯ তলায় কাজ করছিলেন। হঠাৎ তিনজনই একসঙ্গে নিচে পড়ে যান। কোতোয়ালি থানার উপপরিদর্শক শেখ তারিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, তিন শ্রমিকের মরদেহ চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্বজনদের খবর দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি কিভাবে ঘটেছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

শুক্রবার
২৫ জুলাই ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

পত্নীতলায় বজ্রপাতে কৃষক নিহত আহত ২

■ **নওগাঁ প্রতিনিধি**

নওগাঁর পত্নীতলায় বজ্রপাতে কৃষক স্বাধীন ইসলাম (২৫) নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরো দুই জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার পাটিচরা ইউনিয়নের পশ্চিম পাটিচরা মাঠে। মৃত স্বাধীন একই পাটিচরা ইউনিয়নের পশ্চিম পাটিচরা গ্রামের রহমান সোনারের ছেলে।

পাটিচরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সবেদুল ইসলাম রনি জানান, স্বাধীন সকাল থেকে পাওয়ার টিলার (ট্রাক্টর) চালিয়ে জমিতে হাল চাষ করছিলেন। হঠাৎ বেলা ১১টার দিকে বৃষ্টি শুরু হলে ট্রাক্টর রেখে পাশের একটি অগভীর নলকূপের ঘরের বারান্দায় আশ্রয় নেন। ঐ সময় বজ্রপাতের ঘটনা হলে ঘটনাস্থলেই স্বাধীন নিহত হন। আর তার সঙ্গে থাকা আরো একজন পুরুষ ও একজন ধান চাষের নারী শ্রমিক আহত হন।

নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করে পত্নীতলায় থানার ওসি শাহ মো. এনায়েতুর রহমান বলেন, পরিবারের লোকজনের কোনো অভিযোগ নেই। নিহতের মরদেহ নিয়ে গেছেন আত্মীয়স্বজনরা।

বারহাট্টায় বজ্রপাতে এক শিশুর মৃত্যু

বারহাট্টা (নেত্রকোনা) সংবাদদাতা জানান, নেত্রকোনার বারহাট্টায় বজ্রপাতে ইসহাক (১২) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার উপজেলার আসমা ইউনিয়নের গাভারকান্দা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ইসহাক ঐ গ্রামের ফজু রহমানের ছেলে। সে গাভারকান্দা হাফিজিয়া মাদ্রাসার ছাত্র। নিহতের পারিবারিক সূত্র জানায়, ঘটনার সময় ইসহাক বাড়ির সামনের জমি থেকে কচুর লতি সংগ্রহ করতে ছিল। এ সময় হালকা বৃষ্টি শুরু হয়। পরে বজ্রপাতে ঘটনা স্থলেই তার মৃত্যু ঘটে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
১০ শ্রাবণ ১৪৩২, ২৫ জুলাই ২০২৫

বিভিন্ন স্থানে সড়কে ঝরল আট প্রাণ

আহত ৯

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আট জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনাগুলোতে আহত হয়েছে ৯ জন। গতকাল বৃহস্পতিবার ও বুধবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

শিবচর (মাদারীপুর) সংবাদদাতা : পদ্মা সেতুর ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের শিবচরে বাস, কাভার্ড ভ্যান ও মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন ফরিদপুরের সালথা উপজেলার মাসুদ বিশ্বাস (৫৫) ও ফিরোজা বেগম (২৮)। তারা মাইক্রোবাসে করে ঢাকায় যাচ্ছিলেন বলে হাইওয়ে পুলিশ জানিয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে দুই জন। তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোরে পদ্মা রেল স্টেশন সংলগ্ন এক্সপ্রেসওয়ের কুতুবপুর সীমানা নামক স্থানে ঢাকাগামী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়দের বরাত দিয়ে শিবচর হাইওয়ে থানার এসআই মো. সালাম বলেন, ভোরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই জনের লাশ উদ্ধার করে। এ সময় আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। শিবচর হাইওয়ে থানার ওসি জহিরুল ইসলাম বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি শিবচর হাইওয়ে থানায় রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শান্তিগঞ্জ (সুনামগঞ্জ) সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জ-দিরাই আঞ্চলিক মহাসড়কের শান্তিগঞ্জ উপজেলার জয়কলস ইউনিয়নের গাগলী এলাকায় লেগুনা ও সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে সিএনজি চালক ও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে আরো ছয় জন আহত হয়ে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। সিএনজি চালক প্রদ্যুৎ চক্রবর্তী (৩৫) এবং হুমায়রা (চার মাস)। শান্তিগঞ্জ থানার ওসি আকরাম আলী বলেন, খবর পেয়ে দ্রুত পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘটনাস্থলেই এক জন নিহত হয় এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর এক শিশু মারা যায়। এছাড়া ছয় জন আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন। যান দুটি জব্দ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কাশিয়ানী (গোপালগঞ্জ) সংবাদদাতা : কাশিয়ানীতে ট্রাক খাদে পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম জামাল মোল্যা (৩২)। সে ঐ ট্রাকের চালক। বৃহস্পতিবার ভোররাতে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের উপজেলার ফুকরা বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জামাল মোল্যা বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট থানার কুলিয়া গ্রামের মৃত শাহাদত হোসেনের ছেলে। ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে থানার এসআই মো. রুমান মোল্যা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পলাশবাড়ী (গাইবান্ধা) সংবাদদাতা : পলাশবাড়ীতে ট্রাকচাপায় এক কাঁঠাল ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোররাতে স্থানীয় হোটেল থেকে বের হয়ে অন্য কাঁঠাল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রাস্তা পারাপারের সময় ট্রাকচাপায় ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। নিহত কাঁঠাল ব্যবসায়ী শাহ আলম (৬০)। তিনি লক্ষ্মীপুর জেলার কমলনগর উপজেলার বাসিন্দা। গোবিন্দগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি মোজাফ্ফর হোসেন সড়ক দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ও উল্লাপাড়া সংবাদদাতা : সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ট্যাংকলরি উলটে ব্রিজ থেকে পড়ে চালকের মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার বিকালে বগুড়া-নগড়বাড়ি মহাসড়কের উপজেলার জঙ্গলিপুর জোড়া ব্রিজের ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় হেলপার গুরুতর আহত হয়েছেন। হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ওসি আব্দুর রউফ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ইসলামপুর (জামালপুর) সংবাদদাতা : ইসলামপুরে ডটভটি ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম রাফি (২০)। গত বুধবার বিকালে জামালপুর-দেওয়ানগঞ্জ বাইপাস সড়কের ইসলামপুর পৌরসভার পাথরঘাটা পাটনিপাড়া ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাফি মিয়া জামালপুর সদরের মেষ্টা ইউনিয়নের হাজীপুর কালী নাওপাড়া গ্রামের শাহীন মিয়ার ছেলে। ইসলামপুর থানার ওসি আ স ম আতিকুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ২৩ জুলাই ২০২৫

বজ্রপাতে তিনজনের মৃত্যু

প্রতিদিন ডেস্ক

বরিশাল, কিশোরগঞ্জ ও হবিগঞ্জে গতকাল বজ্রপাতে তিনজন নিহত হয়েছেন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

বরিশাল : গৌরনদীতে জমিতে হালচাষের সময় বজ্রপাতে ট্রাক্টরচালকের মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার বাথী গ্রামে গতকাল দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। নিহত জুয়েল হাওলাদার (২৫) ওই গ্রামের আবদুল মজিদের ছেলে। প্রতিবেশী অপু জানান, দুপুরে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়। এ সময় জুয়েল নিজের ট্রাক্টর দিয়ে অন্যের জমি

চাষ করছিলেন। আকস্মিক বজ্রপাতে তিনি ট্রাক্টর থেকে ছিটকে পড়ে যান। জুয়েলকে অচেতন অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে উপজেলা হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কিশোরগঞ্জ : ইটনায় মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে প্রাণ গেছে সিরাজুল ইসলাম (৫০) নামে এক জেলের। উপজেলার বড় হাতকবিলা আছানতপুর গ্রামের বলাকান্দির হাওরে গতকাল ঘটনাটি ঘটে। সিরাজুল একই এলাকার নবী হোসেনের ছেলে। কৃষিকাজের পাশাপাশি মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতেন তিনি।

হবিগঞ্জ : শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার চানপুর গ্রামে গতকাল সকালে বজ্রপাতে রেজাউল হক (১২) নামে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। রেজাউল ওই গ্রামের আমিনুর রহমানের ছেলে। শায়েস্তাগঞ্জ থানার ওসি দিলীপকান্ত নাথ জানান, রেজাউল বজ্রাঘাতে মারা গেছেন।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ১১ শ্রাবণ ১৪৩২
Dhaka : Saturday 26 July 2025

পটিয়ায় বজ্রপাতে দিনমজুরের মৃত্যু

প্রতিনিধি, পটিয়া (চট্টগ্রাম)

পটিয়ায় উপজেলায় বজ্রপাতে মো. জানে আলম (৩৫) নামের এক দিন মজুরের মৃত্যু হয়েছে। সে পটিয়া উপজেলার জিরি ইউনিয়নের কোটারপাড়ার মৃত মুহাম্মদ আবু সৈয়দের পুত্র। গত বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। সে পেশায় বাঁশ দিয়ে বেড়া তৈরি কাজের শ্রমিক হিসেবে দিনমজুরি কাজ করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন স্থানীয় ইউপি সদস্য মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে বাড়ির অদূরে একটি মাঠে বেড়া তৈরির কাজ করছিলেন জানে আলম। এসময় হালকা হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল। হঠাৎ বিকট শব্দে বজ্রপাত হয়। এতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জানে আলম। পরে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

পটিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, বিকেলে জানে আলম নামের এক যুবকের হাসাপাতালে হয়। তাকে হাসপাতালে আনার পূর্বে তার মৃত্যু হয় বলে তিনি জানান।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ২২ জুলাই ২০২৫,

ছাদ থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

ফেনী প্রতিনিধি

ফেনীতে নির্মাণাধীন ১০ তলা ভবন থেকে পড়ে হান্নান হোসেন (২৫) নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে ফেনী শহরের শহীদ শহীদুল্লা কায়সার সড়কের একটি ভবনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হান্নান নোয়াখালীর চর জব্বর উপজেলার উত্তর সুবর্ণচর গ্রামের বেলাল হোসেনের ছেলে। সোমবার সকাল ৯টার দিকে হান্নান দশম তলায় ছাদের সাটারিং খোলার সময় অসতর্কতাবশত হঠাৎ নিচে পড়ে যান।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ২৭ জুলাই ২০২৫

সড়কে শিক্ষার্থীসহ আট প্রাণহানি

প্রতিদিন ডেস্ক

লক্ষ্মীপুরে গতকাল বাসচাপায় এক মাদরাসাছাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এ ছাড়া গোপালগঞ্জ, ব্রাহ্মণবড়িয়া, নাটোর, নওগাঁ, হবিগঞ্জ, রাজবাড়ী ও গাজীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় এক ইউপি সদস্যসহ আরও সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে শনিবার বিকাল পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। প্রতিনিধিদের খবর– **লক্ষ্মীপুর :** রায়পুরে রাস্তা পারাপারের সময় বাসচাপায় মরিয়ম আক্তার (১৪) নামে এক মাদরাসাছাত্রী নিহত এবং দুজন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে ও টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করে রাখেন। গতকাল বিকালে উপজেলার সোনাপুর এলাকায় লক্ষ্মীপুর-রায়পুর সড়কে এ ঘটনা ঘটে। এতে ওই রুটে সব যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। নিহত মরিয়ম সদর উপজেলার দালাল বাজার ইউনিয়নের ইসমাইল হোসেনের মেয়ে। সে রায়পুরের রাখালিয়া দারুল উলুম মহিলা মাদরাসার সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ছিল।

গোপালগঞ্জ : কোটালীপাড়ায় বাসের ধাক্কায় ভ্যানগাড়িতে থাকা মান্নান হাওলাদার মনু (৫৫) নামে সাবেক এক ইউপি সদস্য নিহত হয়েছেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার মাঝবাড়ি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। **নাটোর :** নাটোর-পাবনা মহাসড়কের কয়েন কবরস্থান এলাকায় গতকাল প্রাইভেট কার চাপায় হাসান আলী (৫৫) নামে এক ভ্যানচালক মারা গেছেন। **নওগাঁ :** মান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা বালুবোঝাই ট্রাককে পাথরবোঝাই ট্রাক ধাক্কা দিলে এক হেলপার নিহত ও চালক আহত হয়েছেন। **হবিগঞ্জ :** মাধবপুরে গতকাল পিকআপের ধাক্কায় এনায়েতুর রহমান (৩১) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। **রাজবাড়ী :** পাংশায় গতকাল দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে সাদ বিশ্বাস (৩৯) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। **টঙ্গী (গাজীপুর) :** টঙ্গীতে গতকাল বাসের ধাক্কায় শাহিন নামে এক অটোরিকশা চালকের মৃত্যু হয়েছে। **ব্রাহ্মণবাড়িয়া :** সড়ক দুর্ঘটনায় পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কোব্বাত হোসেন মারা গেছেন।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৯ শ্রাবণ ১৪৩২
Dhaka : Thursday 24 July 2025

গভীর সাগরে ভাসমান ট্রলারসহ ১৮ জেলে উদ্ধার

চার দিন গভীর সাগরে ভেসে থাকা ট্রলারের ১৮ জেলেকে নিরাপদে উপকূলে ফিরিয়ে এনেছে নৌবাহিনী -সংবাদ

উদ্ধার হওয়া ১৮ জেলের সবাই সুস্থ আছেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, কক্সবাজার

কক্সবাজারের মহেশখালীর অদূরে গভীর সাগরে ইঞ্জিন বিকল হয়ে চার দিন ভেসে থাকা 'হবিবা' নামের একটি মাছ ধরার ট্রলার ও তাতে থাকা ১৮ জেলেকে উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

গতকাল বিকেলে নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত মঙ্গলবার রাতে নিয়মিত টহলকালে নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ 'শহীদ ফরিদ' মহেশখালী দ্বীপ থেকে প্রায় ২৫ মাইল পশ্চিমে ভাসমান অবস্থায় ট্রলারটি দেখতে পায়। এ সময় জেলেরা বিপদ সংকেত প্রদর্শন করলে জাহাজটি তাদের কাছে পৌঁছে যায়।

জেলেরা নৌ সদস্যদের জানান, ট্রলারের ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় চার দিন ধরে তারা গভীর সাগরে ভাসমান ছিলেন। এ সময় তাদের খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানিও শেষ হয়ে যায়। নৌ সদস্যরা তাৎক্ষণিকভাবে জেলেদের খাবার, পানি সরবরাহ ও জরুরি চিকিৎসা দেন। পরে ট্রলারসহ ১৮ জেলেকে নিরাপদে কুতুবদিয়া উপকূলে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে সবাই সুস্থ আছেন।

উদ্ধার হওয়া জেলেরা জানান, ভোলা জেলার মনপুরা এলাকা থেকে এক সপ্তাহ আগে মাছ শিকারের উদ্দেশে তারা সাগরে গিয়েছিলেন। তারা জীবন বাঁচানোয় এবং পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়ায় নৌবাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, দেশের সমুদ্রসীমার নিরাপত্তা, ব্লু-ইকোনমি সংরক্ষণ, চোরাচালান প্রতিরোধ এবং জেলেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নৌবাহিনী নিয়মিত টহল পরিচালনা করছে, যা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

বণিক বার্তা
শুক্রবার, জুলাই ২৫, ২০২৫

বজ্রপাতে মৃত্যু

নওগাঁর পত্নীতলায় জমিতে হালচাষ করতে গিয়ে বজ্রপাতে স্বাধীন হোসেন (২৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় এক কৃষাণীসহ আহত হয়েছেন আরো দুজন। গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার পাটিচড়া ইউনিয়নের পূর্ব পাখিচড়া গ্রামের মাঠে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত স্বাধীন হোসেন উপজেলার ডোহানগর গ্রামের আব্দুর রহমান সোনারের ছেলে। আহতরা হলেন একই গ্রামের বাবুলাল মুর্মু (৫৬) ও ফুলমনি (৫০)।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, নওগাঁ

সময়ের আলো
শনিবার। ২৬ জুলাই ২০২৫।

লোহা গলানোর সময় ভাট্টি বিস্ফোরণ দগ্ধ ৩ শ্রমিক

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে একটি স্টিল কারখানায় লোহা গলানোর সময় ভাট্টি বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়েছেন তিন শ্রমিক। শুক্রবার ভোর ৫টার দিকে উপজেলার ভুলতা ইউনিয়নে অবস্থিত বিক্রমপুর স্টিল লিমিটেডে এ ঘটনা ঘটে। দগ্ধদের ঢাকা মেডিকেলের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে। তারা হলেন–বেল্লাল (৩৫), রোমান (৩০) ও রাব্বানী (৩৫)। জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান জানান, 'দগ্ধ তিনজনকে ভোরের দিকে হাসপাতালে আনা হয়। এদের মধ্যে বেল্লাল হোসেনের শরীরের ২০ শতাংশ, রোমানের ৩৬ শতাংশ এবং রাব্বানীর ১৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। বর্তমানে তাদের জরুরি-বিভাগে চিকিৎসা চলছে।' বিক্রমপুর স্টিল লিমিটেডের কর্মকর্তা আরিফ খান জানান, 'ভোরে লোহা গলানোর সময় হঠাৎ ভাট্টির লিকেজ হয়ে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে আমাদের তিনজন শ্রমিক দগ্ধ হন। দ্রুত তাদের উদ্ধার করে বার্ন ইউনিটে পাঠানো হয়।'

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ২৬ জুলাই ২০২৫,

রূপগঞ্জে স্টিল মিলে বিস্ফোরণে ৩ শ্রমিক দগ্ধ

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে একটি স্টিল মিলে লোহা গলানোর সময় ভাট্টি বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়েছেন তিন শ্রমিক। গতকাল শুক্রবার ভোর ৫টার দিকে উপজেলার ভুলতা ইউনিয়নের অবস্থিত বিক্রমপুর স্টিল লিমিটেডে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দগ্ধদের ঢাকা মেডিকেলের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে। আহতরা হলেন বেল্লাল (৩৫), রোমান (৩০) ও রাব্বানী (৩৫)। জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান জানান, দগ্ধ তিনজনের মধ্যে বেল্লাল হোসেনের শরীরের ২০ শতাংশ, রোমানের ৩৬ শতাংশ এবং রাব্বানীর ১৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। বর্তমানে তাদের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা চলছে।

বিক্রমপুর স্টিল লিমিটেডের কর্মকর্তা আরিফ খান জানান, ভোরে লোহা গলানোর সময় হঠাৎ ভাট্টির লিকেজ হয়ে বিস্ফোরণ ঘটলে তিনজন শ্রমিক দগ্ধ হন। দ্রুত তাদের উদ্ধার করে বার্ন ইউনিটে পাঠানো হয়।

রূপগঞ্জ থানার ওসি তরিকুল ইসলাম বলেন, প্রতিষ্ঠানটির অবহেলা আছে কি না, সে বিষয়ে এখনো স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। তবে স্থানীয়দের দাবি, পুরনো যন্ত্রপাতি ও অপ্রশিক্ষিত শ্রমিক ব্যবহারের কারণে এমন দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে।

শুক্রবার, জুলাই ২৫, ২০২৫ ■ শ্রাবণ ১০, ১৪৩২ বণিক বার্তা

ফরিদপুরে তিনজনসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১০

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

ফরিদপুর সদর উপজেলায় দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ২৫ জন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় মাদারীপুর ও সুনামগঞ্জে চারজন এবং রাজধানীর কাকলি, গোপালগঞ্জ ও চট্টগ্রামে আরো তিনজনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

ফরিদপুর : যাত্রীবাহী দুটি বাসের সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ২৫ জন। গতকাল সকাল ১০টায় ফরিদপুর সদর উপজেলার কানাইপুর ইউনিয়নের কোষা গোপালপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

করিমপুর হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপালপুর এলাকায় আবুল হোসেন ফিলিং স্টেশনের কাছে চুয়াডাঙ্গা থেকে ঢাকাগামী রয়েল এক্সপ্রেসের একটি বাস ও ফরিদপুর থেকে মাগুরাগামী রিক এন্টারপ্রাইজের বাসের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে রিক এন্টারপ্রাইজের বাসের তিন যাত্রী নিহত হন। তাদের মধ্যে বাসচালকও রয়েছেন। এছাড়া দুটি বাসের অন্তত ২৫ জন আহত হন। তাদের উদ্ধার করে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

নিহতরা হলেন বাসচালক আজিজুল হক (৬২)। তার বাড়ি গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার ভাটিকামারি গ্রামে। অন্য দুজন ফরিদপুর শহরের উত্তর টেপাখোলা এলাকার আব্দুল মান্নান মোল্লা (৭৫) ও মধুখালী উপজেলার আড়পাড়া ইউনিয়নের গড়িয়াদহ এলাকার মিনতি রানী বিশ্বাস (৪২)।

মাদারীপুর : জেলার শিবচরে বাসের ধাক্কায় একটি মাইক্রোবাসের দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো দুজন। গতকাল সকালে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের ঢাকামুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন ফরিদপুরের সালথা উপজেলার রামকান্তপুর এলাকার মাসুদ বিশ্বাস (৫৫) ও তার পুত্রবধূ ফিরোজা বেগম (২৮)। তারা মাইক্রোবাসে ঢাকায় যাচ্ছিলেন।

শিবচর হাইওয়ে থানার ওসি জহিরুল ইসলাম জানান, আহত দুজনের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তাদের তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। মরদেহ ও দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহনগুলো শিবচর হাইওয়ে থানায় রয়েছে।

সুনামগঞ্জ : জেলার শান্তিগঞ্জে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও লেগুনার মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশুসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ছয়জন। গতকাল দুপুরে উপজেলার জয়কলস ইউনিয়নের পাগলী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন দোয়ারাবাজার উপজেলার ঢুলপশী গ্রামের প্রতুল রঞ্জন চক্রবর্তীর ছেলে ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক প্রদ্যুৎ চক্রবর্তী (৩৫) এবং দিরাই উপজেলার কাদিরপুর ধল গ্রামের হাসান আলীর মেয়ে হুমায়রা (চার মাস)।

শান্তিগঞ্জ থানার ওসি আকরাম আলী জানান, ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হন। হাসপাতালে নেয়ার পর একটি শিশু মারা যায়। এছাড়া আহত ছয়জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গাড়ি দুটি জব্দ করা হয়েছে।

ঢাকা : রাজধানীর কাকলি ফুটওভার ব্রিজের নিচে গাড়ির ধাক্কায় মো. আজিজুর রহমান (৩৭) নামে এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল বেলা সাড়ে ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আজিজুর রহমান ভাড়ায় মোটরসাইকেল চালাতেন। গুরুতর আহত অবস্থায় পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের পকেটে থাকা জাতীয় পরিচয়পত্র ও ড্রাইভিং লাইসেন্স থেকে জানা যায়, আজিজুরের বাড়ি মানিকগঞ্জের শিবালয় থানার ঠাকুরকান্দি গ্রামে। তিনি ওই এলাকার মৃত মতিউর রহমানের ছেলে। রাজধানীর মিরপুরে বসবাস করতেন তিনি।

গোপালগঞ্জ : জেলার কাশিয়ানীতে ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে চালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন চালকের সহকারী। গতকাল ভোরে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ফুকরা বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ট্রাকচালক জামাল মোল্লা (৩২) বাগেরহাটের মোল্লাহাট থানার কুলিয়া গ্রামের মৃত শাহাদত হোসেনের ছেলে। আহত আনিস গোপালগঞ্জ সদরের ডুমরাসুর গ্রামের বাসিন্দা।

চট্টগ্রাম : হাটহাজারীতে নিয়ন্ত্রণ হারানো একটি টেম্পোর নিচে চাপা পড়ে লিটন বড়ুয়া (৩০) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার ধলই ইউনিয়নের এনায়েতপুর কালীবাড়ী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত লিটন উপজেলার শিলক ইউনিয়নে শিমুল বড়ুয়ার ছেলে।

প্রথম আলো • রোববার, ২৭ জুলাই ২০২৫,

নারায়ণগঞ্জ

সিমেন্টের বস্তায় চাপা পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ট্রলারে সিমেন্ট লোড করার সময় অসাবধানতাবশত ডলফিন বেল ছিঁড়ে সিমেন্টের বস্তায় চাপা পড়ে মো. রাকিব (২০) নামের আনলোড শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার বেলা ১১টায় উপজেলার মাহামুদনগরে শীতলক্ষ্যা নদী পাড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাকিব বরগুনার আমতলী থানার পাতাকাটা এলাকার শাহজাহান মল্লিক মিয়ার ছেলে। শ্রমিক রাকিবের চাচা জানান, হাসনাবাদ ট্রেডার্স নামের একটি প্রতিষ্ঠানের সিমেন্ট নেওয়ার জন্য রওজা মদিনা নামের একটি ট্রলার বন্দর উপজেলার মাহমুদনগর এলাকায় অবস্থিত ইনসি সিমেন্ট কোম্পানিতে আসে। এ সময় ট্রলারে সিমেন্ট লোড করার সময় ডলফিন বেল ছিঁড়ে সিমেন্টের বস্তার নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলে রাকিবের মৃত্যু হয়। বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লিয়াকত আলী জানান, রাকিবের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

যুগান্তর
রোববার ২৭ জুলাই ২০২৫
১২ শ্রাবণ ১৪৩২

গুলিস্তানে সড়কে প্রাণ গেল কিশোরের

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর গুলিস্তান এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় বাইসাইকেল আরোহী এক কিশোর নিহত হয়েছেন। তার নাম প্রান্তপাল। তিনি পেশায় ঝালমুড়ি বিক্রেতা। শনিবার রাত ১০টার দিকে গুলিস্তান বঙ্গভবনের মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রান্তপালের বাবা উজ্জল পাল বলেন, রাতে ঝাল মুড়ি বিক্রি করে ছেলে সাইকেল চালিয়ে বাসায় ফিরছিল। পথে দ্রুতগতির অজ্ঞাত ট্রাকের ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পায় প্রান্তপাল। উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন, আমি নিজেও একই সঙ্গে ঝালমুড়ি বিক্রি শেষে আলাদা সাইকেলে যাচ্ছিলাম। আমার পেছনে ছিল প্রান্ত। ওর সাইকেলটি দুর্ঘটনার শিকার হয়। ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, লাশটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।

যুগান্তর
রোববার ২৭ জুলাই ২০২৫
১২ শ্রাবণ ১৪৩২

বন্দরে ক্রেনের তার ছিঁড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বন্দরে ক্রেনের তার ছিঁড়ে রাকিব নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার ২০নং ওয়ার্ড বন্দরের মাহমুদনগর এলাকার ইএনসি সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রাকিব বরগুনার আমতলীর পাতাকাটা গ্রামের শাহজাহানের ছেলে। তিনি ইএনসি সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করতেন বলে জানা গেছে। বন্দর থানার সহকারী পুলিশ পরিদর্শক (এসআই) ফারুক হোসেন জানান, প্রতিদিনের মতো শনিবার কাজে যোগ দেন রাকিব। কাঁচামাল উত্তোলনের সময় দুপুরের দিকে অসাবধানতাবশত ক্রেনের তার ছিঁড়ে আহত হন এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

THE FINANCIAL EXPRESS
July 30, 2025

Van puller dies from electrocution in Bogura

BOGURA, July 29 (UNB): A 36-year-old van puller died from electrocution at Mathurapur village in Dhunat upazila of Bogura district on Tuesday.

The deceased was identified as Zahidul Islam, son of Alimuddin alias Palan Sheikh of the village.

যুগান্তর
রোববার ২৭ জুলাই ২০২৫ ● ১২ শ্রাবণ ১৪৩২

চার যুবকসহ সড়কে ঝরল ৮ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় আটজন নিহত হয়েছেন। শনিবার ও আগের দিন এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে গাজীপুরে অটোচালক, নওগাঁ ও রাজবাড়ীতে দুই যুবক, লক্ষ্মীপুরে মাদ্রাসাছাত্রীসহ দুজন, হবিগঞ্জে মোটরসাইকেলচালক, নাটোরে ভ্যানচালক এবং গোপালগঞ্জে সাবেক ইউপি সদস্য রয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

টঙ্গী শিল্পাঞ্চল (গাজীপুর) : বাসের ধাক্কায় অটোরিকশাচালক যুবক শাহিন মিয়া নিহত হয়েছেন। শনিবার টঙ্গী-কালীগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কের নিমতলীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শাহিন গাজীপুর মহানগরের ৪২নং ওয়ার্ডের নন্দিবাড়ি এলাকার মৃত বদিউল আলম ব্যাপারীর ছেলে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন।

রাজশাহী ও নওগাঁ : মান্দায় দুই ট্রাকের সংঘর্ষে যুবক শ্রাবণ মোল্লা নিহত হয়েছেন। শনিবার উপজেলার ১৪ মাইল এলাকায় নওগাঁ-রাজশাহী আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শ্রাবণ রাজশাহী পবা উপজেলার নিপন মোল্লার ছেলে।

হয়। ফাতেমা দালালবাজার ইউপির মন্দারবাড়ীর প্রবাসী ইসমাইল হোসেনের মেয়ে। শনিবার রায়পুর-লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক সড়কের ওপরে রাখালিয়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া শুক্রবার রায়পুর ও লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক সড়কের রাখালিয়া গ্রামে কাভার্ডভ্যান-অটো সংঘর্ষে যাত্রী সালেহা বেগম প্রাণ হারিয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৪ জন।

মাধবপুর (হবিগঞ্জ) : মাধবপুরে পিকআপের ধাক্কায় মোটরসাইকেলচালক যুবক এনায়েতুর রহমান নিহত হয়েছেন। শনিবার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বেজুড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এনায়েতুর ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার বউলা গ্রামের মতিউর রহমানের ছেলে।

বড়াইগ্রাম (নাটোর) : বড়াইগ্রামে প্রাইভেটকার চাপায় ভ্যানচালক হাসান আলীর মৃত্যু হয়েছে। হাসান উপজেলার জোয়াড়ী ইউনিয়নের কাটাশকোল গ্রামের মৃত আবু বকর সিদ্দিকের ছেলে। শনিবার নাটোর-পাবনা মহাসড়কের কয়েন কবরস্থান এলাকায় এ ... দুপুরে বনপাড়া-হাটিকুমরুল সড়কের ... আরেক মাইক্রোবাসের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ...য়। এতে মাইক্রোবাসচালকসহ দু'জন

যুগান্তর | রোববার ২৭ জুলাই ২০২৫
১২ শ্রাবণ ১৪৩২

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডিতে শনিবার ২ জনসহ মৃত্যু ৩৫

মৃতের সংখ্যা বাড়ছেই বিপন্ন স্বজনরা

শিপন হাবীব

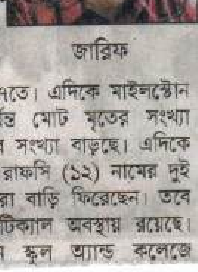
জারিফ

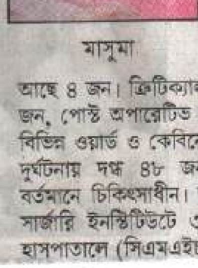
মাসুমা

জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সকালে শিক্ষার্থী জারিফ (১৩) এবং স্টাফ মাসুমা (৩২) মারা যান। দুজনই ছিলেন আইসিইউর লাইফ সাপোর্টে। এ নিয়ে বার্ন ইনস্টিটিউটে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭তে। এদিকে মাইলস্টোন ট্র্যাজেডিতে শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৫। প্রতিদিনই মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। এদিকে শনিবার দুপুরে আয়ান (১২) ও রাফসি (১২) নামের দুই শিশুকে ছুটি দেওয়া হয়েছে, তারা বাড়ি ফিরেছেন। তবে এখনো দগ্ধ ১৯ জন শিশু ক্রিটিক্যাল অবস্থায় রয়েছে। রাজধানীর উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমানবাহিনীর যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় সোমবার বার্ন ইনস্টিটিউটে মোট ৫২ জনকে ভর্তি করা হয়েছিল। যাদের ৭ থেকে ১০০ শতাংশ শরীর পোড়া ছিল।

শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি রয়েছে ৩৬ জন। এর মধ্যে নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে (আইসিইউ) আছে ৪ জন। ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে (এইচডিইউ) ৮ জন, পোস্ট অপারেটিভ ইউনিটে ৮ জন আছেন। বাকিদের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও কেবিনে রাখা হয়েছে। সোমবারের বিমান দুর্ঘটনায় দগ্ধ ৪৮ জন রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসাধীন। তার মধ্যে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ৩৮ জন, ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ)

NEW AGE
MONDAY, JULY 28, 2025

Missing fisherman's body recovered

Bangladesh Sangbad Sangstha · Patuakhali

THE body of a missing fisherman who fell from a trawler in the Tentulia river in Bauphal of Patuakhali was recovered Sunday morning from Kalaiya Khalgora char. The deceased is Imran Sharif, 22, son of Monir Sharif of Char Raisaheb village in Chandradwip union. Imran went missing after falling from a fishing trawler due to storm in Kachua area of the Tentulia river at around 2:00pm on Friday.

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১৩ শ্রাবণ ১৪৩২, ২৮ জুলাই ২০২৫

নন্দীগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

■ নন্দীগ্রাম (বগুড়া) সংবাদদাতা

বগুড়ার নন্দীগ্রামে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় সিএনজি-চালিত অটোরিকশার চালক ও এক নারী নিহত হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছে শিশুসহ আরো তিন জন যাত্রী। গতকাল রবিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বগুড়া-নাটোর মহাসড়কের নন্দীগ্রাম উপজেলার কুন্দারহাট বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন, উপজেলার ভাটগ্রাম ইউনিয়নের কাথম গ্রামে শফিকুল ইসলামের ছেলে সিএনজি চালক আরাফাত হোসেন (২২) ও একই ইউনিয়নের বিশা গ্রামে আলহাজ নজরুল ইসলামের স্ত্রী হাওয়া বেগম (৪৫)। কুন্দারহাট হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক সাজ্জাদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সিএনজি ও কাভার্ড ভ্যান জব্দ করা হয়েছে। তবে কাভার্ড ভ্যানের চালক পলাতক রয়েছে।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ২৯ জুলাই ২০২৫,

সাপের কামড়ে কৃষকের মৃত্যু

রাজবাড়ী প্রতিনিধি

রাজবাড়ীর পাংশায় সাপের কামড়ে আক্কাস আলী (৫০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গত রবিবার রাত ৩টার দিকে উপজেলার কসবামাজাইল ইউনিয়নের বড়খোলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পরিবারের সদস্যরা জানান, রাত আনুমানিক ১১টার দিকে হঠাৎ পায়ে ব্যথা অনুভব করলে আলো জ্বেলে দেখতে পান পা থেকে রক্ত বের হচ্ছে। পরে ধারণা করা হয় তাকে সাপে কেটেছে। পরিবারের লোকজন দ্রুত তাকে স্থানীয়ভাবে আহম্মদ সাপুড়িয়ার কাছে নিয়ে যান। পরে পাংশা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

যুগান্তর | সোমবার ২৮ জুলাই ২০২৫ | ১৩ শ্রাবণ ১৪৩২

নন্দীগ্রামে সড়কে ঝরল দুই প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

বগুড়ার নন্দীগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। সেই সঙ্গে আহত হয়েছেন আরও তিনজন। এছাড়া আরও তিন জেলায় সড়কে প্রাণ হারিয়েছেন তিনজন। তাদের মধ্যে ঢাকার ধামরাইয়ে অজ্ঞাত পরিচয়ের এক তরুণী, ফরিদপুরের নগরকান্দায় এক নারী ও নওগাঁর মান্দায় মোটরসাইকেল চালক রয়েছেন। রোববার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ–

আরও ৩ জেলায় তিনজন নিহত

বগুড়া : কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় নিহতরা হলেন নন্দীগ্রাম উপজেলার কাথম দক্ষিণপাড়া গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক আরাফাত হোসেন ও একই উপজেলার বিশা গ্রামের নজরুল ইসলামের স্ত্রী হাওয়া বেগম। উপজেলার কুন্দারহাট বাজার এলাকায় বগুড়া-নাটোর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ধামরাই (ঢাকা) : ঢাকার ধামরাইয়ে ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার না করে ওয়াল টপকে মহাসড়ক পাড়ি দিতে গিয়ে বাসচাপায় অজ্ঞাত পরিচয়ের এক তরুণী মারা গেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি কোনো পোশাক কারখানার শ্রমিক হতে পারেন। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ধামরাইয়ের জয়পুরা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নগরকান্দা (ফরিদপুর) : নগরকান্দায় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় বাসচাপায় নিহত রুনি বেগম উপজেলার কোদালিয়া গ্রামের আবু শেখের স্ত্রী। উপজেলার কোদালিয়া শহীদ নগর ইউনিয়নের বরাভূমি পানকর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নওগাঁ প্রতিনিধি : মোটরসাইকেল ও অটোরিকশা সংঘর্ষে নিহত নাঈম শেখ রাজশাহীর পবা থানার বর্ষহাটা এলাকার সেহেরদী শেখের ছেলে। উপজেলার ভালাইন ইউনিয়নের লক্ষ্মীরামপুর এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

দৈনিক ইত্তেফাক | ২৯ জুলাই ২০২৫

হাতিয়ায় বাল্কহেডের ধাক্কায় ট্রলার ডুবে নিহত ২

হাতিয়া (নোয়াখালী) সংবাদদাতা

নোয়াখালীর হাতিয়া উপকূলীয় মেঘনায় বালু বোঝাই বাল্কহেডের ধাক্কায় একটি মাছ ধরার ট্রলার ডুবে গেছে। এতে ঐ ট্রলারে থাকা চার জেলের মধ্যে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে অপর দুই জনকে। নিহত জেলেরা হচ্ছেন, মাইনুদ্দিন সাকিব (১৭) এবং আরাফাত উদ্দিন (১৮)। সোমবার ভোরে হাতিয়ার উপজেলার সুখচর ইউনিয়নের পশ্চিমাংশে রামচর বাজার সংলগ্ন মেঘনা নদীতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হাতিয়ার নলচিরা নৌ ফাঁড়ির উপ-পুলিশ পরিদর্শক মো. ফয়সাল উদ্দিন।

তিনি জানান, খবর পেয়ে নৌ-পুলিশ গিয়ে জেলেদের সহায়তায় মাইনুদ্দিন সাকিব নামের এক জনের মরদেহ উদ্ধার করলে ও আরাফাত উদ্দিন নামের আরেক জন জেলে তখন নিখোঁজ রয়ে যায়। পরে ট্রলার ডুবির ১০ ঘণ্টা পর অর্থাৎ সোমবার দুপুরে স্থানীয় লোকজন ঐ জেলের ভাসমান মরদেহ নদী থেকে উদ্ধার করেছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভোররাতে মাছ ধরার জন্য ছোট্ট একটি ট্রলার হাতিয়ার সুখচর ইউনিয়নের মেঘনা মোহনায় অবস্থান করছিল। এ সময় একটি বালুবোঝাই বাল্কহেড মাছের ট্রলারকে ধাক্কা দেয়। এতে ট্রলারটি ডুবে যায়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন | মঙ্গলবার । ২৯ জুলাই ২০২৫

সড়কে পোশাক শ্রমিকসহ ছয়জনের প্রাণহানি

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় নারী পোশাকশ্রমিকসহ ছয়জন নিহত হয়েছেন। রবিবার রাত থেকে গতকাল দুপুর পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর–

বাগেরহাট : মোল্লাহাটে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালক ও পথচারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুরে বাগেরহাট-ঢাকা মহাসড়কের মোল্লাহাট উপজেলার চাঁদেরহাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন পথচারী মোল্লাহাট উপজেলার আগাকেন্দুয়া গ্রামের রাজেশ্বর বৈদ্য (৬৫) ও বরগুনার বামনা উপজেলার সাইদুল ইসলাম (৩০)। গাজীপুর : কোনাবাড়ী থানার দেওয়ালিয়াবাড়ী এলাকায় রবিবার রাতে অজ্ঞাত গাড়ির চাপায় নুরী বেগম (৪১) নামে এক পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বগুড়া : বগুড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে অন্য একটি ট্রাকের ধাক্কায় মনির হোসেন (২৮) নামে এক চালকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন হেলপার লায়ন মিয়া (২৫)। ফেনী : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনীতে একটি মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকে ধাক্কা দিয়েছে। এতে অজ্ঞাত এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। ফরিদপুর : রবিবার রাতে রাজবাড়ী রাস্তার মোড়ে গাড়ির চাপায় আসাদুজ্জামান (৫৫) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন।

সময়ের আলো | বুধবার। ৩০ জুলাই ২০২৫।

ব্রিজের সঙ্গে বাল্কহেডের ধাক্কা

দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর বাউফলে বালুভর্তি বাল্কহেড নিয়ে ব্রিজের নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় ব্রিজের সঙ্গে ধাক্কায় এক শ্রমিকের দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার কাছিপাড়া ইউনিয়নের পাকডাল গ্রামের খানবাড়ী সংলগ্ন খালে ওই ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রমিকের নাম শাকিব (২২)। শাকিব কালাইয়া ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, একটি বাল্কহেডে বালু নিয়ে কাছিপাড়া ইউনিয়নের কারখানা থেকে দেওপাশা যাচ্ছিলেন শ্রমিক শাকিব। খানবাড়ী ব্রিজের নিচ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন শ্রমিকরা। এ সময় শাকিব ওই বাল্কহেডের ওপর বসা ছিলেন। ব্রিজটির উচ্চতা কম হওয়ায় অসাবধানতার কারণে ব্রিজের সঙ্গে বাল্কহেডের ধাক্কা লেগে ঘটনাস্থলেই দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার।

দেশ রূপান্তর | বুধবার, ৩০ জুলাই ২০২৫,

সাগরে ট্রলারডুবি ৬ জেলে নিখোঁজ

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর কুয়াকাটাসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে এফবি সাগরকন্যা নামের একটি মাছধরা ট্রলারডুবির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় সমুদ্রে ৪ দিন ভেসে থাকার পর ৯ জেলেকে উদ্ধার করেছে অন্য দুটি মাছধরা ট্রলার। এখনো নিখোঁজ রয়েছেন আবদুর রশিদ, নজরুল ইসলাম, রফিক, ইদ্রিস, হারুন ও কালাম নামের ছয় জেলে।

গতকাল মঙ্গলবার ভোরে আহত জেলেদের কলাপাড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর আগে গত শুক্রবার সকাল ১০টায় দিকে বঙ্গোপসাগরের শেষ বয়ার ৭৫ কিলোমিটার গভীরে এ ঘটনা ঘটে।

উদ্ধার হওয়া জেলেরা বলেন, গত ২৪ জুলাই সকালে আবদুর রশিদ মাঝি ১৫ জেলেসহ মহিপুর থেকে ওই ট্রলারটি নিয়ে গভীর সাগরে যান। ২৫ জুলাই সকালে শেষ বয়ার ৭৫ কিলোমিটার গভীরে গিয়ে জাল ফেলার পর হঠাৎ ঝড় ও উত্তাল ঢেউয়ের তাণ্ডবে তাদের ট্রলারটি ডুবে যায়।

এ সময় তাদের একজন নিখোঁজ হন। তারা ১৪ জন বাঁশ ও ফ্লুটের সাহায্যে ভাসতে থাকলেও আরও পাঁচজন হারিয়ে যান। পরে তারা ভাসতে ভাসতে শেষ বয়া এলাকায় পৌঁছালে গতকাল রাতে দুটি ট্রলার ওই ৯ জেলেকে উদ্ধার করে।

মহিপুর থানার ওসি মাহমুদ হাসান বলেন, 'এ ঘটনায় গত ২৬ জুলাই ট্রলারমালিক কিশোর হাওলাদার একটি জিডি করেছেন। আমরা নিখোঁজ ছয় জেলের সন্ধানের চেষ্টা চালাচ্ছি।'

সংবাদ | বুধবার ১৫ শ্রাবণ ১৪৩২ | Wednesday 30 July 2025

চালককে পাশে বসিয়ে ট্রাক চালাচ্ছিল হেলপার এবং দুর্ঘটনায় মৃত্যু!

প্রতিনিধি, বড়াইগ্রাম (নাটোর)

বড় ভর্তি ট্রাকটি চালাচ্ছিল হেলপার। পাশের সিটে বসা ছিল চালক। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা আরেকটি রড ভর্তি ট্রাকটিকে পেছন দিক থেকে আঘাত করায় ঘটনাস্থলেই চালকের আসনে থাকা ওই হেলপারের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হয় হেলপারের আসনে থাকা চালক। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কের কাছিকাটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ওই হেলপারের নাম আবু সাঈদ। সে রাজশাহীর কাশিয়াডাঙ্গার উত্তরবালিয়া গ্রামের এনামুল হোসেন ছেলে এবং আহত চালক নাসিম হোসেন একই গ্রামের টিটু আলমের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা রড ভর্তি ট্রাকটি চালাচ্ছিলেন হেলপার আবু সাঈদ। কাছিকাটা টোলপ্লাজার পূর্ব পাশে একটি ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। দ্রুতগতিতে আসা ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে পেছন দিক থেকে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটিকে সজোরে আঘাত করে। এতে ঘটনাস্থলেই আবু সাঈদের মৃত্যু হয় ও চালকের পাশের আসনে থাকা ট্রাকটির মূল চালক নাসিম হোসেন গুরুতর আহত হন। তবে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটিতে কেউ না থাকায় তাতে কেউ হতাহত হয়নি।

বনপাড়া হাইওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ ইসমাইল হোসেন জানান, দুটি ট্রাকই জব্দ করা হয়েছে এবং এ ঘটনায় অন্যান্য প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ২৯ জুলাই ২০২৫

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে সিএনজি চালকের মৃত্যু

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

টঙ্গীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে সাজিদুল ইসলাম মণ্ডল (২৭) নামে এক সিএনজি চালকের মৃত্যু হয়েছে। টঙ্গীর খরতৈল ব্যাংকপাড়ায় সোহেলের গ্যারেজে গতকাল সকালে এ ঘটনা ঘটে। সাজিদুল জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার বুমেলিবাড়ির মধু মিয়ার ছেলে। তিনি ওই এলাকায় বসবাস করে সিএনজি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, রাতভর সিএনজি চালিয়ে সকাল ৭টার দিকে গ্যারেজে গাড়ি জমা দিতে ঢোকেন সাজিদুল। গাড়িতে চার্জ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

যুগান্তর
বুধবার ৩০ জুলাই ২০২৫
১৫ শ্রাবণ ১৪৩২

নারী ও যুবকসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৯

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় নয়জন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার ও আগের দিন এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে ঢাকায় নারী, দিনাজপুরে শিক্ষক, ফরিদপুরে বাসচালক, নাটোরে চালকের সহকারী, ময়মনসিংহ ও রাজশাহীতে দুই যুবক, রাঙামাটিতে শ্রমিক এবং বরিশালে পথচারীসহ দুজন রয়েছেন। ব্যুরো, **স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

ধামরাই (ঢাকা) : ধামরাইয়ে বাস চাপায় মহিলা বেগম নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলার কুল্লা এলাকার মৃত আশরাফ আলীর স্ত্রী। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের কেলিয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

দিনাজপুর : নবাবগঞ্জে ট্রাক চাপায় স্কুলশিক্ষক কামরুজ্জামান লিটন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার বিকালে নবাবগঞ্জ-দাউদপুর সড়কের ব্র্যাক অফিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। লিটন নবাবগঞ্জ উপজেলার হেয়াতপুর গ্রামের গোলাম মোর্তুজার ছেলে ও হেয়াতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

টেকেরহাট (মাদারীপুর) ও ভাঙ্গা (ফরিদপুর) : মুকসুদপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস উলটে চালক রফিকুল সিকদার নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১৫ যাত্রী। সোমবার রাতে উপজেলার বড়ইতলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রফিকুল পটুয়াখালীর দশমনিয়া উপজেলার বেতাগী গ্রামের মানিক সিকদারের ছেলে।

গুরুদাসপুর (নাটোর) : গুরুদাসপুরের কাছিকাটা টোলপ্লাজা এলাকায় দাঁড়ানো ট্রাকে অপর ট্রাকের ধাক্কায় চালকের সহকারী আবু সাঈদের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সাঈদ রাজশাহীর কাশিয়াডাঙ্গা থানার উত্তর বালিয়া গ্রামের বাসিন্দা এবং এনামুল ড্রাইভারের ছেলে।

ভালুকা (ময়মনসিংহ) : ভালুকায় দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে যুবক তায়িব আকন্দ প্রাণ হারিয়েছেন। তায়িব উপজেলার ভরাডোবা ডিমাইলপাড়ার বাবুল আকন্দের ছেলে। উপজেলার গোয়ারী মুক্তির বাজার এলাকায় ভালুকা-গফরগাঁও সড়কে সোমবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বাঘা (রাজশাহী) : বাঘায় বৈদ্যুতিক খুঁটিতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় যুবক সম্রাট আহম্মেদের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার রাতে বাঘা-ঈশ্বরদী মহাসড়কের বাঘা উপজেলার হাবাসপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সম্রাট উপজেলার মনিগ্রাম ইউনিয়নের গৌরাঙ্গপুর গ্রামের উজ্জ্বল মণ্ডলের ছেলে।

রাঙামাটি : লংগদুতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নির্মাণ শ্রমিক খলিলুর রহমান নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার উপজেলার সদরের বাইট্যাপাড়ায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বাবুগঞ্জ (বরিশাল) : বাবুগঞ্জে বাস চাপায় পথচারী আব্দুল বাছের আলী ও মোটরসাইকেল আরোহী হাবিবুল্লাহ নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কের রামপট্টি বালুর মাঠ এলাকায় বাছের এবং সোমবার বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কের কামিনী পাম্প এলাকায় আরোহী হাবিবুল্লাহ দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। দুর্ঘটনায় ছয়জন আহত হয়েছেন।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ১৫ শ্রাবণ ১৪৩২
Dhaka : Wednesday 30 July 2025

সড়ক দুর্ঘটনায় চালক নিহত, আহত ১০

প্রতিনিধি, মুকসুদপুর, (গোপালগঞ্জ)

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার খাদে পড়ে ঘটনাস্থলে বাসের চালক রফিকুল সিকদার নিহত ও ১০ জন যাত্রী আহত হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। গত সোমবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার বরইতলা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত রফিকুল সিকদার পটুয়াখালী জেলার দশমনিয়া উপজেলার বেতাগী গ্রামের মানিক সিকদারের ছেলে।

কালের কণ্ঠ
ব্যাংক ও ট্রেডিং ইকোনমিকস
। বুধবার । ৩০ জুলাই ২০২৫ । ১৫ শ্রাবণ ১৪৩২ । ৪ সফর

সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছে। গত সোমবার এবং গতকাল মঙ্গলবার বিভিন্ন সময়ে দুর্ঘটনাগুলো ঘটে। নিজস্ব প্রতিবেদক এবং প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

বরিশাল : বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কে বাসচাপায় এক পথচারী নিহত হয়েছেন। গতকাল মহাসড়কের বাবুগঞ্জ উপজেলার রামপট্টি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুর রাহিম (৪০) মুন্সীগঞ্জের লৌহজং উপজেলার খৈরা গ্রামের আমির হোসেনের ছেলে।

বিরামপুর (দিনাজপুর) : নবাবগঞ্জে ট্রাকচাপায় কামরুজ্জামান (৪৫) নামের এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকেলে দাউদপুর-নবাবগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কের ব্র্যাক অফিসের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। কামরুজ্জামান হেয়াতপুর এলাকার গোলাম মোর্তুজার ছেলে। তিনি হেয়াতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

গুরুদাসপুর (নাটোর) : বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কের কাছিকাটা টোল প্লাজায় গতকাল ভোরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে অন্য একটি ট্রাক ধাক্কা দিলে এর হেল্পার নিহত হন। নিহত আবু সাঈদ (১৮) রাজশাহীর কাশিয়াডাঙ্গা থানার উত্তর বালিয়া গ্রামের বাসিন্দা এনামুলের ছেলে।

ভালুকা (ময়মনসিংহ) : ভালুকায় দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে মো. তায়িব আকন্দ (২০) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। উপজেলার বিরুনীয়া ইউনিয়নের গোয়ারী মুক্তির বাজার নামক স্থানে ভালুকা-গফরগাঁও সড়কে গত সোমবার রাতে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। তায়িব উপজেলার ভরাডোবা ইউনিয়নের ভরাডোবা ডিমাইলপাড়ার মো. বাবুল আকন্দের ছেলে।

গোপালগঞ্জ : মুকসুদপুরে বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে চালক নিহত হয়েছেন। গত সোমবার রাতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে মুকসুদপুর উপজেলার বরইতলায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রফিক সিকদার (৪৩) পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার বেতাগী গ্রামের মানিক সিকদারের ছেলে।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১ জুলাই ২০২৫,

চুরির অপবাদ দিয়ে কারখানার ভেতর শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা

গাজীপুর

মারধরের একটি ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। একজন গ্রেপ্তার। অনির্দিষ্টকাল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে কারখানাটি।

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

গাজীপুরে চুরির অপবাদ দিয়ে কারখানার ভেতর এক শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গত শনিবার আনুমানিক সকাল পৌনে সাতটার দিকে নগরের কোনাবাড়ী এলাকায় গ্রিনল্যান্ড লিমিটেড নামে একটি পোশাক কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত হৃদয় (১৯) টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলার শুকতার বাইদ গ্রামের আবুল কালামের ছেলে। তিনি কারখানাটিতে মেকানিক্যাল মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতেন।

হৃদয়কে মারধরের ১ মিনিট ১৬ সেকেন্ডের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, হৃদয়কে কারখানার একটি কার্যালয়ের কক্ষে জানালার সঙ্গে রশি দিয়ে হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে। পরনে নেই পোশাক। তিনি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। একপর্যায়ে তাঁর মুখ ও নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে দেখা যায়। তাঁর প্যান্টেও লেগে ছিল রক্তের দাগ। এ সময় আশপাশে থাকা কয়েকজনকে বলতে শোনা যায়, 'এত করে পিটানো হইছে, (তারপরও) কিছুই হয় নাই, মরে নাই।'

ভিডিওর আরেক অংশে দেখা যায়, হৃদয়কে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একটি কক্ষ থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে নিয়ে যাচ্ছেন কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে একজনের হাতে কাঠের লাঠি। তখনো পিঠের দিকে হাত মুড়িয়ে মাঝে লাঠি জুড়ে রশি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় ছিলেন হৃদয়। রশির একটি অংশ দিয়ে তাঁর দুই পা-ও বাঁধা ছিল। ওই অবস্থায় কয়েকজন তাঁকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু হৃদয় ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছিলেন না।

শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যার পর শনিবার কারখানাটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনায় হৃদয়ের বড় ভাই লিটন মিয়া শনিবার রাতে 'অজ্ঞাতনামাদের' আসামি করে কোনাবাড়ী থানায় একটি মামলা করেন। পরদিন রোববার কোনাবাড়ী এলাকা থেকে হাসান মাহমুদ নামের একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তি ওই কারখানারই শ্রমিক।

হৃদয়কে পিটিয়ে হত্যার সঙ্গে জড়িত সবাইকে শনাক্ত করার দাবি করেছেন কোনাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সালাহউদ্দিন। গতকাল সোমবার তিনি বলেন, এরই মধ্যে অভিযুক্ত একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, হৃদয় 'ডিউটি' শেষে বাসায় না ফেরায় শনিবার বিকেলে তাঁর বড় ভাই লিটন ও মা কারখানার দিকে যান। সেখানে গিয়ে কারখানায় শ্রমিকদের বিক্ষোভ দেখে জানতে পারেন, চুরির অপবাদ দিয়ে হৃদয়কে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ করেছেন শ্রমিকেরা। তাঁরা লাশের সন্ধান চাইলে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজে আছে বলে জানানো হয়। সেখানে গিয়ে তাঁরা মরদেহ শনাক্ত করেন।

ওই ঘটনার পর কারখানা কর্তৃপক্ষ এক নোটিশে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি ঘোষণা করেছে। তবে গাজীপুর শিল্প পুলিশের পুলিশ সুপার এ কে এম জহিরুল ইসলাম বলেন, ওই ঘটনার পর কারখানাটি দুই দিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। মঙ্গলবার (আজ) সেটি খুলে দেওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে কর্তৃপক্ষ পুলিশকে জানিয়েছে।

ঘটনার পর থেকে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কারখানা কর্তৃপক্ষের কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রিনল্যান্ড লিমিটেড নামে ওই পোশাক কারখানার মালিক লুৎফর রহমান ও উপমহাব্যবস্থাপক কামরুল হাসানের মুঠোফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তাঁদের সাড়া পাওয়া যায়নি।

গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী এলাকার গ্রিনল্যান্ড লিমিটেড কারখানার অফিসকক্ষে মেকানিক্যাল মিস্ত্রি হৃদয়কে বেঁধে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। ছবি : সিসিটিভি ফুটেজ

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার মো. তাহেরুল হক চৌহান গতকাল বলেন, 'আমরা গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি তদন্ত করছি। আশা করছি, দ্রুত অন্যদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে।'

'ভাইয়ের হত্যাকারীদের বিচার চাই'

হৃদয়ের বড় ভাই লিটন মিয়া বলেন, 'আমার ভাইকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে নির্মমভাবে মারধর করে হত্যা করেছে। কারখানার ভেতরে আমার ভাইকে ম্যালা মারধর করে হত্যা করা হইছে। পরে এটিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য তার লাশ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। আর কোনো শ্রমিক ভাইয়ের জীবন যেন এভাবে দিতে না হয়। আমার ভাইয়ের হত্যাকারীদের বিচার চাই।'

গতকাল বিকেল পাঁচটার দিকে লিটন মিয়া এই প্রতিবেদককে বলেন, 'আমরা দুই ভাই ছিলাম। বোনও দুজন। ছোট ভাই হৃদয় আমার মাকে দেখাশোনা করত। ওর আয় দিয়ে মায়ের খরচ চালাত। এখন মাকে দেখার কেউ নেই।'

লিটন মিয়া জানান, তিনি পরিবার নিয়ে গাজীপুরের কাশিমপুর এলাকায় থাকেন। চাকরি করেন সাভারে। আর কোনাবাড়ীর হরিণাচালা এলাকায় একটি বাড়িতে মাকে নিয়ে থাকতেন হৃদয় ও তাঁর মা। পাশের একটি ভাড়া বাসায় থাকেন ছোট বোন ও ভগ্নিপতি। তাঁরাও কারখানায় চাকরি করেন।

রোববার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে হৃদয়ের লাশ বুঝে পান বলে জানান লিটন মিয়া। তিনি আরও জানান, এরপর লাশ বাড়িতে নিয়ে রাত ১১টার দিকে জানাজা শেষে দাফন করা হয়।

ঘাটাইলের সাগরদিঘি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মো. আবদুল্লাহ প্রথম আলোকে বলেন, হৃদয়ের পরিবার ২০০৮ সালে গাজীপুরের কোনাবাড়ী চলে যায়। তাঁর বাবা মারা গেছেন। তবে মৃত্যুর আগে গ্রামে থাকতে দিনমজুরি করতেন এবং ভ্যান চালাতেন। কোনাবাড়ী যাওয়ার পর সেখানে শ্রমিকের কাজ করতেন। গ্রামে বসতভিটা থাকলেও বসবাসের মতো ঘর নেই তাঁদের। হৃদয়কে দাফন করার পর গতকালই তাঁর পরিবারের লোকজন কোনাবাড়ী চলে গেছেন।

জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক জোট বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আশরাফুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, 'কারখানার ভেতরে একজন মানুষকে রশি দিয়ে বেঁধে পিটিয়ে যারা হত্যা করেছে, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা উচিত। ভিডিও ফুটেজ দেখেছি, কারখানা কর্তৃপক্ষের লোকজনই তাকে পিটিয়ে হত্যা করে। তাহলে আসামি অজ্ঞাতনামা হয় কীভাবে? আমরা নিরাপদ কারখানা চাই, স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি (নিশ্চয়তা) চাই। এ ঘটনায় যারা আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছে, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
মঙ্গলবার
২৪ আষাঢ় ১৪৩২, ৮ জুলাই ২০২৫

আড়াইহাজারে চুরির অপবাদ দিয়ে শ্রমিককে নির্যাতন, অপমানে আত্মহত্যা

■ আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

আড়াইহাজারে মোবাইল চুরির অপবাদ দিয়ে নির্যাতনের শিকার শাহীন (২১) নামের এক শ্রমিক ক্ষোভে-অপমানে আত্মহত্যা করেছেন। এই ঘটনায় গতকাল সোমবার দুপুরে নিহতের মামা ইদ্রিস আলী বাদী হয়ে সাত জনের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে মামলা দায়ের করেছেন।

এর আগে গত শনিবার ভোরে উপজেলার ব্রাহ্মন্দী ইউনিয়নের ব্রাহ্মন্দী ঝাড়পাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শাহীন ঐ গ্রামের মৃত নাঈমের ছেলে। শাহিন মালিহা ফুড প্রেডাক্ট কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতো।

পুলিশ জানায়, শাহিনের মা ছোটবেলায় মারা যাওয়ার পর থেকে একই গ্রামে তার মামা বাড়িতে থাকতো। সেখানে সে মালিহ ফুড কোম্পানিতে চাকরি করতো। ঘটনার আগের দিন মঞ্জুরুলের একটি মোবাইল হারিয়ে গেলে শাহিনকে মোবাইল চুরির অপবাদ দেয় তারা। ঐ দিন রাত ৯টার সময় শাহিনের বাড়িতে গিয়ে একই গ্রামের মালিহা ফুড প্রডাক্টের মালিক নুরু মিয়ার ছেলে মঞ্জুর, পোয়া মিয়ার ছেলে মহিবুর, ইজুকারীর ছেলে মঞ্জুর হোসেন, মৃত হানিফ কারীর ছেলে নুরু মিয়া, নুরু মিয়ার ছেলে মোশারফ, মৃত সাজুর ছেলে রিপন ও ফয়জুদ্দিনের ছেলে আনারসহ আরো কয়েক জন তাকে মারধর ও নির্যাতন করে। মারধরের চোটে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

ঘটনার পর শাহিনের মামা কাজ থেকে বাসায় ফিরে দেখে অজ্ঞান অবস্থায় শাহিন মাটিতে পড়ে আছে। পরে শাহিনের কাছ থেকে সব ঘটনা জানতে পারেন তিনি।

এদিকে আত্মহত্যার আগে শাহিন একটি অডিও রেকর্ডে বলে যায় সে মোবাইল চুরি করেনি। তাকে শুধু শুধু মারধর করা হয়েছে। এর জন্য তার মামা-মামি অপমানিত হয়েছে। এই জীবন সে আর রাখবে না।

পরে সে নিজ ঘরের বাঁশের আড়ার সাথে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। নিহতের মামা জাকির হোসেন বলেন, আমার এতিম ভাগিনাকে তারা নির্যাতন করেছে। আমরা তাদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার চাই।

এ ব্যাপারে আড়াইহাজার থানার ওসি খন্দকার নাছির উদ্দিনকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, থানায় মামলা হয়েছে। আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

কালের কণ্ঠ
৩ জুলাই ২০২৫। ১৯ আষাঢ় ১৪৩২
৭ মহররম ১৪৪৭

সুন্দরবন ৫ দস্যু বাহিনীর কবজায়

- ছয় মাসে গ্রেপ্তার ৩০ দস্যু
- জেলেদের অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়
- নৌকাপ্রতি চাঁদা আদায় করা হচ্ছে ৩৫ হাজার টাকা
- বাহিনীর হাতবদল হয়েছে অর্থের বিনিময়ে

সুন্দরবনের করকরি নদীর মল্লাখালী থেকে মুক্তিপণের দাবিতে করিম শরীফ বাহিনীর হাতে জিম্মি জেলেদের উদ্ধার করে কোস্ট গার্ড। ছবি : কালের কণ্ঠ

মামুন আহমেদ, বাগেরহাট ▷

দীর্ঘদিন দস্যুমুক্ত থাকার পর বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনে আবারও নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে পাঁচটি দস্যু বাহিনী। বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই ম্যানগ্রোভসংলগ্ন বিভিন্ন স্থানে জেলেরা জিম্মি রয়েছেন দস্যুদের কাছে। এসব বাহিনীর সদস্যরা জেলেদের অপহরণ করে মুক্তিপণ চাইছে। না হলে হত্যার হুমকি দিচ্ছে। কোনো রকমে অনেকে মুক্তিপণের অর্থ জোগাড় করছেন। দস্যুরা জেলেদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করছে। আর তা না দিলে তাঁদের ওপর নেমে আসে দস্যুদের নির্যাতন।

কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোন সূত্রে জানা গেছে, দস্যু বাহিনীর সদস্যরা দেশি-বিদেশি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে গোটা সুন্দরবন। সুন্দরবন দাপিয়ে বেড়ানো পাঁচ দস্যু বাহিনীর মধ্যে রয়েছে—করিম শরীফ বাহিনী, দয়াল বাহিনী, দুলাভাই বাহিনী, মামা-ভাগিনা বাহিনী ও কাজল-রনি বাহিনী। কোস্ট গার্ডের তালিকায় চিহ্নিত এসব বাহিনীর সদস্যরা সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে অস্ত্রসহ ঘাঁটি গেড়েছে। গত ছয় মাসে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ধরা পড়েছে এসব বাহিনীর ৩০ দস্যু। উদ্ধার করা হয়েছে ২২টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৩০৮টি গুলি। এ ছাড়াও উদ্ধার করা হয়েছে অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম। মুক্তিপণের দাবিতে অপহৃত নারীসহ ৩৩ জেলেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

কোস্ট গার্ড সূত্রে আরো জানা যায়, গত ৫ আগস্টের পর থেকে এসব বাহিনী সুন্দরবনে নতুন করে আত্মপ্রকাশ করেছে। এসব বাহিনীর প্রতিটিতে ১০ থেকে ১৫ জন করে সদস্য রয়েছে। সুন্দরবনের চকপাড়া বাজার, মল্লাখালী, পুরাতন ঝাপসি, শিবসা নদীর আড় বাওয়ানী খাল, মুচিরদোয়ানি, কামারখোলা, আদাচাই, আদাছগিসহ সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় এসব বাহিনী আস্তানা গেড়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গত বছরের ৫ আগস্ট দেশের বিভিন্ন থানা, ফাঁড়ি ও কারাগারে হামলার ঘটনা ঘটে। ওই সময় কারবন্দি অনেক দস্যু পালিয়ে যায়। সেই সঙ্গে র‍্যাব-পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে নতুন ও পুরনো কিছু সদস্য নিয়ে

সুন্দরবন ৫ দস্যু বাহিনীর কবজায়

সুন্দরবনকেন্দ্রিক দস্যু বাহিনী সক্রিয় হয়েছে। সুন্দরবনে অভিযান চালিয়ে দস্যু বাহিনীর সদস্যদের আটক করা কষ্টসাধ্য। কারণ দুর্গম সুন্দরবনে স্বাভাবিকভাবে চলাচল সম্ভব নয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর পর্যাপ্ত গোয়েন্দা তথ্যসহ অভিযান চালানোর মতো উপকরণের ঘাটতি রয়েছে। এসব কারণে সুন্দরবন পুরোপুরি দস্যুমুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না।

সরকারের কাছে আত্মসমর্পণকারী দস্যুদের অনেকে ফিরে এসেছে পুরনো পেশায়। যোগ দিয়েছে বাহিনীতে। দস্যুদের পাঁচ বাহিনীর একটি হচ্ছে দয়াল বাহিনী। এই বাহিনীর সদস্য প্রায় ১০ জন। সুন্দরবনের যে অংশে মজনু বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ছিল তা গত এপ্রিলে দয়াল বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। সূত্র জানায়, এ জন্য মজনু ও দয়াল বাহিনীর মধ্যে প্রায় ৬০ লাখ টাকায় চুক্তি হয়েছে। বিনিময়ে ছয় মাস সুন্দরবনের নিয়ন্ত্রণ থাকবে দয়াল বাহিনীর কাছে। মজনু এরই মধ্যে ২০ লাখের বেশি টাকা পেয়েছে। বাকি অর্থ পাওয়ার আশাও করছে। মজনু তার বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দয়াল বাহিনীর কাছে দিয়ে দেশ থেকে পালিয়েছে। জানা গেছে, সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা, মুন্সীগঞ্জ, রমজাননগর, কৈখালী ও ঈশ্বরীপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে দয়াল বাহিনীর দাপট রয়েছে। দয়াল বাহিনী ছাড়াও বিভিন্ন বাহিনী এখন বিভিন্ন স্থানে ছয় মাসের জন্য জেলেদের নৌকাপ্রতি ৩৫ হাজার টাকা চাঁদা আদায় করছে। এ চাঁদা না দিলেই দস্যুরা নির্যাতন করে জেলেদের। করিম শরীফ বাহিনী জেলেদের ওপর নির্যাতন চালালেও তাদের সদস্যরা ধরা পড়ছে কম। গত ৯ এপ্রিল রাতে সুন্দরবনের করকরি নদীর মল্লাখালী থেকে মুক্তিপণের দাবিতে এই বাহিনীর হাতে জিম্মি ১৬টি নৌকাসহ ৩৩ জেলেকে উদ্ধার করে কোস্ট গার্ড। বাকি অন্যান্য বাহিনীও তৎপরতা চালাচ্ছে সুন্দরবনের বিভিন্ন অংশে।

জাতীয় মৎস্যজীবী সমিতির মোংলা উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো. জালাল হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, সুন্দরবন দীর্ঘদিন ধরে বনদস্যু-জলদস্যুমুক্ত ছিল। জেলেরা শান্তিতেই ছিলেন। এ বছর নতুন করে দস্যু বাহিনীর আবির্ভাব হয়েছে। এদের কারণে সুন্দরবনসংলগ্ন এলাকার জেলেরা আতঙ্কে আছেন। সম্প্রতি চাঁদপাই ইউনিয়নের দক্ষিণ কাইনমাড়িতে নাথন নামের এক জেলেকে গভীর সমুদ্র থেকে অপহরণ করে দস্যু বাহিনীর সদস্যরা। পরে দুই লাখ ৮০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দিয়ে পরিবার নাথনকে ছাড়িয়ে আনে। এর পর থেকে পরিবারটি পথে বসেছে। তারা এখন মানবেতর জীবন যাপন করছে। মোংলার চিলা ইউনিয়নের চিলা বাজারের বাসিন্দা জেলে চিত্ত মণ্ডল বলেন, 'সুন্দরবনের দুবলার চরে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম কয়েক দিন আগে। সেখানে আমাদের কয়েকজন জেলেকে দস্যুরা ধরে নিয়ে যায় ও মুক্তিপণ আদায় করে। এরপর যে কয়েক দিন দুবলার চরে ছিলাম ততদিন চরম আতঙ্কেই ছিলাম। দস্যুদের কারণে শত শত জেলে পরিবার আতঙ্কে আছে।'

বন বিভাগ ও পুলিশ সূত্র জানায়, সুন্দরবনে রাজত্ব ছিল জল-বন দস্যুদের। তাদের দাপটে জেলে, বাওয়ালি, মৌয়াল, এমনকি বনরক্ষীরাও আতঙ্কে থাকতেন। এ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে অভিযান চালাতে ২০১২ সালে র‍্যাবের নেতৃত্বে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। ২০১২ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ২২৩টি অভিযানে নিহত হয় ১৩৫ দস্যু। একই সময়ে গ্রেপ্তার করা হয় পাঁচ শতাধিক দস্যুকে। ২০১৬ সালের ৩১ মে মাস্টার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সুন্দরবনে শুরু হয় আনুষ্ঠানিক দস্যুমুক্তকরণ কার্যক্রম। এরপর ৩২টি বাহিনীর ৩২৪ জন সদস্য আত্মসমর্পণ করে। ২০১৮ সালের ১ নভেম্বর সরকার সুন্দরবনকে 'দস্যুমুক্ত' ঘোষণা করে। আত্মসমর্পণকারী দস্যুদের অনেকে ফিরছে তাদের পুরনো পেশায়।

সুন্দরবনের জলসীমার অধিকতর সুরক্ষায় সম্প্রতি বয়াসিং এলাকায় ভাসমান বর্ডার অবজারভেশন পোস্ট (বিওপি) উদ্বোধন করা হয়েছে। বিজিবির এই বিওপি ছাড়াও সুন্দরবন ও জেলেদের রক্ষায় র‍্যাব, পুলিশ, নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড ও বন বিভাগের লোকজনকে আরো তৎপর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পরও দস্যুদের তৎপরতা কমছে না।

কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের অপারেশন কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মো. আশিকুর রহমান বলেন, এই মুহূর্তে সুন্দরবনে পাঁচটি দস্যু বাহিনী সক্রিয় রয়েছে। এসব বাহিনীর তৎপরতা রুখে দেওয়ার পাশাপাশি দস্যু নির্মূলে কোস্ট গার্ড নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে। এসব অভিযানে মুক্তিপণের দাবিতে অপহৃত জেলে-বাওয়ালিদের উদ্ধারসহ বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি জব্দ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন রক্ষায় কোস্ট গার্ড অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বিতভাবে অভিযান পরিচালনা করছে।

বাগেরহাটের সহকারী পুলিশ সুপার (মোংলা সার্কেল) মুশফিকুর রহমান তুষার বলেন, 'গত ৫ আগস্টের পর সুন্দরবন ও সুন্দরবনসংলগ্ন এলাকাগুলোতে নতুন করে কিছু দস্যুর তৎপরতা লক্ষ করা গেছে। আমরা গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করেছি। দস্যু দমনে অভিযান চালাতে পুলিশ প্রস্তুতি নিচ্ছে।'

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ২৫ আষাঢ় ১৪৩২
Dhaka : Wednesday 9 July 2025

বাহুবলে ইজিবাইক চালককে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা

প্রতিনিধি, বাহুবল

গত মঙ্গলবার সকালে উপজেলার মানবকল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশ থেকে কাশেমের লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত কাশেম উপজেলার লামাতাশী ইউনিয়নের লামাতাসি গ্রামের আব্দুল আলীর ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের ন্যায় সোমবার সকালে ইজিবাইক নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন কাশেম। এরপর থেকে আর বাড়ি ফিরেননি তিনি। পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুজি করলেও তার হদিস পায়নি। গত মঙ্গলবার সকালে মানবকল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশে তার লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা। পরে খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে।

বাহুবল মডেল থানার ওসি জাহিদুর রহমান বলেন, লাশ উদ্ধার মার্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন

ভোলায় আটোরিকশা চালককে কুপিয়ে হত্যা

জেলা বার্তা পরিবেশক, ভোলা

ভোলা সদর উপজেলার চরকুমারিয়া এলাকায় মো. মতলব ফরাজী নামে এক অটোরিক্সা চালককে কুপিয়ে হত্যার করেছে দুর্বৃত্তরা। গত সোমবার রাতে উত্তর দিঘলদী ইউনিয়নের চর কুমারিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত মতলব ফরাজী ওই ইউনিয়নের ফরাজি বাড়ির আব্দুল মুনফ ফরাজীর ছেলে। স্থানীয়রা জানান, নিহত মতলব ফরাজী দীর্ঘদিন ধরে অটোরিক্সা চালিয়ে সংসার পরিচালনা করতেন। সোমবার বিকেলের দিকে তিনি অটোরিক্সা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। রাত সাড়ে ৮টার দিকে চর কুমারিয়া এলাকার বারেক মিয়ার বাড়ি সংলগ্ন সড়কে তাকে ধারালো ছুরি দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে দুর্বৃত্তরা। ওই সময় তার চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এলে তাকে উদ্ধার সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। স্থানীয়রা জানান, নিহত মতলব ফরাজীর সঙ্গে কারো কোনো শত্রুতা ছিলে না। তাদের ধারণা ছিনতাইকারীরা অটোরিক্সা ছিনতাই করার জন্য তাকে কুপিয়ে হত্যা করে। ভোলা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আবু সাহাদাৎ হাসনাইন পারভেজ জানান, খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে বিষয়টি তদন্ত করছেন। এছাড়াও ঘটনায় সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

যুগান্তর
শনিবার ৫ জুলাই ২০২৫
২১ আষাঢ় ১৪৩২

রাজধানীতে দুই যুবক ও নারীর লাশ উদ্ধার

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী ও মুগদা থেকে তিনজনের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে যাত্রাবাড়ীর শেখদী, মাতুয়াইল উত্তরপাড়া এবং মুগদার মানিকনগর এলাকা থেকে লাশগুলো উদ্ধার করা হয়। এরা হলেন গৃহকর্মী আক্তার ইয়াসমিন ওরফে পুতুল, কাউসার হোসেন রাজু ও নাদিম। পুলিশ বলছে, তাদের প্রত্যেকের লাশ ঘরের ভেতরে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে ঘটনা তিনটি আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হলেও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত চলছে।

যাত্রাবাড়ী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলাম বলেন, শেখদী স্কুল রোডসংলগ্ন এক বাসার নিচতলা থেকে বৃষ্টি আক্তার নামের গৃহকর্মীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করি। বৃহস্পতিবার রাতে নিজের কক্ষে গিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওড়না ও গামছা পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দেন তিনি। কী কারণে আত্মহত্যা করেছে বিষয়টি এখনো জানা যায়নি, বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। বৃষ্টি খাগড়াছড়ির মাটিরাঙা থানার অটলটিলা এলাকার বাবুল মিয়ার মেয়ে।

যাত্রাবাড়ী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ সালাউদ্দিন বলেন, মাতুয়াইল উত্তর পাড়ার এক বাসা থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় যুবক রাজুর লাশ উদ্ধার করি। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। রাজুর কুমিল্লার বরুড়া থানার খাইরুল পোদ্দারে বাড়ির মফিদুল ইসলামের ছেলে।

মুগদা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) কাইয়ুম বাহাদুর বলেন, মানিকনগরের প্রফেসর গলির এক বাসা থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় যুবক নাদিমের লাশ উদ্ধার করেছি। নাদিম মোবাইল সার্ভিসিংয়ের কাজ করতেন। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
১১ জুলাই ২০২৫

টঙ্গীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে পোশাক শ্রমিক নিহত

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

টঙ্গীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে এক পোশাক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। বুধবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের টঙ্গীর সেনাকল্যাণ ভবন সংযোগ সড়ক সংলগ্ন ফ্লাইওভার থেকে নামার সময় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মাহফুজুর রহমান (২১) বরিশাল সদর উপজেলার হায়াতসার গ্রামের ফরিদ উদ্দিনের ছেলে। তিনি টঙ্গী পূর্ব থানার বু ফ্যাশন কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন।

পুলিশ জানায়, রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টার দিকে টঙ্গী সেনা কল্যাণ ভবনের সামনে ফ্লাইওভার থেকে নামার সময় ছিনতাইকারীরা মাহফুজুর রহমানকে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে। এসময় ছিনতাইকারীরা তাকে ডান পায়ের উরুর পিছনে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ছুরিকাঘাত করে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২১ আষাঢ় ১৪৩২
Dhaka : Saturday 5 July 2025

রাজধানীতে গৃহকর্মীসহ তিনজনের মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী ও মুগদায় এক গৃহকর্মীসহ তিনজনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এসব মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। গতকাল যাত্রাবাড়ীর শেখদী ও মাতুয়াইল উত্তরপাড়া এবং মুগদার মানিকনগর এলাকা থেকে এসব মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

যাত্রাবাড়ী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে যাত্রাবাড়ীর শেখদী স্কুল রোডসংলগ্ন এক বাসার নিচতলা থেকে বৃষ্টি আক্তার (১৬) নামের এক গৃহকর্মীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করি। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

তিনি বলেন, ওই বাসার গৃহকর্ত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস জানিয়েছেন, বৃষ্টি তাদের বাসায় কাজ করতো। গত বৃহস্পতিবার রাতে নিজের কক্ষে গিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওড়না ও গামছা পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দেয় সে। কী কারণে আত্মহত্যা করেছে বিষয়টি এখনও জানা যায়নি, বিস্তারিত জানার

রাজধানীতে গৃহকর্মীসহ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চেষ্টা চলছে। বৃষ্টি খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা থানার অটলটিলা এলাকার বাবুল মিয়ার মেয়ে।

যাত্রাবাড়ী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ সালাউদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে যাত্রাবাড়ীর মাতুয়াইল উত্তরপাড়ার এক বাসা থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় কাউসার হোসেন রাজু (২৮) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করি। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন, তিনি কী কারণে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বিষয়টি আমরা জানতে পারিনি, বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। রাজুর কুমিল্লা জেলার বরুড়া থানার খাইরুল পোদ্দার বাড়ির মফিদুল ইসলামের ছেলে।

মুগদা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) কাইয়ুম বাহাদুর বলেন, মানিকনগরের প্রফেসর গলির এক বাসা থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় মো. নাদিম (৩৬) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছি। মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, নাদিম মোবাইল সার্ভিসিংয়ের কাজ করতেন। কী কারণে আত্মহত্যা করেছেন বিষয়টি নিশ্চিত হতে পারিনি। তাছাড়া ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

যুগান্তর
রোববার ৬ জুলাই ২০২৫
২২ আষাঢ় ১৪৩২

রূপগঞ্জে ছাদে ইলেকট্রিশিয়ানকে কুপিয়ে হত্যা

যুগান্তর প্রতিবেদন, রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)

রূপগঞ্জে ভবনের ছাদে দুর্বৃত্তদের হামলায় পারভেজ হাসান নামে এক ইলেকট্রিশিয়ান নিহত হয়েছেন। শুক্রবার দিবাগত রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পারভেজের মৃত্যু হয়। এর আগে ৩ জুলাই বিকালে উপজেলার ভুলতা ইউনিয়নের আমলাবো এলাকায় দুর্বৃত্তরা পারভেজকে কুপিয়ে জখম করে। নিহত পারভেজ পাবনা সদর থানার সুপচর এলাকার মজিদ সরকারের ছেলে। তিনি আমলাবো আজিজ মোল্লার বাড়িতে ৫ম তলায় ভাড়া থাকতেন। ওসি তরিকুল ইসলাম বলেন, ওই ভবনের অন্য ফ্ল্যাটের ভাড়াটিয়া কিশোর সিয়াম (১৪) ছাদে খেলতে গিয়ে পারভেজকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। পরে পারভেজকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার রাতে তার মৃত্যু হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২ শ্রাবণ ১৪৩২, ১৭ জুলাই ২০২৫

লোহাগড়ায় কৃষককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ

লোহাগড়া (নড়াইল) সংবাদদাতা

লোহাগড়ার বাহিরপাড়া গ্রামে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। নিহতের নাম জাহাঙ্গীর শেখ (৬২)। এ ঘটনায় তিন জন আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার বেলা ১২টার দিকে বাহিরপাড়া গ্রামের বিলের মধ্যে এ হত্যার ঘটনা ঘটে। লোহাগড়া থানার ওসি শরিফুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ঘটনাস্থল থেকে কবির শেখকে আটক করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১৫ জুলাই ২০২৫ ॥

রাজধানীতে গৃহকর্মীর ঝুলন্ত লাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর রমনায় একটি ভবনের আট তলা থেকে সুফিয়া আক্তার (১০) নামে এক গৃহকর্মীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকাল ৭টায় প্রথমে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। জানা গেছে, সুফিয়া আক্তার সুনামগঞ্জের কাউকান্দি চাহেরপুর উপজেলার ব্রাহ্মণগাঁও গ্রামের জালাল উদ্দিনের মেয়ে। সে রমনার ইস্পাহানী কলোনির ওয়াইসিস আবাসিক এলাকার ৬০৮/বি ৮ম তলায় থাকত। রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম ফারুক বলেন, 'আমরা খবর পেয়ে ইস্পাহানী কলোনির আট তলা ভবনের বাথরুমের ঝরনার সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচানো ঝুলন্ত অবস্থায় পাই। পরে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢামেকে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

সংবাদ
শনিবার ২৮ আষাঢ় ১৪৩২
Saturday 12 July 2025

চা শ্রমিক দম্পতির মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার)

মৌলভীবাজার জেলার জুড়ী থানা পুলিশ উপজেলার ফুলতলা ইউনিয়নের এলবিনটিলা ফাঁড়ি বাগান থেকে চা শ্রমিক দম্পতির মরদেহ উদ্ধার করেছে। গত ৫ জুলাই উপজেলার ফুলতলা ইউনিয়নের এলবিনটিলা ফাঁড়ি বাগানে চা শ্রমিক দম্পতির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। উদ্ধারকৃতরা হলেন চা শ্রমিক দিলীপ বুনারজি (৪৭) এবং তার স্ত্রী সারি বুনারজি। ঘুম থেকে উঠে প্রথমে তাদের শিশুপুত্র লিটন বুনারজি (৮) লাশ দুটি দেখতে পায়।

জানা গেছে, সকালে ঘুম ভাঙার পর লিটন তার মা সারি বুনারজিকে (৩৮) ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে ডাকাডাকি করে। সাড়া না পেয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে দেখে, সামনের রাস্তায় পড়ে আছেন বাবা দিলীপ বুনারজি (৪৭)। এরপর প্রতিবেশীদের খবর দিলে তারা গিয়ে নিশ্চিত হন, দুজনেই মারা গেছেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে। এ দম্পতি দুই ছেলে ও এক কন্যা সন্তানের পিতা-মাতা। বড় ছেলে ঢাকায় কাজ করেন, মেয়ে থাকেন দাদাবাড়িতে। ছোট ছেলে লিটন পিতা-মাতার সঙ্গে থাকতো।

স্থানীয় শ্রমিক নেতা হরগোবিন্দ গোস্বামী জানান, ৪ জুলাই শুক্রবার রাতে স্বাভাবিকভাবে খাওয়া-দাওয়া করে পরিবারটি ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে কোনো বিরোধও লক্ষ্য করা যায়নি। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফুলতলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল আলীম সেলু। জুড়ী থানার ওসি মো. মুরশেদুল আলম ভূঁইয়া জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তারা বিষপান করে আত্মহত্যা করেছেন।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ৮ জুলাই ২০২৫,

চুরির অপবাদে নির্যাতন, ক্ষোভে শ্রমিকের আত্মহত্যা

আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে মোবাইল চুরির অপবাদে নির্যাতনের শিকার মো. শাহীন (২১) নামের এক শ্রমিক ক্ষোভে আত্মহত্যা করেছেন। এ ঘটনায় গতকাল সোমবার দুপুরে নিহতের মামা ইদ্রিস আলী সাতজনের বিরুদ্ধে আত্মহত্যার প্ররোচনার মামলা করেছেন। গত শনিবার ভোরে উপজেলার ব্রাহ্মন্দী ইউনিয়নের ব্রাহ্মন্দী খাড়পাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, শাহীন তার মামা বাড়িতে থাকতেন। সেখানে তিনি মো. মঞ্জুরুলের মালিহা ফুড কোম্পানিতে চাকরি করতেন। মঞ্জুরুলের একটি মোবাইল হারিয়ে গেলে চুরির অপবাদ দিয়ে শাহীনের বাড়িতে গিয়ে কয়েকজন এলোপাতাড়ি তাকে মারধর করে। ওইদিন ভোরে সবার অজান্তে নিজ ঘরের আড়ার সঙ্গে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার আগে শাহীন একটি অডিও রেকর্ডে বলে যান আমি মোবাইল চুরি করিনি। আমাকে শুধু শুধু মারধর করেছে এবং আমার মামা ও মামিকে অপমান করেছে।

যুগান্তর
সোমবার ১৪ জুলাই ২০২৫
৩০ আষাঢ় ১৪৩২

বাড্ডায় পোশাক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার স্বামী পলাতক

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর বাড্ডার একটি বাসা থেকে রহিমা আক্তার নামে এক পোশাকশ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি বরগুনা সদরের বুনিয়া গ্রামের মজিবুরের মেয়ে। রোববার বিকালে পূর্ব বাড্ডার পাঁচতলা বাজার এলাকার একটি টিনশেড ঘর থেকে এই নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনার পর থেকে তার স্বামী রাসেল মিয়া পলাতক রয়েছেন। ভুক্তভোগীর পরিবারের দাবি, রহিমাকে হত্যা করা হতে পারে। বাড্ডা থানা উপপরিদর্শক (এসআই) ফাতেমা ছিদ্দিকা সোমা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। এলাকার বাসিন্দাদের বরাত দিয়ে এসআই ফাতেমা বলেন, দাম্পত্য কলহের জেরে স্বামীর ওপর অভিমান করে ফাঁস দিয়ে ওই নারী আত্মহত্যা করেছেন বলে জানতে পেরেছি। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

দেশ রূপান্তর
রবিবার, ৬ জুলাই ২০২৫,

হামলায় আহত কৃষকের মৃত্যু

জামালপুর প্রতিনিধি

জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় আহত জিয়াউল হক (৫৫) নামের এক কৃষক মারা গেছেন। গত শুক্রবার গভীর রাতে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় করা মামলার প্রধান আসামি সাজুসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ঢাকায় নেওয়ার পথে জিয়াউলের মৃত্যু হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মেলান্দহ থানার ওসি মো. শফিকুল ইসলাম সম্রাট।

এর আগে গত শুক্রবার দুপুর ২টার দিকে উপজেলার দুরমুঠ ইউনিয়নের উত্তর জাঙ্গালিয়া এলাকায় পূর্ব বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষ সাজু মিয়া ও তার লোকজনের হামলায় কৃষক জিয়াউলসহ আটজন আহত হন। এ ঘটনায় জিয়াউল হকের ভাগ্নে সবুজ হোসেন বাদী হয়ে ১৯ জনের নামে মামলা করেন।

সমকাল | সোমবার । ১৪ জুলাই ২০২৫

সিলেটে চা দিতে দেরি হওয়ায় রেস্তোরাঁকর্মী খুন

■ সমকাল ডেস্ক

সিলেট নগরীর কাজিরবাজার এলাকায় চা দিতে দেরি হওয়ায় রেস্তোরাঁর কর্মীকে ছুরিকাঘাতে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববারের এ ঘটনায় কাজিরবাজারের আব্বাস আলী নামে এক নৈশপ্রহরীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

নিহতের নাম রুমন মিয়া (২২)। তিনি দক্ষিণ সুরমা উপজেলার জালালপুর গ্রামের মৃত আকলিছ মিয়ার ছেলে। কাজিরবাজার এলাকার নিরঞ্জন ঘোষের রেস্তোরাঁর কর্মচারী ছিলেন রুমন। গ্রেপ্তার আব্বাস স্থানীয় আফজাল মিয়ার কলোনির বাসিন্দা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকাল সাড়ে ৭টার দিকে কাজিরবাজার মাছের আড়ত-সংলগ্ন এলাকায় রেস্তোরাঁয় আব্বাস চা পান করতে আসেন। রুমন তাঁকে বলেন, দোকান মাত্র খুলেছি, চা দিতে দেরি হবে। এ কথা শুনে আব্বাস ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে গালমন্দ করেন। এ নিয়ে দু'জনের বাগ্‌ বিতণ্ডার এক পর্যায়ে রেস্তোরাঁর মালিক ও লোকজন তাদের বিরোধ মিটিয়ে দেন। পরে আব্বাস রেস্তোরাঁ থেকে চলে যান। কিছু সময় পর কয়েকজনকে নিয়ে আবার রেস্তোরাঁয় আসেন। সেখানে রুমনকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যান তারা। তাকে এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার সাইফুল ইসলাম জানান, রুমন নিহতের ঘটনায় তাঁর ভাই কোতোয়ালি থানায় আব্বাসসহ পাঁচজনের নামে মামলা করেছেন।

ভাতিজা খুন, চাচাকে হত্যার চেষ্টা

জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলায় মাসুদ প্রামাণিক (১৯) নামে এক তরুণকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর চাচা রুবেল প্রামাণিককে (২০) হত্যার চেষ্টা করা হয়। গতকাল সকালে চরপাকেরদহ ইউনিয়নের কোয়ালিকান্দি এলাকা থেকে মাসুদের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। আহত রুবেল ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মাসুদ কোয়ালিকান্দি এলাকার সম্রাট প্রামাণিকের ছেলে। আহত রুবেলের বাবার নাম আলতাফুর প্রামাণিক।

> ▶ জামালপুরে ভাতিজা খুন চাচাকে হত্যাচেষ্টা
>
> ▶ চাঁদপুরে লেকে ভাসছিল শিক্ষার্থীর মরদেহ
>
> ▶ বগুড়ায় যুবকের মরদেহ পড়ে ছিল বাড়ির সামনে

জানা গেছে, রাতে ভাতিজা মাসুদকে ডেকে এক ঘরে ঘুমিয়ে পড়েন রুবেল। সকাল ১০টা বেজে গেলেও তারা না জাগায় পরিবারের লোকজন দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখেন, বিছানায় মাসুদের রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে আছে। আর গলাকাটা অবস্থায় পড়ে আছেন রুবেল।

লেকে ভাসছিল শিক্ষার্থীর মরদেহ

চাঁদপুরে লেক থেকে আল-আমিন নামে সদ্য এসএসসি পাস শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সে সদর উপজেলার রাজরাজেশ্বর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক রমজান আলী প্রধানিয়ার ছেলে। তাদের পরিবারের বসবাস চাঁদপুর শহরের মমিনপাড়া এলাকায়।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, শনিবার বিকেলে শহরের মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য 'অঙ্গীকার'-এর পাশে লেকপাড় এলাকায় কয়েক বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল আল-আমিন। রাত ৯টার দিকে হঠাৎ লেকের পানিতে ভাসমান অবস্থায় দেখে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় নিহতের বাবা চাঁদপুর মডেল থানায় অজ্ঞাতদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।

বাড়ির সামনে যুবকের মরদেহ

বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে বাড়ির সামনে থেকে সজীব মিয়া নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের তালতলা গ্রামের শরিফ উদ্দিনের ছেলে। তাঁর কপালে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। সারিয়াকান্দি থানার ওসি জামিরুল ইসলাম বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

সজীবের মা ২০১২ সালে মারা গেছেন। বাবা শরিফ উদ্দিন বলেন, শনিবার রাতে বাবা-ছেলে একসঙ্গে রান্না ও খাবার পর নিজ নিজ ঘরে ঘুমাতে যান। ফজরের নামাজে যাওয়া লোকজনের ডাকে শরিফের ঘুম ভাঙে। জেগে উঠে দেখেন, ঘরের ও বাড়ির প্রধান ফটক খোলা। ফটকের পাশে সজীবের রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে আছে।

তুচ্ছ ঘটনায় সংঘর্ষে একজন নিহত

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলায় তুচ্ছ ঘটনায় সংঘর্ষে রফিজ উদ্দিন নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন শিশুসহ চারজন। রোববার এনায়েতপুর ইউনিয়নের সোয়াইতপুর কমরদীঘি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, বিকেলে রফিজের স্কুলপড়ুয়া ছেলের সঙ্গে প্রতিবেশী ইব্রাহীমের ভাইয়ের ছেলের ঝগড়া হয়। এ নিয়ে বাগ্‌ বিতণ্ডার এক পর্যায়ে ইব্রাহীম ও রফিজের লোকজন লাঠিসোটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই রফিজের মৃত্যু হয়। ফুলবাড়িয়া থানার ওসি মো. রোকনুজ্জামান বলেন, এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নারীসহ তিনজনকে থানায় আনা হয়েছে।

এদিকে পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলায় নিখোঁজের পরদিন নাসির উদ্দিন আহম্মেদ নামে একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার বিকেলে উপজেলা শহরের কে এম লতিফ ইনস্টিটিউশনের শহীদ মোস্তফা খেলার মাঠের সভামঞ্চের ওপর থেকে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নাসির ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষক ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে ২০১৪ সালে অবসরে যান তিনি। গতকাল সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে হাজেরা খাতুন নামে সাত বছরের শিশুর বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সে উপজেলার কুটিরচর এলাকার মাদ্রাসা শিক্ষক হারুনার রশিদের মেয়ে।

(সংশ্লিষ্ট ব্যুরো ও প্রতিনিধির পাঠানো তথ্য)

সংবাদ | ঢাকা : শুক্রবার ৩ শ্রাবণ ১৪৩২
Dhaka : Friday 18 July 2025

ধানমন্ডিতে অটোরিকশা ছিনতাই, চালককে মাথায় আঘাত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় নুরুল হক (৬০) নামে এক অটোরিকশা চালককে মাথায় আঘাত করে তার অটোরিকশা ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গত বুধবার রাতে ধানমন্ডি থানাধীন মোহাম্মদপুর রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত নুরুল হক বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন। ভোর সাড়ে ৫টার দিকে তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন তার পূর্বপরিচিত আসিফ শেখ।

আসিফ জানান, গত বুধবার রাত সাড়ে ৩টার দিকে মোহাম্মদপুর রোডে অটোরিকশা চালক নুরুল হককে মাথায় আঘাত করে অটোরিকশাটি নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। পরে খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে উদ্ধার করেন। আহত নুরুল হকের গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহ সদর উপজেলায়। তিনি রাজধানীর হাজারীবাগ এলাকায় বসবাস করেন। তার বাবার নাম আব্দুল হাকিম।

সংবাদ | বৃহস্পতিবার ২ শ্রাবণ ১৪৩২
Thursday 17 July 2025

পাদুকা শ্রমিককে ধর্ষণের অভিযোগে কারখানা মালিক গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি, ভৈরব (কিশোরগঞ্জ)

ভৈরবে নারী পাদুকা শ্রমিককে বিভিন্ন প্রলোভনে ধর্ষণের অভিযোগে কারখানা মালিক নাছির মিয়াকে (৪৩) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত মঙ্গলবার দুপুরে গ্রেপ্তারকৃত নাছির মিয়াকে ধর্ষণ মামলায় আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। ১৩ জুলাই সোমবার ওই নারী শ্রমিক থানায় লিখিত অভিযোগ দিলে ১৪ জুলাই রাতে তাকে পৌর শহরের লালু কালু মার্কেটের সামনে থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ভৈরব থানা সেকেন্ড অফিসার এমদাদুল হক কবির।

অভিযুক্ত কারখানা মালিক নাছির মিয়া উপজেলার কালিকাপ্রসাদ ইউনিয়নের চরের কান্দা গ্রামের রইছ উদ্দিনের ছেলে। সে ভৈরব পৌর স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকার সাদিয়া সু ফ্যাক্টরীর মালিক। এদিকে নারী শ্রমিকের বাড়ি হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলা এলাকায় বলে জানা গেছে।

থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অভিযোগকারী নারী দীর্ঘদিন যাবত ভৈরব পৌর স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায় নাছির মিয়ার সাদিয়া সু কারখানায় শ্রমিকের কাজ করতো। সেই সুবাদে দীর্ঘদিন ধরে জোরপূর্বক এবং নানা ভয়ভীতি প্রদর্শন করে ধর্ষণ করে আসছিল নাছির।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ৬ শ্রাবণ ১৪৩২
Dhaka : Mobday 21 July 2025

বোয়ালখালীতে অটো রিক্সা চালকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, বোয়ালখালী চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে ভাড়া বাসা থেকে মুসলেহ উদ্দিন আরমান (২৫) নামের এক মোটর রিকশা চালকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গত শনিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে পৌর সদরের ৩ নাম্বার ওয়ার্ডের পূর্ব গোমদণ্ডী রোহাই পাড়ায় এ ঘটনা ঘটেছে।

জানা গেছে, নিহত আরমানের বাড়ি পৈতৃকসূত্রে ভোলা জেলায়। তবে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে তারা বোয়ালখালীতে ভাড়া বাসা বসবাস করছেন। আরমানের পিতার নাম মফিজুল হক।

গত সাড়ে তিন বছর আগে আরমান আনোয়ারা উপজেলার পিংকি আকতারকে বিয়ে করেন। তাদের সংসারে ফারহান নামের দেড় বছর বয়সী এক ছেলে সন্তান রয়েছে।

আরমানের বোন নাছিমা আকতার বলেন, পূর্ব গোমদণ্ডী রোহাই পাড়ায় সেমিপাকা বাসা ভাড়া নিয়ে থাকে।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
৭ শ্রাবণ ১৪৩২, ২২ জুলাই ২০২৫

বরিশালের কীর্তনখোলা নদীতে নিখোঁজ রিকশাচালকের লাশ উদ্ধার

■ বরিশাল অফিস

অজু করতে গিয়ে বরিশালের কীর্তনখোলা নদীতে পড়ে নিখোঁজ রিকশাচালক সাগর হাওলাদারের (৩৮) লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুর ৩টার দিকে নদীর দপদপিয়া খেয়াঘাটসংলগ্ন এলাকা থেকে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন বরিশাল সদর নৌথানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অসীম কুমার সিকদার। এর আগে রবিবার ভোরে ফজরের নামাজ পড়তে অজু করতে গিয়ে নদীতে পড়ে নিখোঁজ হন বলে ধারণা করছে স্বজনরা। কারণ ঘটনাস্থলে তার টুপি ও পাঞ্জাবি পাওয়া গেছে। সাগরের মৃগী রোগ ছিল বলে জানিয়েছেন তা মা রেনু বেগম। সাগর হাওলাদার বরিশাল নগরীর ভাটারখাল এলাকার বাসিন্দা দলিল উদ্দিনের ছেলে। তিনি রিকশা চালনার পাশাপাশি বিভিন্ন খাবার হোটেলে পানি দিয়ে টাকা আয় করতেন।

ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার এনামুল হক সুমন জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল; কিন্তু তখন তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দা নূর আলম জানান, সাগর ভাটারখাল ডিসিঘাটসংলগ্ন মসজিদে প্রতিদিন ফজরের নামাজ আদায় করেন। নামাজ পড়ার জন্য তিনি প্রায়ই ডিসিঘাটে নেমে নদীর পানি দিয়ে অজু করেন। আর অজু করার সময় মাথার টুপি ও পাঞ্জাবি খুলে পাশেই রাখেন। রবিবার ভোরেও নামাজের জন্য বাসা থেকে বের হন। এরপর আর তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরে ডিসি ঘাট এলাকা থেকে তার পাঞ্জাবি ও টুপি উদ্ধার হয়। আর এরপরই সবাই নিশ্চিত হন তিনি নদীতে পড়ে গেছেন। তাই ফায়ার সার্ভিসকে বিষয়টি অবগত করা হয়। সাগরের মা রেনু বেগম জানান, তার ছেলের মৃগী রোগ রয়েছে। এর আগেও অজু করতে গিয়ে একাধিক বার নদীতে পড়ে গিয়েছিলেন। আর তখন ঘাটের লোকজন তাকে উদ্ধার করেছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ২৪ জুলাই ২০২৫

নির্যাতনে চাতাল শ্রমিক হত্যা!

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহের ডাকবাংলা বাজার-সংলগ্ন সরকার এন্টারপ্রাইজ নামে এক চাতালে নেছার আলী ওরফে আলমগীর (৫০) নামে এক শ্রমিককে নির্যাতন করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার বেলা ১২টার দিকে ওই চাতালে এ ঘটনা ঘটে। নেছার আলীর বাড়ী যশোরের চৌগাছা উপজেলার কান্দি গ্রামে। তিনি স্ত্রী দিপালী খাতুনকে নিয়ে ডাকবাংলা বাজার এলাকায় বসবাস করতেন। তার স্ত্রী দিপালী খাতুনের অভিযোগ, আমাদের ধরে নিয়ে এসে রাতে চাতালের দুই তলায় একটি রুমে তালাবদ্ধ করে রাখে। সকালে আমার সামনে স্বামীর পায়ে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। স্বামীকে ওরা মেরে ফেলেছে।' ওসি আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত চলছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন আসার পরই প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে।

প্রথম আলো • সোমবার, ২১ জুলাই ২০২৫,

বাংলাদেশি দিনমজুরের লাশ ফেরত দিল বিএসএফ

প্রতিনিধি, *সিলেট*

সিলেটের জকিগঞ্জ থেকে নিখোঁজ হওয়ার পর ভারত থেকে এক দিনমজুরের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর নাম আবদুল মালিক (৪২)। তিনি জকিগঞ্জ উপজেলার কসকনকপুর ইউনিয়নের মৌলভী চক গ্রামের মিরাশি বাড়ির বাসিন্দা।

গত শনিবার রাতে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে লাশটি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে হস্তান্তর করে। পরে জকিগঞ্জ থানা-পুলিশের মাধ্যমে লাশ পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

জকিগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহিরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, লাশটি নিহত ব্যক্তির পরিবারের কাছে শনিবার রাতেই হস্তান্তর করা হয়েছে।

পুলিশ ও নিহত ব্যক্তির পরিবার সূত্রে জানা গেছে, পেশায় দিনমজুর আবদুল মালিকের ভারতে আত্মীয়স্বজন আছেন। তিনি প্রায়ই জকিগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে অবৈধ পথে ভারতে যেতেন। বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, ৮ জুলাই তিনি ভারতের করিমগঞ্জে স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে নিখোঁজ হন। এরপর তাঁর আর কোনো খোঁজ মেলেনি।

দুই দিন আগে করিমগঞ্জের কুশিয়ারা নদী থেকে একটি অজ্ঞাতনামা লাশ উদ্ধার করে স্থানীয় থানা-পুলিশ। করিমগঞ্জে বসবাসকারী আবদুল মালিকের স্বজনেরা লাশটি তাঁর বলে শনাক্ত করেন। পরে ভারতের করিমগঞ্জ থানা-পুলিশ বিএসএফের মাধ্যমে লাশটি বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ২২ জুলাই ২০২৫

নেত্রকোনায় নিখোঁজের ৫ দিন পর কৃষকের মরদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় নিখোঁজের পাঁচ দিন পর কেনু মিয়া (৫৪) নামের এক কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলার সান্দিকোনা ইউনিয়নের টিপ্রা গ্রামের হাওর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। কেনু মিয়া ওই গ্রামের মৃত আব্দুর রশিদের ছেলে।

পুলিশ ও স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কেনু মিয়ার স্ত্রী-সন্তানরা ঢাকায় থাকেন। তিনি একাই বাড়িতে থেকে অন্যের জমি বর্গাচাষ করতেন। হাওরের ফসলি জমিতে কাজ করার উদ্দেশ্যে গত ১৬ জুলাই বিকেলে তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। পরে আর বাড়ি ফেরেননি। গতকাল দুপুরে স্থানীয় লোকজন হাওরে কাজ করতে গেলে কেনু মিয়ার গলা মরদেহ তার বর্গা নেওয়া জমিতে পড়ে থাকতে দেখেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৬ জুলাই ২০২৫

ভালুকায় নিখোঁজের এক সপ্তাহ পর কৃষকের মরদেহ উদ্ধার

■ ভালুকা (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায় নিখোঁজের এক সপ্তাহ পর আকরাম হোসেন (৪০) নামে এক কৃষকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার দুপুরে উপজেলার মামারিশপুর গ্রামের পাশের একটি জঙ্গল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত আকরাম ঐ গ্রামের মৃত আব্দুল মান্নানের ছেলে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ১৯ জুলাই রাতে আকরাম হোসেন তার স্ত্রীকে রক্তচাপ মাপার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর তিনি আর ফিরে আসেননি। পরদিন ২০ জুলাই পরিবারের পক্ষ থেকে ভালুকা মডেল থানায় সাধারণ ডায়ারি করা হয়। শুক্রবার দুপুরে বাড়ির পাশের জঙ্গল থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লে এলাকাবাসী সেখানে মরদেহের সন্ধান পায়। খবর পেয়ে ভালুকা মডেল থানা পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়।

ভালুকা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হুমায়ুন কবির বলেন, নিহত আকরাম হোসেন কিছুদিন ধরেই শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, ঘটনার রাতে বাইরে গিয়ে অসুস্থতাজনিত কারণে মারা যান। এ ঘটনায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ২৫ জুলাই ২০২৫

বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

নওগাঁ প্রতিনিধি

নওগাঁর পত্নীতলায় বজ্রপাতে স্বাধীন ইসলাম (২৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল পশ্চিম পাটিচরা মাঠে এ ঘটনা ঘটে। ওসি শাহ মো. এনায়েতুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক ২৭ জুলাই ২০২৫

জীবননগরে দিনমজুরকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ

স্ত্রী ও ছেলে পলাতক

■ জীবননগর (চুয়াডাঙ্গা) সংবাদদাতা

জীবননগরের মাধবপুরে নিজ বাড়ির বারান্দায় এক দিনমজুরকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। নিহতের নাম মনিরুল ইসলাম ফেলা (৫২)। গতকাল শনিবার দুপুরে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর নিহতের স্ত্রী পাপিয়া খাতুন ও ছেলে রাজু পলাতক রয়েছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, শনিবার দুপুরে মনিরুলের ছেলে রাজু মাধবপুর গ্রামের অজ্ঞাত এক ব্যক্তিকে মোবাইলে ফোন করে জানতে চায় তার বাবা মারা গেছে কি না। মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে উৎসুক জনতা মনিরুলের বাড়িতে গিয়ে ঘরের বারান্দায় তার গলাকাটা দেখতে পায়। তবে এ সময় বাড়িতে তার স্ত্রী ও ছেলেকে পাওয়া যায়নি। জীবননগর থানার ওসি মামুন হোসেন বিশ্বাস জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ হত্যাকাণ্ডের তদন্তে নেমেছে পুলিশ। লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

THE FINANCIAL EXPRESS
Sunday • July 27, 2025

Man stabbed to death in city

A man has been stabbed to death in an attack in front of the Martyred Intellectuals Graveyard in Dhaka's Mohammadpur, reports bdnews24.com.

The victim was rushed to Dhaka Medical College Hospital at 3pm on Saturday, where the doctor-on-duty declared him dead, according to Inspector Md Faruk, the officer-in-charge of the hospital's police outpost.

The deceased has been identified as 26-year-old hardware store worker Fazle Rabbi Sumon.

Sumon, a father of two, lives with his family in a rented house in Dhaka's Signboard area.

He was visiting his sister in Mohammadpur when robbers accosted him.

Sumon's sister Tania Akhter said, "Sumon came to my house opposite the

যুগান্তর
রোববার ২৭ জুলাই ২০২৫
১২ শ্রাবণ ১৪৩২

আরও ৮০ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল মালয়েশিয়া

আহমাদুল কবির, মালয়েশিয়া

২৫ জুলাই মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কেএলআইএ একটি বিশেষ অভিযানের সময় নিরাপত্তা পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ায় বাংলাদেশিসহ ৯৯ জন বিদেশি নাগরিককে দেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। বর্ডার কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রোটেকশন এজেন্সি (একেপিএস) পরিচালিত এই অভিযানে ৪০০ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করা হয়েছে। যাদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি তাদের মধ্যে ৮০ জন বাংলাদেশি, ১০ জন ভারতীয় এবং ৯ জন পাকিস্তানের নাগরিক। একেপিএসের মতে, সন্দেহজনক ভ্রমণের উদ্দেশ্য এবং রেকর্ডসহ অভিবাসন প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে এই বিদেশিদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি এবং ৯৯ জনকে বিদ্যমান আইনি প্রক্রিয়া অনুসারে তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়। গত ২৪ জুলাই একইভাবে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ১২৩ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়। দুদিনে মোট ২০৩ জন বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল মালয়েশিয়া।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১০ শ্রাবণ ১৪৩২
Dhaka : Friday 25 July 2025

লোহাগাড়ায় শ্রমিক হত্যার ৮ দিন পার হলেও ধরা ছোঁয়ার বাইরে হত্যাকারীরা, এলাকাবাসীর মানববন্ধন

প্রতিনিধি, লোহাগাড়া (চট্টগ্রাম)

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় নির্মাণ শ্রমিক জহির উদ্দিন হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার, বিচার, শাস্তির দাবি ও হত্যাকারীদের আড়াল করতে সাজানো ডাকাতির ঘটনার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী।

গতকাল বেলা সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার পুটিবিলা ইউনিয়নের চৌধুরী গৌড়স্থান নয়াপাড়া এলাকায় এ মানববন্ধন করা হয়।

জানা যায়, গত ১৩ জুলাই স্থানীয় নাজিম ও শাহাব উদ্দিনের কাছে বাড়ি নির্মাণকাজের পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে তাদের ছুরিকাঘাতে নির্মাণ শ্রমিক জহির উদ্দিন (৩৮) গুরুতর আহত হয়। গত ১৬ জুলাই রাত ২টার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত জহির পুটিবিলা ইউনিয়নের গৌড়স্থান নয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা আলী আহমদের ছেলে। ১৬ জুলাই নিহতের স্ত্রী জেনু আরা বেগম বাদী হয়ে লোহাগাড়া থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় নয়াপাড়া এলাকার সাহাব উদ্দিন, নাজিম উদ্দিন, মো. জুবাই ও মো. রিয়াদকে এজাহারভুক্ত করে আরও ৪-৫ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়। জহির হত্যার ৯ দিন পার হলেও পুলিশ কোনো আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এ নিয়ে এলাকায় মানুষের মাঝে অসন্তোষ বিরাজ করছে। হত্যাকারীদের বাঁচাতে স্থানীয় প্রভাবশালী এক আওয়ামী লীগ নেতা কলকাঠি নাড়াচ্ছেন বলে এলাকাবাসীরা জানান।

লোহাগাড়া থানার ওসি আরিফুর রহমান জানান, জহির হত্যা মামলার আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মানববন্ধনে এলাকাবাসীরা, দ্রুত শ্রমিক জহির হত্যার ইন্ধনদাতা ও আসামিদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনার জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানান এবং খুনিদের আড়াল করতে স্থানীয় ওমর আলীসহ এলাকাবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও সাজানো ডাকাতির অভিযোগের প্রতিবাদ জানান।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ২৭ জুলাই ২০২৫ ॥

আম পাড়া কেন্দ্র করে হামলা যুবকের মৃত্যু

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে গাছ থেকে আম পাড়াকে কেন্দ্র করে চাচা ও ফুপাতো ভাইদের হামলায় আহত হওয়ার এক মাস পর সাব্বির (২৫) নামে এক বাসচালকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার উপজেলার জামপুর ইউনিয়নের টানপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত সাব্বির ওই এলাকার আরজু মিয়ার ছেলে। নিহতের স্বজনরা জানান, চাচা শহিদুল্লাহ ও ফুপাতো ভাই জহিরুল, এমরান, আকাশ, ইমন, ফুপু পারভিন দেশীয় অস্ত্র দিয়ে পিটিয়ে সাব্বিরকে জখম করেন। আহত সাব্বির এক

মাস ধরে ঢাকায় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। অর্থাভাবে চিকিৎসা করাতে না পারায় শুক্রবার সকালে তাকে বাড়ি আনা হয় এবং বিকালেই তিনি মারা যান। এ ঘটনা ধামাচাপা দিতে অভিযুক্ত শহিদুল্লাহ গং স্থানীয় কিছু লোক নিয়ে নিহতের পরিবারকে ভয়ভীতি দেখিয়ে জানাজার আয়োজন করেন। খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রাশেদুল হাসান খান বলেন, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

যুগান্তর
রোববার ২৭ জুলাই ২০২৫
১২ শ্রাবণ ১৪৩২

ঘাতকের জবানবন্দি

চা দিতে দেরি হওয়ায় হোটেল শ্রমিককে খুন

সিলেট ব্যুরো

সিলেট নগরীর কাজির বাজার এলাকায় হোটেল কর্মচারী রুমন হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন মামলার প্রধান আসামি আব্বাস মিয়া। চা দিতে দেরি হওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ হন। পরে লোকজন নিয়ে রুমনকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করেন। এতে রুমন মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। রিমান্ড শেষে শুক্রবার বিকালে সিলেট মহানগর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ৩ নম্বর আদালতের বিচারক উম্মে হাবিবার কাছে তিনি জবানবন্দি দেন। ডিআইজি প্রিজন মো. ছগির মিয়া জানান, আব্বাসকে সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আব্বাস সিলেট নগরীর তোপখানার আফজাল মিয়ার কলোনির ভাড়াটিয়া ও মনু মিয়ার ছেলে।

NEW AGE

MONDAY, JULY 28, 2025,

Trader killed in Magura, one held

United News of Bangladesh · Magura

A TRADER was hacked to death in Chhayabithi Sarak area under Magura Sadar upazila Saturday night, police said.

The victim, Bhajan Kumar Gua, 55, son of late Santosh Kumar Gua, was a resident of the Pashu Hospital area under Sadar upazila.

According to police, Bhajan was returning home from his shop at Jamrul Tala Bazar at around 11:00pm when he came under attack in the Chhayabithi Sarak area. Assailants slit his throat with sharp weapons, killing him on the spot.

'Locals informed police after finding the body. We recovered it and sent it to Magura Sadar Hospital morgue for autopsy,' said Ayub Ali, officer-in-charge of Magura Sadar police station.

In a raid soon after the incident, police detained a 35-year-old man from a nearby house and seized a knife believed to have been used in the killing.

কালের কণ্ঠ

। সোমবার । ২৮ জুলাই ২০২৫ । ১৩ ।

রাজধানীতে পূর্বশত্রুতায় যুবককে কুপিয়ে হত্যা

ছয় জেলায় পাঁচ খুন এক মরদেহ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

পূর্ব শত্রুতার জেরে রাজধানীর গেন্ডারিয়ায় এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। পৃথক ঘটনায় বান্দরবান, বরিশাল, মাগুরা, ময়মনসিংহ ও রাজবাড়ীতে পাঁচজন খুন হয়েছেন। এ ছাড়া ঝিনাইদহ থেকে পুলিশ একজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে।

ঢাকা : পূর্ব শত্রুতার জেরে রাজধানীর গেন্ডারিয়ায় আরিফুল ইসলাম বাবু (৩৫) নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল সকালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিলে জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের স্ত্রী আয়েশা বেগম বলেন, 'ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে দয়াগঞ্জ রেললাইনের পাশে কলস ওয়ালা বাড়ির নিচে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে রবিন, শাহীন, মাসুদ, কাদেরসহ ৫/৬ জন ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাবুকে কুপিয়ে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে সকালে ঢাকা মেডিক্যালে নিলে চিকিৎসক জানান আমার স্বামী আর বেঁচে নেই।'

বান্দরবান : রোয়াংছড়ি উপজেলায় মদ খাওয়া নিয়ে ঝগড়ার জেরে এক তরুণকে হত্যা করে নদীতে মরদেহ ফেলে দেওয়া হয়। পুলিশ, সেনা ও ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা অভিযান চালিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করেন।

বরিশাল ও আগৈলঝাড়া : নেশার টাকা না পেয়ে শাহ আলম খান (৬৫) নামের এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে ছেলের বিরুদ্ধে।

ঝিনাইদহ : ঝিনাইদহের বিষয়খালী বাজারের একটি ভবন থেকে তরিকুল ইসলাম (৩৫) নামের এক গার্মেন্টস শ্রমিকের গলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল ঘরের দরজা ভেঙে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে।

মাগুরা : মাগুরা শহরের পশু হাসপাতালপাড়ার ছায়াবীথি সড়কে গত শনিবার রাতে সুজিত কুমার গুহ ভজন (৫৫) নামের এক ব্যক্তির গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ভজন ওই এলাকার সন্তোষ কুমার গুহের ছেলে।

ময়মনসিংহ : অটোরিকশা থেকে ফেলে দিয়ে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে গত শনিবার। গতকাল ভোরে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান জেবিন আক্তার (৩৫) নামের ওই নারী। এ ঘটনায় গৃহবধূর স্বামী মো. দুলাল মিয়াকে (৪৫) আটক করেছে নান্দাইল থানা পুলিশ।

রাজবাড়ী : রাজবাড়ী সদর উপজেলার মুচিদাহ গ্রামে পূর্বশত্রুতার জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় আমজাদ খাঁ (৬০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল ভোরে তিনি মারা যান।

দৈনিক ইত্তেফাক

সোমবার

১৩ শ্রাবণ ১৪৩২, ২৮ জুলাই ২০২৫

গেন্ডারিয়ায় পূর্বশত্রুতার জেরে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

কলাবাগানে স্কুলছাত্রের রহস্যজনক মৃত্যু

■ বিশেষ প্রতিনিধি

রাজধানীর গেন্ডারিয়ায় পূর্বশত্রুতার জেরে আরিফুল ইসলাম বাবু (৩৫) নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল রবিবার সকাল পৌনে ৮টার দিকে মুমূর্ষু অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আরিফুল শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার বালুরচর গ্রামের মৃত সেকান্দর আলীর ছেলে। বর্তমানে পরিবার নিয়ে গেন্ডারিয়ার মীর হাজীরবাগের মোল্লাপাড়ায় ভাড়া থাকতেন তিনি।

নিহতের স্ত্রী আয়েশা বেগম বলেন, আমার স্বামী একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার মালিক। এটি ভাড়া দিয়েই আমাদের সংসার চলত। শনিবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে পূর্বশত্রুতার জেরে স্থানীয় সন্ত্রাসী রবিন, শাহীন, মাসুদ ও কাদেরসহ চার থেকে পাঁচ জন আমার স্বামীকে ধারালো চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে মাথায়, হাতে ও পায়ে গুরুতর জখম করে। খবর পেয়ে প্রথমে তাকে স্থানীয় একটি হাসপাতাল নিয়ে যাই। পরে সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গতকাল সকালে ঢাকা মেডিক্যালে নিয়ে এলে চিকিৎসক জানান আমার স্বামী আর বেঁচে নেই।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, নিহত যুবকের মাথায় ও দুই হাতে ধারালো অস্ত্রের একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। আমরা বিষয়টি গেন্ডারিয়া থানা পুলিশকে জানিয়েছি।

এ বিষয়ে গেন্ডারিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. রিপন ইসলাম বলেন, এরকম একটি ঘটনার কথা শুনেছি। আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছি।'

কলাবাগানে স্কুলছাত্রের মৃত্যু : রাজধানীর কলাবাগানে ছয় তলা ভবন থেকে পড়ে আবিদ আহনাফ চৌধুরী (১৭) নামে নবম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রবিবার ভোর ৪টার দিকে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। নিহত আবিদ আহনাফ কলাবাগানের ৫২/এ, নর্থ রোড এলাকার বাসিন্দা। তিনি স্থানীয় একটি স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

। ২৮ জুলাই ২০২৫

নৈশপ্রহরীর হাত-পা বেঁধে ডাকাতি

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে নৈশপ্রহরীর মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে এবং হাত ও পা বেঁধে ডাকাতির ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল আদালতের মাধ্যমে আসামিদের কারাগারে পাঠানো হয়। আসামিরা হলেন– উপজেলার শিলাইদহ এলাকার মানিকের ছেলে মো. রমজান ও নন্দলালপুর এলাকার ওয়াহিদুজ্জামানের ছেলে মামুন হোসেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গত ২৪ জুলাই মধ্যরাতে উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের খোরশেদপুর এসবিসি ইটভাটায় হানা দেয় ৮-১০ জন ডাকাত। তারা ভাটায় ঢুকে প্রথমে নৈশপ্রহরী লেল্টু শেখের মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে ও হাত-পা বেঁধে মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়। এরপর ইটভাটার একটি ট্রাক্টরে ইঞ্জিনসহ মাথার অংশ এবং অন্য একটি ট্রাক্টরের ব্যাটারি খুলে নিয়ে যায়। –কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

কালের কণ্ঠ বৃহস্পতিবার। ৩১ জুলাই ২০২৫

ব্যবসায়ী, গৃহবধূসহ পাঁচজন খুন

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল, চাঁদপুরের মতলব, ময়মনসিংহের নান্দাইল ও ঈশ্বরগঞ্জ এবং নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে ব্যবসায়ী ও গৃহবধূসহ পাঁচজন খুন হয়েছেন। এ ছাড়া চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি ও পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : সরাইল উপজেলায় দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে মো. মোস্তফা কামাল নামের এক ব্যবসায়ী খুন হয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাতে উপজেলার নন্দীপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মোস্তফা কামাল ওই গ্রামের মমিন মিয়ার ছেলে। পুলিশ ও পরিবারের সদস্যরা জানান, মোস্তফা কামাল রাত ১১টার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে ওত পেতে থাকা দুর্বৃত্তরা তাঁর মাথায় ও ঘাড়ে কুপিয়ে জখম করে। এক পথচারী তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে বাড়িতে খবর দেন। পরিবারের লোকজন গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে সরাইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

চাঁদপুর : মতলব উত্তর উপজেলায় চাচার ঘুষিতে ভাতিজার মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। গতকাল উপজেলার ব্রাহ্মণচক এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত মাইনউদ্দিন সরকার (৪৫) ওই এলাকার রুহুল আমিন সরকারের ছেলে। নিহতের পরিবার ও পুলিশ জানিয়েছে, একটি এনজিও থেকে ফারুক সরকারের স্ত্রী ও তাঁর চাচা মাইনউদ্দিন সরকারের স্ত্রী মাফিয়া বেগম ঋণ নেন। ঋণের কিস্তি পরিশোধ করা নিয়ে দুই পরিবারের লোকজন বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। এ সময় ফারুক সরকার ভাতিজা মাইনউদ্দিন সরকারকে ঘুষি মারেন। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের স্ত্রী মানছুরা বেগম অভিযোগ করেন, তুচ্ছ ঘটনায় তাঁর চাচাশ্বশুর মাইনউদ্দিন সরকারকে হত্যা করেছেন।

তিন স্থানে তিন মরদেহ উদ্ধার

ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) : ফটিকছড়িতে নিখোঁজের ১৬ দিন পর আবু তাহের (৫০) নামের এক ব্যক্তির অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে ভূজপুর থানা পুলিশ। গত মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার নারায়ণহাট ইউনিয়নের হাপানিয়া সুন্দর শাহ আস্তানা এলাকার একটি টিলা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। আবু তাহের হাপানিয়া বক্তারখীল এলাকার মৃত হাচি মিয়ার ছেলে।

ময়মনসিংহ : তিন বন্ধু মিলে চুরি করে নতুন একটি অটোরিকশা। চিহ্নিত হওয়ার পর সালিসে স্বীকারোক্তি দিয়ে গতকাল মালিককে অটোরিকশা ফেরত দেওয়ার কথায় স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর দেন তাঁরা। এই অবস্থায় পরিবারের লোকজন তাঁদের জিম্মায় নিয়ে যান। এরই মধ্যে একজনের ক্ষত-বিক্ষত মরদেহ পাওয়া গেল আরেক বন্ধুর শয়নকক্ষে। গতকাল ভোরে নান্দাইল উপজেলার আঁচারগাঁও গারুয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতের নাম রিয়াদ মিয়া। তিনি পেশায় অটোরিকশাচালক।

স্থানীয় সূত্র জানায়, পাঁচ-ছয় দিন দিন আগে আচারগাঁও পুড়াবাড়িয়া মহল্লার হানিফ মিয়া একটি নতুন ইজি বাইক কিনে আনেন। ওই দিন রাতেই বাড়ি থেকে ইজি বাইকটি চুরি হয়। ইজি বাইক চুরির সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গত মঙ্গলবার রিয়াদ মিয়া, নাদিম মিয়া ও সাইম নামের তিনজনকে আটক করা হয়। পরে দিঘীরপাড় এলাকায় সালিস বৈঠক বসে। বৈঠকে তিনজনই ইজি বাইক চুরির কথা স্বীকার করে পরদিন সেটি ফেরত দেবেন বলে জানান। সালিসে এসংক্রান্ত একটি মুচলেকা দেওয়ার পর নাদিমের মা ময়না আক্তার সন্ধ্যায় রিয়াদ ও নাদিমকে তাঁর জিম্মায় বাড়িতে নিয়ে যান। গতকাল বুধবার সকালে প্রতিবেশীরা ময়না আক্তারের একটি ঘরের দরজা খোলা দেখতে পেয়ে ভেতরে গিয়ে রিয়াদ মিয়ার রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে।

এদিকে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার বি-কাঠালিয়া গ্রামে গতকাল মোবারক (৭) নামের এক শিশুকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার বাবার বিরুদ্ধে। ঘটনার পর অভিযুক্ত মো. নুরুল্লাহকে আটক করে রাখে জনতা। পরে পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

নারায়ণগঞ্জ : সোনারগাঁওয়ের সোনাখালীতে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে বালিশচাপা দিয়ে শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। নিহতের নাম শোভা আক্তার (১৯)। গতকাল বিকেলের এই ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত মোহাম্মদ রায়হান পলাতক রয়েছেন। শোভা আক্তার সোনাখালী গ্রামের আলাউদ্দিনের মেয়ে।

পঞ্চগড় : দেবীগঞ্জে ধানক্ষেত থেকে সুলতানা আক্তার রত্না (২০) নামের এক তরুণীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে মাঝাপাড়া থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। রত্না ওই এলাকার রবিউল ইসলামের মেয়ে। তিনি দেবীগঞ্জ মহিলা কলেজে স্নাতক প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। রত্নার বাবা রবিউল ইসলাম জানান, রাতের খাবার খেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে উঠে বাড়ির কাছে একটি আমন ক্ষেতে তাঁর মেয়ের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন আশপাশের মানুষ।

বণিকবার্তা সোমবার, জুলাই ২৮, ২০২৫

নীলফামারীতে গৃহপরিচারিকা হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার ১

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ নীলফামারী

নীলফামারীর সৈয়দপুর শহরের চাঁদনগর এলাকায় এক হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছে পুলিশ। নিহত গৃহপরিচারিকা ছামছুন নাহার (৬৭) হত্যার ঘটনায় জড়িত শামীম বেগ (৫২) নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। হত্যায় ব্যবহৃত দেশীয় অস্ত্রের পাশাপাশি চুরি যাওয়া একটি ৩২ ইঞ্চি এলইডি টিভি ও একটি ল্যাপটপও উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার সৈয়দপুর থানার ওসি মো. ফইম উদ্দিন গণমাধ্যমকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।

পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, সৈয়দপুর তুলশীরাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা রহিলা পারভীনের বাসায় গৃহপরিচারিকার কাজ করতেন ছামছুন নাহার। দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার ফতেজংপুর ইউনিয়নের ডাঙ্গারহাট ফকিরপাড়ার বাসিন্দা এ নারী ২০১৮ সাল থেকে ওই বাসায় কর্মরত ছিলেন।

ওসি ফইম উদ্দিন বলেন, 'এটি একটি ক্লুলেস হত্যাকাণ্ড ছিল। তবে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করে প্রযুক্তির সহায়তায় আমরা দ্রুত সময়ের মধ্যেই রহস্য উদ্‌ঘাটন ও অপরাধী গ্রেফতারে সফল হয়েছি।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার । ২৯ জুলাই ২০২৫

ধানমন্ডিতে গৃহকর্মীর, প্রেস ক্লাবের সামনে বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর ধানমন্ডির আরমান খান গলির পঞ্চমতলা ভবনের তৃতীয় তলার বাথরুম থেকে সাদিয়া আক্তার (১২) নামে এক শিশু গৃহকর্মীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার হয়েছে। তাকে গতকাল বিকাল পৌনে ৫টায় অচেতন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। জানা গেছে, সাদিয়া ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলার বগাজোড়ী গ্রামের আবদুর হান্নানের মেয়ে। ধানমন্ডির আরমান খান গলির ৯/১ নম্বর রোডের ১২৭/বি নম্বর বাড়ির পঞ্চম তলা ভবনের তৃতীয় তলার ফ্ল্যাটে গৃহকর্মীর কাজ করত। তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা গাড়িচালক মাকসুদ বলেন, বিকালে সাদিয়া সবার অগোচরে বাথরুমে গিয়ে জানালার গ্রিলের সঙ্গে গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস নিয়ে ঝুলে থাকে। পরে, বিষয়টি আমরা জানতে পেরে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে বেসরকারি একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢামেকে নিলে চিকিৎসক জানান, সে আর বেঁচে নেই। ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোহাম্মদ ফারুক বলেন, লাশ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এদিকে রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মেট্রোরেলের নিচের রাস্তা থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বয়স আনুমানিক ৭০। গতকাল বেলা ১টায় প্রথমে ওই ব্যক্তিকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
॥ ২৯ জুলাই ২০২৫

বড় ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে ছোট ভাই খুন

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহের মহেশপুরে বড় ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে ছোট ভাই নুরুজ্জমান ওরফে জামান (২৫) খুনের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বেলা ১১টার দিকে উপজেলার কাজিরবেড় ইউনিয়নের পলিয়ানপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নুরুজ্জমান ওই গ্রামের মোজাম উদ্দিনের ছেলে এবং পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন। ঘটনার পর বড় ভাই পালিয়ে গেছে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, মহেশপুর উপজেলার পলিয়নপুর গ্রামের উজ্জ্বল হোসেন (২৭) স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ছোট ভাইয়ের পরিবারের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন। গতকাল খাওয়া নিয়ে ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে তর্কবিতর্ক হয়। একপর্যায়ে ছোট ভাই জামান এসে এর প্রতিবাদ করেন। সে সময় উজ্জ্বল কাছে থাকা পেয়ারা কাটা চুরি ছোট ভাইয়ের পেটে ঢুকিয়ে দেন। ওসি (তদন্ত) সাজ্জাদুল ইসলাম জানান, ঘাতককে গ্রেপ্তারে পুলিশ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, জুলাই ১, ২০২৫

অনন্ত ক্যাজুয়াল অয়্যারে ছাঁটাই বন্ধে কলকারখানা অধিদপ্তরে শ্রমিকরা

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

গাজীপুরের অনন্ত ক্যাজুয়াল অয়্যার লিমিটেড কারখানায় বেআইনিভাবে ছাঁটাই ও অতিরিক্ত কাজের চাপ বন্ধের দাবি নিয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে গেছেন শ্রমিকরা। গতকাল সকাল ৯টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত টঙ্গীর আইআরআই রোডে দপ্তরটির নিচে তারা অবস্থান নেন। পরে কলকারখানা কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি কারখানার মালিক পক্ষের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিলে শ্রমিকরা চলে যান। শ্রমিকরা জানান, মালিক পক্ষ কারখানা বন্ধ করে দেবে বলে তারা শুনেছেন। গত এক মাসে প্রায় ৮১৫ জন শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়েছে। শ্রমিক ছাঁটাই, অতিরিক্ত কাজের চাপ ও জোরপূর্বক চাকরি থেকে অব্যাহতি বন্ধ করার দাবিতে গতকাল তারা কাজ বন্ধ করে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে অবস্থান নেন। অনেক শ্রমিককে হঠাৎ করে কারখানা থেকে বের করে দিয়েছে। সবাই চাকরি হারানোর ভয়ে রয়েছেন।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক (এআইজি) মোতালেব মিয়া বলেন, 'শ্রমিকদের দাবি ছিল মালিক পক্ষ জোরপূর্বক ছাঁটাই করছে। কারখানায় অতিরিক্ত কাজের চাপের কথাও বলেছেন তারা। তাদের দাবি কিছুটা গুজব, কিছুটা সত্য। শ্রমিকদের দাবির বিষয়ে আমরা কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেছি। শ্রমিকদের প্রতি কাজের চাপ যেন না থাকে, তাদের যতটুকু সক্ষমতা আছে সেভাবে যেন কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করার বিষয়ে মালিক পক্ষকে বলা হয়েছে।'

গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র গাজীপুর জেলা শাখার সভাপতি জিয়াউল কবীর খোকন বলেন, অনন্ত ক্যাজুয়াল অয়্যার লিমিটেড কারখানা কর্তৃপক্ষ বিনা নোটিসে শ্রমিক ছাঁটাই করে। তবে শ্রম আইন অনুযায়ী ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করে দিয়েছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। শ্রমিকরা ছাঁটাই চান না, চাকরি চান। গত এক মাসে ৮১৫ জন শ্রমিক ছাঁটাই করেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। যাদের জোর করে ছাঁটাই করছে, তাদের সংসার চালানোর আর কোনো পথ রইল না।'

সময়ের আলো
শনিবার। ৫ জুলাই ২০২৫।

মধ্যপাড়া খনি

শ্রমিক আন্দোলনের ফাঁদে পাথর উত্তোলন বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক দিনাজপুর

দেশের একমাত্র উৎপাদনশীল দিনাজপুরের মধ্যপাড়া খনিটি শ্রমিক আন্দোলনের মুখে পড়ে পাথর উত্তোলন বন্ধ হয়েছে। এতে সরকারের ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২ কোটি টাকা লোকসানের মুখে পড়েছে। এদিকে শ্রমিক আন্দোলনের কারণে নিরাপত্তার জন্য পাথর উৎপাদন কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রেখে শ্রমিক ছুটি দিয়েছে খনি কর্তৃপক্ষ। বুধবার সকাল ৭টা থেকে শুরু হওয়া শ্রমিক ধর্মঘট বৃহস্পতিবারও অব্যাহত ছিল। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এ আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারী শ্রমিকরা।

খনি সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিন সাড়ে ৫ হাজার টন পাথর উত্তোলন হয় খনি থেকে, যার বাজার মূল্য ১ কোটি ৭৬ লাখ টাকা। যা শ্রমিক আন্দোলনের কারণে বন্ধ হয়ে পড়েছে।

খনি সূত্রে জানা গেছে, খনির ব্লাস্টার শফিকুল ইসলাম, লং ড্রিল অপারেটর রফিকুল ইসলাম, অপারেটর ওমর আলী এবং জুনিয়র হেলপার হাসান আলী খনির ভূ-গর্ভে বিদেশি নাগরিককে জিম্মি করে আটক রাখে। এ কারণে বিদেশি (বেলারুশ নাগরিক) নাগরিকরা ওই শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। এ কারণে তাদেরকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এদিকে শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত করার প্রতিবাদে আন্দোলনে নামে শ্রমিকরা।

জিটিসি বলছে খনির ব্লাস্টার শফিকুল ইসলাম, লং ড্রিল অপারেটর রফিকুল ইসলাম, অপারেটর ওমর আলী এবং জুনিয়র হেলপার হাসান আলী খনির ভূ-গর্ভে বিদেশি নাগরিককে জিম্মি করে আটক রাখে। এ কারণে ওই বিদেশি (বেলারুশ নাগরিক) নাগরিকরা ওই শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। এ কারণে তাদের চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

আন্দোলনরত শ্রমিকরা অভিযোগ করে বলেন, মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনিতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জার্মানিয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি) দীর্ঘদিন ধরে প্রতিদিন তিন শিফটে শ্রমিকদের মাধ্যমে পাথর উত্তোলনের কাজ পরিচালনা করে আসছে। চলতি বছরের মে মাসে কর্তৃপক্ষের দেওয়া লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি পাথর উৎপাদন করেন শ্রমিকরা। তবে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলেও 'প্রোডাকশন প্রফিট বোনাস' না দেওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। তবে জিটিসি বলছে, ঈদের ছুটির কারণে প্রফিট বোনাস বন্ধের মধ্যে দেওয়া সম্ভব হয়নি, তারা আন্দোলনে নামার পূর্বে প্রফিট বোনাস পরিশোধ করা হয়েছে, কিন্তু তারা তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তল্লাশি না করে আন্দোলন শুরু করেছে।

এদিকে আন্দোলনরত শ্রমিকরা বলছেন, প্রফিট বোনাস না দেওয়ার প্রতিবাদ করায় খনির ব্লাস্টার শফিকুল ইসলাম, লং ড্রিল অপারেটর রফিকুল ইসলাম, অপারেটর ওমর আলী এবং জুনিয়র হেলপার হাসান আলীকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এরই প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু করছেন শ্রমিকরা। তারা অব্যাহতি পাওয়া শ্রমিকদের পুনরায় চাকরিতে বহালের দাবি জানান। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে বলে হুঁশিয়ারি দেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
২৪ আষাঢ় ১৪৩২, ৮ জুলাই ২০২৫

শিল্পকারখানা স্থাপনে মধুপুরে গ্যাস-বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবি

■ ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি

শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি, সড়ক যোগাযোগ এবং অবকাঠামোগত সুযোগ থাকলেও শুধু মাত্র গ্যাস ও মান সম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা না থাকায় মধুপুর উপজেলার পাহাড়ি এলাকায় মাঝারি ও ভারী শিল্পকারখানা গড়ে উঠছে না। ফলে এলাকার শিক্ষিত ও কারিগরি কাজে দক্ষ যুবকরা নতুন কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সোমবার মধুপুর উপজেলার পাহাড়ি গ্রাম বাগানবাড়ীতে এক মতবিনিময় সভায় শিল্পকারখানা স্থাপনে অনতিবিলম্বে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবি জানানো হয়। মধুপুর উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং শিল্পপতি মাহবুব আনাম স্বপন ফকির। বিষয়ভিত্তিক দাবি নিয়ে বক্তব্য রাখেন, মধুপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি জাকির হোসেন সরকার ও সিনিয়র সহসভাপতি রতন হায়দার।

বক্তারা জানান, মধুপুরে বিপুল পরিমাণ জমিতে কলা, আনারস, কাঁঠাল, লেবু, সবজি ও বৈচিত্র্যময় ফল-ফসলের আবাদ হয়। এখানে ৮ হাজার একরে উৎপাদিত হয় কাঁচা রাবার। বনাঞ্চলের দরুন বনজজাত কাঁচা দ্রব্যও এখানে সস্তা। এসব পণ্যকে ঘিরে কৃষি ও বনজভিত্তিক শিল্পকারখানা গড়ে উঠার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। কিন্তু মান সম্মত বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ না থাকায় এখানে মাঝারি ও ভারী শিল্প গড়ে উঠছে না। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা এবং টাঙ্গাইলের গোপালপুরে গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা থাকায় সেখান থেকে দ্রুতই মধুপুরে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব বলে দাবি করেন তারা।

দৈনিক ইত্তেফাক
৬ জুলাই ২০২৫

মধ্যপাড়া পাথরখনির শ্রমিকদের আন্দোলন অব্যাহত

উত্তোলন কার্যক্রম বন্ধ চার দিন

■ ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) সংবাদদাতা

চতুর্থদিনের মতো শনিবার সকাল থেকে চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের পুনর্বহালসহ ৯ দফা দাবিতে ফুলবাড়ীর পার্শ্ববর্তী মধ্যপাড়া পাথরখনির শ্রমিকদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। এতে চার দিন ধরেই বন্ধ রয়েছে খনির পাথর উত্তোলন কার্যক্রম। আন্দোলনকারী শ্রমিকরা সকাল থেকে পাথরখনির ফটকের সামনে মহাসড়কের পাশে অবস্থান নিয়ে দাবি আদায়ের আন্দোলন করেন।

খনি শ্রমিকদের আন্দোলনকারী কমিটির সমন্বয়ক সোলায়মান ইসলাম, মামুনুর রশীদ, সিরাজুল ইসলাম, নবিউল ইসলাম ও ফিরোজ রহমান বলেন, মাসে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার অধিক পাথর ভূ-গর্ভ থেকে উত্তোলনের পরও প্রোডাকশন প্রফিট বোনাস না দেওয়ায় বিষয়টি নিয়ে খনির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জিটিসির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে যান শ্রমিকরা। কথা বলে আসার পরপরই কথা বলতে যাওয়া শ্রমিকদের মধ্যে শফিকুল ইসলাম, হাসান আলী, রফিকুল ইসলাম ও ওমর আলী নামের চার খনি শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। এ কারণে চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের চাকরিতে পুনর্বহাল, প্রফিট বোনাসসহ ৯ দফা দাবিতে আন্দোলন করছেন খনিতে কর্মরত ৮২০ শ্রমিক।

মধ্যপাড়া পাথরখনির উপ-মহাব্যবস্থাপক সৈয়দ রফিকুল ইসলাম খনির পাথর উত্তোলন কার্যক্র বন্দের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, শ্রমিকরা খনির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জিটিসির অধীনে কর্মরত। তবে মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডের পাথর বিক্রিসহ সার্বিক কার্যক্রম স্বাভাবিক নিয়মে চলমান রয়েছে।

কালের কণ্ঠ মঙ্গলবার। ১ জুলাই ২০২৫।

এক কারখানার শ্রমিক অসন্তোষে বন্ধ হলো আট কারখানা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

নারায়ণগঞ্জে এক পোশাক কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষের কারণে বন্ধ হয়েছে আশপাশের আট কারখানা। গতকাল সোমবার ফতুল্লার কুতুবআইলে আবির ফ্যাশন নামের একটি কারখানায় ঘটনার সূত্রপাত। পরে ওই কারখানার বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে আশপাশের আরো আটটি কারখানা বন্ধ করে দেন।

জানা গেছে, আবির ফ্যাশনে শ্রমিক ছাঁটাইকে কেন্দ্র করে কয়েক দিন ধরেই অসন্তোষ চলছিল। গতকাল সকালে শ্রমিকরা কারখানায় গিয়ে লে-অফ ঘোষণার নোটিশ দেখতে পান। এ সময় তাঁরা একত্রিত হয়ে আশপাশের আটটি কারখানার গেটে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন। কারখানাগুলোর মালিকপক্ষ ভয়ে শ্রমিকদের ছুটি দিয়ে দেয়।

খবর পেয়ে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা গিয়ে শ্রমিকদের বুঝিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়ে যান। সেখানে দুই পক্ষের সঙ্গে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা দীর্ঘ সময় আলোচনা করেও সমাধানে পৌঁছতে পারেননি।

জানতে চাইলে আবির ফ্যাশনের ম্যানেজার সাগর মল্লিক বলেন, 'আমাদের গার্মেন্টিসে দুই হাজার ৪০০ শ্রমিক রয়েছেন। এর মধ্যে ২০৫ জনকে আমরা চিহ্নিত করেছি, যাঁরা সব সময় নানা অজুহাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। গত কয়েক দিনে ওই শ্রমিকরা তাণ্ডব চালিয়ে ব্যাপক ক্ষতি করেছেন।'

ফতুল্লা মডেল থানার ওসি শরিফুল ইসলাম বলেন, গত রবিবার আবির ফ্যাশনে কিছু শ্রমিক তাণ্ডব চালিয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ একটি এজাহার দিয়েছে। বিকেল ৪টার পর থেকে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

দেশ রূপান্তর মঙ্গলবার, ১ জুলাই ২০২৫,

পোশাক শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ, কারখানা বন্ধ ঘোষণা

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিককে চুরির অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। মারধরের ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ার পর শ্রমিকরা বিক্ষোভ করলে কারখানাটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রথমে গোপন করার চেষ্টা করায় বিলম্বে ঘটনাটি প্রকাশ পায়।

নিহত ওই পোশাক শ্রমিকের নাম হৃদয় (১৯)। তিনি টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার শুকতারবাইদ গ্রামের আবুল কালামের ছেলে। তিনি ওই কারখানায় ডাইং সেকশনের মেকানিক্যাল মিস্ত্রি হিসেবে অস্থায়ীভাবে কাজ করতেন।

জানা গেছে, শুক্রবার রাত আনুমানিক ৮টা থেকে শনিবার বিকেল আনুমানিক সাড়ে ৪টার মধ্যে মহানগরীর কোনাবাড়ী থানাধীন কাশিমপুর রোডের গ্রিনল্যান্ড নামে ওই কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় শনিবার রাত সাড়ে ১১টায় নিহতের বড় ভাই লিটন মিয়া বাদী হয়ে কোনাবাড়ী থানায় অজ্ঞাতদের আসামি করে হত্যা মামলা দায়ের করেন। পরে পুলিশ ঘটনায় জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়ায় হাসান মাহমুদ মিঠুন (২৮) নামে একজনকে রবিবার রাতে গ্রেপ্তার করেছে। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপির) কোনাবাড়ী থানার ওসি সালাহ উদ্দিন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, শনিবার সকালে চুরির মিথ্যা চোর অপবাদ দিয়ে গ্রিনল্যান্ড গার্মেন্টসের নিরাপত্তাকর্মীরা হৃদয়ের হাত-পা বেঁধে একটি কক্ষে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে নির্মম নির্যাতন ও পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। পরে দুপুরের দিকে হৃদয় মারা যান। ঘটনার খবর আশপাশের অন্যান্য গার্মেন্টিসে ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরে ৪০০-৫০০ শ্রমিক টাঙ্গাইল-গাজীপুর সড়কে নেমে আসেন এবং গ্রিনল্যান্ড গার্মেন্টসের সামনে গিয়ে কারখানায় ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে তাদের সহকর্মী হৃদয় হত্যার বিচার দাবি করেন। এ সময় তারা কয়েক ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখেন। পরে তারা লাশের সন্ধান চাইলে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজে আছে বলে জানানো হয়। সেখানে গিয়ে তারা মরদেহটি শনাক্ত করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। হত্যার পর কারখানা কর্তৃপক্ষ মূল ফটকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের নোটিস সাঁটিয়ে পালিয়ে যায়।

হৃদয়কে মারধরের ১ মিনিট ১৬ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, তাকে কারখানার একটি কক্ষের জানালার সঙ্গে দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে খালি গায়ে একটি সোফার ওপর বসিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন। একপর্যায়ে হৃদয়ের মুখ ও নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে দেখা যায়। তার জিনসের প্যান্টেও রক্তের দাগ লেগে ছিল। এ সময় আশপাশের কয়েকজনকে বলতে শোনা যায়, 'এত করে পিটানো হয়েছে, তারপরও কিছুই হয় নাই, মরে নাই।'

হৃদয় মারা যাওয়ার পর তাকে মারধরের একাধিক ছবি ও ভিডিওতে দেখা যায় হাঁটুতে, কোমরে, পিঠে, হাতের কবজিতে, কনুইতে, হাতের নখে, গলায় এবং মুখমণ্ডলে রক্তাক্ত ও কালচে আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। এসব থেকে তার ওপর নির্যাতনের মাত্রা অনুমান করা যায়।

ভিডিওর আরেক অংশে দেখা যায়, হৃদয়কে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একটি কক্ষ থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করছেন কয়েকজন। তাদের মধ্যে একজনের হাতে কাঠের লাঠি ছিল। তখনো পিঠের দিকে হাত মুড়িয়ে মাঝে লাঠি ঢুকিয়ে রশি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় ছিল হৃদয়। রশির একটি অংশ দিয়ে তার দুই পা ও বাঁধা ছিল। ওই অবস্থায় কয়েকজন তাকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। কিন্তু হৃদয় ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছিলেন না। শনিবার সকাল ১০টা ১৪ মিনিটে কারখানার ভেতরে একটি অ্যাম্বুলেন্স প্রবেশ করতে দেখা যায়। মৃত অবস্থায় হৃদয়কে নিয়ে ১০টা ২১ মিনিটে অ্যাম্বুলেন্সটি কারখানা ত্যাগ করে।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপির) কোনাবাড়ী থানার ওসি বলেন, 'প্রথমে আমাদের কাছে খবর আসে একজন চোর কারখানার দেয়াল টপকে ভেতরে আসার সময় দ্রেনে পরে আহত হয়। পরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতাল থেকে জানানো হয়, ওই ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। স্থানীয়দের কাছ থেকে প্রকৃত ঘটনা শোনার পর আমরা গ্রিনল্যান্ড কারখানায় অভিযান চালিয়ে সিসিটিভি ফুটেজ এবং হত্যায় ব্যবহৃত অন্যান্য আলামত সংগ্রহ করি। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে আমরা নিশ্চিত হই এটি হত্যাকাণ্ড।'

যুগান্তর মঙ্গলবার ১ জুলাই ২০২৫
১৭ আষাঢ় ১৪৩২

ফতুল্লায় ছাঁটাই কেন্দ্র করে গার্মেন্টি শ্রমিকদের তাণ্ডব

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একটি রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানায় ছাঁটাই কেন্দ্র করে ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়েছেন শ্রমিকরা। সোমবার ফতুল্লার কুতুবআইল এলাকার আবির ফ্যাশনের এ ঘটনায় সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত উত্তপ্ত ছিল শিল্পাঞ্চল। এ ঘটনায় কোনো মীমাংসা না হওয়ায় লে-অফ ঘোষণা করেছে মালিকপক্ষ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে শ্রমিকরা আবির ফ্যাশনে এসে লে-অফ ঘোষণার নোটিশ দেখতে পেয়ে উত্তেজিত হয়। এরপর অন্তত এক হাজারের মতো শ্রমিক এক সঙ্গে আশপাশে অবস্থিত মাইক্রো ফাইবার গ্রুপ, মেট্রো নিটিং, কাটি টেক্স, পলমল গ্রুপ, টাইম সোয়েটার, আজাদ ফ্যাশনসহ অন্তত আটটি কারখানার গেটে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এ সময় কারখানাগুলোর মালিকপক্ষ ভয়ে শ্রমিকদের ছুটি দিয়ে দেয়। খবর পেয়ে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এসে শ্রমিকদের বুঝিয়ে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে নিয়ে যান। সেখানে মালিক ও শ্রমিক উভয়পক্ষের সঙ্গে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা দীর্ঘ সময় আলোচনা করেন। এতে শ্রমিকরা তাদের দাবি পূরণ না হওয়ায় আলোচনা থেকে বেরিয়ে গিয়ে আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন।

শ্রমিকরা জানান, মালিক পক্ষকে একতরফা সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারসহ আটটি দাবি জানানো হয়েছে। মালিকপক্ষ দাবি মেনে না নেওয়ায় আলোচনা থেকে শ্রমিকরা বেরিয়ে এসেছে। আন্দোলন চলবে।

আবির ফ্যাশনের ম্যানেজার সাগর মল্লিক জানান, আমাদের কারখানায় তিন হাজার শ্রমিক রয়েছে। এর মধ্যে গার্মেন্টে রয়েছে ২৪শ। গার্মেন্টের মধ্যে ২০৫ জন শ্রমিককে আমরা চিহ্নিত করেছি যারা সবসময় নানা অজুহাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। আমাদের ধারণা, কোন একটি চক্র গার্মেন্টস সেক্টর ধ্বংস করে দিতেই শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে। গত কয়েক দিনে ওই শ্রমিকরা গার্মেন্টে তাণ্ডব চালিয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে।

ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শরিফুল ইসলাম জানান, আবির ফ্যাশনে কিছু শ্রমিক তাণ্ডব চালিয়েছে। কারখানা কর্তৃপক্ষ একটি এজাহার দিয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২২ আষাঢ় ১৪৩২
Dhaka : Sunday 6 July 2025

অনির্দিষ্টকালের জন্য পাথর উত্তোলন বন্ধ

৯ দফা দাবিতে শ্রমিকদের আন্দোলন অব্যাহত

প্রতিনিধি, ফুলবাড়ী (দিনাজপুর)

দিনাজপুরের মধ্যপাড়া পাথরখনিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ভূগর্ভ থেকে পাথর উত্তোলন কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা পরও চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের পুনর্বহালসহ ৯দফা দাবিতে চতুর্থদিনের মতো গতকাল শনিবার শ্রমিকদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল থেকে আন্দোলনকারি খনিশ্রমিকরা পাথরখনির সম্মুখ মহাসড়কের পার্শ্বে তাদের কার্যালয় চত্বরে অবস্থান নিয়ে চাকরিচ্যুতদের পুনর্বহাল, প্রোডাকশন প্রফিট বোনাসসহ ৯ দফা দাবি নিয়ে কর্মসূচি পালন করছেন।

শ্রমিকদের ৯দফা দাবির মধ্যে রয়েছে, ছাটাইকৃত ৪জন খনিশ্রমিককে কাজে যোগদান করানো, কারণে অকারণে শ্রমিক ছাটাই বন্ধ করা, বার্ষিক শতকরা ৫০ ভাগ হারে পদোন্নতি প্রদান করা, শ্রমিক নিয়োগের এক বছরের মধ্যে অপারেটর হিসেবে বেতন দেওয়া, আইনের কোন ধারা বা উপধারা অনুযায়ী শ্রমিকদের বেতনভাতা দেওয়া হয় তা শ্রমিকদের জানানো, বেতনভাতা কর্তন বন্ধ করা, বয়সের ভারে কোনো শ্রমিককে কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলে তাকে ৬ লাখ টাকা দিতে হবে, এক লাখ মেট্রিক টন পাথর উত্তোলন পর বর্ধিত পাথরের জন্য প্রতি টনে ২০০ টাকা করে প্রোডাকশন বোনাস দেওয়া এবং প্রতিমাসে শ্রমিকদের পূর্ণ রেশন প্রদান করা। এদিকে শ্রমিকদের আন্দোলনের কারণে খনিতে বিশৃঙ্খলা এড়াতে এবং খনির মূল্যবান যন্ত্রপাতিসহ কর্মরত বিদেশি খনি বিশেষজ্ঞদের নিরাপত্তার স্বার্থে অনির্দিষ্টকালের জন্য খনির ভূগর্ভ থেকে পাথর উত্তোলন বন্ধ করে দিয়েছে খনির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জার্মানিয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়ামের (জিটিসি)। গত বুধবার রাত এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নিরাপত্তা ও শ্রমিক কল্যাণ কর্মকর্তা মেজর রুহুল আমিন (অবসর) স্বাক্ষরিত এক লিখিত নোটিশ জারি করা হয়েছে। ফলে খনির পাথর উত্তোলন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে।

খনিশ্রমিকদের আন্দোলনকারি কমিটি সমন্বয়ক সোলায়মান ইসলাম, মামুনুর রশীদ, সিরাজুল ইসলাম, নবিউল ইসলাম ও ফিরোজ রহমান বলেন, মাসে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা এক লাখ মেট্রিক টনের বেশি পাথর উত্তোলন করলে প্রতি এক মেট্রিক টন পাথরের জন্য প্রত্যেক শ্রমিককে ১০০ টাকা করে বোনাস দেওয়ার ঘোষণা রয়েছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জিটিসি'র। গত মে মাসে ১ লাখ ৩৪ হাজার মেট্রিক টন পাথর উত্তোলন করা হলেও অতিরিক্ত ৩৪ হাজার মেট্রিক টন পাথরের প্রোফিট বোনাস না দিয়ে তালবাহানা শুরু করেছেন জিটিসি কর্তৃপক্ষ।

এসব নিয়ে কথা বলার জন্য শফিকুল ইসলাম, হাসান আলী, রফিকুল ইসলাম ও ওমর আলী নামের চার খনিশ্রমিককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। একারণে চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের চাকরিতে পুনর্বহাল, প্রফিট বোনাসসহ ৯ দফা দাবিতে আন্দোলন করছেন খনিতে কর্মরত ৮২০ জনশ্রমিক। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এ আন্দোলন অব্যাহত রাখা হবে।

এ বিষয়ে জার্মানিয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি) কর্তৃপক্ষের বক্তব্য নেওয়ার চেষ্টা করেও সম্ভব হয়নি। তারা মোবাইল নম্বর না দেওয়ায় যোগাযোগ করা যায়নি।

মধ্যপাড়া পাথরখনির উপ-মহাব্যবস্থাপক সৈয়দ রফিকুল ইসলাম জানান, শ্রমিকরা পেট্রোবাংলার অধীনে নয়, তারা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জিটিসি'র অধীনে কাজ করেন। খনির ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান (জিটিসি) অনির্দিষ্টকালের জন্য পাথর উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করায় খনির ভূগর্ভ থেকে পাথর উত্তোলন বন্ধ থাকলেও উপরিভাগে পাথর বিক্রিসহ অন্যান্য কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২৬ আষাঢ় ১৪৩২, ১০ জুলাই ২০২৫

চা শিল্প রক্ষা করতে হলে শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে

সিলেটে একডোর গোলটেবিল বৈঠক

■ সিলেট অফিস

চা-শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক করেছে এথনিক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (একডো)। বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, চা-বাগানের মালিক কর্তৃপক্ষ, সাধারণ চা-শ্রমিক, পঞ্চায়েত সদস্য, ভ্যালি সদস্য, এনজিও প্রতিনিধি, ইউপি সদস্য ও চা-বাগান যুব কমিটি সদস্যবৃন্দ। গতকাল বুধবার সিলেট নগরীর একটি অভিজাত হোটেলের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে চা-বাগানের শ্রমিকদের জীবনযাত্রার চিত্র তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি নারী চা-শ্রমিকরা বাগানে কাজ করতে গিয়ে তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। বৈঠকে চা-শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে ও অধিকার বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারী সকলে বিভিন্ন সুপারিশ করেন।

বৈঠকে বক্তারা বলেন, চা-শিল্পকে রক্ষা করতে হলে সবার আগে চা-শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। কারণ বাগান টিকে আছে চা-শ্রমিকদের জন্য। শ্রম আইনে নারী চা-শ্রমিকদের বিশেষ সুবিধার কথা উল্লেখ রয়েছে। পাশাপাশি অবহেলিত এই চা-জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ করেন বক্তারা।

একডোর নির্বাহী পরিচালক লক্ষীকান্ত সিংহের সভাপতিত্বে বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন সিনিয়র সহকারী জজ ও সিলেট জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার বিশেশ্বর সিংহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজনের সভাপতি ফারুক মাহমুদ চৌধুরী, লাক্কাতুরা চা-বাগানের ব্যবস্থাপক আনোয়ার হোসেন। বৈঠকের শুরুতেই সিলেটের চা-বাগানের চিত্র তুলে ধরেন একডোর প্রকল্প সমন্বয়কারী মোমতাহিনুর রহমান চৌধুরী।

প্রধান অতিথি ছিলেন সিনিয়র সহকারী জজ ও জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার বিশেশ্বর সিংহ বলেন, আজকে আপনার যে দাবিগুলো তুলেছেন—শ্রম আইনে সেগুলো পাওয়ার অধিকার আপনাদের আছে। শ্রম আইনে একজন নারী শ্রমিকের জন্য বিশেষ সুবিধা দেওয়া আছে। সমান মজুরি, কাজের জায়গায় টয়লেটের ব্যবস্থা, প্রসূতিকালীন সুবিধা, শিশুদের যত্ন, ভারী ও বিপজ্জনক কাজ না করার জন্য আইনে বলা আছে। নারী চা-শ্রমিকদের এসব সুবিধা নিশ্চিত করা বাগানমালিকদের দায়িত্ব।

লাক্কাতুরা চা-বাগানের ব্যবস্থাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, চা-শ্রমিকদের যেমন বেতন বকেয়া আছে, তেমনি আমিসহ ম্যানেজমেন্টে কাজ করা সবারই বেতন বকেয়া আছে। একদিকে চা নিলাম হচ্ছে না। অন্যদিকে নিলাম হলেও যে টাকা পাওয়া যায় সেটা দিয়ে শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া যাচ্ছে না। আমরা ঋণের জন্য আবেদন করেছি সেটাও পাচ্ছি না। তাই একটু সংকট যাচ্ছে।

ইত্তেফাক
২২ জুলাই ২০২৫

শ্রীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের কারখানা ভাঙচুর ও মহাসড়ক অবরোধ

■ শ্রীপুর (গাজীপুর) সংবাদদাতা

শ্রীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে এ এ ইয়াং মিলস্ কারখানার বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কারখানায় ব্যাপক ভাঙচুর করে। পরে টায়ার জ্বালিয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে কারখানার শ্রমিকরা। এ সময় মহাসড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। গত রবিবার সন্ধ্যার পর থেকেই উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের জৈনাবাজারে বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে এ এ ইয়াং মিলস্ লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা। পরে পুলিশ ও কারখানা কর্তৃপক্ষ মিলে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি শান্ত করে। রাত ১০টার দিকে শ্রমিকরা অবরোধ প্রত্যাহার করলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এ এ ইয়াং মিলস্ লিমিটেড কারখানার মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা মোহাম্মদ সুলতান উদ্দিন বলেন, বেতন-ভাতা পরিশোধের জন্য কারখানার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হচ্ছে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হলেই শ্রমিকদের জানানো হবে; কিন্তু এর আগেই শ্রমিকরা কারখানায় ভাঙচুর করে রাস্তায় নামেন।

মাওনা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আইয়ুব আলী বলেন, শ্রমিকরা সন্ধ্যার পর থেকেই ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে সমস্যা সমাধানে কারখানা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের সঙ্গে আলাদাভাবে আলোচনা হচ্ছে।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ১৭ আষাঢ় ১৪
Dhaka : Tuesday 1 July 2025

চিলমারী তেল ডিপো রক্ষায় কুড়িগ্রামে শ্রমিকদের মানববন্ধন

প্রতিনিধি, কুড়িগ্রাম

চিলমারী তেল ডিপোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রতিহত এবং পাঁচ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কুড়িগ্রামে মানববন্ধন, কর্মসূচি পালন করেছে রংপুর বিভাগ ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়ন। গত সোমবার সকালে কুড়িগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। চিলমারী নদী বন্দর থেকে আগত শতাধিক শ্রমিকের উপস্থিতিতে আয়োজনটি এক প্রতিবাদী প্লাটফর্মে রূপ নেয়।

মানববন্ধনে রংপুর বিভাগ ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা নুর মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা ও চিলমারী প্রেস ক্লাবের সভাপতি সাংবাদিক নজরুল ইসলাম সাবু, রংপুর বিভাগ ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়নের সহসভাপতি মমিনুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা রিয়াজুল হক, সদস্য মকবুল হোসেন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, চিলমারী বন্দরের ভাষমান তেল ডিপো ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে নানা ষড়যন্ত্র চলছে। এই ষড়যন্ত্রের ফলে ডিপোর কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে, আর এতে করে শ্রমিকদের জীবিকা সংকটে পড়ছে। তারা অভিযোগ করেন, ডিপো বন্ধের চক্রান্ত শ্রমজীবী মানুষের পেটে লাথি মারার শামিল।

দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে- চিলমারী ভাসমান তেল ডিপোর বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্র বন্ধ করা, দায়ী কর্মকর্তাদের অপসারণ ও নতুন নিয়োগ দেয়া, বার্জগুলোকে নদীর পশ্চিম তীরে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া, ডিপোতে তেল মজুদ ও পরিবহণ কার্যক্রম উন্নত ট্যাংকলরির মাধ্যমে চালু করা এবং অস্থায়ী ডিপোকে স্থল ও জলপথের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী শোর ডিপোতে রূপান্তর করা।

বক্তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, শ্রমিকদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার চেষ্টা বন্ধ না হলে আরও কঠোর আন্দোলনের ডাক দেয়া হবে। আগামী ২১ জুলাই মধ্যে দাবি বাস্তবায়ন না হলে ২২ জুলাই থেকে উত্তরবঙ্গের সব জেলায় লাগাতার কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

প্রথম আলো • সোমবার, ১৪ জুলাই ২০২৫

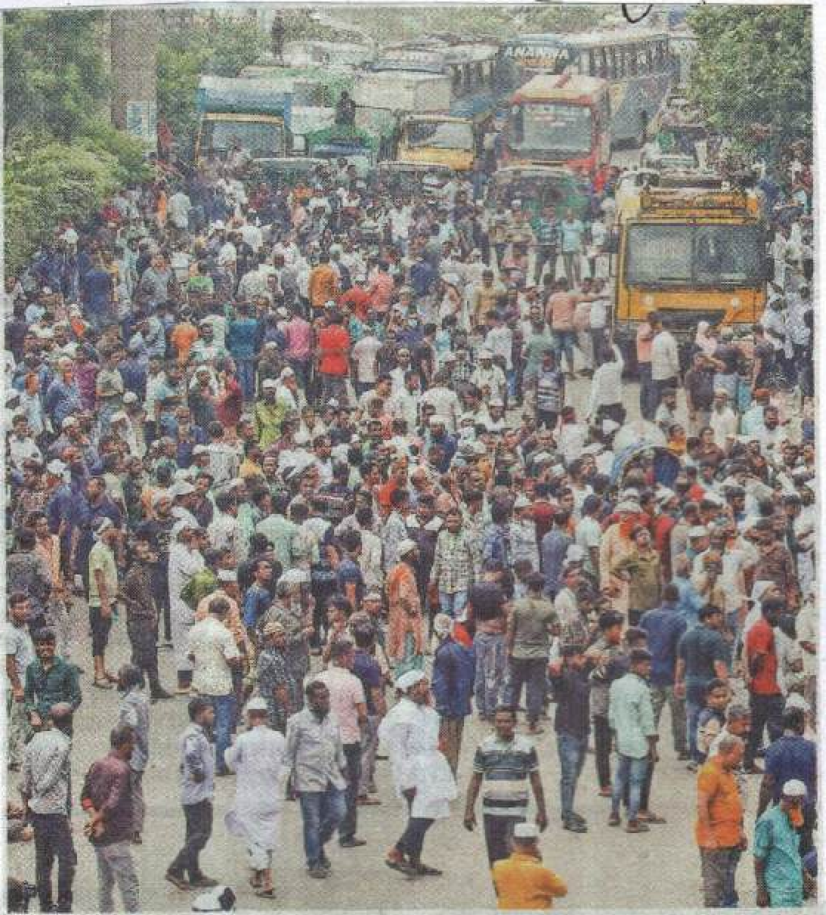

সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালকদের সড়ক অবরোধের কারণে সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট, ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। গতকাল বনানী বিআরটিএর কার্যালয়ের সামনে। ছবি : প্রথম আলো

অটোচালকদের সড়ক অবরোধ

বনানী

সড়ক অবরোধকারী চালকেরা বলছেন, সিএনজিচালিত অটোরিকশার রুট নির্ধারণের দাবিতে তাঁরা এ কর্মসূচি পালন করছেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর বনানীতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) কার্যালয়ের সামনের সড়কটি গতকাল রোববার সাড়ে আট ঘণ্টা অবরুদ্ধ ছিল। ঢাকা মহানগরের সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকেরা সড়কটি অবরোধ করেছিলেন।

গতকাল সকাল ১০টার দিকে চালকেরা বিআরটিএ সদর দপ্তরের সামনের সড়কে অবস্থান নেন। তাঁদের অবরোধের কারণে ওই সড়কে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। পরে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে আন্দোলনকারীরা সড়ক ছেড়ে দিলে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গুলশান ট্রাফিক বিভাগের উপকমিশনার মিজানুর রহমান বলেন, সাড়ে ছয়টার দিকে রাস্তা ছেড়ে দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। পরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

সড়ক অবরোধকারী এক চালক বলেন, সিএনজিচালিত অটোরিকশার রুট নির্ধারণের দাবিতে তাঁরা এ কর্মসূচি পালন করছেন। অর্থাৎ ঢাকা জেলার অন্তর্গত যেসব অটোরিকশা চলাচল করে, সেগুলোকে রাজধানীর ভেতরে চলাচল করতে দিতে হবে। এর জন্য ডিএমপি কোনো মামলা দিতে পারবে না।

দেখা গেছে, কাফনের কাপড় পরে অনেক সিএনজিচালক অবরোধে অংশ নিয়েছেন। তাঁরা অ্যাম্বুলেন্স ও বিমানবন্দরগামী গাড়িগুলো ছেড়ে দেন। এ ছাড়া অন্য কোনো গাড়ি যেতে দেননি। এ সময় আন্দোলনকারীরা ঘোষণা দেন, যতক্ষণ পর্যন্ত দাবি আদায় না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

আন্দোলনের কারণে রাস্তায় তীব্র যানজট দেখা দেয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় আটকে ছিলেন পথচারীরা। এঁদের একজন শামরিন ইসলাম আহমেদ। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখেন, মহাখালী থেকে বিমানবন্দরে যাওয়ার জন্য রওনা হয়েছিলেন। প্রায় সোয়া ঘণ্টা রাস্তায় আটকা থাকার পর তিনি বাসায় ফিরে যান।

বনানী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মেহেদী হাসান বলেন, সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকেরা বনানী এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়ক অবরোধ করে দিনভর বিক্ষোভ করেছেন। এতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

বণিকবার্তা রোববার, জুলাই ১৩, ২০২৫

বকেয়া পরিশোধ ও বন্ধ কারখানা চালুর দাবিতে গাজীপুরে শ্রমিক বিক্ষোভ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

বকেয়া বেতন পরিশোধ ও বন্ধ কারখানা খুলে দেয়ার দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন গাজীপুরের ফারদার ফ্যাশনস লিমিটেডের শ্রমিকরা। গতকাল বেলা ১১টার দিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন মোগরখালে অবস্থিত কারখানার সামনে বিক্ষোভ করেন তারা।

শ্রমিকদের অভিযোগ, গত মাসের বেতন এখনো পরিশোধ করা হয়নি। মালিকপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। বলা হয়েছিল, গত মাসের বেতন শিগগির পরিশোধ করা হবে। তবে এখনো বেতন পাননি। বেতনের দাবিতে গত চারদিন ধরে তারা আন্দোলন করে আসছেন। গতকাল এসে দেখেন কারখানায় তালা ঝোলানো, ঘোষণা এসেছে লে-অফের।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক মো. ফারুক উল আলম বলেন, 'চারদিন ধরে শ্রমিকরা কারখানায় কর্মবিরতি করে আসছিলেন। গতকাল মালিক পক্ষ সাময়িকভাবে নিট ও ওভেন শাখা বন্ধ ঘোষণা করেছে। শ্রমিকরা সকালে কারখানায় এসে নোটিস দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এক পর্যায়ে তারা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে অবস্থান নেন। পরে আমরা শ্রমিকদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দিয়েছি। দুপুর ১২টার দিকে শ্রমিকরা কারখানার সামনে চলে যান।'

কারখানায় ঝোলানো নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে, কারখানা কর্তৃপক্ষ বায়িং হাউজসহ বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ সংগ্রহ করে শ্রমিকদের মজুরি দিয়ে আসছে। আগামী মাসে নিট ও ওভেন শাখায় শ্রমিকদের দিয়ে করানোর মতো কোনো কাজের অর্ডার হাতে নেই। এছাড়া শ্রমিকদের বসিয়ে রেখে পূর্ণ মজুরি দেয়া সম্ভব নয়। বিষয়টি মালিকের নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত। তাই কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬-এর ১২ ধারা মোতাবেক ১২ জুলাই থেকে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত সাময়িকভাবে নিট ও ওভেন শাখা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কাজ বন্ধকালে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-কর্মচারীদের বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬-এর ১৬ ধারার বিধান মোতাবেক লে-অফ ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। এ সময়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের কারখানায় উপস্থিত হয়ে হাজিরা দেয়ার প্রয়োজন নেই। তবে কারখানার সোয়েটার শাখা ও নিরাপত্তা কর্মীরা লে-অফের আওতার বাইরে থাকবে।

দেশ রূপান্তর রবিবার, ১৩ জুলাই ২০২৫,

লে-অফ ঘোষণা করা কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে বকেয়া বেতন পরিশোধ ও লে-অফ ঘোষণাকৃত কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে গতকাল শনিবার বিক্ষোভ করেছে নগরীর মোগরখাল এলাকার ফারদার ফ্যাশনসের শ্রমিকরা। এক পর্যায়ে তারা ঢাকা বাইপাস সড়ক অবরোধ করে। এতে যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে বুঝিয়ে শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়। পুলিশ ও শ্রমিকরা জানায়, কয়েক দফা তারিখ দিয়েও কর্তৃপক্ষ জুন মাসের বেতন পরিশোধ করেনি। বাধ্য হয়ে গত চারদিন ধরে শ্রমিকরা বেতনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছিল। শ্রমিকরা গতকাল সকালে কারখানায় কাজ করতে এসে দেখতে পায় প্রধান ফটকে তালা ঝোলানো এবং লে-অফ নোটিস।

১১ জুলাই স্বাক্ষরিত লে-অফ নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে, নিট ও ওভেন শাখায় সরাসরি অর্ডার না থাকায় কর্তৃপক্ষ বায়িং হাউজসহ বিভিন্ন মাধ্যম থেকে ছোট ছোট কাজ সংগ্রহ করে কোনোরকমে কারখানা চালু রেখেছে। ওই কাজের আয় থেকে শ্রমিকদের কোনো প্রকারে মজুরি প্রদান করে আসছে। আগামী মাসে নিট ও ওভেন শাখায় কাজের কোনো অর্ডার হাতে নেই। শ্রমিকদের বসিয়ে রেখে পূর্ণ মজুরি প্রদান করাও সম্ভব নয়। বিষয়টি মালিকের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত। তাই শ্রম আইন ২০০৬ এর ১২ ধারা মোতাবেক শনিবার থেকে আগামী ২৫ আগস্ট পর্যন্ত সাময়িকভাবে নিট ও ওভেন শাখার কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কর্তৃপক্ষ।

কাজ বন্ধকালে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-কর্মচারীদের বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী লে-অফ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। কাজ বন্ধকালে শ্রমিক-কর্মচারীদের কারখানায় উপস্থিত হয়ে হাজিরা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের পুলিশ সুপার মো. জহিরুল ইসলাম জানান, বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা চারদিন ধরে কারখানায় কর্মবিরতি বিক্ষোভ করে আসছিল। বিক্ষোভের জেরে শনিবার থেকে কর্তৃপক্ষ নিট ও ওভেন শাখা সাময়িকভাবে লে-অফ ঘোষণা করে। শ্রমিকরা সকালে কারখানায় এসে লে-অফ নোটিস দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা ঢাকা বাইপাস সড়কে অবস্থান নিয়ে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়। পুলিশ শ্রমিকদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।

সমকাল শনিবার। ২৬ জুলাই ২০২৫

সারা বছর কাজ, ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত, রেশনিং চালু ও ষাটোর্ধ্ব মজুরদের পেনশনের দাবিতে শুক্রবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করে বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতি ● সমকাল

NEW AGE

WEDNESDAY, JULY 16, 2025, SHRABAN 1, 1432 BS

The Sramik Karmachari Oiky Parishad organises a rally, calling upon the interim government to refrain from leasing out Chattogram Port to foreign companies, in front of the National Press Club in Dhaka on Tuesday. — New Age photo

Refrain from leasing out Ctg Port to foreign company: SKOP

Staff Correspondent

LEADERS of Sramik Karmachari Oiky Parishad, a combine of 14 labour rights bodies, at a protest rally called on the interim government to refrain from leasing out Chattogram Port to foreign companies.

SKOP organised the rally presided over by its joint convener Chowdhury Ashiqul Alam in front of the National Press Club in Dhaka on Tuesday.

Ashiqul Alam said that the interim government headed by Professor Muhammad Yunus was hatching conspiracy to lease out New Mooring Port of Chattorgam to a foreign company, which would not be acceptable.

He called on the interim government to refrain from leasing out the port to the foreign company.

Nurullah Bahar, a leader of Chattogrm Port workers, said that they would resist any attempt of leasing out port to any foreign company.

SKOP central leader Razequzzaman Ratan read-out the declaration of the rally where he called on all the labour rights organisations to wage a united movement to resist any attempt to lease out the port to any foreign company.

Labour leaders Abdul Kader Hawlader, Mahbubul Alam, Saifuzzaman Badsha, Badal Khan, Khalequzzaman Lipon and others spoke at the rally.

The rally was followed by a protest procession that paraded different city roads.

যুগান্তর

রোববার ১৩ জুলাই ২০২৫

কালিয়াকৈরে ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহালের দাবি

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালিয়াকৈরে আটাবহ ইউনিয়নের বড়ইছুটি এলাকায় কারখানার ছাঁটাই ১৭ শ্রমিককে পুনর্বহাল এবং কারখানার দুই কর্মকর্তাকে পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে একটি পোশাক তৈরি কারখানার শ্রমিকরা। শনিবার সকালে উপজেলার বড়ইছুটি এলাকায় সাউদার্ন নিট ওয়্যার লিমিটেড কারখানায় ওই বিক্ষোভ হয়েছে। কারখানার শ্রমিক ও পুলিশ জানায়, উপজেলার বড়ইছুটি এলাকায় সাউদার্ন নিট ওয়্যার লিমিটেড কারখানায় বিভিন্ন সময়ে শ্রমিকদের দাবি আদায়ের বিক্ষোভসহ নানা কর্মসূচি পালন করা হয়। এসব আন্দোলনে যেসব শ্রমিক নেতৃত্ব দিয়েছে কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের একটি তালিকা তৈরি করে। গত বৃহস্পতিবার ছুটির পর কারখানার প্রধান ফটকে ১৭ জন শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের নোটিশ দিয়ে দেওয়া হয়। পরদিন শুক্রবার কারখানা বন্ধ ছিল। শনিবার সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে গিয়ে ১৭ জন শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিষয়টি জানতে পারেন। পরে সকাল ৮টায় কর্মবিরতি শুরু করে এবং তারা কারখানার ভেতরেই অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করে। এ সময়ে শ্রমিকরা ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহাল এবং কারখানা মহাব্যবস্থাপক (জিএম) নুরুল ইসলাম ও উপ মহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম) মিজানুর রহমানকে পদত্যাগের দাবি জানান।

যুগান্তর

সোমবার ১৪ জুলাই ২০২৫
৩০ আষাঢ় ১৪৩২

পূবাইলে বকেয়া বেতনের দাবি পোশাক শ্রমিকদের

গাজীপুর মহানগর প্রতিনিধি

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের পূবাইলের করমতলা এলাকায় বকেয়া বেতন, শ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগে বিক্ষোভ ও কর্মবিরতির কর্মসূচি পালন করেছে ভার্চুয়াল নিটওয়্যার লিমিটেডের শ্রমিকরা।

রোববার সকাল ৯টায় পূবাইল থানার ৪২নং ওয়ার্ডের করমতলায় ওই গার্মেন্টিসের সামনে শ্রমিকরা কাজে যোগ না দিয়ে প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে কারখানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। শ্রমিকরা প্ল্যাকার্ড হাতে স্লোগানে স্লোগানে বকেয়া বেতন পরিশোধ ও শারীরিক নির্যাতনের বিচার দাবি করেন। একজন নারী শ্রমিক জানান, 'আমরা দিনরাত খেটে কাজ করি, সময়মতো বেতন পাওয়ার আশায়। কিন্তু মাসের পর মাস বেতন বিলম্বে দিচ্ছে। এতে বাসা ভাড়া, দোকানের বাকি সবকিছুতেই সমস্যায় পড়ছি। উপরন্তু আমাদের শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়। নতুন ডিজিএম আব্দুর রউফ আমাদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করছেন, যা আগে কখনো ঘটেনি।' আরেক শ্রমিক জানান, 'গত মাসের বেতন এখনো দেয়নি। বছরে যে ছুটির টাকা পাওয়ার কথা, তাও দেয়া হয়নি।'

এ বিষয়ে পূবাইল থানার ওসি শেখ আমিরুল ইসলাম বলেন, বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করছে। ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি দল রয়েছে। আমরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করছি। অভিযোগের বিষয়ে জানতে ভার্চুয়াল নিটওয়্যার লিমিটেডের ডিজিএম আব্দুর রউফের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

সমকাল বুধবার । ২৩ জুলাই ২০২৫

শ্রমিকদের সংঘর্ষে ৪ ঘণ্টা বাস চলাচল বন্ধ

■ ফরিদপুর অফিস

ফরিদপুরে পরিবহন শ্রমিকদের দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে পৌর বাসস্ট্যান্ড এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। আহত হন অন্তত ১০ জন। এর জেরে প্রায় চার ঘণ্টা বাস চলাচল বন্ধ ছিল।

ফরিদপুর মোটর ওয়ার্কার্স শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণার দাবিতে শ্রমিকদের একাংশ গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টায় মানববন্ধনের আয়োজন করে। মানববন্ধন শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যে নির্বাচিত সভাপতি ইয়াছিন মোল্লার নেতৃত্বে অর্ধশত লোক লাঠি ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়।

এ ঘটনার পর অন্য শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে দুপুর ১২টার দিকে ফরিদপুর থেকে সব রুটের বাস চলাচল বন্ধ করে দেন। দুপুর ২টার দিকে দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। আহত হন অন্তত ১০ জন শ্রমিক।

জানা যায়, ইউনিয়নের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। এক গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ করেন বর্তমান সভাপতি (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত) ইয়াসিন মোল্লা এবং অন্য গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ করেন সাবেক সহসভাপতি ইসমাইল হোসেন।

সাবেক সহসভাপতি ইসমাইল হোসেন বলেন, অধিকাংশ শ্রমিককে না জানিয়ে গোপনে নির্বাচন করা হয়। কোনো তপশিল ঘোষণা না করে এবং ভোটার তালিকা না টানিয়েই অবৈধভাবে নির্বাচন দেখিয়ে শ্রমিক ইউনিয়নটি দখল করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে মানববন্ধন করা হলে সেখানেও ইয়াছিন মোল্লার নেতৃত্বে বহিরাগত সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়।

তবে ইয়াছিন মোল্লা বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে। আওয়ামী লীগের দোসররা একত্রিত হয়েছিল, তখন আমরা সাধারণ শ্রমিকরা বাধা দিয়েছি।

ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার ওসি আসাদউজ্জামান বলেন, শ্রমিকদের মানববন্ধনকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

কালের কণ্ঠ রবিবার । ২৭ জুলাই ২০২৫

দাবি আদায়ে কঠোর হচ্ছেন পরিবহন মালিক-শ্রমিকরা

জহিরুল ইসলাম ▷

- মালিক-শ্রমিকদের দাবি ৫ দফা থেকে বেড়ে ৮ দফা
- আলটিমেটাম শেষ হচ্ছে ৪ আগস্ট
- ভুক্তভোগী হবে যাত্রীরা, এই শ্রেণির ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হবে না : যাত্রী কল্যাণ সমিতি

পরিবহন খাতের বিভিন্ন সংগঠন নিজেদের দাবি আদায়ে কঠোর হতে পারে বলে জানা গেছে। সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ড ভ্যান মালিক অ্যাসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের যৌথ ব্যানারে দাবি আদায়ে মাঠে নামতে পারে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সমন্বয় পরিষদ।

সূত্র জানিয়েছে, সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ সংশোধনসহ আট দফা দাবি এবং সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে মাঠে নামতে পারে সমন্বয় পরিষদ। দাবিগুলো হলো—বাণিজ্যিক মোটরযানের ইকোনমিক লাইফ ২০ ও ২৫ বছর থেকে বৃদ্ধি করা, মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহন অপসারণের সহায়ক হিসেবে রিকন্ডিশন বাণিজ্যিক যানবাহনের আমদানির মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ১২ বছর করা, বাজেটে বাণিজ্যিকভাবে চলাচলকারী যানবাহনের ওপর দ্বিগুণ অগ্রিম আয়কর কমানো, একই সঙ্গে আয়কর ট্যাক্স ফাইলে অ্যাসেসমেন্ট করার পর জমাকৃত অর্থ বেশি হলে ফেরত দেওয়ার নিয়ম চালু করা এবং ইনস্যুরেন্স বা বীমা প্রথায় আগের নিয়ম বাতিল করা ইত্যাদি।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সমন্বয় পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (দপ্তর) কাজী মো. জোবায়ের মাসুদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মালিক-শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে সবাইকে জানানো হয়েছে। পরিবহন খাতকে বাঁচাতে হলে মালিক-শ্রমিক সংশ্লিষ্ট সবার কথা ভাবতে হচ্ছে। মালিকরা যদি বাস-ট্রাক সড়কে নামিয়ে ভর্তুকি দিয়ে চালাতে হয়, তাহলে কত দিন চালাবেন? যাত্রীদের থেকে ভাড়া নিতে হবে কম, সব ধরনের মালপত্রের দাম বেশি। বাস নামাতে হবে নতুন, কিন্তু দাম দ্বিগুণ আবার করও বেশি। তাহলে আমরা কী করব?' তিনি বলেন, 'সার্বিক দিক বিবেচনায় আমরা দাবিগুলো জানিয়ে অপেক্ষায় আছি। আশা করছি সরকার সব কিছু বিবেচনায় নিয়ে সঠিক সমাধান দেবে।'

এর আগে বিভিন্ন দাবি জানিয়ে গত ২০ জুলাই বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির কার্যালয়ে মালিক ও শ্রমিকদের যৌথ এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে পাঁচ দফা দাবি মানার জন্য ১৫ দিনের আলটিমেটাম দেন পরিবহন মালিক-শ্রমিক নেতারা। এতে সারা দেশ থেকে পরিবহন মালিক-শ্রমিক নেতারা যোগ দিয়ে তাঁদের সুবিধা-অসুবিধাগুলো তুলে ধরে সরকারের প্রতি দাবিগুলো মানার প্রস্তাব দেন।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস দাবিগুলোর যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলেন, '২০১৮ সালের সড়ক পরিবহন যে আইন সে আইনটি একটি প্রতিশোধপরায়ণ, নিপীড়নমূলক এবং ক্ষতিকর। যে আইনে মালিক এবং শ্রমিকের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে। এ আইনটি সংশোধন না হওয়ায় পুলিশ, ট্রাফিক, বিআরটিএ, শ্রম দপ্তরসহ সরকারের বিভিন্ন সংস্থা আমাদের পরিবহন সেক্টরের মালিক, শ্রমিককে নানাভাবে হয়রানি করছে।'

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব মো. সাইফুল আলম বলেন, 'পরিবহন ধ্বংস করে উন্নয়ন সম্ভব নয়। সব বিষয়ে যৌক্তিক সমাধান জরুরি। মালিক-শ্রমিকদের জীবন-জীবিকার কথা একেবারে আমলে না নেওয়াটা অযৌক্তিক। তাই বিশ্ববাজার, পরিবহন খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পণ্যের দাম ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার।'

এসব বিষয়ে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মালিক-শ্রমিকরা সংগঠিত হয়ে যদি দাবি আদায়ে মাঠে নামে তবে সাধারণ মানুষেরই ভোগান্তি হবে। সরকার একটা সময় হয়তো দাবি মেনে নেবে। মাঝখানে ভুক্তভোগী হবে যাত্রীরা। এই শ্রেণির ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হবে না। ৫ আগস্টের পরে আসলে এই খাতে কোনো একটা পরিবর্তন হয়নি। সরকার এখানো কোনো কাজ করতে পারেনি।'

মালিক-শ্রমিক সমন্বয় পরিষদের কর্মসূচি : আট দফা দাবি আদায়ে মালিক-শ্রমিকদের সংগঠনগুলোর যৌথ সমন্বয় পরিষদের উদ্যোগে আজ রবিবার সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুস সালাম হলে সংবাদ সম্মেলন ডাকা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ধারণা করছেন, এই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে নিজেদের বিভিন্ন দাবির বিষয় তুলে ধরে জোরালো আন্দোলনের বার্তা দিতে পারেন পরিবহন নেতারা।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার । ২১ জুলাই ২০২৫

বকেয়া বেতন দাবিতে গাজীপুরের শ্রীপুরে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

শ্রীপুরে শ্রমিক অবরোধ বিক্ষোভ

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে টায়ার জ্বালিয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন 'এএ ইয়াং মিলস লিমিটেড' নামে একটি কারখানার শ্রমিকরা। এতে মহাসড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এর আগে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কারখানায় ব্যাপক ভাঙচুর চালান। গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে উপজেলার জৈনাবাজার এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন কারখানা শ্রমিকরা। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত (রাত ১২টা) তা অব্যাহত রয়েছে। মাওনা হাইওয়ে থানার ওসি মো. আয়ুব আলী বলেন, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে রেখেছে। প্রশাসন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষে সমস্যা সমাধানে কারখানা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

এএ ইয়াং মিলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিক লিমা আক্তার বলেন, আমাদের বেতন পাওয়ার কথা মাসের ৭ তারিখ। কিন্তু দেওয়া হয় ১০ তারিখ তবুও আমরা মেনে নিই। কিন্তু এখনো জুন মাসের বেতন পরিশোধ করেনি। তাহলে আমরা কীভাবে সংসার চালাই? আমাদের বাড়ি ভাড়া, দোকানের বাকি এগুলো তো কেউ শুনতে চায় না।

শ্রমিক সজল মিয়া বলেন, আমাদের ঘরে চাল-ডাল নেই। সন্তানের লেখাপড়ার খরচ দিতে পারছি না। রাতে কেন রাস্তায় এসেছি এটা বিবেক দিয়ে চিন্তা করলে উত্তর পাবেন। আমরা এমনিতেই কাউকে ভোগান্তিতে ফেলছি না।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ২২ জুলাই ২০২৫

গাজীপুরে শ্রমিক দলের বিক্ষোভ সমাবেশ

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের প্রতিবাদে গাজীপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেছে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল।

গতকাল সোমবার দুপুর ১২টার দিকে ভোগড়া বাইপাস মোড়ে গাজীপুর জেলা ও মহানগর শ্রমিক দলের উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহশ্রমবিষয়ক সম্পাদক ও শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় নেতা হুমায়ুন কবির খান। প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভাপতি ও বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন সরকার।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গাজীপুর জেলা শ্রমিক দলের আহ্বায়ক মো. মিনার উদ্দিন। বক্তব্য দেন শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় নেতা আখতারুজ্জামান বাবুল, মহানগর শ্রমিক দলের আহ্বায়ক ফয়সাল আহমেদ সরকার, জেলা শ্রমিক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আলহাজ উদ্দিন, গাজীপুর মহানগর শ্রমিক দলের সদস্যসচিব আবদুল মোমেন, শ্রমিক দল নেতা আবুল কালাম প্রধান, বাসন থানা শ্রমিক দলের সভাপতি শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তারা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নামে অশালীন বক্তব্যের নিন্দা জানিয়ে বলেন, তারেক রহমান এ দেশের কোটি কোটি মানুষের জনপ্রিয় নেতা। তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে একটি মহল তারেক রহমানের নামে নানা অপপ্রচার করছে। কোনো ধরনের অপপ্রচার তারেক রহমানের জনপ্রিয়তাকে কমাতে পারবে না।

সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল গাজীপুর ভোগড়া বাইপাস মোড় থেকে চান্দনা চৌরাস্তা অতিক্রম করে। বিক্ষোভ মিছিলটিতে সংগঠনের সহস্রাধিক নেতা-কর্মী যোগ দেন।

যুগান্তর
শনিবার ১২ জুলাই ২০২৫
২৮ আষাঢ় ১৪৩২

টঙ্গীতে পোশাক শ্রমিক হত্যার বিচার দাবিতে মানববন্ধন

টঙ্গী পূর্ব ও শিল্পাঞ্চল (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের টঙ্গীতে পোশাক শ্রমিক মাহফুজুর রহমান হত্যার বিচার দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে। শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের টঙ্গী কলেজগেট এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করে দুটি সংগঠনের সদস্যরা। ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচিতে 'টঙ্গী যুব সমাজ' ও 'নিরাপদ সড়ক আন্দোলন-গাজীপুর' নামের দুটি সংগঠন এবং স্থানীয় বিএনপি-জামায়াতের কয়েকশ নেতাকর্মী অংশ নেন। উল্লেখ্য, মাহফুজ বুধবার রাতে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের টঙ্গী বাজার এলাকায় দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে নিহত হন। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন টঙ্গী পশ্চিম থানা বিএনপির আহ্বায়ক প্রভাষক বশির উদ্দিন, টঙ্গী পূর্ব থানা জামায়াতের নায়েবে আমির আব্দুল লতিফ, নেয়ামত উল্লাহ ভূঁইয়া, সানাউল্লাহ, আলমগীর হোসেন দিপু, মোহন, নাঈম, সিফাত, আবুল কালাম আজাদ, গাজীপুর মহানগর আপ বাংলাদেশের সংগঠক আবু সাঈদ নোমান, আহমেদ সোয়াইব, মো. ফারহান প্রমুখ। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সাধারণ মানুষ ছিনতাইকারীদের ভয়ে রাতে নিরাপদে সড়ক-মহাসড়কে চলাচল করতে পারছেন না। মাহফুজ একজন নিরপরাধ মানুষ। আমরা অনতিবিলম্বে মাহফুজের হত্যাকারীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। অন্যথায় টঙ্গীতে বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচির ডাক দেওয়া হবে।

কালের কণ্ঠ । সোমবার । ২৮ জুলাই ২০২৫ ।

শ্রীপুরে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ, সংঘর্ষে আহত ৯

আঞ্চলিক প্রতিনিধি, গাজীপুর ▷

গাজীপুরের শ্রীপুরে ১০ দফা দাবিতে আন্দোলনে নামা একটি সিরামিকস কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় মহাসড়ক অবরোধ, ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ায় অন্তত ৯ শ্রমিক আহত হয়েছেন বলে আন্দোলনরত শ্রমিকদের দাবি।

গতকাল রবিবার সকালে উপজেলার ধনুয়া (নয়নপুর) এলাকায় আরএকে সিরামিকস কারখানার শ্রমিকরা কর্মবিরতির মাধ্যমে আন্দোলন শুরু করেন। এক পর্যায়ে তাঁরা পাশের ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে অবস্থান নেন এবং সড়ক অবরোধ করেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে। পুলিশ ও শ্রমিকদের মধ্যে দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে।

শ্রমিকদের দাবি, পুলিশের ছোড়া কাঁদানে গ্যাসের শেলে তাঁদের অন্তত ৯ জন সহকর্মী আহত হয়েছেন। তাঁদের স্থানীয় কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

শ্রমিকরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে চুক্তি অনুযায়ী তাঁদের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ করা হচ্ছে না। বারবার আশ্বাস দিয়েও কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি না রাখায় তাঁরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হন।

আন্দোলনে অংশ নেওয়া শ্রমিক রুহুল আমিন বলেন, 'কম্পানির কিছু পদে ভারতীয় কর্মকর্তা রয়েছেন। তাঁরা আমাদের সম্মান করেন না, ভালো আচরণও করেন না। তাঁদের দ্রুত অপসারণ করতে হবে।'

শ্রমিকদের ১০ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে বকেয়া বেতন-ভাতা আগামী ১ আগস্টের মধ্যে পরিশোধ, শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী উপযুক্ত পদে নিয়োগ, অযোগ্য ব্যক্তিদের অপসারণ এবং মজুরি ও বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট পুনর্নির্ধারণ।

তাঁরা জানান, আগেও এসব দাবি জানানো হয়েছিল। ২০২৩ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ১১ দফা দাবি জানিয়ে আন্দোলন শুরু করেন তাঁরা। তখন কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা রাজীব মিয়া জানান, শ্রমিকরা সড়কে অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিতে থাকলে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের ধস্তাধস্তি হয়। শ্রমিকরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়ে। পুলিশ তখন কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পরে সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়। আলোচনায় সমাধানের আশ্বাস পেয়ে সকাল ১০টার দিকে

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৪ জুলাই ২০২৫

চাকরি স্থায়ীকরণের দাবি

পার্বতীপুরে কয়লা খনিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

পার্বতীপুর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি

পার্বতীপুরে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ২৭৬ শ্রমিকের চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ হয়েছে। বুধবার কয়লা খনির প্রধান গেটে কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডের আউটসোর্সিং অস্থায়ী বদলাপ পরিষদের ব্যানারে এ কর্মসূচি হয়। এতে বক্তব্য দেন পরিষদের সভাপতি আশরাফুল আলম, সম্পাদক রবিউল ইসলাম এবং সদস্য জার্মিল আখন্দ ও সামসুল আলম প্রমুখ। বক্তারা বলেন, খনির শুরু থেকে আমরা শ্রম দিয়ে আসছি। কিন্তু এখনো চাকরি স্থায়ী হয়নি। আমরা ন্যায্য দাবি আদায়ে রাজপথে নামতে বাধ্য হয়েছি। ১০ দিনের মধ্যে চাকরি স্থায়ীকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত না এলে বৃহত্তর কর্মসূচিতে যাবেন তারা। ১৯৯৯ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত খনি ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের স্থায়ী নিয়োগের কথা দেওয়া হয়েছিল। তবে শ্রমিকদের স্থায়ী নিয়োগ না দিয়ে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে বেতন-ভাতা দেওয়া শুরু করে কর্তৃপক্ষ।

শ্রীপুরে শ্রমিকদের

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

শ্রমিকরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেন।

কারখানাটির শ্রমিক রফিকুল ইসলাম দাবি করেন, 'পুলিশের ছোড়া কাঁদানে গ্যাসের শেলে তাঁদের ৯ জন সহকর্মী আহত হয়েছেন। তাঁদের উপজেলার বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।' তবে তাৎক্ষণিকভাবে আহত কারো নাম জানাতে পারেননি তিনি।

কারখানার মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক বলেন, 'শ্রমিকদের দাবিগুলোর বিষয়ে আমাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছিল। এ অবস্থায় শ্রমিকরা আন্দোলন শুরু করেন। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।'

শ্রীপুর থানার ওসি মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, 'কেউ আহত হননি, আমাদের কাছে এমন কোনো তথ্য নেই। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাদ্দাম নামের একজনকে থানায় আনা হয়েছে।'

এ বিষয়ে শিল্প পুলিশের গাজীপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) মো. আল মামুন সিকদার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ৩৩ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাসের শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়া হয়েছে। তবে তাতে কেউ আহত হননি। পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক। মালিকপক্ষ এসেছেন। শ্রমিকদের প্রতিনিধিরাও রয়েছেন সেখানে। আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকদের দাবিগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।'

কালের কণ্ঠ

। সোমবার । ২৮ জুলাই ২০২৫ ।

৭২ ঘণ্টা ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি পরিবহন নেতাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

আগামী ১২ আগস্ট সকাল ৬টা থেকে ১৫ আগস্ট সকাল ৬টা পর্যন্ত ৭২ ঘণ্টা দেশে সব ধরনের বাণিজ্যিক পরিবহন চলাচল বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পরিবহন মালিক-শ্রমিক নেতারা। গতকাল রবিবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এই হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।

সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ সংশোধনসহ আট দফা দাবি আদায়ে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন। সংবাদ সম্মেলনে আগামী ১১ আগস্ট পর্যন্ত দাবি মানতে সময় বেঁধে দিয়েছেন পরিবহন নেতারা। সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব মো. সাইফুল আলম বলেন, সম্প্রতি সরকারের নির্দেশনায় ২০ ও ২৫ বছরের পুরনো বাস ও ট্রাক সড়ক থেকে অপসারণের জন্য বিআরটিএ কার্যক্রম শুরু করেছে। ফলে দেশের বিভিন্ন জেলা ও বিভাগের মালিক-শ্রমিকরা আকস্মিকভাবে ধর্মঘটের ডাক দেন। এতে সারা দেশের পরিবহন ব্যবস্থাপনায় অচলাবস্থা সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দেয়। বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্য গত ২০ জুলাই ঢাকায় সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের নেতৃত্বদানকারী সংগঠনগুলোর নেতাদের সমন্বয়ে যৌথ সভা হয়। সভায় মালিক-শ্রমিক নেতারা মালিকদের ব্যাবসায়িক স্বার্থ এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার সমুন্নত রেখে সড়ক ব্যবস্থাপনাকে সচল রাখার জন্য ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে দাবি মানার জন্য সরকারকে লিখিতভাবে অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত নেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

সোমবার ॥ ২৮ জুলাই ২০২৫

অটোরিকশা চালকদের ধর্মঘট

ট্রাফিক পুলিশের হয়রানি, অতিরিক্ত অর্থ আদায়, বিনা কারণে গাড়ি জব্দ এবং লাইসেন্সসংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ এনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট পালন করছেন সিএনজিচালিত অটোরিকশার মালিক ও শ্রমিকরা। গতকালের এ ধর্মঘটে জেলাজুড়ে সব সিএনজিচালিত অটোরিকশা চলাচল বন্ধ রয়েছে। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা। পুলিশ সুপার এহতেশামুল হক বলেন, বিশৃঙ্খলা এড়াতে মালিক-শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। –ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

দৈনিক ইত্তেফাক ২৮ জুলাই ২০২৫

সড়ক পরিবহন আইন সংশোধনসহ আট দাবি

৭২ ঘণ্টার ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের

■ বিশেষ প্রতিনিধি

সড়ক পরিবহন আইন সংশোধনসহ আট দাবিতে আগামী ১২ আগস্ট সকাল ৬টা থেকে ১৫ আগস্ট সকাল ৬টা পর্যন্ত ৭২ ঘণ্টার পরিবহন ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মালিক-শ্রমিক সংগঠনগুলো। গতকাল রবিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, বাস-ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন ও সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের নেতারা।

লিখিত বক্তব্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব সাইফুল আলম বলেন, সম্প্রতি ২০ ও ২৫ বছরের পুরোনো যানবাহন সড়ক থেকে সরানোর নির্দেশনায় বিভিন্ন জেলায় ধর্মঘট ডাকা হয়, যা অচলাবস্থার শঙ্কা তৈরি করেছে। এ পরিস্থিতি নিরসনে ২০ জুলাই একটি যৌথ সভায় ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানানো হয়। দাবি না মানলে ১২ আগস্ট থেকে সারা দেশে ধর্মঘটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

আট দাবি : দাবিগুলো হলো- সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ এর ৯৮ ও ১০৫ নম্বর ধারাসহ আমাদের সুপারিশকৃত ধারাগুলো সংশোধন করতে হবে। বাণিজ্যিক মোটরযানের ইকোনমিক লাইফ ২০ ও ২৫ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৩০ বছর পর্যন্ত বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া যেসব গাড়ি ফিটনেস পাবে না বা বায়ুদূষণযন্ত্রের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ করে বলে প্রমাণিত হয় সেসব গাড়ি নতুন-পুরাতন বিবেচনা যাই হোক না কেন চলাচলে অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে। পূর্বে পুরাতন গাড়ি অপসারণের ক্ষেত্রে নিয়ম ছিল মেয়াদোত্তীর্ণ গাড়ি শুধু মেট্রোপলিটন এলাকায় চলাচল করতে পারবে না। জেলায় বিআরটিএর ফিটনেস পাওয়া সাপেক্ষে চলাচল করতে পারবে। উক্ত বিষয়টি বহাল রাখতে হবে। এসব সমস্যা নিরসন না হওয়া পর্যন্ত বিআরটিএ কর্তৃক ২০ ও ২৫ বছরের পুরাতন গাড়ির বিরুদ্ধে অভিযান স্থগিত রাখিতে হবে। বাজেটে বাণিজ্যিকভাবে চলাচলকারী যানবাহনের ওপর আরোপিত দ্বিগুণ অগ্রীম আয়কর (প্রিজাম্পটিভ ইনকাম ট্যাক্স) কমিয়ে পূর্বের ন্যায় বহাল রাখতে হবে।

হালকা যানবাহনের পৃথক লেন : মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহন রাস্তা থেকে সরানোর জন্য সহায়ক হিসেবে বাণিজ্যিক রিকন্ডিশন যানবাহন (বাস, ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, প্রাইম মুভার) আমদানির মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ১২ বছর করতে হবে। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি থানায় আটক হলে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে মালিকের জিম্মায় দেওয়ার বিধান রয়েছে। যা বাস্তবে কার্যকর করা হয় না। এটা কার্যকর করতে হব। মেয়াদোত্তীর্ণ পুরাতন যানবাহনের জন্য স্ক্র্যাপ নীতিমালা তৈরি করতে হবে। মহাসড়কে তিন চাকার যানবাহনসহ (অটো-টেম্পু, অটোরিকশা) বিআরটিএ কর্তৃক অনুমোদনবিহীন হালকা যানবাহনের পৃথক লেনে চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। অধিকাংশ দুর্ঘটনাই এসব যানবাহন মহাসড়কে একত্রে চলাচলের কারণে হয়ে থাকে। ড্রাইভিং লাইসেন্স ও নবায়ন দ্রুততার সঙ্গে ডেলিভারি দিতে হবে এবং শ্রমিক ফেডারেশনের ১২ দফা দাবি বাস্তবায়ন করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি কফিল উদ্দিন আহমেদ, কার্যকরী সভাপতি এম এ বাতেন, সহ-সভাপতি মো. তোফাজ্জল হোসেন মজুমদার, বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রমেশ চন্দ্র ঘোষ, সহ-সাধারণ সম্পাদক এম হুমায়ুন কবির, সাবেক সাধারণ সম্পাদক কফিল উদ্দিন আহমেদ এবং সাবেক-সভাপতি ফারুক তালুকদার সোহেল, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্স দুদু এবং সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির খান।

বণিক বার্তা

সোমবার, জুলাই ২৮, ২০২৫

গাজীপুরে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ টিয়ার শেল নিক্ষেপ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

গাজীপুরের শ্রীপুরে দশ দফা দাবিতে 'আরএকে সিরামিক' কারখানার শ্রমিকরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। পরে পুলিশ টিয়ার শেল ছুড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে। গতকাল ভোর সাড়ে ৬টা থেকে পরবর্তী ২ ঘণ্টা মহাসড়কের শ্রীপুরের নয়নপুর (ধনুয়া) এলাকায় সড়ক অবরোধ করে রাখেন শ্রমিকরা। এতে সড়কের দুপাশে যানবাহন আটকা পড়ে অন্তত পাঁচ কিলোমিটার এলাকায় যানজট তৈরি হয়।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক আব্দুল লতিফ বলেন, 'টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে অবরোধকারীদের সরিয়ে দিলে সকাল সাড়ে ৮টার পর থেকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।'

শ্রমিকদের ১০ দফা দাবিগুলো হলো চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত বেতনের সঙ্গে ইনক্রিমেন্টের সাত মাসের এরিয়ার বিল ১ আগস্টের মধ্যে দিতে হবে, শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী সঠিক পদে সঠিক কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে এবং যোগ্য পদে অযোগ্য লোক থাকলে তাকে অতিদ্রুত অপসারণ করতে হবে, প্রতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী মানসম্মত বাড়তি বেতন নিশ্চিত করতে হবে, দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলনরত অবস্থায় শ্রমিকরা যতদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকবে ততদিনই কর্মদিবস বা হাজিরা দিতে হবে।

এছাড়া নতুন ও পুরনো শ্রমিকদের জন্য সঠিক বেতন কাঠামো প্রণয়ন, সিভিল কর্মীদের ন্যূনতম হাজিরা ৫০০ টাকা নির্ধারণ, মাসিক হাজিরা বোনাস ১ হাজার ৫০০ টাকা করা, আন্দোলনের পর কাউকে চাকরিচ্যুত না করা, বয়স্ক ভাতাসহ পুরনো সব সুবিধা চালু এবং কোম্পানির বিভিন্ন পর্যায়ের ভারতীয় কর্মকর্তাদের অপসারণের দাবিও জানিয়েছেন শ্রমিকরা।

বিক্ষোভকারী শ্রমিকরা বলছেন, দীর্ঘদিন ধরে তারা এসব দাবি জানিয়ে এলেও কারখানা কর্তৃপক্ষ মানছে না। কর্তৃপক্ষ তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। তাই তারা আন্দোলনে নেমেছেন। পরে আন্দোলনের খবর পেয়ে শ্রীপুর থানা পুলিশ, শিল্প পুলিশ ও মাওনা হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরে যাওয়ার জন্য বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা পুলিশের কথায় কান না দিয়ে অবরোধ ও বিক্ষোভ চালিয়ে যান। পরে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে পুলিশ শ্রমিকদের লক্ষ্য করে কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করলে যান চলাচল শুরু হয়। শ্রীপুর থানার ওসি মুহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, 'শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরে যেতে বলা হয়। তারা না সরলে আইনি ব্যবস্থা নিতে হয়।'

NEW AGE

TUESDAY, JULY 29, 2025,

Bus services halted over attack on driver in C'nawabganj

United News of Bangladesh · Chapainawabganj

BUS services on the Chapainawabganj-Rajshahi route remained suspended since Monday morning following a dispute between transport workers of the two districts.

Passengers travelling along the route have been facing trouble since morning and many were forced to use smaller vehicles such as CNG-run auto-rickshaws at high fares.

Anarul Islam, a leader of transport workers in Chapainawabganj, said that the workers and bus drivers of both Chapainawabganj and Rajshahi route were locked into an altercation over a trifling matter on Friday.

At one stage, the transport workers and bus drivers from Rajshahi route beat up a driver on Chapainawabganj route mercilessly.

Protesting the assault, a bus from Rajshahi was vandalised in Chapainawabganj, he said.

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
১৮ আষাঢ় ১৪৩২, ২ জুলাই ২০২৫

নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হন অভিবাসী গৃহশ্রমিকরা

গত ছয় বছরে ৬৭ হাজারেরও বেশি নারীকর্মী সংকটে পড়ে দেশে ফিরেন

■ রাবেয়া বেবী

দুই বছরেরও বেশি সময় কাজ করে গত বছরের অক্টোবর সৌদি আরব থেকে দেশে আসেন ফরিদপুরের সাহিদা বেগম (৪০)। সাহিদা সেখানে গৃহশ্রমিক ছিলেন। এক বাসাতেই পুরো দুই বছরের বেশি সময় কাজ করেও গৃহকর্ত্রীর ভালো ব্যবহার পাননি তিনি। সাহিদা জানান, নিয়মিত খাবার দেওয়া হতো না তাকে। যা বলা হয়েছিল, বেতনও তার চেয়ে কম ছিল। মাঝেমধ্যে গৃহকর্ত্রীর ছেলে তার গায়ে হাত তুলত। সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে পা মচকানোর পরও চিকিৎসা পাননি সাহিদা। দেশে ফেরার টিকিট দেওয়ার কথা ছিল। অথচ নানা অজুহাতে বেতন থেকে ৭০০ রিয়াল, যা বাংলাদেশের ১৭ হাজার ৫০০ টাকা থেকে কেটে রেখেছেন। এখন অর্থকষ্টে আছেন তিনি।

গৃহশ্রমিক নেটওয়ার্কের সচিবালয়ের সদস্যসচিব নাজমা ইয়াসমিন বলেন, প্রবাসী নারী গৃহশ্রমিকরাও নানা রকম নির্যাতনের শিকার। শারীরিক, মানসিক, যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে তারা দেশে ফেরেন। অনেক সময় তারা মৃত অবস্থায়ও দেশে আসেন। দরিদ্র বলে পরিবারের অবস্থা পরিবর্তন করতে তারা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে যান। পরিবারের অবস্থা ফেরাতে গিয়ে পরিবারে নিজের অবস্থাই দুর্বল হয়ে যায়। তিনি বলেন, দিন-রাত পরিশ্রম করে যে টাকা তারা দেশে পাঠান, সেই টাকাই বাবা-মা কিংবা স্বামী, ভাই নষ্ট করে ফেলেন। অনেক গৃহশ্রমিক দেশে ফিরে দেখেন, তাকে ঠকিয়ে স্বামী অন্য নারীকে নিয়ে সংসার করছেন। বাবা-ভাই সব টাকা খরচ করে ফেলেছেন—এমন তথ্যগুলো গবেষণায়ও উঠে এসেছে।

দেশের বাইরে গৃহশ্রমিকের অবস্থা

সৌদি আরব থেকে অসুস্থ অবস্থায় ২০২৪ সালের অক্টোবর দেশে ফেরেন মানিকগঞ্জের ফিরোজা। বেতন কম দেওয়া, খাবার কম দেওয়া ও মারধরের অভিযোগ করেন তিনি। তিনি বলেন, না খেয়ে থাকলেও বাসার কাজে নারীদের সৌদি যাওয়া উচিত নয়। বিদেশ থেকে ফিরে আসা কর্মীদের বিভিন্ন সেবা দিয়ে থাকা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক, বিলস ও রামরুর কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, অনেকেই নানা অসুস্থতা নিয়ে আসেন। তাদের অভিযোগের মধ্যে আছে মিথ্যে কথা বলে নিয়ে যাওয়া, একাধিক বাসায় কাজ করানো, ১৪ থেকে ১৬ ঘণ্টার কাজ, কম বেতন, অনিয়মিত বেতন, নিয়মিত খাবার না দেওয়া। এর বাইরে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগও পাওয়া যায়।

কিছু পরিসংখ্যান

অভিবাসী শ্রমিক নিয়ে কাজ করা বেসকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের তথ্যমতে, গত ছয় বছরে ৬৭ হাজারেরও বেশি নারীকর্মী নানান সংকটে পড়ে দেশে ফিরতে বাধ্য হয়েছেন, যাদের অনেকেই বিদেশে নির্যাতনের শিকার। ব্র্যাকের অভিবাসন কর্মসূচির প্রধান শরিফুল হাসান জানান, বাংলাদেশের প্রায় ১০ লাখ নারীকর্মী এখন বিদেশ আছেন। তারা রেমিট্যান্স যোদ্ধা, তাদের নিরাপত্তার জন্য তাদের ভাষাগত দক্ষতা ও কর্মদক্ষতা, একই সঙ্গে নিয়োগপত্র ও বেতনকাঠামো নিশ্চিতকরণ জরুরি।

গৃহশ্রমিক নেটওয়ার্কের সচিবালয়ের সদস্যসচিব নাজমা ইয়াসমিন জানান, ২০২২ সালে সৌদি আরব থেকে আসা এক নারীশ্রমিক তার শিশুকে বিমানবন্দরে রেখে চলে যান। তার সহযাত্রী জানান, শিশুটি সৌদি আরবে জন্ম নেয়। ২০২১-২০২২ সালের দিকে অনেক প্রবাসী নারীশ্রমিক দেশে লাশ হয়ে ফেরেন। তবে নারী শ্রমিকদের লাশের আলাদা তথ্য পাওয়া কঠিন।

ব্র্যাক দেশে আসা নারী শ্রমিকদের লাশের তথ্য আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করে। ব্র্যাকের তথ্যমতে, ২০১৬ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত সাত বছরে ৭১৪ নারীশ্রমিকের লাশ দেশে এসেছে। রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের রামরুর তথ্যমতে, গত ১২ বছরে প্রবাসে ৪০ হাজার ৭১৩ কর্মীর মৃত্যু হয়। এর মধ্যে ২০২৪ সালে দেশে এসেছে ৪ হাজার ৮১৩ কর্মীর মৃতদেহ।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ-১ শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব সাইয়েদা ফয়জুন্নেছা বলেন, প্রবাসী ক্ষতিগ্রস্ত নারীশ্রমিকদের পুনর্বাসনে সরকার সহযোগিতা করে। তবে এর বেশি তিনি আর কিছু বলতে চাননি। মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, বিদেশফেরত প্রায় ৩১ হাজার নারীকে সরকার চিহ্নিত করে সেবা দিয়েছে। এ কাজ চলমান আছে। মন্ত্রণালয়ের ২ লাখ নিবন্ধিত প্রবাসী শ্রমিক আছেন, যার মধ্যে ১১ হাজার নারী। তবে প্রবাসী নারী গৃহকর্মী দেশের বাইরে না পাঠানোর ওপর জোর দিয়ে শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ—বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ বলেন, পাঠাতে হলে গৃহশ্রমিক নয়, নার্স, পোশাককর্মীসহ টেকনিক্যাল দক্ষ নারী পাঠাতে হবে।

কালের কণ্ঠ । শুক্রবার । ১১ জুলাই ২০২৫

বিপজ্জনক শ্রমে ১০ লক্ষাধিক শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশে শিশুশ্রম প্রতিরোধে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হলেও শিশুশ্রম বেড়েছে। শিশুশ্রম ২০১৩ সালের ৪.৩০ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২২ সালে ৪.৪০ শতাংশে পৌঁছেছে। বর্তমানে দেশের ৩৫ লাখ কর্মজীবী শিশুর মধ্যে ১০ লাখ ৬০ হাজার শিশু বিপজ্জনক শ্রমে নিয়োজিত। বিপজ্জনক শিশুশ্রমে শিশুর সংখ্যা কিছুটা কমেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে 'বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও নির্মূল : সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে মূল প্রবন্ধে এ তথ্য তুলে ধরেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক ও গবেষক মোহাম্মদ নাজমুজ্জামান ভূইয়া। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের ২১টি উন্নয়ন সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত চাইল্ড লেবার ইলিমিনেশন প্ল্যাটফর্ম (ক্লেপ) এই সেমিনারের আয়োজন করে।

নাজমুজ্জামান ভূইয়া জানান, শ্রম আইনে বিপজ্জনক কর্মসংস্থানে শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ থাকলেও অসংখ্য শিশু আইনগত সীমার বাইরেও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছে। দেশে ২০১৩ সালে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের হার ছিল ৩.২ শতাংশ, যা ২০২২ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ২.৭ শতাংশে। তবে ২০১৩ সালের তুলনায় বাংলাদেশে ক্ষতিকর কাজে নিযুক্ত শিশুদের অনুপাত স্থিতিশীল থাকলেও শিশুশ্রম কমানো যায়নি। বর্তমানে কৃষি খাতে সর্বোচ্চ ৬১ শতাংশ

ক্লেপ আয়োজিত সেমিনারে গবেষণা তথ্য

শিশু শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে। এরপর গৃহস্থালির কাজসহ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ২৭ শতাংশ এবং পোশাক, জাহাজ ভাঙাসহ শিল্প খাতে ১৩ শতাংশ শিশু কর্মরত।

এডুকো বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর আব্দুল হামিদের সভাপতিত্বে সেমিনারে বক্তৃতা করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান, শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব সাইদুল ইসলাম, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ড. বিশ্বজিৎ রায়, চাইল্ড লেবার মনিটরিং কাউন্সিলের কো-চেয়ার অ্যাডভোকেট সালমা আলী, আইএলওর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার সৈয়দা মুনিরা সুলতানা, ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ, অধ্যাপক এ এইচ এম কিশোয়ার হোসেন, শাপলা নীড়ের কান্ট্রি ডিরেক্টর তমকো উচিয়ামা, এডুকো বাংলাদেশের ম্যানেজার আফজাল কবির খান, এএসডির গুল-ই জান্নাত জেনি প্রমুখ। সেমিনারে এ এইচ এম সফিকুজ্জামান বলেন, 'শিশুশ্রম নিয়ন্ত্রণে সরকার আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে। আগামী দুই মাসের মধ্যে শ্রম আইন সংশোধন করা সম্ভব হবে বলে আশা করি। আইএলও কনভেনশনের আটটি ধারায় স্বাক্ষর করেছে সরকার। বাকি দুটি ধারায়ও স্বাক্ষরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে শিশুশ্রম নিরসনে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো কোন খাতে কত টাকা ব্যয় করছে, তা-ও খতিয়ে দেখা হবে। এ বিষয়ে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে।' সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, শিশুশ্রম কেবল সামাজিক সমস্যা নয়, এটি একটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়, যার সমাধানে মানবিক ও নীতিগতভাবে জিরো টলারেন্স নিতে হবে। শিশুশ্রমের হার কিছুটা কমলেও কাজ এখনো শেষ হয়নি। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা বেশি, যারা শ্রম আইনের বাইরে আছে। তাই শ্রম সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে আইন সংশোধনের সুপারিশ করা হয়েছে।

আবদুল হামিদ বলেন, 'শিশুশ্রম আইনত নিষিদ্ধ, তবু এটি আমাদের সামনে চলমান চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়েছে, যা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ক্ষুণ্ন করছে। কিছু মানুষের অসহযোগিতার কারণে শিশুশ্রম বন্ধ করা যাচ্ছে না। সরকারি নানা উদ্যোগ অনেক সময় মুখ থুবড়ে পড়ছে। তাই মানবতার বিকাশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে শিশুশ্রম রোধে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।'

সময়ের আলো বৃহস্পতিবার। ১০ জুলাই ২০২৫।

শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে শ্রম আইনে

● নিজস্ব প্রতিবেদক

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এএইচএম সফিকুজ্জামান বলেন, শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন ও কমিশনের সুপারিশ শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া চলমান। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আইন সংশোধনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে যাতে আন্তর্জাতিক শ্রমমান নিশ্চিত হয়।

গতকাল বুধবার সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (টিসিসি) ৮৮তম সভায় শ্রম সচিব এসব কথা বলেন। সভায় শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন ও শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ শ্রমিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সুপারিশগুলোর যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। শ্রম আইনে ১০টি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ উপস্থাপন করেন যা শ্রম আইন সংশোধনে কারিগরি কমিটি পর্যালোচনা করে বাস্তবায়ন করবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিকবিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী বলেন, 'শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।